বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

বিরান প্রান্তর

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

শুভম

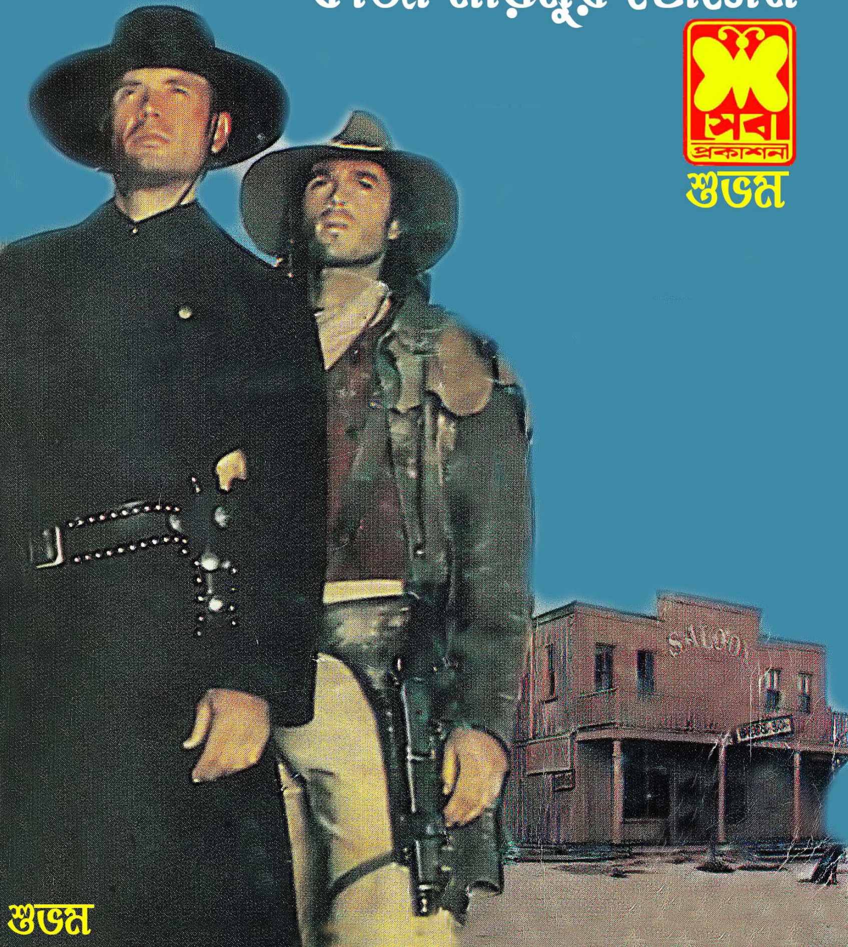

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

বিরান প্রান্তর

কাজী মায়মুর হোসেন

শুনলে মনে হয় কল্পকাহিনী, কিন্তু আসলে তা নয়। পশ্চিম কিভাবে গড়ে উঠেছিল এই বইতে পাবেন তারই প্রাঞ্জল বর্ণনা দেখতে দেখতে শহর গজিয়ে উঠছে প্রেয়ারির বুকে, ফকির হচ্ছে কোটিপতি, আর কোটিপতি হয়ে যাচ্ছে পথের ফকির; শত্রু হয়ে যাচ্ছে বন্ধু আবার বন্ধু হয়ে যাচ্ছে প্রাণের শত্রু। এক পলকে প্রেমিকা হয়ে যাচ্ছে পর আর দূরের মেয়েটি চলে আসছে কাছে।

মার্ক টিমোথি আর জেরাল্ড কীল–দুই বন্ধু ওরা, শহর গড়ে তুলল প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ঘটতে লাগল একের পর এক চমকপ্রদ ঘটনা। তারপর একদিন ভেঙে গেল তাসের ঘর। প্রচণ্ড সংঘাতের মধ্যে দিয়ে এল সত্যিকার প্রেম।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

বিরান প্রান্তর

কাজী মায়মুর হোসেন

BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8140-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি পি ও বক্স ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

BIRAN PRANTOR
A Western Novel
By: Qazi Maimur Husain

চল্লিশ টাকা

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

বিরান প্রান্তর

ওয়েস্টার্ন

বিরান প্রান্তর

কাজী মায়মুর হোসেন

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ।
খোন্দকার আলী আশরাফ : কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।
শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার।
আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক। রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান: শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর।
বজলুর রহমান: বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা।
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।
কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী।
ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ।
টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ।
শেখ আবদুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

থেমে গেছে কামানের গোলা বর্ষণ, বন্ধ হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ। অ্যাপোম্যাটক্স কোর্টহাউজে আত্মসমর্পণ করেছেন জেনারেল লী। শার্মেনের সঙ্গে চুক্তিতে এসেছে জনস্টন, এবং টেক্সাস থেকে কনফেডারেট আর্মির শেষ নাম-গন্ধও মুছে দিয়েছে কার্বি স্মিথ।

গৃহযুদ্ধ শেষ।

কিন্তু এখনও, অ্যাপোম্যাটক্সে শান্তি চুক্তির আট সপ্তাহ পরেও, আজ টেক্সাসের মাটিতে পড়ে আছে ধূসর ইউনিফর্ম পরা এক কনফেডারেট সৈন্য। বুকের বুলেটের ফুটো থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে তার, বাঁচবে না আর বেশিক্ষণ। ব্যথায় কাতর ঘোলা চোখে তাকিয়ে আছে ষোলোতম ইলিয়নয় ক্যাভাল্‌রির সার্জেন্ট জেরাল্ড কীলের দিকে।

কয়েক গজ দূরে, উল্টে পড়া আর্মি ওয়্যাগনটা খুঁজে দেখছে সার্জেন্ট মার্ক টিমোথি। দেখার কথা নয়। কিন্তু ওয়্যাগন নিয়ে ওদের দু'জনের কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল কনফেডারেট লোকটা।

কারণ জানা প্রয়োজন।

দড়িদড়া জড়িয়ে যাওয়ায় হার্নেসে আটকে আছে দুটো মৃত ঘোড়া। ঘোড়াগুলোর একটার পেটে ঢুকে গেছে ভাঙা ওয়্যাগন শ্যাফ্‌ট্। অন্য ঘোড়াটা মারা গেছে কারবাইনের গুলিতে।

আহত লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল জেরাল্ড, এক পলক তাকিয়েই বুঝে ফেলল আর বড়জোর ঘণ্টা দুয়েক।

'তোমার সময় ফুরিয়ে আসছে, বন্ধু,' ধীরে ধীরে বলল সে।

অস্ফুট স্বরে ফুঁপিয়ে উঠল মৃতপ্রায় লোকটা। 'তুমি···তুমি মিথ্যে বলছ না তো?'

'থামলে না কেন তুমি?' জেরাল্ডের গলায় আফসোস। 'দু'মাসের বেশি হলো যুদ্ধ থেমে গেছে। তোমার কোন ক্ষতি হতো না।'

কুঁচকে বিকৃত হয়ে গেল কনফেডারেটের চেহারা। 'জো...জো...শেলবির...খুব...'

অধৈর্য একটা ভঙ্গি করল জেরাল্ড। 'শেলবি একটা নির্বোধ। ও মনে করে মেক্সিকোতে ও টিকতে পারবে, এত কনফেডারেট ওকে অনুসরণ করবে যে আবার ফিরে এসে যুদ্ধ শুরু করতে পারবে সে। মেক্সিকোতে এখন গৃহযুদ্ধ চলছে। হুয়ারেজ বা ম্যাক্সিমিলিয়ান, দু'জনের কেউই শেলবিকে আশ্রয় দেবে না।' ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর। 'কারা আছে ওর সঙ্গে? মিসৌরির কিছু বদমাশ, যারা দেশে ফিরতে ভয় পাচ্ছে। আর আছে চোর, ডাকাত, অ্যাম্বুশার আর চিহ্নিত আউট-ল। শেলবির ধারণা এদের নিয়েই মেক্সিকো জয় করে ফেলতে পারবে সে। যত্তসব...'

'জেরাল্ড!' হঠাৎ ডাকল মার্ক টিমোথি। 'এদিকে দেখে যাও!'

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল কীল, দেখল অ্যাম্বুলেন্সের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে লোহার তৈরি একটা ছোট্ট সিন্দুক বের করে এনেছে মার্ক। দ্রুত বন্ধুর পাশে চলে এলো সে।

'বোধহয় এটার জন্যেই ও থামতে চাইছিল না,' বলল মার্ক টিমোথি।

ওকে সরে যেতে ইশারা করে সিন্দুকের তালায় গুলি করল জেরাল্ড। মট করে ভেঙে গেল তালা। সিন্দুকের ডালা তুলল মার্ক। ওর গলা চিরে বেরিয়ে এলো তীক্ষ্ণ বিস্ময়ধ্বনি।

'সোনা!'

বাক্সটার কানা পর্যন্ত প্রায় ভরা আছে স্বর্ণঈগলে। জোড়া ঈগলও আছে অনেক।

দু'হাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে পাশাপাশি রেখে সিন্দুক থেকে সোনার মোহর তুলে নিল মার্ক। ফিসফিস করে বলল, 'অন্তত বিশ-তিরিশ হাজার ডলার তো হবেই!'

'জেনারেল শেলবির যুদ্ধ-তহবিল!'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল মার্ক। 'জো শেলবির বাপও এক সঙ্গে এত টাকা দেখেনি।' জেরাল্ডকে পাশ কাটিয়ে বারো গজ দূরে পড়ে

থাকা আহত কনফেডারেটের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো ওর। 'লোকটা কথা বলতে পারবে?'

'খানিকক্ষণ।'

বাক্সে সোনার মোহরগুলো রেখে দিল মার্ক। দু'জনই গেল আহত লোকটার কাছে। হাঁটু গেড়ে লোকটার পাশে বসল মার্ক।

'আমরা সোনা খুঁজে পেয়েছি, রেব।'

গুঙিয়ে উঠল কনফেডারেট সৈন্য।

'কার সোনা?' জানতে চাইল জেরাল্ড। তারপর আন্দাজে প্রশ্ন ছুঁড়ল। 'জেফ ডেভিসের?'

তীব্র ব্যথা। কুঁচকে গেল লোকটার চেহারা। 'ওটাও তাহলে হারাতে হলো!'

'এখান থেকে নিয়ে ভার্জিনিয়ার রিচমন্ড পর্যন্ত সবখানে কর্তৃপক্ষ এই টাকা খুঁজছে,' বলল মার্ক। বন্ধুকে চোখের ইশারা করল উঠে দাঁড়িয়ে।

কয়েক পা হেঁটে সিন্দুকের কাছে চলে এলো ওরা। 'আমাদের মাথায় নিয়ে নাচবে ওরা, জেরি,' টিটকারির হাসি হেসে বলল মার্ক, 'পুরস্কার দেবে নির্ঘাত। কাপড়ের একটা দুটো স্ট্রাইপ।' কথা থামিয়ে গলা খাঁকারি দিল সে। 'আর বড়জোর দু'সপ্তাহ পরই অবসর নেব আমরা। তখন ব্যাঙ্কে গিয়ে *পুরস্কার* বেচে নগদ টাকা হাতে পাব।'

চোখ সরু করে মার্কের দিকে তাকাল জেরাল্ড। মার্ককে ও চেনে চার বছর ধরে। একই সঙ্গে যুদ্ধ করেছে ওরা। পরস্পরের প্রাণ বাঁচিয়েছে কয়েকবার। খেয়েছে একই ক্যান্টিনের পানি। শুয়েছে একই ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে।

'তুমি বলতে চাইছ যে আগে পায়, সম্পদ তারই,' গম্ভীর গলায় বলল জেরাল্ড।

'কার এই টাকা?' বন্ধুর চোখে তাকাল মার্ক। 'কনফেডারেট স্টেট অভ আমেরিকার? তেমন কিছু নেই পৃথিবীতে। জেফ ডেভিসের? এই টাকা তার ছিল না কখনও, আর সে এখন জেলখানায়।' আহত লোকটার ওপর দৃষ্টি স্থির হলো মার্কের। 'এই টাকা ওরও নয়। তাছাড়া যেখানে ও যাচ্ছে সেখানে এগুলো ওর কোন কাজে আসবে না।' গলা

খাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার করল সে। 'এই টাকা আমাদের, জেরি। তোমার আর আমার।' চোখ টিপল মার্ক। 'কি?'

হাতের তালুর উল্টোপিঠে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা চোয়াল ডলল জেরাল্ড। 'তুমি কি আমার মতামত জানতে চাইছ, নাকি নিজেরটা জানিয়ে দিচ্ছ?'

স্যাডলব্যাগে ডলারগুলো ভরার আগে গুনে দেখল ওরা। চব্বিশ হাজার নয়শো নব্বুই ডলার।

'আমি ভেবেছিলাম সেনাবাহিনীর চাকরি ছাড়ার পর কোন স্টোরে কাজ নেব,' বলল জেরাল্ড। 'কিন্তু এখন কি করব জানি না। হয়তো কয়েক বছর আইন পড়ব। পাশ করার পরও হাতে যা থাকবে তা দিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করতে পারব।'

'তার পাঁচ বছর পর কোনমতে চলার মত টাকা তুমি রোজগার করতে পারবে,' বলল মার্ক। 'দশ বছর পর বউ পোষার ক্ষমতা হবে, যদি আগেই বোকার মতো বিয়ে করে না বসো। আর আগেই বিয়ে করলে জীবনেও কখনও প্রাচুর্যের মুখ দেখবে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল জেরাল্ড। 'কখনও ভাবিনি বিরাট বড়লোক হতে হবে আমাকে।'

'*আমি* ভেবেছি,' বলল মার্ক। 'অনেক, অনেক টাকা চাই আমার, জেরি। টাকা আমার হবে।' বন্ধুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। 'টেক্সাসে কোন্ জিনিসটা তোমার সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে, জেরি?'

'আবহাওয়া,' হাসি মুখে বলল জেরাল্ড। 'মনে হয় যেন দোজখে আছি।'

'আর কিছু?' ভ্রূ কুঁচকাল মার্ক।

'বাফেলো। অন্তত এক মিলিয়ন তো...'

'আর অন্তত বিশ মিলিয়ন হবে লংহর্ন,' জেরিকে থামিয়ে বলে উঠল মার্ক। 'গত কয়েক বছর কেউ রাউন্ডআপ না করায় বুনো হয়ে উঠেছে। টেক্সানদের গরু আছে অফুরন্ত। নগদ টাকা হাতে নেই, আছে শুধু লংহর্ন।'

'না খেয়ে মরবে না টেক্সানরা।'

'অতিরিক্ত গরু আছে টেক্সানদের,' বলে চলল মার্ক, 'এতই বেশি

যে একটা লংহর্নের দাম বড় জোর দু'ডলার। বুঝেছ? আমি বলতে চাইছি চামড়া মাংস সহ দু'ডলার। অথচ দেখো, উত্তরের ওরা মাংসের চাহিদা মেটাতে পারছে না। টেক্সাসের দু' ডলার দামের একটা লংহর্ন ইলিয়নয়তে বেচলে পাওয়া যাবে কমপক্ষে বিশ ডলার।'

'ওগুলোকে তুমি যদি ইলিয়নয় পর্যন্ত নিতে পারো।'

'যুদ্ধের আগে ইলিয়নয়ে গরু নিয়ে গেছে টেক্সানরা। ব্লুমিংটনে ছোটখাট একটা ব্যবসা ছিল আমার, তখন দুই তিনটা ক্যাটল ড্রাইভ দেখেছি। বুনো গরু। পরিশ্রমী। ফলে মাংস শক্ত। তবে ঘাস খাইয়ে মোটাতাজা করার পর একেবারে খারাপ নয়।' দম নিল মার্ক। তারপর আবার শুরু করল, 'ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেইলরোড বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। নেব্রাস্কা পর্যন্ত লাইনও বসে গেছে। আরেকটা রেইলরোড ক্যানসাস সিটির পাশ দিয়ে যাচ্ছে। পুরো ক্যানসাসে রেইলরোড বসবে। আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে যাবে বাজারে লংহর্ন নিয়ে যাওয়া।'

'টেক্সাস থেকে ক্যাটল ড্রাইভ করে ক্যানসাসে যাওয়ার কথা ভাবছ তুমি?'

হাসল মার্ক টিমোথি। 'আমি? মোটেও না। হ্যাঁ, টাকা আছে কাজটাতে, কিন্তু যে পরিমাণ আমি চাই সেই পরিমাণ নেই। পঁচিশ হাজার ডলার মূলধন খাটানোর পর...'

'পঁচিশ হাজার?'

'তুমিও আমার সঙ্গে ব্যবসা করবে।'

জেরাল্ডের চেহারায় দ্বিধার ছাপ পড়ল। 'আমি ভাবছিলাম আইন পড়ে...

'আগামী দু'তিন বছর পর আমাদের যত টাকা হবে, ইচ্ছে করলে এক ডজন উকিলকে চাকরি দিতে পারবে তুমি। পুবের অনেকেই যুদ্ধের আগে একেবারে কপর্দকহীন ছিল, জেবি, এখন তাদের বেশিরভাগই কোটিপতি।'

'তুমিও কি কোটিপতি হবার স্বপ্ন দেখছ?'

'সাধারণ কোটিপতি নয়, বড় ধরনের কোটিপতি।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে বন্ধুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল জেরাল্ড।

তারপর হঠাৎ ওর মুখে ফুটে উঠল চওড়া হাসি। ঘোড়ার কাছে গিয়ে স্যাডলব্যাগটা বাঁধল ও। ফিরে তাকাল মার্কের দিকে। একটু কুঁচকে উঠল ভ্রূ। আহত লোকটাকে দেখাল।

'ওর কি হবে?'

'ও তো মরবেই, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সময় লাগবে অন্তত এক ঘণ্টা।'

তীক্ষ্ণ চোখে জেরির দিকে তাকাল মার্ক, তারপর চলে এলো কনফেডারেটের পাশে। এক ঝটকায় হাতে বেরিয়ে এলো রিভলভার।

'মার্ক! না...' মাঝপথে থেমে গেল জেরি।

গর্জে উঠেছে মার্কের অস্ত্র। ঠাণ্ডা চোখে জেরিকে দেখে নিয়ে ঘোড়ায় উঠল মার্ক। 'তাড়া আছে আমার,' বলল কড়া গলায়। 'কোটিপতি হবার।'

দুই

যত দ্রুত কোটিপতি হওয়ার কাজ এগোবে বলে ভেবেছিল, তত চট জলদি এগোল না মার্ক টিমোথি আর জেরাল্ড কীলের কাজ। মেক্সিকোতে মার্শাল ব্যাযেইনের অধীনে আছে পঞ্চাশ হাজার ফ্রেঞ্চ সৈন্য। তাদের বেয়নেটের জোরে ক্ষমতার আসনে বসেছে ম্যাক্সিমিলিয়ান।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে মেক্সিকোয় ফ্রেঞ্চ সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছু করার সুযোগ পায়নি কেউ। এবার তাদের দিকে মনোযোগ পড়ল ইউনিয়ন আর্মির। ছয় লাখ সৈন্য আছে তাদের। ফেডারেল সরকার মনরো ডকট্রিনও ভোলেনি, নেপোলিয়নের অবগতির জন্যে আরেকবার জানানো হলো ডকট্রিনে কী লেখা আছে। শুধু জানিয়েই ক্ষান্ত হলো না ফেডারেল সরকার, নিজেদের অস্তিত্ব জাহির

করার জন্যে জেনারেল ফিল শেরিডানের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠাল রিয়ো গ্র্যান্ডের তীরে।

এবার টনক নড়ল নেপোলিয়নের। মেক্সিকোর মুকুটবিহীন সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানকে অসহায় করে ফ্রেঞ্চ সৈন্যদের দেশে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলেন তিনি।

ছেষট্টিতে, পঁচিশ হাজার ডলার পাবার ঠিক এক বছর পর, সেনাবাহিনী থেকে অবসর পেল মার্ক টিমোথি আর জেরাল্ড কীল।

কয়েক দিন ছুটি কাটাতে যার যার দেশে ফিরল ওরা। জেরাল্ড ইলিয়নয়ে আর মার্ক উইসকন্‌সিনে। সেপ্টেম্বরে ওরা দেখা করল সেন্ট লুইসে।

এক সকালে দু'জন হাজির হলো ক্যানসাস অ্যান্ড কলোরাডো রেইলরোড অফিসে।

যতটা আশা করেছিল, রেইলরোড অফিস ততটা জাঁকজমকপূর্ণ নয়। মাত্র দু'জন কর্মচারী আছে রেইলরোডের। একজন ক্যানসাসে ট্র্যাক বসাচ্ছে, অন্যজন এখানে বসে বেচছে স্টক আর শেয়ার। দু'জনের মধ্যে ভাল কাজ দেখাচ্ছে ট্র্যাক বসাচ্ছে যে-লোকটা।

রেইলরোডের রিসেপশন রূমে যে মেয়েটি বসে আছে তাকে দেখে চোখ কপালে উঠল জেরাল্ড কীলের। জীবনে এত সুন্দরী মেয়ে দেখেনি ও। ভাবতেও পারেনি মানবী এত অপরূপা হতে পারে। বাইশ-তেইশ হবে মেয়েটির বয়স। পরনে প্রিম ক্যালিকো ড্রেস। পোশাকটায় ওকে অনাকর্ষণীয় দেখানোর কথা, কিন্তু দেখাচ্ছে না। এক বোঝা বাদামী-সোনালী চুল লুটাচ্ছে মেয়েটির কাঁধে, দেখে মনে হচ্ছে সোনার পাহাড়। চোখ দুটো সাগরের মতো গভীর নীল। রহস্যময় চাহনি তাতে। যেকোন ভদ্রলোকের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারবে এই মেয়ে মদির চোখের আহ্বানে।

মার্ক আর জেরাল্ড অফিসে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। প্রায় দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল মার্ক টিমোথিকে।

'মার্ক!' ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটি। 'কত দিন পরে তুমি এলে!'

মুহূর্তের জন্যে, জেরাল্ডের মনে হলো, সে আসলে অন্তর থেকে ঘৃণা করে তার বন্ধুকে। মেয়েটিকে চুমু খেল মার্ক। তারপর গায়ের ওপর

থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভালমতো দেখল। 'আরে সর্বনাশ,' বলল হাসতে হাসতে, 'তোমার দেখি বিয়ের বয়স হয়ে গেছে!'

'তুমি যখন চলে গেলে তখনই আমার বিয়ের বয়স হয়েছে,' কপট রাগের সঙ্গে বলল মেয়েটি। চট করে তাকাল জেরাল্ডের দিকে। হাত বাড়িয়ে দিল। 'তুমি নিশ্চয়ই জেরাল্ড কীল? তোমার কথা অনেক লিখেছে মার্ক।'

হাতটা আলতো করে ধরল জেরি। নরম, উষ্ণ, ছোট্ট হাত। মেয়েলি। পুতুলের মতো। চমৎকার! চুপ করে থাকা অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বলল ও, 'কেমন আছ তুমি, মিস...'

'দুনিয়ার সেরা সুন্দরী,' হাসল মার্ক। 'আমার বোন, রবার্টা টিমোথি।'

অদ্ভুত একটা স্বস্তি বোধে ছেয়ে গেল জেরাল্ডের অন্তর। বড় করে শ্বাস ফেলল ও। অভিযোগের সুরে বলল, 'তুমি কখনও ওর কথা বলোনি। আমি বলতে চাইছি, তুমি এমন ভাবে বলেছ যেন ও একটা বাচ্চা মেয়ে।'

'ছিল এক সময়।' হাসল মার্ক। 'কিছুদিন আগে ওর ছবি পেয়েছিলাম। তোমাকে দেখাইনি, কারণ আছে...'

'মার্ক!' কিল তুলল রবার্টা।

জেরির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল মার্ক। 'আমি চেয়েছিলাম ওর নিজস্ব মতামত তৈরি হোক।'

ভেতরের অফিসের দরজা খুলে গেল। উঁকি দিল চকচকে প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট পরা মোটাসোটা এক মধ্য বয়স্ক টেকো লোক। 'মিস টিমোথি,' ডাকল সে। 'একবার যদি এদিকে আসতে...'

'মিস্টার ফসেট!' দু'পা সামনে বাড়ল রবার্টা। হাতের ইশারায় মার্ককে দেখাল। 'আমার ভাই মার্ক। সঙ্গে যাঁকে দেখছেন তিনি আমার ভাইয়ের পার্টনার, মিস্টার কীল। এঁদের সঙ্গে আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

কিছুক্ষণের জন্যে মিস্টার ফসেটের চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। তারপর মুখ কালো করে ফেলল। 'ও, হ্যাঁ, সেই টেক্সাস থেকে গরু আনার পরিকল্পনা।' পকেট থেকে মস্ত একটা সোনার ঘড়ি বের করে

ডায়ালে চোখ রাখল সে। 'আমি দুঃখিত, কিন্তু এখন তো সময় হবে না।'

'সময় হবে, মিস্টার ফসেট,' শান্ত গলায় কর্তৃত্বের সঙ্গে জানাল রবার্টা। 'মিস্টার মেয়ারসনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমি বাতিল করে দিয়েছি। মিস্টার ভ্যান্ডারভুর্ট্স্‌কেও বলেছি আপনি ব্যস্ত থাকবেন আজ। কাজেই আপনার হাতে এখন প্রচুর সময়।'

বিরক্তির ছাপ পড়ল ফসেটের চেহারায়। 'দেখো, মিস টিমোথি...'

'আমার জন্যে সময় দিলে আপনি ঠকবেন না, মিস্টার ফসেট,' মুখ খুলল মার্ক। 'বলতে পারেন আমি আপনার ত্রাণকর্তা। একবার আমার প্রস্তাব শুনে দেখুন, এই সপ্তাহের বাকি সব কয়টা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনি বাতিল করে দেবেন।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে মার্কের দিকে তাকাল মিস্টার ফসেট। বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, মিস্টার...আ...টিমোথি, সময় নষ্ট করার মতো মন মানসিকতা আমার নেই।'

'মার্ক আর ওর পার্টনার মিস্টার কীল পঁচিশ হাজার ডলার বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক,' চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল রবার্টা।

অদ্ভুত একটা কোমল আলো জ্বলে উঠল মিস্টার ফসেটের দু'চোখে। 'আসুন, মিস্টার টিমোথি, আসুন। আপনিও আসুন, মিস্টার...?'

'কীল। জেরাল্ড কীল।'

মিস্টার ফসেটকে অনুসরণ করে চমৎকার কাঠের প্যানেলিং করা একটা ছোট অফিস ঘরে প্রবেশ করল ওরা। এই অফিসের জাঁকজমক দেখিয়ে বেশ কয়েকজনকে শেয়ার গছিয়েছে ফসেট। তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় নিজের চেয়ারে বসলে। অতিথি দু'জন বসার পর চেয়ারে বসল সে, প্রকাণ্ড টেবিলে দু'হাতের কনুই রেখে আঙুলগুলো এক করে তৈরি করল একটা উল্টো 'ভি'।

'ভদ্রমহোদয়গণ,' ভাব গাম্ভীর্যের সঙ্গে শুরু করল সে। 'আজকের কারবারী দুনিয়ায় রেইলরোড স্টক খরিদ করা সবচেয়ে ভাল বিনিয়োগ। আমি আপনাদের কথা দিতে পারি...না...আমি আপনাদের নিশ্চয়তা

দিতে পারি, প্রতি বছর বিনিয়োগকৃত টাকার ওপর শতকরা দশ ভাগ লভ্যাংশ পাবেনই পাবেন। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে...'

'দাঁড়ান এক মিনিট,' তাকে থামিয়ে দিল মার্ক টিমোথি। 'আমি আপনাকে শতকরা একশো ভাগ লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারি।' লাল ছোপ পড়ল ফসেটের গালে। লালের পরিমাণ বাড়তে লাগল মার্কের কথা শুনতে শুনতে। 'আপনার রেইলরোড ফতুর হয়ে গেছে। চল্লিশ মাইল লাইন বসিয়ে কাজ থামিয়ে বসে আছেন আপনারা। আর কেউ টাকা বিনিয়োগ না করলে কাজ এগোবে সেই সম্ভাবনাও নেই। হ্যাঁ, আমি অস্বীকার করছি না, চেষ্টা চরিত্র করে আরও দু'চার মাইল লাইন হয়তো বসাতে পারবেন।' হাসল মার্ক। 'তারপর?' মাথা নাড়ল। 'কী লাভ হবে তাতে? লরেন্সের পর আর কিছু নেই, প্রেয়ারি ছাড়া। ভুল বললাম, প্রেয়ারি ডগ ওখানে আছে প্রচুর। তবে ওরা আপনার রেলগাড়িতে কোন মালামাল পাঠাবে না।'

'তোমরাও পাঠাবে না,' রেগে গিয়ে আগের সম্বোধন ভুলে বলে উঠল ফসেট। মার্কের দিকে তাকাল। চোখ পাকিয়ে বলল, 'যে উদ্ভট পরিকল্পনার কথা তোমার বোনের মুখে শুনেছি তাতে...'

'পরিকল্পনাটা উদ্ভট নয়,' শান্ত স্বরে বাধা দিল মার্ক। 'বাস্তবায়নের টাকাও আমাদের আছে। আপনার রেইলরোডের পাশে একটা শহর গড়ে তুলব আমরা। শহরে থাকবে স্টোর, সেলুন, স্টক ইয়ার্ড...'

'স্টক ইয়ার্ড!' খেপে উঠল ফসেট। 'প্রেয়ারিতে স্টক ইয়ার্ড? পাগল না মাথা...'

'মাথা খারাপ নয়, মিস্টার ফসেট,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মার্ক। 'হ্যাঁ, স্টক ইয়ার্ড। আপনাকে এক পয়সাও খরচ করতে হবে না, যা খরচ করার আমরাই করব। বিনিময়ে আমরা শুধু চাই...'

'আপনি এই মাত্র বলেছেন আমাকে এক পয়সাও খরচ করতে হবে না।' আবার সম্বোধন পাল্টেছে ফসেট।

'যা খরচ হবে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আপনি শুধু আপনার শ্রমিকদের বলবেন, ওরা আমাদের জন্যে আধ মাইল লাইন বসিয়ে দেবে...গরুগুলো যাতে স্টক কারে তুলতে সুবিধে হয়।'

'এই আপনাদের ধর্তব্যের মধ্যে নয়?' গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছে

ফসেটের চেহারা। 'আধ মাইল লাইন বসাতে খরচ হবে বিশ হাজার ডলার!'

'ওটা হবে আপনার জীবনের সেরা বিনিয়োগ।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, ধরুন আমি লাইন বসাতে···টাকাটা খরচ করতে রাজি হলাম। তারপর আর কি চাইবেন আপনারা?'

'আমার লোডিং পেন থেকে প্রতিটা বগি ভরা গরুর জন্যে পাঁচ ডলার করে। আমার স্টক ইয়ার্ড থেকে···'

'যা নেই তার কথা এখন না তুললেও চলবে। আর কিছু?'

'জমি। র‍্যাঞ্চাররা চাইবে বেচার আগে গরুগুলোকে চরিয়ে মোটাতাজা করে ভাল দাম পেতে।'

'জমি একমাত্র জিনিস যেটা আমাদের প্রচুর আছে,' নড়েচড়ে বসল ফসেট। 'লাইনের দু'ধারে সরকার আমাদের এক সেকশন পরপর জমি দিয়েছে।'

এবার লোকটা দাম হাঁকবে, বুঝতে পারল মার্ক আর জেরি।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল মার্ক। 'ক্যানসাস সিটি থেকে কলোরাডো পর্যন্ত জমির দাম একর প্রতি দশ সেন্টও নয়।'

'আমি রাজি,' কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করে বলল ফসেট। 'তোমাদের কাছে এক হাজার একর বেচব···না, দুই হাজার একর। আগে তোমরা স্টক ইয়ার্ড আর হোটেল বানাও, তারপর।'

উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে একটা কলম তুলে নিল মার্ক। কলমটা কালির দোয়াতে চুবিয়ে বাড়িয়ে দিল ফসেটের দিকে। 'চুক্তি কাগজে-কলমে লিখে ফেলুন।'

একটু দ্বিধা করল ফসেট, তারপর হাত বাড়িয়ে নিল কলমটা।

তিন

রেইলরোডের লাইন যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে আরও পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত সাত-আট ফুট ব্যবধান রেখে মাটিতে পোঁতা হয়েছে খাটো সাদা লাঠি। লাঠির যেখানে শেষ, সেখানে ছোট একটা বস্তি দেখতে পেল মার্ক আর জেরাল্ড। বস্তির নাম প্রেয়ারি ডগ।

কাদামাটির তৈরি স্টোর আছে একটা। একই সঙ্গে ওটা ঘোড়ার রিলে স্টেশন। মাসে একবার স্টেজ যায় এপথে। আর আছে গোটা দশেক মাটির কুঁড়ে। যারা বাস করে তাদের কারও অবস্থাই সুবিধের নয়, আর কোথাও যাবার নেই বলেই এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছে।

মার্ক আর জেরাল্ড ঘোড়া থেকে নামার পর আর্টি পাফপ্যাফ নামের এক লোক তার কুঁড়ে থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো। নোংরা দেহ, কতদিন গোসল করেনি কে জানে। পরনে একটা শার্ট আর প্যান্ট। যুদ্ধের আগে ওগুলো বোধহয় ভালই ছিল—সে মেক্সিকোর যুদ্ধের কথা। শার্টের ছেঁড়াফাটা অংশ দিয়ে লোমশ বুক দেখা যাচ্ছে। সেই লোমে হেঁটে বেড়াচ্ছে খুদে উকুনের দল।

'মিস্টার পাফপ্যাফ,' বলল মার্ক, 'আমরা আমাদের হাতের তাস গোপন করব না।'

চোখ পিটপিট করল পাফপ্যাফ। 'কিসের তাস?'

কথাটা প্রাসঙ্গিক নয় এমন ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মার্ক। 'তুমি এক সেকশন জমিতে খুঁটি গেড়েছ। জমিতে হয়তো আইনগত অধিকারও তোমার আছে। জমি তার ভোগদখলকারীর বা সেধরনের কিছু। এখন কথা হচ্ছে, আমি তোমার কাছ থেকে জমি কিনতে চাই।'

হাঁ করে মার্কের দিকে তাকিয়ে থাকল পাফপ্যাফ। মার্কের কথা শুনতে শুনতে হাঁ-টা আরও বড় হতে লাগল। তারপর বক্তব্য বোঝা

হতেই হঠাৎ মুখ বন্ধ করল সে, চোখ সরু করে হিসেবি চোখে মার্ককে দেখল।

'তুমি বলতে চাইছ তুমি আমাকে টাকা দেবে? আমার হোমস্টেডের জন্যে? ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একথাই তো বলছ তুমি, তাই না?'

'তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক, মিস্টার পাফপ্যাফ,' বলল মার্ক। 'ঠিকই ধরেছ তুমি। প্রস্তাবটা তাই।'

স্যাডলব্যাগ থেকে এক বোতল সস্তা হুইস্কি বের করল জেরাল্ড, হাত বাড়িয়ে ধরে রাখল উঁচু করে, যাতে পাফপ্যাফ ভাল করে দেখতে পারে। তাকাল পাফপ্যাফ, এবং মার্কের দিকে আর চোখ ফেরাতে পারল না।

'টাকা আছে তোমাদের কাছে?' কিছুক্ষণ পর তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল লোকটা। 'নগদ টাকা?'

পকেট থেকে বিশ ডলারের একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে পাফপ্যাফের পায়ের কাছে ধুলোর মধ্যে ছুঁড়ে দিল মার্ক। ভ্রূ নাচাল। 'কি মনে হয়, আছে?'

বোতলের ওপর থেকে সরে গিয়ে স্বর্ণঈগলের গায়ে স্থির হলো পাফপ্যাফের দৃষ্টি। মুদ্রাটা তুলে নিয়ে আবার তাকাল হুইস্কির বোতলের দিকে।

'দামী জায়গা এটা,' বলল ঢোক গিলে।

স্যাডলব্যাগ থেকে দ্বিতীয় আরেকটা বোতল বের করল জেরাল্ড। 'আরও অনেক জায়গা আছে যেখানে তুমি বাস করতে পারবে, পাফপ্যাফ।'

'বিশ ডলার, সঙ্গে দুই বোতল হুইস্কি,' এর বেশি কিছুতে রাজি নয় এমন ভঙ্গিতে বলল মার্ক। পকেট থেকে পেন্সিল আর কাগজ বের করে পাফপ্যাফের দিকে ছুঁড়ে দিল। 'সই করো!'

দু'ঘণ্টা পুরো হবার আগেই কুঁড়ে ঘরের সব কয়জন মালিক তাদের জমি বেচে দিল মার্ক আর জেরাল্ডের কাছে।

সেদিন সারাদিন পাফপ্যাফ ব্যস্ত থাকল, দু' দু'বোতল হুইস্কি পেটে পুরতে হবে; ফলে কোন কাজে এলো না সে। ওর জন্যে কাজ পড়ে থাকল না, মার্ক আর জেরাল্ড আরেকজন কুঁড়ে মালিককে পাঁচ ডলার

দিয়ে কাজে নিয়ে নিল।

মরচে পড়া একটা করাত আছে লোকটার। সেটা দিয়ে কাঠ কেটে এক ফুট লম্বা লাঠি বানাচ্ছে সে। এক মাথা চোখা করে দিচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা পর দেখা গেল যথেষ্ট পরিমাণ খাটো লাঠির একটা বড়সড় স্তূপ জমে গেছে তার সামনে।

মার্ক আর জেরাল্ডের পিছু পিছু এলো সে, যেখানে বলা হলো সেখানেই গেঁথে চলল কাঠের খুঁটি।

'এখানে হোটেল হবে,' পায়চারি শেষে থেমে দাঁড়িয়ে বলল মার্ক। 'ডিপো আর স্টক ইয়ার্ড থেকে কাছে হতে হবে। কিন্তু মুখটাও যাতে থাকে রাস্তার দিকে। হুম্‌ম্‌ম্‌! রাস্তাটা আমরা যথেষ্ট চওড়া করব। শহরে ঢুকে চিপা রাস্তা দেখলে মেজাজটা খিঁচড়ে যায়।'

'একটা রাস্তাই যথেষ্ট?' খুশি খুশি গলায় জানতে চাইল জেরাল্ড।

'প্রধান সড়ক একটা,' বলল মার্ক। 'আড়াআড়ি রাস্তা কয়েকটা অন্তত থাকতেই হবে। ধরে নাও থাকবে। দাঁড়াও দেখি, হ্যাঁ, অনেক জমি লাগবে ব্যবসার জন্যে। দোকান, সেলুন, স্টেবল, বার্ন, খবরের কাগজ...একেকটা ব্যবসার জন্যে বিশ ফুট চওড়া জমি রাখি, কি বলো?' জেরাল্ডের দিকে তাকাল মার্ক। 'দোকানের মুখ বিশ ফুট চওড়া হলেই যথেষ্ট। যার দরকার সে দুটো লট কিনবে।'

'প্রধান সড়ক' ধরে এগিয়ে চলল ওরা। রেইলরোডের সার্ভেয়ার স্টক ইয়ার্ড, লোডিং পেন ইত্যাদি কোথায় হবে জানিয়ে দিয়েছে।

আশেপাশের সমস্ত এলাকায় যখন খুঁটি পোঁতা হলো, দেখে মনে হতে লাগল সজারুর পিঠ, তখন প্রেয়ারি ডগের তৈরি একটা ঢিবির পাশে বিশ্রাম নিতে বসল ওরা। গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে ওদের দিকে সতর্ক চোখে তাকাল একটা প্রেয়ারি ডগ।

ভ্রূ কুঁচকে জন্তুটাকে দেখল মার্ক। বিড়বিড় করে বলল, 'প্রেয়ারি ডগ।' মাথা নাড়ল আপন মনে। 'ঘোড়া ওদের গর্তে হুমড়ি খেয়ে পা ভাঙে, মানুষ মারা যায়। শহরের নাম হিসেবে চলবে না। আরও ভাল কিছু দরকার।' রিভলভার বের করে গুলি করল সে। গুলিটা লাগল প্রেয়ারি ডগের চার ফুট দূরে। ভয় পেয়ে বিরাট এক লাফে গর্তে ঢুকে গেল জানোয়ারটা।

হাত বাড়িয়ে মার্কের কাছ থেকে অস্ত্রটা নিল জেরাল্ড। কিছুক্ষণ পর আবার গর্ত থেকে মাথা বের করল প্রেয়ারি ডগ। জেরিকে দেখে মনে হলো তাক করেনি, হাত সামনে বাড়িয়ে ট্রিগারে চাপ দিল।

সঙ্গের লোকটা গর্তের কাছে গিয়ে মস্তকহীন প্রেয়ারি ডগটাকে লাথি মারল। মাথা দোলাল। 'হ্যাঁ, একে বলে শূটিং! মনে হয় ছায়ার চেয়েও দ্রুত!'

হাসল মার্ক। 'ষোলোতম ইলিয়নয় ক্যাভাল্‌রির সেরা পিস্তলবাজ ছিল জেরি। আমি তো দশ ফুট দূর থেকে একটা ঘোড়াকেও লাগাতে পারি না।' মাথা নাড়ল সে। 'শহরের একটা ভাল নাম দরকার। এমন একটা নাম, যে-নাম শুনলে ভাল লাগে, সহজে ভুলে যাবে না কেউ।'

মসৃণ একটা বাঁকা কাঠের টুকরো হাতে নিল জেরাল্ড। 'ইন্ডিয়ান ধনুকের একটা অংশ। এ থেকে একটা নাম হয়তো বের করা যাবে...ভাঙা ধনুক, নষ্ট ধনুক...'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল মার্ক। 'জুতের হচ্ছে না। ছোট কোন শহরের বেলায় হয়তো ওসব চলত, কিন্তু আমাদের এই শহরে দরকার চমকে দেয়ার মতো কিছু।'

খুঁটি পুঁতেছে যে লোকটা সে জেরাল্ডকে বলল, 'তোমার হাতে ওটা পওনিদের ধনুক। কয়েক বছর আগে এখানে পওনিদের সঙ্গে বড় একটা যুদ্ধ হয়েছিল।'

'পওনি!' প্রায় লাফিয়ে উঠল মার্ক টিমোথি। 'চমৎকার! হ্যাঁ, এটাই তো! আমাদের শহরের নাম হবে পওনি সিটি।'

চার

টেক্সাসের সমতল জমিতে ঘোড়া ছোটাচ্ছে জেরাল্ড কীল। পকেটে হাত, দেহটা একটু ঝুঁকিয়ে বসেছে স্যাডলে; মনে মনে গালাগাল

দিচ্ছে প্রাণ খুলে। দু'ঘণ্টা আগে এক টেক্সান ওকে বলেছে সামনের গ্রামটা বড়জোর আঠারো-বিশ মাইল দূরে। কোথায় কি, তিরিশ মাইল পেরিয়ে এসেছে ও।

মুখের ওপর পড়ছে তুষার-কোমল ঠাণ্ডা কি যেন। লোকে বলে এত দক্ষিণে নাকি তুষারপাত হয় না। মুখ তুলে মেঘলা আকাশ দেখল ও। তুষার যদি না হয়ে থাকে, তো বলতে হবে ভারী তুলোর বৃষ্টি।

সামনের ট্রেইলে এগিয়ে চলেছে এক অশ্বারোহী। জেরির মতোই কুঁজো হয়ে বসেছে স্যাডলে। ডান হাতের তালু নিচের দিকে নেমে গেল জেরির, অনুভব করল কোল্টের শক্ত বাঁটের স্পর্শ–নিশ্চয়তা। তারপর গতি বাড়াল ও, সামনের লোকটার সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনতে লাগল।

ওর আসার শব্দ শুনতে পেল অশ্বারোহী, গতি কমাল না, কিন্তু একটু সরে ট্রেইলে পার হয়ে যাওয়ার জায়গা করে দিল।

পাশে এসে ঘোড়ার গতি কমিয়ে সমান তালে চলল জেরি। কথা শুরু করার জন্যে বলল, 'আবহাওয়াটা খারাপ।'

জবাব না দিয়ে জেরির দিকে তাকিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ করল লোকটা। দাড়ি কামায়নি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি; কাপড়চোপড় পুরনো, বহু ব্যবহৃত। হালকা পাতলা দেহ, কিন্তু পাকানো পেশি। সরু চোখের দিকে তাকিয়ে এক পলকে বুঝে গেল জেরি, এই লোক শক্ত চিড়িয়া।

'আমি জেরাল্ড কীল,' গলা খাঁকারি দিল জেরি। 'সামনের শহরটায় যাচ্ছি।'

'শহর নয়,' মাথা নাড়ল লোকটা। 'দু'তিনটে অ্যাডোবি ঘর-বাড়ি।'

সামনে তাকাল জেরাল্ড। ট্রেইলে ওয়্যাগনের চাকার গভীর দাগ বসে গেছে। চাকা যেখান দিয়ে গেছে সেই জায়গাগুলো বেশ নিচু। দাগগুলো বাম দিকে বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে একটা নিচু টিলার ওপাশে। 'আর কত দূর?'

জেরির সহযাত্রী কাঁধ ঝাঁকাল। 'এই এলাকা সব সময় একই রকম লাগে আমার কাছে। আগেও এদিকে এসেছি, বুঝতে পারি না কোথায় আছি।...ভাল কথা, আমি নেসেকা।'

'নেসেকা,' প্রতিধ্বনি তুলল জেরি। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সঙ্গীর দিকে। 'জর্জ নেসেকা?'

স্যাডলে সোজা হয়ে বসল লোকটা। 'হ্যাঁ।'

'বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে এসেছ তুমি, বন্ধু।'

'কথা শুনে তোমাকেও কিন্তু টেক্সাসের লোক বলে মনে হচ্ছে না,' বলল নেসেকো।

'উইস্‌কন্‌সিন্‌,' সাবধানে বলল জেরি। 'ষোলোতম ইলিয়নয় ক্যাভাল্‌রির সঙ্গে ছিলাম।'

'আমি মাত্র কিছুদিন আগে মেক্সিকো থেকে ফিরেছি,' জানাল নেসেকা। 'ওখানে শুনেছি আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।'

'আমিও তাই জানি,' বলল জেরি। 'প্রতিশোধপরায়ণদের দলে আমি নেই।'

হাসল নেসেকো। 'জানো বোধহয়, কোয়ান্ট্রিলের সঙ্গে ছিলাম আমি। পরে শেলবির সঙ্গে মেক্সিকো চলে যাই। এখনও মেক্সিকোতেই আছে শেলবি, কিন্তু থাকতে পারবে না আর বেশিদিন। ম্যাক্সিমিলিয়ানকে টেনে নামিয়েছে মেক্সিকানরা, শেলবিকে ছেড়ে কথা বলার কোন কারণ নেই।' একটু থামল সে। 'মিসৌরিির কি অবস্থা?'

একটু দ্বিধা করল জেরি, তারপর মাথা নাড়ল। 'ভাল নয়।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

'অনেকেই মেনে নিতে পারছে না যে যুদ্ধ থেমে গেছে। চুরি-ডাকাতি-লুঠতরাজ-রাহাজানি লেগেই আছে।'

'নির্বোধের দল,' মুখ বিকৃত করল নেসেকা। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলল না, হাত বাড়িয়ে সামনে দেখাল। 'ওই যে গ্রামটা।'

ছোট একটা টিবি পেরিয়ে এসেছে ওরা। নিচে, আধ মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে সরু উপত্যকায় অ্যাডোবির কয়েকটা বাড়ি-ঘর। ঘোড়ার গতি বাড়াল ওরা, জোরেসোরে তুষারপাত শুরু হওয়ার আগেই পৌঁছে গেল ছোট বসতিটাতে।

সবচেয়ে বড় ঘরটা লম্বাটে। ওটার সামনে হিচরেইলে বেশ কয়েকটা ঘোড়া। ওগুলোর পাশে নিজেদেরগুলো বেঁধে ভেতরে ঢুকল ওরা দু'জন।

বাড়িটা একাধারে সেলুন, দোকান এবং পোস্ট অফিস। এক কোণে একটা বার কাউন্টার। সামনে দুটো টেবিল। একটাতে পোকার খেলা

চলছে। চারজন, সব কয়জন বাফেলোর চামড়ার তৈরি ওভারকোট পরে আছে, ওদেরকে একবার দেখে নিয়ে আবার খেলায় মনোযোগ দিল।

বারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কীল আর নেসেকা।

'সঙ্গে করে বোধহয় তুষার নিয়ে এসেছ?' জানতে চাইল বারটেন্ডার। হালকা পাতলা বেঁটে খাটো লোক সে। মুখে বেমানান পুরু গোঁফ। হাত দুটো গত তিন মাসে একবারও ধুয়েছে বলে মনে হলো না।

অপরিচ্ছন্ন দুটো গ্লাস আগন্তুকদের সামনে রাখল সে। অর্ধেক ভরে দিল বাদামী তরলে। চুমুক দিল জেরি। বিদঘুটে স্বাদ, কিন্তু গরম একটা প্রবাহ বয়ে গেল ওর শরীরে। কাউন্টারে একটা রুপোর ডলার রাখল ও। 'আরও একটা।'

'আরও এক ডলার লাগবে,' জবাব দিল বারটেন্ডার।

কাউন্টারে একটা কয়েন রেখে দু'আঙুলে চরকির মতো ঘোরাল জর্জ নেসেকা। 'পেসো হলে চলবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল বারটেন্ডার। 'রূপার দাম সবখানেই আছে।'

তার কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে এবার নিজেই ঢালল নেসেকা, গ্লাসের কানা পর্যন্ত। ভ্রূ কুঁচকে গেল বারটেন্ডারের।

এক ফোঁটাও না ফেলে গ্লাস উঁচু করল নেসেকা। জেরির উদ্দেশে বলল, 'ভাল ভাবে বাড়ি ফিরতে পারবে এই কামনায়।'

চুমুক দিল জেরাল্ড। তারপর গ্লাসটা নামিয়ে রেখে মাথা নাড়ল। 'এখনই নয়। ফেরার আগে আরও অনেক জায়গায় যাব আমি।' কোটের বোতাম খুলে ভেতরের পকেট থেকে কাগজের বান্ডিল বের করল ও। একটা কাগজ আলাদা করে বারটেন্ডারের দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'লাগবে নাকি?'

কাগজের ভাঁজ খুলে জোরে জোরে পড়ল বারটেন্ডার। 'উত্তরের মানুষ গরুর মাংস চায়। আপনাদের গরু ক্যানসাসে নিয়ে আসুন। ক্রেতা উপস্থিত! রেইলরোডের লোডিং পেন!! অফুরন্ত ঘাসের ব্যবস্থা!!! কাউবয়দের থাকার সুব্যবস্থা!!!! মার্ক অ্যান্ড জেরাল্ড, পওনি সিটি, ক্যানসাস।' হ্যান্ডবিলটা মুখের সামনে থেকে নামিয়ে গম্ভীর চেহারায় জেরাল্ডকে দেখল বারটেন্ডার। 'তুমি ইয়াঙ্কি?'

'তোমার অসুবিধে আছে কোন?' জানতে চাইল জেরি।

পোকার টেবিল থেকে উঠে এলো একজন। 'কাগজটা আমি দেখতে পারি?'

বারটেন্ডারের কাছ থেকে হ্যান্ডবিল নিল সে। 'এক লোক সপ্তাহ খানেক আগে এদিক দিয়ে গেছে। বলল কারা যেন বাজারে বিজ্ঞাপন ছাড়ছে। আমি ওর কথা বিশ্বাস করিনি।' কাগজ পড়ে জেরির দিকে তাকাল সে। 'এই ইয়াঙ্কিদের হয়ে কাজ করো তুমি?'

'আমিই পওনি সিটির জেরাল্ড,' হ্যান্ডবিলের সই দেখিয়ে বলল জেরি।

ভ্রূ কুঁচকাল টেক্সান। 'আমি পওনি সিটির নাম শুনিনি।'

'নতুন শহর। রেইলরোড পশ্চিমে যাচ্ছে। পওনি সিটিতে গিয়ে শেষ হয়েছে ট্র্যাক।'

মুখ বিকৃত করল টেক্সান। 'গরু আছে আমার। অনেক, অনেক গরু।'

'তাহলে ক্যানসাসে নিয়ে এসো ওগুলোকে।'

'যাতে চোর-ডাকাতের দল আমার সর্বস্ব কেড়ে নিতে পারে?'

'বক্সটার স্প্রিংসে ওদের ঘাঁটি,' বলল জেরি। 'তোমার কোন ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। তুমি যাবে দুইশো পঞ্চাশ মাইল পশ্চিম দিয়ে। ওরা তোমার গন্ধও পাবে না।'

'এই যে ক্রেতারা–ওরা নগদ দেবে?'

'সোনায় দাম চুকাবে। বিশ ডলার একেকটা গরু।'

'কত?!'

পোকার টেবিলের অন্যরা উঠে চলে এলো জেরির কাছে। 'একটা লংহর্নের জন্যে বিশ ডলার?' জানতে চাইল তাদের একজন।

'কমপক্ষে,' বলল জেরি। 'মোটাতাজা করে তোলো, আরও বেশি পাবে।'

'ওই শহর কয়টা গরু সামলাতে পারবে?' প্রথম লোকটা জানতে চাইল। 'একশো?...দুইশো?'

'কত গরু আছে তোমার?'

পরস্পরের দিকে তাকাল টেক্সানরা। 'আমাদের যত আছে তত

কিনে সারতে পারবে না তোমাদের ক্রেতারা।'

'পাঁচ হাজার?...দশ হাজার?'

'আরও বেশি।'

'গরুর দল বড় হলে এক হাজার মাইল চরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে তোমরা?'

'ওরা কিনতে পারবে কিনা সেটা বলো।'

'পওনি সিটিতে স্টক ইয়ার্ড আছে। আমার ধারণা।' শেষ কথাটা নিজের গোঁফকে শুনিয়ে বলল জেরি। খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল। 'সপ্তাহে পাঁচ হাজার গরু রাখতে পারব আমরা। মাসে বিশ হাজার।' ভ্রূ নাচাল ও টেক্সানদের উদ্দেশে। 'এক মৌশুমে এক লক্ষ।'

আবার নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি হলো টেক্সানদের। তারপর একজন সাবধানে বলল, 'কি ঘটবে, আমাদের কেউ যদি গরু নিয়ে ক্যানসাসে যাই, তারপর দেখি কেউ নেই, পওনি সিটি ভুয়া? বা যদি নগদে কেনার ক্রেতা না থাকে?'

'আমি থাকব ওখানে,' শান্ত স্বরে বলল জেরি। সবার ওপর ঘুরে এলো ওর নজর। 'কেউ যদি ওখানে নাও থাকে, হারানোর কী আছে তোমাদের, সময় ছাড়া? গরুর বাজার আছে টেক্সাসে?'

'ইয়াঙ্কি,' বারটেন্ডারকে সম্বোধন করল এক টেক্সান, 'ইয়াঙ্কিকে একটা ড্রিঙ্ক দাও, স্পেশাল জগ থেকে।'

জগ যখন প্রায় খালি হয়ে এলো, জেরিকে বলল নেসেকা, 'এই যে পওনি সিটি...ওটা তৈরি করতে মার্ক টিমোথি আর তোমার নিশ্চয়ই প্রচুর টাকা লেগেছে?'

চিন্তিত চেহারায় নেসেকাকে দেখল জেরাল্ড। 'হঠাৎ এই প্রশ্নের কারণ?'

কাঁধ ঝাঁকাল নেসেকা। 'এমনি ভাবছিলাম। আমরা যখন মেক্সিকোতে যাচ্ছি, আমাদের সেনাবাহিনীর লেজে হামলা করেছিল ষোলোতম ইলিয়নয় অশ্বারোহী।' একটু দ্বিধা করল লোকটা। 'শেলবি প্রায়ই আফসোস করত, জেফ ডেভিসের সোনা একটা অ্যাম্বুলেন্সে ছিল, ওটার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

পাঁচ

র‍্যাঞ্চ বিল্ডিং দেখার আগেই গুলির আওয়াজ পেল জেরাল্ড। নির্দিষ্ট একটা ছন্দ আছে, পরপর ছয়টা গুলি, তারপর এক মিনিটের বিরতি। টার্গেট শূটিং।

হাঁটার গতিতে এগোল ওর ঘোড়া। একটা ঢাল পেরতেই দেখা গেল র‍্যাঞ্চের ঘর-বাড়ি। এক ধারে বয়ে যাচ্ছে সরু একটা ক্রীক; বছরের বেশির ভাগ সময়েই শুকনো থাকে, তবে পানি যেটুকু আছে, কটনউড গাছের বেঁচে থাকার জন্যে যথেষ্ট। ক্রীকের ধারে সার বেঁধে জন্মেছে গাছগুলো। র‍্যাঞ্চ হাউজের ওপর ছায়া দিচ্ছে কয়েকটা সবুজ পাতা-ভরা ডাল।

র‍্যাঞ্চ হাউজের দু'পাশে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি কয়েকটা লম্বা নিচু ঘর। ওগুলো বার্ন, কুক শ্যাক আর বাঙ্ক হাউজ। পানির কিনারায় পোল করাল।

গুলির আওয়াজ করাল থেকেই আসছে। সেদিকে ঘোড়ার মুখ ফেরাল জেরাল্ড।

দু'জন লোক করালের খুঁটির ওপর বসে শূটিং দেখছে। এক লোক করালের ভেতরে কিশোর এক ছেলেকে অস্ত্র চালনা শেখাচ্ছে।

ছেলেটার বয়স বেশি হলে পনেরো হবে, আন্দাজ করল জেরাল্ড। তালি দেয়া লেভি পরে আছে। গায়ে রংজ্বলা ফ্ল্যানেলের শার্ট। পায়ে চামড়া কুঁচকানো পুরনো বুট জুতো। অন্যদের মতো মাথায় টুপি নেই। চুলগুলো কাটা হয় না নিয়মিত। ছোট বড়। কানের নিচে গোল করে কাটা। সব কিছুতে দারিদ্র্যের ছাপ, কিন্তু উরুতে ফিতে দিয়ে বাঁধা হোলস্টার চকচক করছে।

পঞ্চাশ ফুট দূরে একটা বেঞ্চের ওপরে এক সারিতে সাজিয়ে রাখা

হয়েছে অনেকগুলো টিনের ক্যান। ওগুলোই টার্গেট। তাক করে ওগুলোতে লাগানো খুব একটা কঠিন কাজ নয়, কিন্তু জেরাল্ড লক্ষ করল, ছেলেটা দ্রুত ড্র প্র্যাকটিস করছে। ঝটকা দিয়ে হোলস্টার থেকে বের করে আনছে রিভলভার, গুলি করছে যতটা দ্রুত পারে। তার প্রশিক্ষক এখন দেখাচ্ছে কিভাবে হাতের ঝটকায় অস্ত্র বের করে আনতে হয়।

ঘোড়া থামিয়ে দেখল জেরাল্ড।

'নলের মাছির কথা ভুলে যাও, স্যাম,' বলছে প্রশিক্ষক গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে। 'এধরনের শূটিঙে তাক করার সুযোগ নেই। ড্র করবে যত তাড়াতাড়ি পারো, গুলি যেদিকে পাঠাতে চাও সেদিকে নল ঘোরাবে, ব্যস টেনে দেবে ট্রিগার। দেখো আমি কি করি।'

টিন ক্যানের দিকে ফিরল শূটিং ইন্সট্রাক্টর উরুর পাশে ঝুলিয়ে দিল দু'হাত, একটু পাশ ফিরে দাঁড়াল। সাবলীল ভঙ্গিতে হোলস্টারে ছোঁ মারল ডান হাত। এতই দ্রুত ড্র করল যে হাতের কব্জিটা ঝাপসা দেখাল। জেরাল্ডের মনে হলো খাপমুক্ত হবার আগেই গুলি বেরিয়ে গেছে। লাফ দিয়ে বিশ ফুট দূরে গিয়ে পড়ল একটা টিনের কাপ।

'দেখেছ, স্যাম,' বলল ইন্সট্রাক্টর, 'আমি কিন্তু তাক করিনি, কাপের দিকে নল ঘুরিয়েই ট্রিগার টিপেছি। মিসৌরির ছেলেরা এভাবেই গুলি করত। দেশের সবাই জানে, ওরাই সেরা শূটার। জর্জ নেসেকা আর তার লোকদের আমি দেখেছি, ওরা এভাবে গুলি করে দুইশো গজ দূরের লোককেও...'

'সিক্সগান দিয়ে?' মুখের কথা কেড়ে নিল ছেলেটা। চেহারায় ফুটে উঠল চরম বিস্ময়।

'তোমার হাতে যেটা আছে, একদম সেই জিনিস দিয়ে

অস্ত্রটা একবার দেখে নিয়ে মাথা নাড়ল ছেলেটা, যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর হোলস্টারে রিভলভার গুঁজে প্রশিক্ষকের অনুকরণে একটু পাশ ফিরে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, দেখো, জোসেফ, গুলি করছি আমি।'

থাবা মেরে সিক্সগানটা খাপমুক্ত করেই গুলি করল সে। গুলির আগে দুই সেকেন্ডের বিরতি হলো।

একটা টিনের কাপ লাফিয়ে উঠল। কিন্তু ছেলেটার সিক্সগান এখনও খালি হয়নি। এক নাগাড়ে গুলি করছে সে। মোটমাট পাঁচটা গুলি করল। পেছনে ছিটকে পড়ল তিনটা টিন-কাপ।

'কেমন, জোসেফ?' প্রশিক্ষকের দিকে ফিরল ছেলেটা।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জোসেফ। 'শেষ দুটো গুলি ঠিকই আছে, কিন্তু প্রথম দিকে তুমি তাক করেছিলে। অভ্যেস হয়ে গেছে তোমার, অভ্যেস বদলাতে হবে। মনে রাখবে, হাতের এক ঝাঁকিতে অস্ত্র বের করে নলটা টার্গেটের দিকে ঘুরিয়েই গুলি করতে হবে।'

সিক্সগানের র‍্যামরড টেনে সিলিন্ডারটা খুলে গুলির খোসা বের করে ফেলল স্যাম। তাজা কার্তুজের জন্যে পকেটে হাত দিয়ে সামনে তাকানোয় জেরাল্ড কীলকে দেখতে পেল, পঞ্চাশ ফুট দূরে, ঘোড়ার পিঠে।

'অচেনা লোক এসেছে আমাদের এখানে,' বলল চাপা গলায়।

তিনজন কাউবয়ই ঘুরে তাকাল, সতর্ক হয়ে উঠেছে। করালের রেলিঙে বসা দু'জনের একজন লাফ দিয়ে মাটিতে নামল।

ঘোড়া নিয়ে ওদের সামনে থামল জেরাল্ড। 'আমি মিস্টার কালভিনের কাছে এসেছি।'

'মিস্টার কালভিন?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিধ্বনি তুলল ছেলেটা। 'তুমি বলতে চাইছ জেনারেল!' সামনে বাড়ল সে। ভুল ভেঙে গেল জেরাল্ডের। ছেলে নয়, মেয়ে ও। ছেলেদের মতোই স্বচ্ছন্দ সাবলীল হাঁটাচলার ভঙ্গি, তবে কোমর আর বুকে নারীত্বের স্পষ্ট আভাস। ফ্ল্যানেলের শার্টের গলাটা খোলা, উপত্যকার মাঝখানে গিরিপথের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে।

'জেনারেল কালভিন,' নিজেকে শুধরে নিল জেরাল্ড।

'খুঁজে দেখো, ধারেকাছেই কোথাও আছে।' হঠাৎ সন্দেহে চোখ সরু হয়ে গেল মেয়েটার। 'অবশ্য তুমি যদি কোন শয়তান ইয়াঙ্কি হয়ে থাকো তাহলে না খোঁজাই উচিত হবে।'

নামতে যাচ্ছিল জেরাল্ড, মেয়েটার কথা শুনে স্যাডলেই বসে থাকল। বলল, 'আমি দুঃখিত, কিন্তু অস্বীকার করতে পারছি না যে আমি ইয়াঙ্কি।' পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে হাসল ও। 'ইয়াঙ্কি হলেই

শয়তান হতে হবে কেন তা যদিও ঠিক বুঝলাম না।'

'সব ইয়াঙ্কিই শয়তান,' জোর দিয়ে বলল স্যাম, রেগে যাচ্ছে। 'ইয়াঙ্কিদের আমরা ঘৃণা করি।'

'মতামত প্রকাশের অধিকার তোমার আছে…মিস…'

'স্যাম। স্যাম কালভিন। আসলে সামান্থা, কিন্তু সামান্থা বলে ডাকলে আমার রাগ হয়।' তীক্ষ্ণ চোখে জেরাল্ডকে দেখল মেয়েটা। 'ডাকতে হলে আমাকে স্যাম ডাকবে, বুঝেছ?'

'বুঝেছি…স্যাম। তুমি তো জানো, আমি আগেই বলেছি আমি ইয়াঙ্কি। কথা আছে আমার মিস্টার…জেনারেলের সঙ্গে।'

'কথা বলতে পারো, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। আমি বা ছেলেরা ইয়াঙ্কিদের যতটা ঘৃণা করি, তার চেয়ে বেশি করে জেনারেল।' মুখের সামনে হাত গোল করে বাড়ির দিকে ফিরে চেঁচাল সামান্থা, 'জেনারেল! এক আগন্তুক এসেছে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়!' জেরাল্ডের দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করল। 'নাম কি তোমার, মিস্টার?'

'জেরাল্ড কীল।'

'যুদ্ধ করেছ?'

মাথা দোলাল জেরাল্ড।

'কি ছিলে তুমি…লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন…নাকি মেজর?'

'সার্জেন্ট। ক্যাভাল্‌রির সাধারণ এক সার্জেন্ট ছিলাম।'

'ক্যাভাল্‌রির, না? ক্যাভাল্‌রি ততটা খারাপ নয়। বাবা ছিল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। মেজর হিসেবে যোগ দিয়েছিল, শিলোহ্‌র পর পদোন্নতি পেয়ে কর্নেল। বাবা সারেন্ডার করার আগে কার্বি স্মিথ তাকে ব্রিগেডিয়ার করেছিল…' চোখ গরম করে জেরাল্ডকে দেখল সামান্থা। 'আমি বলতে চাইছি বিগ্রেডিয়ার হওয়ার পরই যুদ্ধ না করার আদেশ পায় বাবা।'

র‍্যাঞ্চ হাউজ থেকে বলিষ্ঠ গড়নের এক লম্বা লোক বেরিয়ে এলো। বয়স হবে চল্লিশ মতো। মুখে দু'ইঞ্চি লম্বা ঘন কালো দাড়ি। যুদ্ধের এতদিন পর এখনও পরে আছে ধূসর ট্রাউজার। স্ট্রাইপগুলো খুলে ফেলা হয়েছে, কিন্তু দাগ যায়নি। শার্টও ধূসর। একটু টাইট। গলায় স্ট্রিং টাই। মাথায় তোবড়ানো হ্যাট।

'আসছে,' বলল সামান্থা। 'তোমাকে যদি ঘাড় ধরে আমাদের জমি থেকে বের করে দেয় তো অবাক হয়ো না।' এতক্ষণে খেয়াল করল। 'আরেহ্, তোমার কাছে কোন অস্ত্র নেই?'

কোটের বোতাম খুলে রিভলভারটা দেখাল জেরাল্ড, তারপর পিছলে নেমে পড়ল স্যাডল থেকে।

'বয়স কত তোমার?' ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জানতে চাইল সামান্থা।

'আটাশ।' একটু অবাক হলো জেরাল্ড।

'আমার বয়স কত বলে মনে হয় তোমার?'

'বারো কি তেরো।'

'কি বললে!' রীতি মতো রেগে গেল সামান্থা।

'চোদ্দো?'

কড়া কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলেছিল সামান্থা, বাবাকে আসতে দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টাল।

'বাবা, এ মিস্টার কীল। বলছে তোমার কাছে এসেছে, কিন্তু কেন এসেছে তা বলছে না। তবে একটা কথা তোমার জানা জরুরী, এই লোক শয়তান এক ইয়াঙ্কি। সব ইয়াঙ্কিই…'

'সামান্থা!' শাসনের সুরে বলল জেনারেল রয় কালভিন। জেরাল্ডের দিকে ফিরে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বাউ করল, কিন্তু করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াল না। 'কি ব্যাপার, স্যার?'

সরাসরি কাজের প্রসঙ্গে চলে এলো জেরাল্ড। 'শুনেছি বেশ কিছু গরু আছে তোমার, যেগুলো তুমি…'

মেঘ ঘনাল জেনারেলের মুখে। 'গরু, হ্যাঁ, গরু আছে। গরু ছাড়া এখন আমার আর কিছু নেই বললেই চলে।'

'গরীব হয়ে গেছি আমরা,' মাঝখান থেকে বলল সামান্থা। 'তোমরা ইয়াঙ্কিরা সবকিছু কেড়ে নিয়েছ। বাবার এমনকি ভোটের অধিকারও নেই। ওরা…তোমরা আমার ম্যামিকেও তাড়িয়ে দিয়েছ। তোমরা…'

'স্যাম,' নরম সুরে বলল জেনারেল, 'আমাদের সমস্যা শোনার জন্যে কিন্তু আসেনি মিস্টার কীল।'

'হয়তো সেজন্যেই আমি এসেছি, স্যার,' বলল জেরাল্ড। পকেট থেকে ভাঁজ করা বিল বের করে ভাঁজ খুলে জেনারেলের দিকে বাড়িয়ে ধরল। একটু দ্বিধা করল জেনারেল, তারপর কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল। মাথা নাড়ল ঘন ঘন।

'এজন্যেই কি এখানে তুমি এসেছ, মিস্টার কীল?' তাকাল চোখ তুলে। কাগজটা দেখাল। 'কারণ যদি এটাই হয় তাহলে আমি উৎসাহী নই। গত বছর ছোট এক পাল গরু নিয়ে উত্তরে যাচ্ছিলাম, তোমাদের...চোর ডাকাতরা...'

'জে'হওকার্স।'

'গলাকাটা বদমাশের দল,' প্রায় ধমকে উঠল জেনারেল। 'আগেও আমি ড্রাইভ করেছিলাম, কোন লাভ হয়নি। চোর-ডাকাত আমার গরুর চার ভাগের এক ভাগ কেড়ে তো নিয়েইছে, বাকিগুলোকেও স্ট্যামপিড করেছে। জপলিন পর্যন্ত পৌঁছুতে পারিনি, এমনকি ড্রাইভের খরচটুকুও ওঠেনি। আমি আবার ঝুঁকি...'

'মিসৌরির ধারেকাছে যেতে হবে না তোমাকে,' বলল জেরাল্ড। 'জে'হওকার্সরা যে অঞ্চলে ডাকাতি করে সেখান থেকে অনেক পশ্চিমে পওনি সিটি। ড্রাইভে কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া ওখানে একবার পৌঁছতে পারলে পেয়ে যাবে নগদ টাকা।'

'নগদ টাকা!' ঘন ঘন মাথা নাড়ল স্যাম। 'ওই একটা জিনিস আমাদের নেই। ঈশ্বর, কিছু টাকা থাকুক কত চেয়েছি আমি! এমনকি তোমাদের...' লাল ফুটকি ভরা নাক কুঁচকাল মেয়েটা। 'তোমাদের ইয়াঙ্কিদের টাকা হলেও চলবে।'

পকেট থেকে একটা রুপোর ডলার বের করে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে ধরল জেরাল্ড। হাত বাড়াতে গিয়েও বাবার ভ্রূ কুঁচকানো বিরক্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল স্যাম। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। 'পুরুষদের কাছ থেকে টাকা নেয়ার তুলনায় বড় হয়ে গিয়েছি আমি।'

'মিস্টার জেরাল্ড,' বলল জেনারেল, 'বিলে যার নাম লেখা হয়েছে তুমিই সেই জেরাল্ড?'

'হ্যাঁ। ক্যানসাস সিটি থেকে একশো মাইল দূরে, নিউ ক্যানসাস অ্যান্ড কলোরাডো রেইলরোডের ধারে শহরটা তৈরি করছি আমি আর

আমার পার্টনার, মিস্টার টিমোথি। লাইন যাবে নিশ্চয়তা দিয়েছে রেইলরোড, উত্তরে গরু পাঠাতে কোন অসুবিধে হবে না, তাছাড়া গরু রাখার জায়গার অভাব নেই, ঘাসও আছে পর্যাপ্ত।'

'তোমার কথা শুনে মনে হয় সুবিধেগুলো এখনও তৈরি হয়নি।'

'তৈরি হচ্ছে। শহরটা এতদিনে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা।'

'আস্ত একটা শহর তৈরি করছ তোমরা?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল জেনারেল।

'হোটেল, স্টকইয়ার্ড, কয়েকটা স্টোর···শহরের জমিটা আমাদের।'

'আস্ত একটা শহর আছে তোমাদের, মিস্টার?' চোখ কপালে তুলল স্যাম। 'তোমরা নিশ্চয়ই খুবই বড়লোক?'

মৃদু হাসল কীল। 'সামান্য কিছু মূলধন আছে আমাদের।'

দ্বিধায় ভুগল জেনারেল। তারপর বলল, 'নতুন করে ভাবতে হবে আমাকে। জীবনের বেশির ভাগ সময়েই গরুর ব্যবসা করেছি আমি, নিউ অর্লিন্সে নিয়ে গেছি গরুর পাল। জপলিনেও গেছি একবার, গোলমাল শুরু হওয়ার আগে। ···গত কয়েক বছরে রাউন্ডআপ করা হয়নি, সংখ্যায় অনেক বেড়েছে ওরা, বেশিরভাগই ব্র্যান্ড করা হয়নি এখনও–সঙ্গতি নেই যে বাড়তি লোক রাখব।' শেষ দিকে ক্ষীণ হয়ে এলো জেনারেলের গলা।

করালের কাছে দাঁড়ানো তিন কাউবয়ের দিকে তাকাল জেরাল্ড। ওর চোখ অনুসরণ করল জেনারেল। 'এটা ওদের নিজের বাড়ি। বললেও যাবে না ওরা।'

'বিনে পয়সায় কাজ করে ওরা,' বলল সামান্থা। 'ওরা পারে, কিন্তু নিগ্রোদের বেলায় আপত্তি আছে। সেজন্যেই ইয়াঙ্কিরা ম্যামিকে চলে যেতে বাধ্য করেছে। ওরা বলেছে ম্যামিকে আমাদের···আমাদের বেতন দিতে হবে। আমরা যখন পারলাম না, ম্যামিকে ওরা তাড়িয়ে দিল। অনেক কাঁদল ও, কাঁদতে কাঁদতে···'

'আহ্, সামান্থা,' মৃদু স্বরে বাধা দিল জেনারেল। বড় করে শ্বাস ফেলল। 'আসলে ম্যামিকে আমি যুদ্ধের আগেই···সামান্থার মা মারা যাবার পরপরই···দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। অনেকটা···মায়ের মতো ছিল ও সামান্থার। কয়েক মাস আগে বদমাশ···আমি দুঃখিত,

স্যার… * কার্পেটি ব্যাগারদের দল ওকে চলে যেতে বাধ্য করে।'

'দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, জেনারেল,' বলল জেরাল্ড। 'কার্পেটি ব্যাগারদের সম্বন্ধে আমার মনোভাবও তোমার মতোই। ওরা আসলে অত্যন্ত..'

'শয়তান ইয়াঙ্কি ওরা,' রাগের সঙ্গে মাটিতে থুতু ফেলল স্যাম। 'ওদের আমি ঘৃণা করি! ওদের সবাইকে ঘৃণা করি আমি!'

'সামান্থা, তুমি অভদ্রতা করছ,' শাসনের সুরে বলল জেনারেল। 'মিস্টার কীলের কাছে ক্ষমা চাও।'

'ঠিক আছে। আমি দুঃখিত। ক্ষমা চাইছি।' রাগে দুঃখে জল চলে এলো সামান্থার চোখে। 'কিন্তু আমি যা বলেছি তাই ঠিক। তোমাকেও ঘৃণা করি আমি।' জিভ দেখাল ও জেরিকে, তারপর দৌড় দিয়ে চলে গেল বাড়ির দিকে।

'ওর ত্রুটি ধোরো না, স্যার,' বলল জেনারেল। 'এ এমন এক জায়গা, এখানে কোন মেয়েকে একা মানুষ করা অসম্ভব। ওর বয়স যখন মাত্র চোদ্দো, মারা যায় ওর মা।'

'চোদ্দ?' ভ্রূ কপালে তুলল জেরাল্ড। 'কিন্তু তুমি বলেছ গৃহযুদ্ধের আগে…তার মানে ওর বয়স এখন আঠারো?'

'প্রায় উনিশ।'

'আর আমি ভেবেছিলাম ওর বয়স চোদ্দ! সন্দেহ নেই ক্ষেপেছে ও আমার ওপর।'

হাসল জেনারেল। 'নিজেকে মহিলা মনে করে সামান্থা।…যেভাবে ও ঘোড়া চালায় আর গুলি ছোঁড়ে, কখনও কখনও আমার মনে হয় মেয়ের তুলনায় ছেলেদের সঙ্গেই ওর বেশি মিল।'

'আমি যখন এলাম, দ্রুত ড্র করা শিখছিল ও।'

করালের কাছে দাঁড়ানো কাউবয়দের দিকে তাকাল জেনারেল। 'জোসেফ কনরাড। ওর সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে আমাকে।'

---

* কার্পেটি ব্যাগার। (দু'ধরনের। এক, ছোট ছোট ডাকাত দল। গৃহযুদ্ধের পর এরা নিরীহ লোকদের ওপর অত্যাচার করে বেড়াত। চাঁদাবাজি, লুঠতরাজ ইত্যাদি চালাত। দুই, বিজয়ী ইউনিয়ন আর্মির লোক, যারা নিজেদের সুবিধে মতো আইন জারী করত।)

'সামান্থা কিন্তু ভাল গুলি চালানো শিখেছে।'

'বোধহয়। তবে গুলি চালানো মহিলাদের জন্যে মানানসই কোন কাজ নয়।' ভ্রূ কুঁচকাল জেনারেল। চিন্তিত চেহারায় তাকাল জেরাল্ডের দিকে। 'হয়তো আরেকবার ক্যাটল ড্রাইভ করার ঝুঁকি নেব আমি। আসলে নিতে হবে। এভাবে বেশি দিন চলতে পারে না। সামান্থাকে স্কুলে পাঠাতে হবে। ওই প্যান্টের বদলে সত্যিকারের পোশাক পরা শেখাতে হবে ওকে।'

'লেভিতে চমৎকার লাগছিল ওকে দেখতে।'

'ছেঁড়া-ফাটা, তালি দেয়া...অসুবিধে আছে আমি যদি তোমার একটা সার্কুলার রাখি, মিস্টার জেরাল্ড?'

'না, না অসুবিধে কিসের, এগুলো বিলি করার জন্যেই তো টেক্সাসে এসেছি আমি। ভাল করে ভেবে দেখো, জেনারেল, কথা দিতে পারি, ড্রাইভ যদি করো, তোমার জন্যে পওনি সিটিতে তৈরি থাকব আমরা...পরের বসন্তে।'

'বেশ, স্যার,' হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিল জেনারেল। 'এখানে এসে অভদ্র আচরণ পেয়েছ সেজন্যে আমি দুঃখিত।'

সামান্থার মুখচ্ছবি চোখের সামনে ভাসতে দেখল জেরাল্ড। মাথা নাড়ল। 'না, না, অভদ্র আচরণ কিসের; যথেষ্ট ভদ্র আচরণই করেছ তোমরা।'

উঠন থেকেই বিদায় নিল জেরি। আসার সময় যে টিলাটা পেরিয়ে এসেছে সেটার ওপর উঠেছে, পেছন থেকে শুনতে পেল খুরের আওয়াজ। স্যাডলে ঘুরে তাকাল ও, দেখল রোগা পটকা এক ঘোড়ায় চেপে ছুটে আসছে সামান্থা কালভিন।

থেমে অপেক্ষা করল জেরাল্ড। ওর একেবারে সামনে এসে আচমকা ঘোড়া থামাল মেয়েটা। এতই দ্রুত, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল জন্তুটা। দক্ষ হাতে ওটাকে সামলে নিয়ে তাকাল সামান্থা জেরির চোখে।

'আমি দুঃখিত, মিস্টার কীল। আমি...আমি আসলে তোমাকে ঘৃণা করি না।'

'অবশ্যই করো না।' হাসল জেরাল্ড। 'আমিও দুঃখিত। আমার বলা

উচিত হয়নি যে তোমার বয়স চোদ্দ।'

'ওহ্, বাবা বলে দিয়েছে!' ফ্যাকাসে হয়ে গেল সামান্থার রোদে পোড়া চেহারা। 'বাবা ক্যানসাসে যাবে। যেতে হবে। আমি যেতে বাধ্য করব। তুমি…তুমি ওখানে থাকবে না?'

'আশা তো করি থাকব।'

'দেখা হবে ওখানে তোমার সঙ্গে। খারাপ হবে না…অন্তত একজন তো চেনা থাকবে।'

হাসল জেরাল্ড। 'তুমি নিশ্চয়ই গরুর সঙ্গে যাবে না…?'

'কেন? গেলে অসুবিধে কি?'

'এমনি বলেছি।…আমার মনে হয়েছে এভাবে যাওয়াটা মেয়েদের জন্যে কঠিন, বিশেষত তরুণীদের জন্যে।'

'পুরুষ যা পারে তার সবই আমি পারি। আমি ল্যাসো ছুঁড়ে বাছুর ধরতে পারি, ঘোড়া পোষ মানাতে পারি, আমি…আমি এমনকি রাঁধতেও পারি।' কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে থামল সামান্থা, তারপর বলল, 'মা নেই, কাজেই বাবা আমাকে একা এখানে থাকতে দেবে না।'

'তোমার মায়ের ব্যাপারে আমি খুব দুঃখিত, মিস।'

'মিস? আমি অত বয়স্ক নই! শুধু স্যাম।'

'বেশ, স্যাম,' কপালের কাছে হাত উঠিয়ে হাফ সেল্যিউট্ করল জেরাল্ড। 'আবার হয়তো আমাদের দেখা হবে ক্যান্সাসে।'

কয়েক মিনিট পর পিছু ফিরে ও দেখল রিজের মাথায় পিঠ উঁচু করে স্যাডলে বসে এদিকে তাকিয়ে আছে সামান্থা। ওকে তাকাতে দেখে হাত নাড়ল।

পাল্টা হাত নেড়ে গতি বাড়াল জেরাল্ড।

ছয়

ট্রেইলটা দেড় বছরের পুরনো। অনেক ঝড়-বৃষ্টি-বাদল এসেছে, বয়ে গেছে কাদার স্রোত; দুটো গ্রীষ্ম রোদে পুড়েছে টেক্সাসের জমি, নিজেদের কাজ সুচারু ভাবে সম্পন্ন করেছে মড়াখেকো পশু-পাখির দল। তবে এখনও রয়ে গেছে পিছিয়ে পড়া কনফেডারেটদের সঙ্গে জেরাল্ড আর মার্কদের খণ্ডযুদ্ধের চিহ্ন। মনোযোগ দিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করছে জর্জ নেসেকা, সময়ের অভাব নেই।

আসলে আর কিছু নেই, সময়ই শুধু আছে ওর।

দুই পক্ষেই নিহত হয়েছিল বেশ কয়েকজন। কবরের ঢিবিগুলো দেখতে পেল নেসেকা। কম গর্ত করে কবর দেয়া হয়েছে এগারো জন কনফেডারেট সৈন্যকে। একটু বেশি গভীর গর্তে ঠাঁই পেয়েছে পাঁচজন ইউনিয়ন সোলজার।

লাশগুলো পচে গলে বিকৃত হয়ে গেছে, কিন্তু এতোটা নয় যে চেনা যাবে না। সবগুলো দেখে নেসেকা নিশ্চিত হলো এদের মধ্যে ওর ভাই নেই।

শেষ লড়াই যেখানে হয়, সেই ছোট্ট উপত্যকা তন্ন তন্ন করে খুঁজল নেসেকা। খুঁজে পেল কারবাইনের ভাঙা বাঁট। নলটা পড়ে আছে একটু দূরে। এছাড়া আছে তেনা হয়ে যাওয়া কাপড়ের টুকরো, ক্ষয়ে যাওয়া হ্যাট, গুলির পাউচ আর ছয়-সাতটা ভাঙা ওয়্যাগনের অবশিষ্টাংশ। ওগুলোর কাছেই পড়ে আছে গোলাগুলিতে মৃত ঘোড়াগুলোর হাড়গোড়।

একা খোঁজার তুলনায় জায়গাটা অনেক বড়, তবু চেষ্টা চালিয়ে গেল নেসেকা। খুঁজতে লাগল সহজাত অনুভূতির সাহায্যে।

জমি পরীক্ষা করে দেখল। বুঝতে পারল কনফেডারেটদের কোণঠাসা করে ফেলেছিল ইউনিয়ন আর্মি। তাড়া করেছিল তীব্র

স্রোতের মতো। শেলবির লোকরা ছিল বেপরোয়া, জানত সবই শেষ হয়ে গেছে ওদের। ওরা ছিল নেসেকার মতোই নির্ভিক। অনেকেই এসেছিল মিসৌরি থেকে, জানত এজীবনে আর বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। কাজেই লড়েছিল প্রাণপণে।

ওর মতো লোকদের কী পরিমাণ ঘৃণা করে ইউনিয়ন আর্মির লোকরা সেটা নেসেকার ভালই জানা আছে। লরেন্স ম্যাসাকারের পরেও টিকে গেছে ও। ভয়ঙ্কর অর্ডার#১১'র পরও বেঁচে আছে।

জমি নিরীখে ব্যস্ত নেসেকা। বুঝতে পারছে, পেছন সারির লোকগুলো জান দিয়ে লড়েছে। এই লড়াইয়ে যে দু'তিনজন বেঁচেছিল তারা শেলবিকে পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে।

'হ্যাঁ, ওয়্যাগনটা আমাদের সঙ্গেই ছিল,' ওদের একজনকে বলতে শুনেছে নেসেকা। 'ওয়্যাগনগুলোকে গোল করে রেখে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতাম আমরা, তবে সংখ্যায় ওরা এতই বেশি ছিল যে কোন লাভ হতো না। ভেবে চিন্তে এগিয়ে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত ছিলাম প্রত্যেকে।'

ওয়্যাগনগুলোর কোনটা কি উপত্যকা থেকে বেরতে পেরেছিল?

আস্তে আস্তে খোঁজার পরিধি বাড়াল নেসেকা। বেশ কয়েক ঘণ্টা পর দেখতে পেল উল্টে যাওয়া ওয়্যাগন অ্যাম্বুলেন্স আর মৃত ঘোড়ার হাড়গোড়।

শকুন আর কয়োটি তাদের কাজ ভালমতোই সেরেছে, তবু এটাই খুঁজছিল, বুঝতে দেরি হলো না নেসেকার। ধীরে সুস্থে এক সময়ের ধূসর কাপড়গুলো এক জায়গায় জড় করল সে। খুঁজে পেল পচা চামড়ার একটা ওয়ালেট। ওটাতে আছে প্রিয়ার কাছে লেখা একটা চিঠি, পোস্ট করা হয়ে ওঠেনি। এছাড়া পাওয়া গেল কয়েকটা রুপোর কয়েন।

মানুষের হাড়গোড় কবর দিল নেসেকা, তবে ভালমতো পরীক্ষা করার আগে নয়। মাথায় গুলির ফুটোর অবস্থান দেখেই বুঝে গেল গুলিটা যখন করা হয়, ওর ভাই জিম নেসেকা তখন মাটিতে শোয়া অবস্থায় ছিল।

ঠাণ্ডা মাথায় খুন।

এরপর অ্যাম্বুলেন্সের দিকে মনোযোগ দিল নেসেকা। লোহা বাঁধানো কাঠের সিন্দুকটা চমৎকার অবস্থায় পেল ও। ছুরি দিয়ে ভেতরটা চেঁছে যথেষ্ট সোনার গুঁড়ো পেল। বোঝা যায় বাক্সে প্রচুর সোনা রাখা হয়েছিল। কাছের জমিতে একটা দশ ডলারের স্বর্ণমুদ্রাও খুঁজে পেল নেসেকা। সোনা সরাবার সময় তাড়াহুড়োয় এটা বোধহয় পড়ে গিয়েছিল।

ষোলোতম ইলিয়নয় ক্যাভাল্রি।

র‍্যাঞ্চার পিট মসম্যান পরে আছে লেভি, সঙ্গে উলের শার্ট আর হ্যাট: একসময় ওগুলো ধূসর ছিল। সূর্যের তাপে এখন কাপড়ের রং জ্বলে গেছে। তবে হ্যাটের ক্রাউন এখনও উজ্জ্বল। কোনাকুনি সেবারের অলঙ্কারের কারণে মখমলের কোন ক্ষতি হয়নি।

হিসেবি চোখে জর্জ নেসেকার দিকে তাকাল মসম্যান। 'যাত্রাটা খুব লম্বা হবে, মিস্টার। খুব বেশি ঘোড়া দাবড়ানো, খুব বেশি রাতে চলা। দিনের পর দিন সূর্যের নিচে। পেরতে হবে বড় বড় বেশ অনেকগুলো নদী।'

'আগেও এসব করেছি আমি।'

মাথা দোলাল র‍্যাঞ্চার। 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। ঠিক আছে, আমি রাজি। মাসে বিশ ডলার। পরিশোধ করব ক্যানসাসে। যদি গরু ওখানে আসলেই বেচতে পারি।'

'তাহলে এই কথাই রইল।'

'খাওয়া পাবে বীন আর স্টেক, স্টেক আর বীন। হ্যাঁ, সঙ্গে কফি। মাঝে মধ্যে তামাক।' থামল র‍্যাঞ্চার। 'নাম কি তোমার?'

'স্মিথ বা ভ্যালডিংহ্যাম, যেকোন কিছু একটা আমি বলে দিতে পারি, কিন্তু তা আমি করব না।' র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল নেসেকা। 'আগে হোক পরে হোক তুমি জানবেই। আমার নাম জর্জ নেসেকা।'

হালকা করে শিস দিল র‍্যাঞ্চার। 'নামটা শুনেছি আমি। ইউনিয়ন আর্মি তোমার নামে ওয়ান্টেড পোস্টার ছেপেছিল তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকাল নেসেকা। 'এখনও হয়তো ওগুলোর কয়েকটা জারি

আছে। আমি জানি না।'

ভ্রূ কুঁচকাল র‍্যাঞ্চার। 'আমি নিজেও নীল ইউনিফর্ম গায়ে দিইনি। আমি ছিলাম বেন ম্যাককালোউর সঙ্গে পী রিজে। মিসৌরির কিছু ছেলে আমাদের সাহায্য করেছিল। হয়তো তুমিও ছিলে ওদের সঙ্গে।'

'ছিলাম।'

'বেশ, নেসেকা, তুমি আমাদের সঙ্গে ক্যানসাস যাচ্ছ। আমার কথা হচ্ছে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এই র‍্যাঞ্চের বেশিরভাগ ছেলেই যুদ্ধ করেছে, এবং তাদের কেউ তোমাকে অপরাধী হিসেবে দেখবে না। তবে একটা কথা, ওরা টেক্সাসের ছেলে। কথা বলতে ভালবাসে। সবাই ছেলেবেলা থেকেই ঘোড়ায় চড়তে আর গুলি ছুঁড়তে অভ্যস্ত, কিন্তু কেউই তোমার মতো যোগ্য নয়। অবশ্য তোমার সম্বন্ধে যা শুনেছি তা যদি সত্য হয় তবেই আমার কথা ফলবে। আমি চাই না ওদের সঙ্গে কোন বিরোধে...'

'আমি কোন বিরোধে জড়াব না।'

'বেশ। তোমার কাছ থেকে এই নিশ্চয়তাটাই আমি চাইছিলাম। গায়ে পড়ে ঝামেলা শুরু কোরো না, ব্যস তাহলেই হবে।'

সাত

নিউ অর্লিন্স থেকে এসেছে স্টীমারটা। ওটা থেকে নেমে সরাসরি রেইল ডিপোতে চলে এলো জেরাল্ড কীল। খবর নিয়ে জানল আগামী কাল সকালের আগে কোন ট্রেইন ক্যানসাসের দিকে যাত্রা করবে না। প্ল্যান্টার্স হোটেলে চেক ইন করল ও। নাস্তা খেয়ে বারান্দায় এসে একটা চেয়ারে বসে তাকাল রাস্তার ভিড়ের দিকে। ধুলোমাখা রাস্তার এমাথা ওমাথা করতে লাগল ওর নজর।

সেন্ট লুইসে একজনকে চেনে ও।

রাইটিং রুমে গিয়ে চারটে চিঠি লিখল ও। লেখা শেষে ছিঁড়ে ফেলল প্রত্যেকটা। শেষে বিরক্ত হয়ে রওয়ানা হয়ে গেল ক্যানসাস অ্যান্ড কলোরাডো রেইলরোডের অফিসের উদ্দেশে।

গতবারের তুলনায় এবার রবার্টা টিমোথিকে আরও বেশি সুন্দরী লাগল দেখতে। ভাইয়ের অংশীদারকে দেখে খুব খুশি হলো রবার্টা।

'অনেক অনেক প্রশ্ন আছে তোমাকে করার,' বলল রবার্টা। 'আমাকে...আমাকে ডিনারে নিয়ে যেতে হবে তোমার।'

এই সুযোগটা পাবার জন্যেই রেইলরোড অফিসে এসেছিল জেরাল্ড। আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। সেদিন সন্ধেয় প্ল্যান্টার্স হোটেলের ডাইনিং রুমে টেবিলের উল্টোপাশে বসা রবার্টার দিকে তাকাল ও। মনে হলো নিজের প্রতি যত অবিশ্বাস আর মনের গভীরের দ্বিধা যত, সব দূর হয়ে যাচ্ছে।

'গতকালই মার্কের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি,' জানাল রবার্টা। 'হোটেল প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছে, স্টক ইয়ার্ড শেষ, আর রেইলরোডের স্পার সাইডিং বানানো শেষ।' একটু থামল রবার্টা। 'ওটা অবশ্য আমার অবদান। মিস্টার ফসেটকে এক মিনিটের স্বস্তিও দিইনি আমি।' টেবিলে কনুই রেখে নীল চোখ রাখল মেয়েটা জেরাল্ডের চোখে। 'এবার বলো, টেক্সাসে কেমন অভ্যর্থনা পেলে তুমি? কাগজে যেমনটা পড়ি অবস্থা কি ততটাই খারাপ?'

'তারচেয়েও,' বলল জেরাল্ড। 'পূর্ণ কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে কার্পেটব্যাগারদের দল। বলতে গেলে টেক্সানদের কাছ থেকে টেক্সাস ছিনিয়ে নিয়েছে ওরা। অনেকেই বাধ্য হয়ে পেকোসের পশ্চিমে চলে যাচ্ছে।'

'আর গরু?' ধনুকের মতো ভ্রূ কুঁচকালো রবার্টা। 'ওরা কি গরু নিয়ে আসবে...পওনি সিটিতে?'

জবাব দেয়ার আগে দ্বিধা করল জেরাল্ড। 'ধরে নিতে পারো কয়েকটা ড্রাইভ হবে। শুধু খাবার দেবে এই শর্তেই লোক যোগাড় করতে পারবে ওরা। গরু যোগাড় করতেও এক পয়সা খরচ করতে হবে না। গরু আছে, শুধু নিয়ে নেবার অপেক্ষা। টেক্সাসে কয়েকটা মাত্র ব্র্যান্ড চোখে পড়েছে আমার। বাকি সব ব্র্যান্ড ছাড়া।'

'ওরা আসবে। আমি জানি, ওরা আসবে।'

কপালে কুঞ্চন দেখা দেয়ায় জেরাল্ডের চোখের কোণে ভাঁজ পড়ল। 'এই ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে তোমাকে খুব উৎসাহী দেখছি।'

'অবশ্যই! কেন উৎসাহী হব না?' তীক্ষ্ণ চোখে জেরাল্ডের চোখে তাকাল রবার্টা। 'ঝুঁকি?'

কাঁধ ঝাঁকাল জেরাল্ড। 'কাজটা সমাধা হবে এই আশায় এখনও শ্বাস আটকে আছি আমি।'

'কিন্তু কাজে নেমে পড়েছ তুমি। মার্ক আমাকে বলেছে অর্ধেক টাকা তুমি যোগান দিয়েছ।'

'ঠিকই বলেছে মার্ক,' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল জেরি। 'একসঙ্গে দীর্ঘ দিন আছি আমরা। তাছাড়া কয়েকবার আমার জীবন বাঁচিয়েছে ও।'

'তুমিও তো ওকে বাঁচিয়েছ!'

ভ্রূ কুঁচকে খাওয়ায় মনোনিবেশ করল রবার্টা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে জেরি বুঝল মেয়েটার কাছে ওর ভাই অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। ভাই-বোনের সম্পর্কটা খুব জোরাল। জেরাল্ডের কোন আত্মীয় নেই, কাজেই এসব সম্পর্কের গভীরতা বোঝার কোন উপায় ইচ্ছে থাকলেও নেই ওর।

কিছুক্ষণ পর ও বলল, 'সেন্ট লুইসে কেমন কাটে তোমার?'

'জীবন নেই সেন্ট লুইসে,' মাথা নাড়ল রবার্টা। 'এটা পুরুষের রাজ্য, আর আমি একটা মেয়ে।'

'এখানে কি মহিলা সমাজ নেই?' নরম সুরে জানতে চাইল জেরি।

'হয়তো আছে। কিন্তু আমি তেমন জীবন চাই না।' জেরির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাসল রবার্টা। 'তুমি বোধহয় জানতে চাইছ আমার জীবনে কোন পুরুষ আছে কিনা?'

এত সরাসরি প্রশ্নে একটু অস্বস্তি বোধ করল জেরাল্ড। কিন্তু মাথা দোলাল।

'পুরুষ?' বলল রবার্টা, 'হ্যাঁ, আছে পুরুষ। এমনকি আমার শ্রদ্ধেয় চাকরি দাতা মিস্টার ফসেট, তিন বাচ্চার বাপ, তিনিও এমন ভাবে কথা বলেন যে মনে হয় তিনি আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী।' মাথা ভরা সোনালী চুল দোলাল রবার্টা। 'আমি এখনও তৈরি নই। যুদ্ধের পুরোটা সময়

আমাকে পেটের দায়ে চাকরি করতে হয়েছে। পুরুষের জগতেই ছিলাম আমি…আমি পছন্দ করি এই জগৎটাকে। অনেক কিছু করতে চাই আমি। ধরো, রেইলরোড বানাতে চাই…অথবা…অথবা কোন শহর…'

'শহর?'

'কেন নয়? তুমি আর মার্ক তো বানাচ্ছ। আমার কাছে মনে হয় চমৎকার একটা কাজ করছ তোমরা। মার্ক চায় মিলিয়োনেয়ার হতে। আমিও তাই হতে চাই। আমি নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস যেতে চাই। টাকা দিয়ে কেনা যায় এমন সব কিছুই চাই আমার।'

'আমরা যদি সফল হই, টাকার অভাব হবে না মার্কের।'

'তোমারও হবে না,' জেরাল্ডের ওপর স্থির হলো রবার্টার মায়াবী দৃষ্টি। 'নাকি টাকার ব্যাপারটা তত গুরুত্ব দাও না তুমি?'

'আর কারও চেয়ে কম গুরুত্ব দিই তা বলতে পারি না। তবে…টাকা আমার খুব কমই ছিল সবসময়।'

'স্বপ্ন দেখো না, তুমি? দেখোনি কখনও? সবচেয়ে উন্মত্ত স্বপ্নে কি চাও তুমি, জেরি?' শেষ দিকে স্বপ্নালু হয়ে এলো রবার্টার কণ্ঠস্বর।

জেরাল্ড বলতে পারত প্রায়ই ও স্বপ্নে দেখে একটা মেয়েকে, সেই মেয়েটা দেখতে ঠিক রবার্টা টিমোথির মতো; কিন্তু কিছুই বলল না ও। এখনও সময় আসেনি। তাছাড়া রবার্টা হয়তো আসলেই সেই মেয়েটি নয়। শারীরিক ভাবে, হ্যাঁ ও-ই সে। কিন্তু মানসিক ভাবে…

আট

মার্চের শুরুতেই ক্যানসাস অ্যান্ড কলোরাডো রেইলরোড পৌঁছে গেল পওনি সিটিতে। ডিপোর কাঠামো ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে। দেয়ালের কিছুটা অংশে কাঠের তক্তা লাগানোর কাজও শেষ। কোন নাম লেখা বোর্ড অবশ্য এখনও টাঙানো হয়নি। তার কোন প্রয়োজনও

নেই, প্রেয়ারিতে পওনি সিটি ছাড়া আর কোন শহর আশেপাশের কয়েক শো মাইলের মধ্যে নেই। প্রায় তৈরি স্টকইয়ার্ড, লোডিং পেন, সাইডিংই শহরটা যে পওনি সিটি তা বুঝিয়ে দিতে যথেষ্ট। এতেও যদি বোঝা না যায়, তো রয়েছে রেইল ট্র্যাকের দক্ষিণে হোটেলের প্রকাণ্ড কাঠামো। ক্যানসাস সিটির পশ্চিমে এটাই সবচেয়ে বড় হোটেল, অবশ্য শেষ পর্যন্ত যদি এটা তৈরি করা সম্ভব হয়। দেয়ালের তক্তাগুলো এখন পড়ে আছে রেইল ট্র্যাকের পাশে স্তূপ হয়ে।

প্রথম যে ট্রেইন ক্যানসাস সিটি থেকে পওনি সিটিতে এলো ওটাতে করে এলো জেরাল্ড কীল। ট্রেইনটা আসলে মালগাড়ি। বয়ে নিয়ে এসেছে এক ডজন রেইলওয়ে টাই বোঝাই বগি, মার্ক অ্যান্ড জেরাল্ড কোম্পানীর জন্যে একটা বগিতে আছে রসদপত্র। শেষের বগিটা যাত্রীদের জন্যে। ওটাতে করেই এসেছে জেরাল্ড।

অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে পওনি সিটিতে, তবে ছুতোরদের হাতুড়ির ঠক ঠক আওয়াজ থেমে নেই। মানুষের বুটের চাপে বাফেলো ঘাস মরে গেছে, বেরিয়ে এসেছে মাটি। শহরটা এক নজরে দেখে এখন মনে হচ্ছে কাদার সমুদ্র।

ব্যাগ হাতে ট্রেইন থেকে নেমে মালামাল বাঁচিয়ে সামনে এগোল জেরাল্ড। ভ্রূ জোড়া কুঁচকে আছে ওর। কঙ্কালসার হোটেলের সামান্য ছাউনির তলায় যখন পৌঁছুল ততক্ষণে কপালটাও কুঁচকে গেছে ওর। হোটেলের বারান্দায় শুধু ছাদ দেয়া হয়েছে। এখানেই মার্ককে খুঁজে পেল জেরাল্ড। মাথায় পঞ্চো, ঘোর লাগা চোখে ছুতোরদের কাজ দেখছে মার্ক টিমোথি।

জেরাল্ডকে দেখে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'জেরি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এই মাত্র আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

গম্ভীর চেহারায় হোটেলের কাঠামোর দিকে তাকাল জেরি। 'আমি ভেবেছিলাম এত দিনে ওটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।'

গুঙিয়ে উঠল মার্ক। 'চেষ্টার তো কোন ত্রুটি করছি না। দেখছই তো, পিছিয়ে পড়েছি বলে বৃষ্টির মধ্যেও কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। ক্যানসাস সিটি থেকে ছুতোর আনতে গিয়ে বোনাস দিতে হচ্ছে আমাকে।'

'বোনাস দিয়ে পোষাতে পারব আমরা?'

পওনি সিটির প্রধান সড়কের দিকে দেখাল মার্ক। 'স্টোরগুলোতে কাজ করছে আরও বেশ কয়েকজন। জেনারেল স্টোরটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর ওই যে বড় জায়গাটা দেখছ, ওটা হবে লংহর্ন সেলুন।' গম্ভীর হয়ে গেল মার্কের চেহারা। 'এক লোক এরই মধ্যে তাঁবুতে সেলুন চালু করে দিয়েছে। ওই সেলুন থেকে ছুতোরদের দূরে রাখতে গিয়ে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছে আমার।'

'আমি জানতে চেয়েছিলাম,' শান্ত স্বরে বলল জেরাল্ড, 'সব শেষ করার মতো টাকা আমাদের কি আছে?'

'না,' বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে জবাব দিল মার্ক টিমোথি। 'স্টক ইয়ার্ড আর লোডিং পেন তৈরি করতে আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা লেগে গেছে।'

'আমাদের যত বড় লাগবে তার দ্বিগুণ ওগুলো,' কড়া গলায় বলল জেরি। 'হোটেলটাও তাই।'

ভ্রূ কুঁচকাল মার্ক। 'আমি আশা করছি প্রচুর গরু আসবে। তাছাড়া র‍্যাঞ্চার আর ক্যাটল বায়ারদের জন্যেও পর্যাপ্ত জায়গা রাখতে চেয়েছি।' একটু দ্বিধা করল সে। 'টেক্সাসে ভাল সাড়া পাওনি?'

কাঁধ ঝাঁকাল জেরাল্ড। 'বলা মুশকিল। অনেক জায়গায় গিয়েছি আমি, অনেক লোকের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা যদি কথা রাখে, যে পরিমাণ গরু আনবে বলেছে তা আনে, তাহলে ক্যানসাস স্টেটে গরু রাখার জায়গা হবে না। তবে কথা কথাই। বিশ্বাস করব তখন যখন নিজের চোখে দেখব ওরা আসছে।'

'আসবে ওরা,' আত্মস্থ গলায় বলল মার্ক। 'আসতেই হবে।' একটু থামল সে। তারপর বলল, 'ওরা যদি না আসে, ঋণের সাগরে ডুবে যাব আমরা।'

'বাড়ি বানানোর কাজ আমরা থামিয়ে দিচ্ছি না কেন? টেক্সাসে যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তারা প্রেয়ারিতেও ঘুমাতে পারবে। ব্যারেল থেকে হুইস্কি খেতেও আপত্তি করবে না মোটেও। এসো, ওরা আসার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করি।'

মাথা নাড়ল মার্ক। 'এখন থামতে পারব না আমরা। বাকিতে অনেক টাকার জিনিস কিনে ফেলেছি আমি। বাড়িগুলো বানিয়ে একটা

দুটো যদি আমরা বিক্রি না করি তাহ্লে পাওনাদাররা সবই কেড়ে নেবে আমাদের কাছ থেকে।'

লম্বা শ্বাস টানল জেরাল্ড। 'ধারের টাকায় চলছি আমরা?'

'লাম্বার, ইকুইপমেন্ট আর রসদ মিলিয়ে মোটামুটি পঞ্চাশ হাজার ডলার।'

'হাতে নগদ টাকা কত আছে আমাদের?'

'ছুতোরদের আরেক সপ্তাহ দেয়ার মতো।'

'আর তারপর?'

'ততদিনে যথেষ্ট গরু চলে আসলে বাঁচোয়া, নইলে আমরা গেছি।'

এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, ঠিক মতোই ছুতোরদের টাকা পরিশোধ করল মার্ক। হাতে থাকল মাত্র চল্লিশ ডলার। হোটেলের ছাদ প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছে, সেলুনের ছাদ আর একদিকের দেয়ালও সমাপ্ত হয়েছে। জেনারেল স্টোরের মাথাতেও ছাদ পড়েছে।

ছুতোরদের মার্ক বলল না যে টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে। কাজ করিয়ে নিচ্ছে, ওদের জানতে দেয়নি সপ্তাহ শেষে মজুরি দেয়ার ক্ষমতা নেই ওর।

গত ক'দিন ধরে এক নাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। ভিজে ভিজে প্রত্যেকদিন দক্ষিণের দিকে ঘোড়া ছোটায় জেরি, ফিরে আসে হতাশ হয়ে। গরুর একটা পালও নজরে পড়ে না।

পওনি সিটিতে একটা ট্রেইন এলো। ওটা থেকে নামল তিনজন ফ্রক কোট পরা আগন্তুক। গরু ক্রেতা তারা।

'খামোকা এলাম,' অসম্পূর্ণ হোটেল দেখে হতাশ হয়ে মন্তব্য করল একজন।

'গরুর প্রথম পালটা দু'দিনের মধ্যে চলে আসবে,' তাদের নিশ্চয়তা দিল মার্ক। জেরাল্ডের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। 'আমাকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।'

পরবর্তী শনিবার ছুতোরদের নেতা মার্ক টিমোথির সঙ্গে দেখা করতে এলো। রেগে আছে লোকটা। সরাসরি কাজের কথায় এলো। 'আজকে মজুরি দেয়ার দিন, মিস্টার টিমোথি।'

আফসোসের সঙ্গে বলল মার্ক। 'আমি আশা করেছিলাম এই

ট্রেইনে টাকা আসবে। আসেনি। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, আগামী সপ্তাহের ট্রেইনে টাকা আসবেই আসবে।'

'মিস্টার টিমোথি,' শান্ত গলায় বলল ছুতোরদের হেড, 'আগামী কেন কোন ট্রেইনেই তোমার টাকা আসবে না। তুমি ফতুর হয়ে গেছ।'

'গরুর ক্রেতারা এখানে আছে। দু'একদিনের মধ্যেই গরু চলে আসবে। প্রাপ্য টাকা পাবে না সেই দুশ্চিন্তা কোরো না। পাবে…ঠিকই পাবে।'

'যখন পাব তখন কাজ করব।'

'হোটেলটা অন্তত শেষ করো। ক্যাটল বায়ারদের তাহলে প্রেয়ারিতে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না।'

ছুতোরদের ফোরম্যান গিয়ে তার লোকদের সঙ্গে কথা বলল। ফলাফল হলো এই যে সব কয়জন গিয়ে ঢুকল সেলুনের তাঁবুর ভেতরে। এক ঘণ্টা পর কোমরের বেল্টে নেভি কোল্ট গুঁজে টেন্ট সেলুনে গিয়ে ঢুকল জেরাল্ড কীল।

টাক মাথা এক লোক চালাচ্ছে সেলুনটা। লোকটার গালে গভীর একটা শুকনো ক্ষত। ব্যারেলে মগ চুবাচ্ছে সে, মদে ভরে তুলে দিচ্ছে ছুতোরদের হাতে। এক মগ মদের দাম পঞ্চাশ সেন্ট।

'মদ বিক্রি বন্ধ করো,' টাক মাথাকে বলল জেরাল্ড।

কড়া চোখে জেরাল্ডকে দেখল সেলুনকীপার। 'কেন?'

'কারণ আমি বলছি তাই।'

'লাইসেন্সের জন্যে মার্ক টিমোথিকে পঞ্চাশ ডলার দিয়েছি আমি ভ্রূ কুঁচকাল লোকটা। 'এখন পর্যন্ত পঞ্চাশ ডলার মুনাফাও করতে পারিনি আমি।'

'তোমাকে মদ বেচা বন্ধ করতে বলেছি আমি।'

হুইস্কির ব্যারেলের দিকে ঝুঁকল মদ বিক্রেতা। মুহূর্তে ড্র করল জেরাল্ড। গর্জে উঠল ওর হাতের অস্ত্র। ফুটো হয়ে গেল ব্যারেল। ছোটখাট একটা গর্জন ছাড়ল বারকীপ, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাতে উঠে এসেছে একটা শটগান। তাক করতে পারল না। জেরাল্ডের হাতের কোল্ট তার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ফেলে দিল স্ক্যাটারগানটা। এদিকে কুলকুল করে ব্যারেল থেকে পড়ে যাচ্ছে হুইস্কি।

এক আধ মাতাল ছুতোর বুলেটের ফুটোর মুখে নিজের মগ ধরেছিল, থাবড়া মেরে তার হাত থেকে ওটা ফেলে দিল জেরাল্ড।

'প্রথম গরুর পাল যখন পওনি সিটিতে আসবে তখন সেলুন চালু করতে পারবে তুমি,' বারকীপকে বলল কীল। 'এখন ছুতোরদের কাছে মদ বিক্রি চলবে না তোমার।'

'আমাদের পাওনা টাকা দিয়ে দাও, কাজে ফিরে যাব আমরা,' বলল ছুতোরদের একজন।

দুপদাপ পা ফেলে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো জেরাল্ড। মার্ককে খুঁজে পেল ও ছাদহীন ভেজা হোটেলের ভেতরে।

'গরুর ক্রেতাদের আর কয়দিন আটকে রাখতে পারবে বলে ভাবছ?' জানতে চাইল ও।

'আগামী ট্রেইন আসার আগে পর্যন্ত ট্রেইন না এলে ওদের যাওয়ার কোন উপায় নেই।'

'দক্ষিণ দিকে যাব আমি, দেখি গরুর দেখা পাওয়া যায় কিনা,' বলল জেরাল্ড। 'ট্রেইন আসার আগেই ফিরব আমি। ততক্ষণে বুঝে ফেলব গরু আসছে কিনা।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মার্কের চেহারা। 'আমি নিজেই যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু এখানে এত কাজ...'

'একটু আগে আমি হুইস্কির টেন্ট বন্ধ করে দিয়েছি,' বলল জেরি। 'কিছুই করার নেই দেখে ছুতোররা হয়তো এতই বিরক্ত হবে যে কাজে লেগে যাবে।' ভ্রূ কুঁচকাল ও। 'শুধু যদি হোটেলটা বানানো শেষ করতে পারতাম আমরা!'

'তুমি ফিরে আসতে আসতে দেখবে শেষ হয়ে গেছে হোটেলের কাজ।'

মার্কের ঘোড়াটা নিয়ে শহর থেকে বেরল জেরাল্ড। মনে আশা একদিন পওনি সিটি মস্ত বড় একটা শহরে পরিণত হবে। সঙ্গে জার্কি নিয়ে নিয়েছে। রোদ থেকে বাঁচার জন্যে মাথায়, কাঁধে পঞ্চো।

পওনি সিটির দু'মাইল দূরে নদী পেরল ও। এখন অবশ্য নদীর সঙ্গে প্রেয়ারির কোন তফাৎ নেই বললেই চলে। নদী দু'পার উপচে ভেসে গেছে প্রেয়ারি। সবুজ ঘাসগুলোর ডগা শুধু জেগে আছে। পাশ

দিয়ে ঢেউ তুলে ঘোড়া চলে যাওয়ায় দুলছে ওগুলো একটু একটু।

একফুট কাদা আর আরেক ফুট গভীর পানির ভেতর দিয়ে পাঁচ মাইল এগোল জেরাল্ড। তারপর উঠে এলো অপেক্ষাকৃত শক্ত জমিতে। ঘোড়া থামিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল ও। তাকাল সামনের দিকে। কাদা, ঝোপে ভরা, বিশাল বিস্তৃতি, দূর থেকে দেখা যায় সবুজ ঘাসের সাগরের রেখা। গত দু'সপ্তাহের বৃষ্টিতে তরতাজা হয়ে উঠেছে বাফেলো ঘাস।

আবার সামনে বাড়ল ও।

বিকেলে থেমে গেল টিপটিপ বৃষ্টি। তবে আকাশে এখনও ঘন কালো মেঘ। মাঝে মাঝেই চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ। রাত নেমে আসা পর্যন্ত এগোল ও, তারপর ঘোড়াটা যখন বারবার হোঁচট খেতে লাগল, রাতের বিশ্রাম নেবার জন্যে থামল জেরি। জার্কি খেয়ে খিদে দূর করল, তারপর স্যাডল খুলে একটা উঁচু ঢিবির পাশে রেখে বালিশ বানিয়ে কাত হয়ে শুলো।

ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে জেরি। তারওপর শুরু হলো ঠাণ্ডা হাওয়ার অত্যাচার। আগুন জ্বালতে ইচ্ছে করল ওর। কিন্তু তার কোন উপায় নেই। আগুন ধরানোর মতো শুকনো কিছু চারপাশের কয়েক মাইলের মধ্যে নেই।

তাতে কিছু যায় আসে তা নয়। যুদ্ধের সময় এরকম অনেক রাত কাটাতে হয়েছে ওকে। সকালে উঠেই যোগ দিতে হয়েছে লড়াইতে। সে ছিল এমন এক যুদ্ধ যে ঘৃণা ধরে যেত নিজেরই ওপর। দুনিয়াটাকে মনে হতো জঘন্য একটা জায়গা। পরস্পরের জান কবচ করার জন্যে আজরাইলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত ওরা একে অন্যের ওপরে।

এক সময় জেরির চোখে নেমে এলো হালকা ঘুম। স্বপ্নে দেখল ও টেক্সাস লংহর্ন। অজস্র। আসছে। গরুর ডাক যেন শুনতে পেল ও স্পষ্ট। ঘুমের মধ্যেই পাশ ফিরে শুলো। তারপর ভেঙে গেল ঘুম। এখনও গরুর ডাক শুনতে পাচ্ছে ও। অবাক হয়ে গেল। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল, ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে তাড়াতাড়ি এগোল শব্দ লক্ষ্য করে দক্ষিণ দিকে। সামনে একটা ঢাল, ওটা পেরতেই দেখতে পেল দিগন্তের আকাশে নিচুতে ভাসছে রুপোলি চাঁদ। সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে

আছে সামনের প্রেয়ারি।

ঠিক সামনে, চওড়া একটা ঢালু উপত্যকায় তাকিয়ে জীবনের সেরা দৃশ্যটা দেখল ও।...ঘাস খাচ্ছে গরু। হাজার হাজার!

টেক্সাসের লংহর্ন।

টেক্সানদের ক্যাম্পে কোন আগুন জ্বলছে না। চাক ওয়্যাগন লক্ষ করে এগোল ও। কাছে পৌঁছুতেই ওকে অভ্যর্থনা জানাল রাইফেলের বোল্ট টানার ধাতব শব্দ। রিভলভারের হ্যামার ওঠানোর আওয়াজও পাওয়া গেল কয়েকটা।

'গুলি কোরো না,' শান্ত স্বরে জানাল জেরাল্ড। 'আমি পওনি সিটি থেকে এসেছি।'

'পওনি সিটি!' এক লোক দৌড়ে জেরির ঘোড়ার সামনে এসে দাঁড়াল। জেরিকে ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'কান কেটে ফেলব তুমি যদি সেই ইয়াঙ্কি না হও যে কয়েক মাস আগে টেক্সাসে গিয়ে আমাদের আসতে বলেছিলে।'

'ঠিকই চিনেছ,' হেসে বলল জেরাল্ড। 'যতদূর মনে পড়ে তোমার নাম হ্যাস্টিংস।'

'ড্যান হ্যাস্টিংস। সঙ্গে দুই হাজার গরু নিয়ে এসেছি। তোমার জীবনে এত ভেজা গরু আর কখনও দেখোনি, বাজি ধরতে পারি।...কোথায় তোমার পওনি সিটি? চলছি তো চলছিই, পথ শেষ হচ্ছে না।'

'এক দিনের পথ। গরুর জন্যে হয়তো দু'দিন।' বিরক্তির সঙ্গে মাথা নাড়ল ও। 'আরও দুটো বৃষ্টি ভেজা দিন।'

'এই বৃষ্টিই আমাদের দেরি করিয়ে দিয়েছে,' বলল হ্যাস্টিংস। 'ইন্ডিয়ানদের অঞ্চল থেকে সেই যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আর থামার নামগন্ধ নেই।' সামনে বেড়ে জেরাল্ডের কোটের ল্যাপেল ধরল র‍্যাঞ্চার। 'একথা কি সত্য, মিস্টার, ক্যানসাসে রেইলরোড এসেছে?'

'হ্যাঁ, এসেছে। পওনি সিটি পর্যন্ত।'

'আর গরুর ক্রেতা? ওরা কি উপস্থিত?'

'অপেক্ষা করছে ওরা।'

সঙ্গীদের দিকে ফিরল হ্যাস্টিংস। 'শুনেছ তোমরা? নগদ টাকায়

কেনার জন্যে ক্রেতা হাজির আছে ওখানে!'

হৈ-হৈ করে উঠল বারোজন কাউবয়। সবাই ঘিরে ধরল জেরাল্ডকে। একজনের পর একজন হাত মেলাচ্ছে ওর সঙ্গে। মুখে কথার খই ফুটছে। বলছে সবাই শহরে পৌঁছে কে কি করবে।

'প্রচুর ক্রেতা আর রেইল বগির ব্যবস্থা রেখো,' বলল হ্যাস্টিংস, 'আমাদের এক দিন পেছনে আসছে চার হাজার গরুর একটা পাল। সেই স্যান অ্যান্টোনি আর প্যানহ্যান্ডেল থেকে আমাদের সঙ্গে লেগে আছে ওরা। পওনি সিটি লংহর্নে ভরে যাবে এতে মনে কোন সন্দেহ রেখো না।'

নয়

ড্রোভার হোটেল তৈরি হয়ে গেছে। মাথার ওপর ছাদ পড়েছে। চারপাশের দেয়ালও আটকানো শেষ। ছোট ছোট খুপড়ির মতো ঘরগুলোকে আলাদা করেছে কাঠের তক্তার দেয়াল। কিছুই এখনও রং করা হয়নি। দেয়ালের তক্তার ফাঁক দিয়ে প্রতিটা ঘরে যথেষ্ট বাতাস আসার ব্যবস্থা রয়েছে ছুতোর মিস্ত্রিদের অদক্ষতার কারণে।

অন্য বাড়িগুলোতে এখন কাজ করছে ছুতোরের দল। সেলুন, জেনারেল স্টোর, লিভারি স্টেবল ইত্যাদি বানাচ্ছে। আজ পরিষ্কার আকাশে সূর্য উঠেছে। আর এক দুইদিন এরকম রৌদ্রকরোজ্জ্বল থাকলে রঙ শুকিয়ে যাবে।

কিন্তু এখন সব কাজ বন্ধ। লংহর্ন গরুর প্রথম পালটা এখন পওনি সিটির দু'মাইল দক্ষিণে নদী পেরচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের সীমানায় চলে আসবে। তাঁবুর সেলুন আবার ব্যবসা চালু করেছে। মার্ক আর জেরাল্ড দু'জনেই বারটেন্ডারের কাছ থেকে অতি বাজে স্বাদের দুটো করে ড্রিঙ্ক কিনে খেয়েছে।

ড্রোভার হোটেলের নতুন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মার্ক আর জেরাল্ড। দু'পাশে খুঁটি দেয়া প্রধান সড়কের ওপর দৃষ্টি স্থির। ওই তো দেখা যাচ্ছে স্টোর, সেলুন, খালি দোকানের লট। ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে উত্তেজিত তিন ক্যাটল বায়ার। তাদের একজন পকেট থেকে বিরাট একটা গোল ঘড়ি বের করে সময় দেখল।

'দুটো বাজে,' বলল বিড়বিড় করে। 'আমার পেটের ওষুধ খাবার সময় হয়ে গেছে।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব,' বলল দ্বিতীয় ক্যাটল বায়ার।

'আমিও,' বলল তৃতীয় জন।

'আপনারা কোথাও যাচ্ছেন না,' কড়া গলায় বলল মার্ক। 'শহরে গরু ঢুকুক, তারপর দেখা যাবে।'

দূরে একটা গুলির আওয়াজ হলো। তারপর পরপর আরও দুবার। তাঁবুর সেলুন থেকে হঠাৎ ছুতোরদের চিৎকার ভেসে এলো।

'ওই যে আসছে ওরা!'

সিকি মাইল দূরে একটা ঢালের আড়াল থেকে প্রথমে বেরিয়ে এলো একটা বড়সড় লংহর্ন ষাঁড়। ওটাই দলের নেতা। বাকিগুলো অনুসরণ করছে ওটাকে। লম্বা একটা সারিতে আসছে বাছুরের দল। দু'পাশে টেক্সাস রাইডাররা, পাহারা দিয়ে ওদের নিয়ে আসছে। খেয়াল রাখছে কোনটা যাতে দল ছুট হতে না পারে। বাধ্যগতের মতো পওনি সিটির দিকে আসছে ওরা।

'এখানেই আমরা ওদের জন্যে অপেক্ষা করব,' শান্ত স্বরে জানাল মার্ক।

বলার কোন দরকার ছিল না। তিন ক্রেতার পা কাঠের মেঝেতে মনে হলো পেরেক দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে মাত্র মুহূর্তের জন্যে। তারপরই দৌড় দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল লোকগুলো। বেশিদূর যেতে পারল না, ছুতোর আর মজুরের ভিড়ের পেছনেই থাকতে হলো তাদের।

আসতে লাগল গরুর পাল। ডাক ছাড়ছে ওরা, লাইন থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে। দীর্ঘদিন রাউন্ডআপ না করায় বুনো হয়ে গেছে। টেক্সাসের কাউবয়রাও বন্য, দুর্ধর্ষ ভাবে ঘোড়া ছোটাচ্ছে ওরা, পাকড়াও

করে আনছে বেআদব ষাঁড় ব। ছুরদের।

কাজটা কষ্টকর, কিন্তু কয়েকটা পেনে এক হাজার গরু ঢুকিয়ে ফেলল ওরা কয়েক মিনিটের মধ্যে। বাকি গরুগুলোকে ছেড়ে দিল রেইলরোডের পাশে তাজা ঘাস খেতে। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ঘাস খাওয়ায় মন দিল গরুর দল।

ততক্ষণে হ্যাস্টিংসকে চিনে জোঁকের মতো চেপে ধরেছে তিন ক্যাটল বায়ার।

'বিশ হাজার ডলার দেব তোমার গরুর পালের জন্যে,' তাদের একজন বলল। এমনই ভঙ্গি যে হাতে স্বর্গ তুলে দিচ্ছে।

'আমি দেব বাইশ হাজার ডলার,' তড়িঘড়ি জানাল দ্বিতীয় জন।

তৃতীয় জন পঁচিশ হাজারে উঠল। রীতি মতো নিলাম চলছে।

'পঁচিশের দ্বিগুণ বলো, রাজি হয়ে যাব আমি,' হাসিমুখে বলল হ্যাস্টিংস।

পরস্পরের দিকে হতাশ চেহারায় তাকাল তিন গরু ক্রেতা। 'এখানে রেইলরোডের কোন বগি নেই, মিস্টার,' অবশেষে মুখ খুলল এক জন। 'কখন আসবে তারও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আমাদের মধ্যে যেই গরু কিনুক ওগুলোকে চোখে চোখে রাখতে হবে।'

'চলুন সবাই আমার সঙ্গে,' বলল মার্ক। 'একটা ড্রিঙ্ক নেবার সময় বোধহয় হয়েছে।' জেরাল্ডের খোঁজে চারপাশে তাকাল ও, কিন্তু বন্ধুকে কোথাও দেখতে পেল না।

মদ খাওয়ার প্রস্তাব পেয়ে চওড়া হাসি ফুটল টেক্সান র‍্যাঞ্চারের ঠোঁটে। ক্যাটল বায়ারদের নিয়ে তাঁবুর সেলুনে গিয়ে ঢুকল ওরা। কাঠের একটা তক্তার পেছনে দুটো ব্যারেলে মদ রাখা হয়েছে। তক্তাটা রাখা আছে দুটো স'হর্সের ওপর।

ডিপো থেকে ফিরে এসে মার্ককে খুঁজে পেল না জেরাল্ড। বুঝতে পারল ওকে এখন সেলুনে পাওয়া যাবে। সেদিকেই পা বাড়াল ও।

পওনি সিটির সব কাজ আজকে থেমে গেছে। মজুর আর ছুতোররা সবাই গিয়ে ঢুকেছে মদের তাঁবুতে। জেরাল্ডকে রীতি মতো ঠেলা-গুঁতো দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হলো। মার্ক, তিন ক্রেতা আর টেক্সানকে খুঁজে নিয়ে এগোল ও।

ওকে আসতে দেখে জটলা থেকে বেরিয়ে এলো মার্ক টিমোথি।

'রেইলরোড এজেন্ট মাত্র তার করল মালগাড়ি পাঠাবার জন্যে,' বন্ধুকে জানাল জেরি।

ভ্রূ নাচাল মার্ক, জেরাল্ডের হাত ধরে নিয়ে গেল তাঁবুর এক পাশে। 'আমি ক্রেতাদের বলেছি ট্রেইন রওয়ানা হয়ে গিয়েছে, আগামী কালই এসে পৌঁছুবে।'

'কিন্তু কথাটা মিথ্যে!' রাগ প্রকাশ পেল জেরাল্ডের কণ্ঠে। 'বগি এখনও ক্যানসাস সিটিতেই রয়ে গেছে। এজেন্টের কাছে শুনলাম বগি এখানে পাঠানোর কোন নির্দেশ হেড অফিস এখনও দেয়নি।'

'ওই ফসেট ব্যাটার গুষ্টি মারি,' রাগের চোটে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল মার্কের। 'গত এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন শালাকে একটা করে চিঠি লিখছি, কোন ফল নেই। প্রেমিকাকেও এত নরম সুরে চিঠি লেখে না কেউ। বগি পাঠিয়ে দেয়া উচিত ছিল ওর।' কাঁধের ওপর দিয়ে র‍্যাঞ্চার আর ক্যাটল বায়ারদের দিকে তাকাল মার্ক। 'ওদের অপেক্ষা করিয়ে রাখতে হবে আমাদের।' জেরাল্ডকে আরেকবার চোখ টিপে র‍্যাঞ্চারের দিকে চলে গেল সে। কি যেন বলল অল্প কথায়।

র‍্যাঞ্চার আর ক্রেতাদের মধ্যে দ্রুত কিছু একটা হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'ঠিক আছে, এই দামেই বিক্রি করে দিলাম।'

ওদের দলে জেরাল্ডও যোগ দিল। জানতে চাইল, 'কি বিক্রি হলো?'

'আমার গরুর পাল,' বলল হ্যাস্টিংস। 'প্ল্যাঙ্কিংটন আর্মারের মিস্টার পামার চল্লিশ হাজার ডলারে আমার সব গরু কিনে নিয়েছেন।'

'কিন্তু স্টক কার না আসা পর্যন্ত আমি কিন্তু গরুর দায়িত্ব বুঝে নেব না,' সাবধান করল পামার।

'মালগাড়ি কালকেই এসে যাবে,' জোরের সঙ্গে বলল মার্ক। তারপর জেরাল্ডের চোখে চোখ পড়তে বলল, 'কাল না হলেও পরশু গাড়ি ঠিকই এসে যাবে।'

দশ

ক্যানসাস অ্যান্ড কলোরাডো রেইলরোডের প্রেসিডেন্টের অফিসে টেলিগ্রামটা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ঢুকল রবার্টা টিমোথি। মিস্টার ফসেট যখন পড়ছে, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল সে।

'উৎসাহ ব্যঞ্জক,' মন্তব্য করল ফসেট।

'শুধু উৎসাহ ব্যঞ্জক?' গলা চড়ে গেল রবার্টার। 'অভূতপূর্ব।'

পাতলা ঠোঁট প্রসারিত হলো মিস্টার ফসেটের। 'বলতেই হবে যে আমি আশ্চর্য হয়েছি, মিস টিমোথি। সত্যি কথা বলতে তোমার ভাইয়ের কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এত সব উদ্ভট পরিকল্পনা আমার সামনে উপস্থাপন করা হয় যে...'

জ্বলে উঠল রবার্টার দু'চোখ। 'পওনি সিটি আপনার কাছে উদ্ভট পরিকল্পনা বলে মনে হয়, মিস্টার ফসেট?'

চিন্তিত চেহারায় সেক্রেটারির দিকে তাকাল ফসেট। নিঃসন্দেহে মহিলা অপরূপ সুন্দরী। শুধু যদি সে বিবাহিত না হতো, যদি তার মোটা, মধ্যবয়স্কা, হিংসুটে বউ ব্যবসার পেছনে প্রচুর টাকা না ঢালত, তাহলে...

'যাই বলো, মিস টিমোথি,' অবশেষে বলল ফসেট। 'মিস্টার টিমোথি তোমার ভাই। তার প্রতি তোমার একটা আলাদা ভালবাসা আর বিশ্বাস আছে। থাক সেসব প্রসঙ্গ। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি তোমার ভাই কতদূর কি করেছে। পরিকল্পনাটা খুবই বড়...একজনের পক্ষে।'

'আজকে দুই হাজার গরু পওনি সিটিতে গিয়ে পৌঁছেছে, মিস্টার ফসেট!'

'পওনি সিটি, মিস টিমোথি?' অবজ্ঞার হাসি হাসল ফসেট। 'সিটি

কোথায়, ওটা তো অসম্পূর্ণ কয়েকটা বাড়ি-ঘরের সমষ্টি।' মাথা নাড়ল সে। 'তোমার ভাই ঋণে ডুবে গেছে। তার কাছে যত টাকা আছে সে তুলনায় অনেক বেশি ধার নিয়ে বসে আছে সে। পাওনাদাররাও এখন আর তাকে ঋণ দিচ্ছে না। আমি জানি, কারণ তাদের দু'একজনের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।'

'পওনি সিটিতে দু'হাজার গরু এসেছে, মিস্টার ফসেট।' একটু সামনে ঝুঁকে বুকের খানিকটা অংশ দেখার সুযোগ করে দিল রবার্টা। 'আরও চার হাজার আসছে। টেলিগ্রাম পেয়েছি, টেক্সাস থেকে পওনি সিটি পর্যন্ত গরুর মিছিল শুরু হয়ে গেছে।'

টেলিগ্রামটা আবার পড়ে দেখল ফসেট। 'তোমার ভাই অপারেটরকে প্রভাবিত করেছে, নাহলে এত উৎসাহ নিয়ে এভাবে লিখত না সে। হয় তাকে মদ খাইয়ে পটিয়েছে, নতুবা ঘুষ দিয়েছে।'

রাগের চোটে নাকের পাটা ফুলে গেল রবার্টার। লম্বা করে শ্বাস টানল ও। 'আপনি পওনি সিটিতে গাড়ি পাঠাচ্ছেন কিনা বলুন, মিস্টার ফসেট!'

একটু দ্বিধা করল ফসেট। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'এটুকু ঝুঁকি আমি নেব। যতটা সম্ভব করব আমি। পঞ্চাশটা বগি পাঠাতে পারি। ওগুলো আপাতত কোন কাজে আসছে না।'

'পঞ্চাশটা বগিতে কিছুই হবে না।'

'এ-ই আছে আমাদের। এই দিয়েই কাজ চালাতে হবে।' অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল ফসেটের মুখে। 'আর চাপাচাপি কোরো না, রবার্টা, পঞ্চাশটা বগিতে এক হাজার গরু আসতে পারবে।'

'অন্য রেইলরোড থেকে আরও বগি আপনি ধার নিতে পারেন না?'

'হয়তো চেষ্টা করলে পারি। মিসৌরি রেইলরোডের কাছে গরু আনার মতো অন্তত পঞ্চাশটা বগি আছে। কোন কাজে আসছে না ওগুলো। চাইলে হয়তো দেবে ওরা...কিন্তু কথা হচ্ছে, আমাদের লাইনে এলেই একটা নির্দিষ্ট ভাড়া গুনতে হবে আমাকে।'

'কথা দিতে পারি আপনাকে কোন আর্থিক ক্ষতির স্বীকার হতে হবে না,' শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল রবার্টা।

'মিস টিমোথি,' চেয়ারে নড়ে চড়ে বসল ফসেট, 'তোমাকে যেটা

আমি বোঝাতে চাইছি সেটা হলো দেউলিয়া হয়ে গেছে তোমার ভাই। যে কোন দিন পাওনাদাররা ওকে ছেঁকে ধরবে। ধরে নিতে পারো আর মাত্র কয়েক দিন, তারপরই শুরু হতে না হতে শেষ হয়ে যাবে তোমার ভাইয়ের সাধের পওনি সিটি।'

'আপনার সঙ্গে ওর একটা চুক্তি হয়েছে। প্রতি বগি ভরা গরুর জন্যে পাঁচ ডলার করে পাবে ও।'

দ্বিধান্বিত চেহারায় ভ্রূ কুঁচকে ফেলল ফসেট। 'পঞ্চাশটা বগি যদি ও ভরতে পারে, যদিও আমার সন্দেহ পারবে না, তবু যদি পারে তাহলে দুইশো পঞ্চাশ ডলার পাবে সে। আমার মনে হয় না ওই কয় টাকায় ও তার পাওনাদারদের সন্তুষ্ট করতে পারবে।'

'মিস্টার ফসেট,' বলল রবার্টা, 'ভাইয়ের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস আছে আমার। এতটাই, যে ঠিক করেছি এখানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওর কাছে, পওনি সিটিতে চলে যাব আমি।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ফসেটের। চেহারায় মূল্যবান সম্পদ হারানোর ব্যথা ফুটে উঠল। প্রায় অভিমানের সুরে বলল, 'সত্যি তুমি চলে যাবে, মিস টিমোথি?'

মাথা দোলাল রবার্টা। 'হ্যাঁ।'

এগারো

স্টক কার পওনি সিটিতে এলো চারদিন পরে। ততদিনে পওনি সিটির আশেপাশের উর্বর ঘাস জমিতে বাফেলো ঘাস খাচ্ছে নয় হাজার লংহর্ন গরু। রেইল লাইনের দু'ধারে গিজ গিজ করছে ওগুলো।

স্টক কারের পেছনে যাত্রীদের জন্যে দুটো আলাদা কোচ আছে। ট্রেইন থামতেই সেটা থেকে হুড়মুড় করে নামল ক্যাটল বায়ার, চোর-ডাকাত, ছুতোর, জুয়াড়ী আর বিভিন্ন পেশার লোক।

ওদের সঙ্গে এলো মার্ক অ্যান্ড জেরাল্ড কোম্পানির পাওনাদাররা।

মাথায় রুমাল পেঁচানো বিশাল মোটা এক মহিলাও নামল ট্রেইন থেকে। তার সঙ্গে ছয়জন যুবতী মেয়ে আছে। প্রত্যেকেই সুন্দরী। প্রচুর মেকআপ করেছে, গায়ে দিয়েছে কড়া পারফিউম।

ট্রেইনের যাত্রীরা যখন হোটেলে এলো তখন লবিতে দাঁড়িয়ে আছে জেরাল্ড। লবিতে আসবাবপত্র বলতে অদক্ষ হাতে তৈরি একটা কাঠের টেবিল। ওটাকেই ডেস্ক হিসেবে কাজ চালানো হচ্ছে। ওটার ওপর একটা খাতা আছে। মার্ক হিসেব করছিল কত টাকা পওনি সিটির পেছনে খরচ হয়েছে। পরে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে কোথায় যেন।

চমৎকার বিজনেস স্যুট পরা মোটা বেঁটে এক লোক হোটেলে ঢুকল আগে। মাথায় তার ডার্বি হ্যাট। দেখে মনে হচ্ছে পাত্তিওয়ালা লোক হবে।

দরজা দিয়ে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল সে। চারপাশে তাকাল। 'ব্যবসা এখনও চালু করোনি তোমরা?'

'করেছি,' বলল জেরি। 'যদি মেঝেতে শুতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে।'

'মেঝে?'

'আমাদের আসবাবপত্র এখনও তৈরি হয়নি।'

চেহারা বিকৃত করে ভ্রূ কুঁচকাল মোটকু। 'থাকার আর কোন ব্যবস্থা আছে এই শহরে?'

'আছে,' খুশি খুশি গলায় বলল জেরি, 'প্রেয়ারি আছে। ওখানে ঘুমাতে তোমার এক পয়সাও খরচ করতে হবে না।'

রাস্তা থেকে হোটেলের ভেতরে ঢুকল আরও দু'জন লোক। পর মুহূর্তে আরও তিন জন। এরা আবার বাক্সপেটরা নিয়ে এসেছে।

'ভাড়া দিনে দুই ডলার,' মোটা ভদ্রলোককে বলল জেরি।

ভ্রূর কুঞ্চন দূর হলো না লোকটার। 'ব্ল্যাঙ্কেট, চাদর এসব আছে তো?'

মাথা নাড়ল জেরি।

'ওয়াশবোল?'

'চারপাশে দেয়াল আছে। ব্যস, এই; এর বেশি কিছু আশা করতে

যেয়ো না।'

পকেট থেকে দুটো রুপোর কয়েন বের করে টেবিলের ওপর ঠক করে নামিয়ে রাখল লোকটা। বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'ঠিক আছে, আপাতত এতেই আমার চলবে।'

নতুন বোর্ডাররা তাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিল। গায়ের জোর খাটিয়ে আবার ডেস্কের সামনে চলে এলো লোকটা। 'আমার চাবি?'

'চাবি নেই,' বলল জেরাল্ড।

'কোন্ রুম?'

'যেকোন রুম। আগে যে যেটা দখল করতে পারে।' অন্য গেস্টদের দিকে নজর ফেরাল জেরাল্ড। তথ্য জানানোর নির্বিকার সুরে বলল, 'প্রতি ঘর দিনে দুই ডলার।'

ছয়টা রুমে গেস্ট পাঠিয়ে তারপর জেরাল্ডের টনক নড়ল। আরে, লেযারে তো অতিথিদের নাম তোলা হয়নি। সইও করেনি কেউ। এবার আর আগের ভুল হবে না। লেযার খুলে চেয়ারে আরাম করে বসল জেরি।

হঠাৎ ওর নাকে তীব্র সুগন্ধী ভেসে এলো। মুখ তুলে ও দেখল দানবাকৃতি এক মোটা মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে ডেস্কের সামনে। মুখে তার কড়া মেকআপ। তবে বোঝা যায় বয়স চল্লিশের কম হবে না। তাকে ঘিরে আছে পাউডার মাখা ছয় তরুণী।

'সাতটা ঘর।' মহিলার গলা তো নয়, মনে হলো ঘরের মধ্যে বাজ পড়ল।

কপাল কুঁচকে গেল জেরাল্ডের। এই রকম অস্বস্তিকর পরিবেশে আর কখনও পড়েনি। হোটেলে দেহ পসারিণীদের থাকতে দেয়া উচিত হবে কিনা তা ও বুঝে উঠতে পারল না। বলল, 'আমি…আসলে…আসলে আমি…জানি না তোমাদের রুম দেয়াটা আমার পার্টনার পছন্দ করবে কিনা।'

'এটা হোটেল, তাই না?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল মহিলা। 'ঘর ভাড়া দিতে তুমি বাধ্য।'

'হোটেলটা এখনও চালু হয়নি,' আমতা আমতা করে বলল জেরাল্ড। '…মহিলাদের উপযোগী এখনও করা হয়ে ওঠেনি।'

'পুরুষরা যদি থাকতে পারে তো আমরাও পারব।'

অষ্টম এক জন নারী হোটেলের লবিতে ঢুকল। মাথায় তার সবুজ পালকওয়ালা বনেট। সবুজ একটা ট্র্যাভেলিং স্যুট পরেছে। হাতে সবুজ একটা ব্যাগ। মেয়েদের পাশ কাটিয়ে ডেস্কের পেছনে চলে এলো সে। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'কেমন আছ, মিস্টার কীল?'

'মিস...মিস টিমোথি!' নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না জেরি। 'মার্ক আমাকে কিছুই জানায়নি যে তুমি আসবে।'

'আমি আসব সেটা ও নিজেও জানে না।' মাথা থেকে হ্যাট খুলে মোটা মহিলার দিকে তাকাল রবার্টা। ছয় জন মেয়ের প্রত্যেকের ওপরই ঘুরে এলো ওর শীতল দৃষ্টি।

'রুমের বড় অভাব আমাদের,' বলল ও, 'একেক ঘরে দু'জন করে মেয়েকে থাকতে হবে।...হুম...তোমার জন্যে একটা আর মেয়েদের জন্যে তিনটা রুমের ব্যবস্থা হয়তো করা যাবে।'

'আমি সাতটা রুম চাই,' একরোখা গলায় বলল মোটা মহিলা।

'চারটের বেশি দিতে পারব না। আর প্রতি রুমের ভাড়া হচ্ছে দিনে পাঁচ ডলার।'

'কি যাতা বলছ!' খেপে গেল মহিলা। জেরাল্ডকে দেখিয়ে বলল, 'আমি এই লোককে দেখেছি দুই ডলারে সে ঘর ভাড়া দিয়েছে এই একটু আগে।'

'মহিলাদের সুবিধে অসুবিধের দিকে বেশি খেয়াল রাখতে হয়,' মিষ্টি সুরে বলল রবার্টা। 'আমি তো মহিলা। আমি বুঝি।'

নাক কুঁচকে দ্বিধান্বিত চেহারায় কিছুক্ষণ ভাবল মহিলা, তারপর ডেস্কে রাখা পেন্সিলের দিকে হাত বাড়াল। রেজিস্টার খাতায় লিখল, কেট ক্লার্ক অ্যান্ড গার্লস।

'আরেকটা কথা,' বলল রবার্টা, 'কোন মেয়ের ঘরে পুরুষ মানুষ যেন না ঢোকে। এটা এই হোটেলের অলিখিত আইন।'

কড়া চোখে রবার্টাকে দেখল কেট। 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ...ভাড়াটা আগে দিতে হবে...এক সপ্তাহের।'

পার্স খুলে সোনা আর রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিল কেট, তারপর এক ডলারের দুটো রুপার কয়েন ডেস্কে রেখে রবার্টাকে বলল,

'এটা তোমার জন্যে। টিপ্‌স্।'

ডলারগুলো ঠেলে মহিলার দিকে ফেরত পাঠিয়ে দিল রবার্টা। 'হোটেলের কর্মচারীদের টাকা বা অন্য ধরনের টিপ্‌স্ নেয়ার নিয়ম নেই।' কথা শেষে আড় চোখে জেরাল্ডকে দেখল রবার্টা।

কেট ক্লার্কের চোখে রাগের স্পষ্ট চিহ্ন, কিন্তু কথা বাড়াল না সে। থলথলে হাতটা বাড়িয়ে দিল সামনে। 'আমাদের চাবি?'

চাবির র‍্যাক খোঁজার জন্যে তাকাল রবার্টা। খুঁজে পেল না। মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'আমাদের হোটেলে কোন চাবি নেই। তালাই নেই তো চাবি থাকবে কোত্থেকে! ছুতোররা এখনও ওসব লাগানোর সময় করে উঠতে পারেনি।'

'এ কী জঘন্য অবস্থা!' মোটা গলায় হতাশা প্রকাশ করল কেট। 'দরজাই যদি বন্ধ না করতে পারি তাহলে আমরা কি করে...' এই পর্যন্ত বলেই রবার্টার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল কেট। ঘুরে সিঁড়ির দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। 'চলে এসো।' ডাক দিল মেয়েদের।

হাসাহাসি কানাকানি করতে করতে কেটের পেছনে চলল মেয়েরা।

বিরাট এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জেরাল্ড। রবার্টার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাঁচিয়েছ, সেজন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

জেরিকে একটা হাসি উপহার দিয়ে অন্য অমেহমানদের দিকে মনোযোগ দিল রবার্টা। 'হ্যাঁ, বলুন? সিঙ্গেল রুম তিন ডলার আর ডবল রুম পাঁচ।'

'আমি দুই ডলার করে চাইছিলাম,' রবার্টার কানে ফিসফিস করে বলল জেরাল্ড।

মাথা নাড়ল রবার্টা। 'অত কমে চলবে না।' এক গেস্টের দিকে পেন্সিল বাড়িয়ে দিল সে। 'এখানে সই করুন, প্লীজ।'

মাথা নাড়ল লোকটা। উঁহুঁ, আমি এসেছি মার্ক টিমোথিকে খুঁজতে।'

'আমি ওর বোন,' বলল রবার্টা। জেরাল্ডকে দেখাল। 'এই যে ইনি হচ্ছেন মার্কের পার্টনার।'

'জেরাল্ড, না? তোমাকে পেলেও চলবে।' পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল লোকটা। 'এই আমার বিল। পুরো নয় হাজার

ছয়শো তেতাল্লিশ ডলার আশি সেন্ট পাই আমি তোমাদের কাছে।'

অজান্তেই চোখ পিটপিট করল জেরাল্ড। 'পাগল তো হয়ে যাওনি তুমি?'

'টাকা শোধ না করে পাগল করার দশা করেছ তোমরা। আমি এসেছি ক্যানসাস সিটি লাম্বার কোম্পানি থেকে।' আরেকটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল সে পকেট থেকে। 'টাকা যদি শোধ না করো, এটা দেব তোমাদের। উকিল নোটিস।'

'কাগজটা দেখি,' হাত বাড়াল রবার্টা।

কাগজ সরিয়ে নিল লোকটা। মাথা নাড়ল। 'হয় মার্ক টিমোথি দেখবে নয়তো তার পার্টনার।'

'মার্ক দেখুক,' বলল জেরি। 'দেনা-পাওনার হিসেব ও-ই করে সব সময়।'

'এবার হিসেব করলে চলবে না, শোধ করতে হবে টাকা।'

ডার্বি হ্যাট পরা দ্বিতীয় এক জন হাতের মুঠোয় কাগজ নিয়ে হাজির হলো ডেস্কের সামনে। রোদে পুড়ে লাল হয়ে আছে চেহারা। বলল, 'আমার বিলটাও যেন শোধ করে দেয়। এই যে কাগজ। অ্যালিংটন হার্ডওয়্যার কোম্পানি। দুই হাজার তিনশো...'

'আমার জন্যে ছয় হাজার ছয়শো,' পেছন থেকে বলে উঠল আরেক জন। 'আমারও উকিল নোটিস আছে। টাকা না দিলে কোর্টে কেস করব।'

'আমি যাচ্ছি,' বলল জেরাল্ড। 'মিস্টার মার্ককে খুঁজে নিয়ে আসছি।'

'আমরাও তোমার সঙ্গে যাব,' বলল এক পাওনাদার। বলার ভঙ্গিটা এমন যে সুযোগ পেলে জেরাল্ড ভেগে যাবে।

রবার্টা বলল, 'হোটেলে কিন্তু আর মাত্র কয়েকটা রুম খালি আছে। রাতে যদি আপনারা প্রেয়ারিতে র‍্যাটল স্নেক আর প্রেয়ারি ডগের সঙ্গে শুতে না চান তাহলে এখনই রুম বুক করতে হবে। অন্য কোথাও যাবেন সে উপায়ও নেই। আগামী কালের আগে ক্যানসাস সিটির উদ্দেশে ট্রেইন ছাড়বে না।'

পাওনাদাররা সবাই শহরের বাসিন্দা। নিজের সুবিধে ভালই বোঝে

তারা। জেরাল্ডকে একা যেতে দিয়ে রূম বুক করায় ব্যস্ত হয়ে গেল সবাই।

সোজা হুইস্কির তাঁবুতে গেল জেরাল্ড। দেখল নতুন একটা ব্যারেল খুলছে সেলুন মালিক। সামনে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে বেশ কয়েকজন লোক। তাদের মধ্যে মার্ক টিমোথি নেই

রাস্তায় মার্কের দেখা পেল ও। লালমুখো এক ঘর্মাক্ত কলেবরের লোককে একটা লট গছানোর চেষ্টা করছে মার্ক। 'পাঁচশো ডলার!' চোখ বড় বড় করে বলল লোকটা। 'এই ছোট্ট জায়গার তুলনায় অনেক বেশি দাম চাইছ তুমি।'

'শহরে জমির দাম একটু বেশিই হয়, বন্ধু,' নরম গলায় লোকটাকে ভজাচ্ছে মার্ক। 'এখানে কি ধরনের ব্যবসা তুমি করবে ঠিক করেছ। আমাকে বলো, আমি হয়তো তোমার কোন সাহায্যে আসতে পারব।'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'এখনও ঠিক করিনি কি করব।'

আফসোসের সঙ্গে মাথা দোলাল মার্ক। 'সেক্ষেত্রে জমির দাম বেড়ে গিয়ে সাতশো পঞ্চাশ হয়ে গেল।'

'দেখো, মিস্টার...' প্রতিবাদ করতে গেল লোকটা।

'তুমি হচ্ছ সুযোগ সন্ধানী,' সরাসরি বলল মার্ক। 'জমি কিনে বেশি দামে বেচার সুযোগ চাইছ, কিন্তু তা তুমি পাবে না। শহরের জমি আমার। আমিই ঠিক করব কি দামে বেচব। আপাতত আমার চাই ভাল কয়েকটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। দেরি করার ধৈর্য নেই আমার। বুঝেছ কী বলতে চাইছি? এই লটের দাম পাঁচশো ডলার, যদি তুমি এখানে দোকান করো। যদি কিছুই না করো তাহলে দাম ধরব সাতশো পঞ্চাশ। প্রতিদিন দাম আরও বাড়বে।'

'মিস্টার,' রাগী গলায় বলল লোকটা, 'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। তবে লট নেব ঠিক করেছি। দুটো লট লাগবে আমার।'

চেহারায় কপট দুঃখ ফুটিয়ে মাথা নাড়ল মার্ক। 'একজনের কাছে দুটো লট বেচলে বাড়তি দাম দিতে হবে। দাম পড়বে...ধরো...দুই হাজার ডলার।'

প্রতিবাদ করতে হাঁ করেও মার্কের চেহারা দেখে আর কিছু বলল না লোকটা। পকেট থেকে ডলারের মোটা একটা বান্ডিল বের করল।

মার্কের হাতে দিয়ে বলল, 'পুরো দুই হাজারই আছে। এবার আমার রিসিট দাও।'

এক টুকরো কাগজের খোঁজে পকেট হাতড়াল মার্ক। পুরোনো একটা খাম পেয়ে পেন্সিল দিয়ে তার ওপর লিখে দিল: পুরো টাকা, দুই হাজার ডলার বুঝে পেলাম। লট পাঁচ আর ছয় বিক্রি করা হলো।

কাগজটা মার্কের হাত থেকে প্রায় কেড়েই নিল লোকটা। জেরাল্ডের দিকে একবার ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে সোজা হাঁটা দিল হোটেলের দিকে।

'ও যাচ্ছে দ্রুত বড় লোক হওয়ার পথে।' হাসল মার্ক টিমোথি।

'আর আমরা যাচ্ছি তলিয়ে,' বলল জেরি। 'এই মুহূর্তে তিন জন পাওনাদার এসে ঘাঁটি গেড়েছে হোটেলে। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। সব মিলিয়ে আঠারো হাজার ডলার। দুই পাওনাদারের কাছে আবার উকিল নোটিসও আছে।'

হতাশ হওয়ার বদলে মুচকি হাসল মার্ক। 'উকিল নোটিস ওদের কী কাজে লাগবে? আশেপাশে আইন বলতে কিছু নেই। শেরিফ নেই, জাজ নেই, কেউ নেই যে আমাকে হয়রানি করবে।'

'সেটা আসল সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে দেনায় ডুবে আছি আমরা।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল মার্ক। 'কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখলে এই মাত্র দুই হাজার ডলার কামিয়ে ফেললাম। রাস্তায় আরও কিছুক্ষণ ঘুরলেই পাওনা শোধ করার মতো টাকা হয়ে যাবে। পিল্‌স্‌বারি একটা লট কিনতে চাইছে। আমি জানি না কত চাইব। তবে এখন যখন দাম স্থির হয়ে গেল তখন দুই হাজারের কমে নামছি না।'

'একটা কথা, মার্ক,' পেছন থেকে ডাক দিল জেরি। 'তোমার বোন চলে এসেছে। হোটেলে আছে।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মার্কের মুখ। 'ও আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিল এখানে আমরা ঠিক মতো কাজ আরম্ভ করলেই চাকরি ছেড়ে চলে আসবে। তবে এত তাড়াতাড়ি আসবে সেটা আমি ভাবতে পারিনি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হোটেলের দিকে প্রায় দৌড়ে চলল টিমোথি। পাওনাদারদের মুখোমুখি হতে চায় না তাই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে

থাকল জেরাল্ড।

বছর পঞ্চাশেক বয়সের মোটা এক লোক ওর দিকে এগিয়ে এলো। সামনে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, 'বলতে পারো, মিস্টার টিমোথিকে কোথায় পাব?'

'একটু আগে তোমাকে পাশ কাটিয়ে গেছে ও। আমি জেরাল্ড কীল, ওর পার্টনার।'

প্রয়োজনের লোককে হাতের কাছে পেয়ে খুশি হলো লোকটা। 'যতদূর জানি মার্ক টিমোথি আর তুমি পওনি সিটির সমস্ত জমির মালিক। মাত্র ট্রেইন থেকে নেমেছি…আসলে…এখানে থাকতে এসেছি আমি। ইচ্ছে আছে ছোট্ট একটা স্টোর করব।'

'কি ধরনের দোকান?'

'হার্ডওয়্যার, ফার্ম টূল্স্, আনুসঙ্গিক জিনিসপত্রের।'

'সেক্ষেত্রে তোমাকে অন্তত দুটো লট নিতে হবে,' জানাল জেরি। 'একেকটা লট মাত্র বিশ ফুট চওড়া।'

'মাত্র? তাহলে আমাকে অন্তত পাঁচ-ছয়টা লট নিতে হবে।'

'ওদিকের কোনাটা কেমন, তোমার পছন্দ হয়? দু'দিকেই দরজা রাখতে পারবে। দোকানের পেছনে ওয়্যাগন নিয়ে যাবারও ব্যবস্থা আছে।'

'আমিও এরকম একটা জায়গাই খুঁজছিলাম,' খুশি হয়ে বলল লোকটা। তারপরই পকেটের হাল তাকে চিন্তায় ফেলে দিল। জানতে চাইল, 'কোনার পাঁচটা লটের জন্যে কত দিতে হবে আমাকে?'

'একশো ফুট?' ভ্রূ কুঁচকালো জেরাল্ড। 'আমার পার্টনার দুটো লট বেচেছে দুই হাজার ডলারে। আমার মনে হয়…'

'ঠিক আছে, আমি রাজি। তাহলে এই কথাই রইল। দশ হাজার ডলার।'

ঢোক গিলল জেরাল্ড। 'আমি বলতে চাইছি আমার পার্টনার দুটো লটের জন্যে নিয়েছে দুই হাজার ডলার। প্রতিটার জন্যে একহাজার করে।'

জেরাল্ডের সততায় হাসল ক্রেতা। 'আমি দশ হাজার দিতেও তৈরি ছিলাম।'

'পাঁচ হাজারই যথেষ্ট।'

'তুমি খুব সৎ লোক, মিস্টার কীল।' ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ক্রেতা। শক্ত করে হাতটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি বাফিংটন। আশা করি তোমার সঙ্গে সুন্দর একটা বন্ধুত্ব হবে আমার।'

'জেরি!' রাস্তার খানিকটা দূর থেকে ডাকল মার্ক। দৌড়ে এলো জেরি আর বাফিংটনের দিকে। 'কোনার লটগুলো বেচো না। পকেট ভারী এক জন ক্রেতা পেয়েছি আমি।'

'দেরি করে ফেলেছ,' বলল জেরাল্ড। 'মিস্টার বাফিংটনের কাছে আমি লটগুলো বেচে দিয়েছি। হার্ডওয়্যার স্টোর করবে সে।'

ভ্রূ কুঁচকে জেরাল্ডকে দেখল মার্ক। 'কততে বেচেছ?'

'পাঁচ লটের জন্যে পাঁচ হাজার।'

'এত কমে ছেড়ে দিলে!' অভিযোগের সুরে বলল মার্ক। 'কোনার তিনটা লটের জন্যে পিল্‌স্‌বারি একটু আগেই আমাকে দশ হাজার সেধেছে।'

'ওই হুইস্কি বিক্রেতা?' বন্ধুর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল জেরাল্ড। 'আমরা না ওখানে সেলুন বানাচ্ছি?'

'হ্যাঁ। ওটা আমাদের সেলুন। মিস্টার পিল্‌স্‌বারি নিজের জন্যে একটা বানাতে চায়।' কাঁধ ঝাঁকাল মার্ক। 'দুটো সেলুন ভাল ব্যবসা করবে সে-তুলনায় পওনি সিটি যথেষ্ট বড়।' বাফিংটনের দিকে তাকাল সে। 'তোমার লট বেচে দেয়ার কোন ইচ্ছে আছে? থাকলে বলো, কিনে নেব।'

ঘন ঘন মাথা নাড়ল বাফিংটন। চেহারায় ফুটে উঠল প্রবল আপত্তি। বলল, 'বেচার কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল মার্কের। 'এখনও কাগজ পত্র সই করা হয়নি।'

'আমি কথা দিয়ে দিয়েছি,' গম্ভীর গলায় জানাল জেরাল্ড।

জেরাল্ডের দিক থেকে চোখ সরিয়ে কিছুক্ষণ দ্বিধায় ভুগল মার্ক। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমার ধারণা শহরে একটা ভাল হার্ডওয়্যার স্টোর থাকলে ভালই হয়। রাস্তার উল্টোপাশের কোনাটা পিল্‌স্‌বারির কাছে বিক্রি করব আমি।'

বারো

টেক্সাসের লোক, জুয়াড়ী, ক্যাটলবায়ার, মজুর আউট-ল–সব মিলিয়ে পওনি সিটির লোক সংখ্যা এখন একশো ছাড়িয়ে গিয়েছে। খাবারের কোন অভাব নেই শহরে। তবে রাঁধুনির অভাব খুবই ভোগাচ্ছে সবাইকে।

সেদিন মজুরদের রাঁধুনি আরও দু'জনের সাহায্য নিয়ে বিকেলের খাবার তৈরি করে দিল। পেট পুরে খেলো হ্যাস্টিংস। চাক ওয়্যাগনের কাছেই রবার্টাকে পেল জেরাল্ড। বসে আছে চাক ওয়্যাগনের পাশে। এক প্লেট বীন খাচ্ছে মেয়েটা। করুণ চোখে তাকিয়ে আছে গরুর মাংসের দিকে। মাংসটা এতই ভাজা হয়েছে যে পুড়ে গেছে, খাওয়ার যোগ্য আর নেই।

'আমার জীবনে খাওয়া শ্রেষ্ঠ খাবার,' জেরিকে দেখে বলল রবার্টা।

'সার্ভিসও ভাল,' এক কাউবয়ের কাছ থেকে টিনের প্লেটে বীন পেয়ে হাসতে হাসতে বলল জেরি। বসে পড়ল রবার্টার পাশে। 'মার্ক কোথায়?'

'টাকা কামাচ্ছে,' বলল রবার্টা। 'সারা বিকেল ধরে শহরের বিভিন্ন লট বেচেছে ও। এক ঘণ্টা আগে দেখলাম এক লোকের সঙ্গে ব্যাংক খোলার ব্যাপারে আলাপ করছিল।' হাতের প্লেটটা নামিয়ে রাখল রবার্টা। 'সেন্ট লুইসে আমি যা যা ভেবেছিলাম সবই আস্তে আস্তে হচ্ছে। আমাদের একটা শহর আছে। টাকাও কামাচ্ছি দু'হাতে। ক'দিন পরই বড়লোক হয়ে যাব আমরা। একটা ব্যাপারই শুধু আটকে আছে।' একটু থামল রবার্টা। তারপর বলল, 'আমাদের ব্যাপারটা।'

'আমাদের ব্যাপার?'

'ওই কেট ক্লার্কের মেয়েদের দিকে তুমি কিভাবে তাকিয়ে ছিলে

সেটা আমার মনে আছে।' আগুনের আলোয় জেরাল্ডের মুখটা দেখল রবার্টা। 'তুমি অত্যন্ত সুপুরুষ, জেরাল্ড। কোন মেয়ে কখনও একথা বলেনি তোমাকে?'

জেরাল্ড বুঝতে পারল লজ্জায় ওর দু'গাল লাল হয়ে গেছে। ঢোক গিলে বলল, 'মেয়েদের সঙ্গে মেশার তেমন কোন সুযোগ আমার হয়নি। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, তাছাড়া...'

'আগামী কয়েক দিন আমরা সবাই খুব ব্যস্ত থাকব,' বলল রবার্টা। 'তবে তার মানে এই নয় যে আলাপটা আমাদের পিছিয়ে দিতে হবে। ক'দিনের মধ্যেই পওনি সিটিতে মেয়েরা গিজগিজ করবে। তার আগেই আমি তোমার ওপর নিজের ব্র্যান্ডিং করে নিতে চাই।' হাসল রবার্টা। 'ব্র্যান্ডিং কথাটা এক টেক্সানের মুখ থেকে শুনে শিখেছি।'

হাত থেকে প্লেট নামিয়ে খানিক দূরের আগুনের দিকে তাকাল জেরাল্ড। টের পাচ্ছে, ওর দিকে চেয়ে আছে রবার্টা। 'আমি লাজুক লোক পছন্দ করি। হয়তো...হয়তো আমি নিজে লাজুক নই বলেই। ভেবে দেখো, জেরি, বাইরের কোন মেয়েকে তোমার দরকার নেই। আমি চাই না আমাদের টাকা বাইরের কারও হাতে চলে যাক। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হলে টাকাগুলো পরিবারের মধ্যেই থাকবে। মনস্থির করে ফেলেছি আমি। অবশ্য তুমি যদি ঘুরে ফিরে কিছু দিন মজা লুটতে চাও তাহলে...'

'তেমন কোন ইচ্ছে আমার নেই।' প্রায় রেগে উঠল জেরাল্ড।

'তাহলে তো খুবই ভাল! পওনি সিটিতে কোন প্রিচার এলেই...' থামল রবার্টা, তারপর নিচু গলায় বলল, 'চলো হোটেলে যাই। আমি...আমি চাই তুমি আমাকে চুমু খাও।'

হাত ধরে রবার্টাকে টেনে তুলল জেরাল্ড। রক্তে ওর বান ডেকেছে। কষ্ট হচ্ছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। হোটেলের দিকে পা বাড়িয়েও থামতে হলো ওদের। রাতের নীরবতা ভেঙে কড়াৎ করে গর্জে উঠেছে একটা সিক্সগান।

রবার্টার হাত ছেড়ে একশো গজ দূরে, টেন্ট সেলুনের দিকে তাকাল জেরাল্ড। তাঁবুর বাইরে জ্বলছে বেশ কয়েকটা লণ্ঠন। সেই আলোয় জেরি দেখল লোকজন বেরিয়ে আসছে তাঁবু থেকে।

'কিছু একটা হয়েছে ওখানে,' বলল জেরি। কথা শেষ করেই দৌড়াল তাঁবুর দিকে।

তাঁবুর সামনে এক লোককে পাকড়াও করল জেরি। কাঁধ ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে জানতে চাইল, 'কি ঘটেছে ভেতরে?'

'একজন আরেক জনকে গুলি করেছে।'

'কে কাকে?'

'আমি জানি না,' বলল লোকটা। ছুতোরদের একজন সে। নির্বিরোধী। গোলমাল বুঝেই সরে এসেছে। 'আমরা ফারো খেলছিলাম, হঠাৎ এক কাউবয় ডিলারকে চোর বলায়...এত দ্রুত ঘটল যে ভাল মতো দেখতে পাইনি। কেউ কিছু বোঝার আগেই ডিলারের হাতে অস্ত্র বেরিয়ে এলো। গুলি করে দিল লোকটা কাউবয়ের বুক লক্ষ্য করে। মরতে সময় নেয়নি লোকটা।'

লোকটাকে ছেড়ে তাঁবুর ভেতরে ঢুকল জেরাল্ড। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিলস্‌বারি আর কয়েকজন কাউবয়। কুঁকড়ে পড়ে থাকা টেক্সান কাউবয়কে দেখছে। জেরাল্ড আগে দেখেনি এমন একজন লোক হাতে সিক্সগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হালকা-পাতলা লোক সে। মুখটা সরু। পরনে কালো প্যান্ট। গায়ে চড়িয়েছে একটা প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট।

লোকটার ওপর জেরাল্ডের দৃষ্টি স্থির হলো।

'এই লোককে তুমি খুন করেছ?'

গম্ভীর চোখের দৃষ্টিতে জেরাল্ডকে দেখল জুয়াড়ী। 'বার্কলি থর্নকে চোর বলে আজ পর্যন্ত পার পায়নি কেউ।'

'অস্ত্রটা আমার কাছে জমা দাও,' কড়া গলায় বলল জেরাল্ড।

চোখ সরু করল জুয়াড়ী। 'কেন?'

'আমি তোমাকে জমা দিতে বলেছি তাই।'

সেলুনকীপারের ওপর ঘুরে এলো জুয়াড়ীর দৃষ্টি। মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করল পিলস্‌বারি। তারপর বলল, 'জেরাল্ড কীল আর মার্ক টিমোথিই হচ্ছে এই শহরের মালিক। তুমি এখন কথা বলছ জেরাল্ড কীলের সঙ্গে।'

'তো?'

রেগে যাচ্ছে জেরাল্ড। বলল, 'অস্ত্রটা তুমি জমা দেবে, নাহলে...'

'ইচ্ছে থাকলে আদায় করে নাও।'

জেরাল্ডের পেছনে এসে দাঁড়াল তিন জন কাউবয়। ওকে পাশ কাটিয়ে সামনে বাড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত প্রসারিত করে তাদের মানা করল জেরাল্ড। 'থামো তোমরা।'

'দেখো মিস্টার,' বলল এক কাউবয়, 'এই লোক এই মাত্র কার্লি মীকারকে খুন করেছে। আমরা ওকে ঝুলিয়ে দেব দেরি না করে।'

অস্ত্রের নলটা ওপরে তুলল জুয়াড়ী। 'কারও সাধ্য নেই আমার গলায় দড়ির ফাঁস পরায়,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল সে। 'চলে যাচ্ছি আমি এই শহর ছেড়ে।'

'আর যাই হোক, জীবিত অবস্থায় নয়,' বলল একজন কাউবয়।

'আমাকে ঠেকাতে হলে তোমাদের মতো দশ জন টেক্সানকে লাগবে,' টিটকারির সুরে বলল জুয়াড়ী।

ঠিক সেই একই মুহূর্তে সামনে বেড়ে আঘাত করল জেরাল্ড কীল। প্রচণ্ড জোর ছিল ঘুসিতে। সরাসরি চোয়ালে আঘাতটা নিল জুয়াড়ী। ধড়াস করে পড়ে গেল সে মেঝেতে। হাত থেকে ছিটকে দূরে চলে গেল রিভলভার।

কাউবয়রা ঝাঁপিয়ে পড়ল থর্নের ওপর। অর্ধ অচেতন অবস্থায় তাকে তোলা হলো, এবং বের করে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁবু থেকে। জুয়াড়ীর রিভলভারের নলটা ওপরে তুলে ট্রিগার টানল জেরাল্ড।

চমকে গেল কাউবয়রা। থর্নকে ছেড়ে জেরাল্ডের দিকে তাকাল।

'থর্নকে ঝোলানো চলবে না তোমাদের,' সাবধান করার ভঙ্গিতে বলল জেরি।

দ্রুত পরস্পরের মধ্যে চোখাচোখি হলো কাউবয়দের। এক জন বলল, 'মিস্টার, সময় থাকতে ঠিক করে নাও তুমি কোন্ পক্ষে থাকছ।'

'আমি তোমাদের কারও পক্ষেই নেই,' বলল জেরি, 'অন্যায় ভাবে খুন করে থাকলে তার শাস্তি ওকে পেতে হবে। কিন্তু সেই শাস্তি দেয়া ক্ষমতা তোমার-আমার নেই। আইন যা বলে তাই হবে।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে সেলুনে এসে ঢুকল মার্ক টিমোথি। জেরাল্ডের দিকে তাকাল। 'কি হয়েছে?'

মৃত কাউবয়কে দেখাল জেরাল্ড। 'পিলস্‌বারির জুয়াড়ী ওকে মেরে

ফেলেছে।'

'কেন?'

'কাউকে চোর বললে সে আর কি করবে?' মাঝখান থেকে কথা বলে উঠল পিলস্‌বারি। 'তাছাড়া অস্ত্রের দিকে ওই কাউবয়ই আগে হাত বাড়িয়েছিল।'

খানিক দ্বিধার পর মাথা দোলাল মার্ক। 'তাহলে তো এটা আত্মরক্ষা।'

'আত্মরক্ষা হোক আর না হোক, বিচারের মুখোমুখি হতে হবে ওকে,' গম্ভীর চেহারায় জানাল জেরাল্ড।

'দাঁড়াও একমিনিট,' হাত তুলল মার্ক। 'কি করতে চাইছ তুমি, ওকে গ্রেফতার করবে? আমাদের পওনি সিটিতে কোন জেল নেই। তাছাড়া মার্শাল, শেরিফ বা জাজ– কারও কোন বালাই নেই এই শহরে।'

'ওকে ক্যানসাস সিটিতে নিয়ে যাওয়া যায়।'

'কে নিয়ে যাবে?'

'আমরা নিয়ে যাব,' বলল এক টেক্সান কাউবয়। 'সবচেয়ে কাছের গাছটায় ওকে ঝুলিয়ে দেব। অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচবে তোমরা।'

র‍্যাঞ্চার ড্যান হ্যাস্টিংস্‌ ঢুকল তাঁবুতে। তার পেছনে এলো আরও তিনজন কাউবয়। ভিড় ঠেলে লাশের সামনে এসে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার।

'কার্লি মীকার,' থমথমে গলায় বলল সে। 'বাচ্চা ছেলে। আমি ওর মাকে কথা দিয়েছিলাম ওকে চোখে চোখে রাখব।' চারপাশে তাকাল হ্যাস্টিংস। দৃষ্টি স্থির হলো থর্নের ওপর। 'তুমিই ওকে খুন করেছ?'

'আগে অস্ত্র বের করেছিল ও,' বাঁকা হাসল থর্ন। 'ব্যাপারটা ছিল হয় আমি নয়তো সে।'

'তুমি খুন করেছ ওকে,' শান্ত গলায় বলল র‍্যাঞ্চার।

'আর কাউকে ও কখনও খুন করবে না,' চেঁচাল এক কাউবয়।

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল মার্ক। 'মিস্টার হ্যাস্টিংস্‌, ছেলেটার জন্যে আমি দুঃখিত। বোঝোই তো শহরটা নতুন, এখনও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল নয়। তবে এটাও ঠিক যে কেউ কাউকে খুন করে বেড়াবে সেটা আমরা সহ্য করব না। আমার ধারণা এই ব্যাপারটাকে

একটা উদাহরণ হিসেবে...'

'মার্ক!' আহত কণ্ঠে বলল জেরাল্ড।

দাঁত বের করে হাসল মার্ক। 'চোখের বদলে চোখ, জেরি!'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল জেরাল্ড, কিন্তু তার আগেই হৈ-হৈ করে উঠল কাউবয়রা। ওর গলার আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। বুঝতে পারল ও, দেরি হয়ে গেছে, আর ঠেকানো যাবে না লোকগুলোকে। খুনী জুয়াড়ীকে পাকড়ে ধরল কয়েকটা হাত। টেনে নিয়ে তাঁবুর বাইরে চলল। সমানে কিল-ঘুসি চালাচ্ছে। কেউ কেউ সিক্সগান দিয়ে বাড়ি দিচ্ছে মাথায়। ব্যথা আর আতঙ্কে ডুকরে কেঁদে উঠল জুয়াড়ী।

জেরির হাতের অস্ত্রটা কোন কাজেই এলো না। ছোট্ট এই জায়গায় অতিরিক্ত মানুষ। তাছাড়া কাউবয়দের উত্তেজনা মজুর আর ছুতোরদের মধ্যেও প্রভাব ফেলেছে। এখন আর কিছুই করার নেই।

আজকেই ট্রেইনে প্রথম গরুর চালান পাঠানো হলো। পওনি সিটির জমি আজকেই প্রথম বিক্রি হলো। এবং মার্ক টিমোথি আর জেরাল্ড নিশ্চিত হয়ে গেল ওদের ঝুঁকি সফল হয়েছে। বিরাট বড় লোক হয়ে যাবে ওরা। এবং আজকেই প্রথম পওনি সিটিতে মানুষ খুন হলো।

মোমের আলোয় ঝলমল করেছে ড্রোভার হোটেল। রাত করে জেরাল্ড যখন ফিরল, দেখল লবিতে ডেস্কের পেছনের ঘরে একটা মোম জ্বলছে শুধু। ঘরের দরজা খোলা। ভেতরে মার্ক আর রবার্টাকে দেখতে পেল ও। টেবিলের পেছনে একটা উঁচু টুলে বসে আছে রবার্টা। ঘরময় পায়চারি করছে মার্ক টিমোথি।

'দোষটা আমাদের নয়, মার্ক,' বলল রবার্টা। 'এনিয়ে চিন্তা কোরো না।'

'আমি হয়তো ব্যাপারটা থামাতে পারতাম,' বলল মার্ক। 'কিন্তু লোকে জানত যে টেক্সাসের একজন লোকের তুলনায় একজন জুয়াড়ীকে আমি প্রাধান্য দিয়েছি। টেক্সানদের ভরসাতেই এই শহর গড়েছি আমি। তেমনটা হতে দেয়াও ঠিক হতো না। টেক্সানরা অসন্তুষ্ট হলে আমাদের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হবে।'

দরজায় জেরাল্ডকে দেখে চুপ করে গেল মার্ক।

রবার্টা বলল, 'জেরি! কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?'

'হাঁটছিলাম।'

'অন্ধকারে?' এগিয়ে এসে জেরির হাতটা ধরল রবার্টা। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের ব্যাপারে মার্ককে সব জানিয়েছি আমি।'

সামনে ঝুঁকে জেরাল্ডের হাতটা ধরল মার্ক। 'আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল এমনটা হবে। তোমরা দু'জন...' অন্য হাতে জেরাল্ডের কাঁধে হাত রাখল সে।

বিয়ে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ কথা হলো। জেরি আর মার্কের মতবিরোধের প্রসঙ্গ আর উঠল না। সেদিনের কাজ শেষ হয়েছে, দু'জনই এব্যাপারে একমত। তবু ব্যবসার কথা মার্কই তুলল।

'পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি,' বলল সে।

'পুরো আঠারো হাজার ডলার নগদ পেয়েছিলে হাতে?' জানতে চাইল জেরি।

'না। প্রত্যেককে নগদ এক হাজার ডলার করে দিয়েছি। কয়েক দিন শান্ত থাকবে ওরা। এখন তো জানে যে টাকা মার যাবে না। পওনি সিটি দাঁড়িয়ে গেছে, বুঝেছে ব্যাটারা।'

'সত্যি কি তাই, মার্ক?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল জেরাল্ড। 'দু'জন লোক মারা গেছে আজকে।'

ভ্রূ কুঁচকাল মার্ক। 'সীমান্ত শহর এটা, জেরি। অশান্ত, আইনহীন একটা শহর। মতপার্থক্য এখানে মানুষ মেটায় হয় ছুরি দিয়ে নয়তো পিস্তল দিয়ে।'

'আর ফাঁসির দড়ি?'

'মার্ক,' বলল রবার্টা, 'এখন কি এসব আলাপ না করলেই নয়? আমি ক্লান্ত। সারাটা দিন খুব পরিশ্রম গেছে, এখন ঘুমোতে চাই আমি।' জেরির দিকে ফিরল সে। 'তোমাদেরও বিশ্রাম নেয়া দরকার। কালকে আবার কত কাজ পড়ে আছে সে-কথা মনে আছে?'

জেরাল্ডকে বলল মার্ক, 'আমি ভেবেছিলাম তোমাকে আমি চিনি, জেরি। যুদ্ধের পুরোটা সময় এক সঙ্গে কাটিয়েছি আমরা। তখন তো

কখনও তোমাকে অভিযোগ করতে শুনিনি।'

'ওটা ছিল যুদ্ধ।'

'এটাও তাই,' গলা চড়ে গেল মার্কের। 'এখানে আছি তুমি আর আমি, এই দু'জন; বিপক্ষে গোটা দুনিয়া।'

'আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি,' মনে করিয়ে দিল রবার্টা। 'আমরা তিন জন।' জেরাল্ডের দিকে তাকাল রবার্টা। 'কথাটা ভুল বলেছি আমি?'

সামান্য একটু দ্বিধা নিয়ে মাথা নাড়ল জেরাল্ড।

তেরো

কোথায় গেছে প্রেয়ারির সেই ঢিবি? কোথায় গেছে প্রেয়ারি ডগ—যারা আদি কাল থেকে এখানে বসতি করেছিল? আর্টি পাফপ্যাফের সেই ছোট্ট কুঁড়েই বা কোথায়?

আর্টি পাফপ্যাফ শহরেই আছে। এখন দাঁড়িয়ে আছে ধুলোভরা রাস্তার মাঝখানে। বরাবরের মতোই নোংরা জামা তার পরনে। এখানেই ও বাস করত। এখন রাস্তা হয়ে গেছে। লোকের বুটের ঘায়ে ঘাস মরে যাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে ধুলোময় মাটি। ধুলোয় ঘোড়ার খুরের অসংখ্য দাগ।

চোখ বড় বড় করে বিরাট হোটেলটার দিকে তাকিয়ে আছে আর্টি। সামনেই একটু দূরে আছে ক্যাটল পেন। সর্বক্ষণ গরুর ডাক ভেসে আসে ওখান থেকে।

পাশ ফিরে বাম দিকের বিল্ডিঙের দিকে তাকাল আর্টি। সেলুন, রেস্টুরেন্ট, ফটোগ্রাফারের দোকান, জেনারেল স্টোর, নাপিতের দোকান, আরেকটা সেলুন—তার পেছনে অনেকগুলো বাড়ি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ডানদিকে ফিরল আর্টি। গুঙিয়ে উঠল। তৃতীয় একটা

সেলুন দেখতে পেল। গলা শুকিয়ে কাঠ এখন এই মুহূর্তে একটা ড্রিঙ্ক দরকার হয়ে পড়েছে ওর। জীবনে মদের বেশি আর কোন কিছুর চাহিদা এখন নেই ওর।

সামনেই একটা ব্যাঙ্ক।

ব্যাঙ্কে টাকা থাকে। আর্টির কাছে একটা ফুটো পয়সাও নেই।

ব্যাঙ্কটা জেরাল্ড আর মার্ক টিমোথির। ওর কাছ থেকে ঠকিয়ে এসবই নিয়ে নিয়েছে ওরা। দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর্টি। সবই ওর ছিল। এখন কিছুই নেই। ওদের দু'জনের বিরুদ্ধে কীই বা করতে পারত সে? ওদের কাছে পিস্তল ছিল। তাছাড়া ওরা ছিল দু'জন।

আর্টি পাফপ্যাফেরও একটা পিস্তল আছে। বহু ব্যবহৃত পুরনো একটা ড্র্যাগুন পিস্তল। ওটার কোন ট্রিগার গার্ড নেই। জিনিসটা বড়, আর দেখতেও ভয়ানক। গুলি ছুঁড়লে মনে হয় কব্জি ভেঙে গেছে ঝাঁকিতে। তবে গুলি ওটা দিয়ে ছোঁড়া যায়। অস্ত্র হিসেবে জিনিসটা মারাত্মক।

পিস্তলের নলটা আকাশের দিকে তাক করে ট্রিগার টানল আর্টি।

আওয়াজটা কানে তালা ধরিয়ে দিল। একটু সামলে নিয়ে চারপাশে তাকাল সে। ব্যস্ত রাস্তায় লোক চলাচল করছে, কিন্তু কেউ ওকে দেখছে না।

গানফায়ার পওনি সিটিতে স্বাভাবিক একটা ঘটনা। মাতাল টেক্সান কাউবয়ের চিৎকারের সঙ্গে কোন পার্থক্য ধরে না কেউ গুলির আওয়াজের। জানা কথা, কাউবয় মাতাল হবে, আর মাতাল হলেই আকাশে গুলি ছুঁড়বে অনেকে আবার বিপজ্জনক গতিতে প্রধান সড়ক ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে মজা পায়।

পিস্তলটা রিলোড করে ব্যাঙ্কের জানালা লক্ষ্য করে তাক করল আর্টি। আবার ট্রিগারে টান দিল। গুলিটা জানালা প্রায় এড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাগল। জানালার কাঁচের উপরের বামদিকের কোনা চুরমার হয়ে গেল গুলির আঘাতে। কাঁচ ভাঙার আওয়াজ মধু বর্ষণ করল পাফপ্যাফের কানে।

ব্যাঙ্কের ভেতরে ছিল মার্ক টিমোথি। নেভি কোল্ট হাতে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। আর্টিকে রাস্তার মাঝখানে দেখে তার সামনে

এসে দাঁড়াল।

'কি করছ বলে তোমার ধারণা, মাতাল বদমাশ কোথাকার?'

'তুমি আমাকে ঠকিয়েছ,' বলল আর্টি পাফপ্যাফ। 'তুমি ডাকাতি করে আমার কাছ থেকে এই শহর কেড়ে নিয়েছ।'

'জমিটা আমি তোমার কাছ থেকে কিনেছি,' ধমকে উঠল মার্ক।

রাগের চোটে হাঁপিয়ে গেল আর্টি। 'হ্যাঁ। এক বোতল হুইস্কি খাইয়ে মাতাল করে সই করিয়ে নিয়েছ।'

'নগদ টাকা দিয়েছি তোমাকে,' বলল মার্ক। 'জমির দাম ছিল না বললেই চলে। তাছাড়া তুমি জমিতে ক্লেইম ফাইলও করোনি। তোমাকে কিছু না দিয়েই জমিটা আমি কেড়ে নিতে পারতাম।'

'তাই করেছ তুমি...আমি বলতে চাইছি করোনি তুমি।' ঢোক গিলল আর্টি। 'তুমি আমার কাছ থেকে শহরটা কেড়ে নিয়েছ। এটা ঠিক নয়। এই যে শহর, এটা আমার হওয়ার কথা ছিল। পুরোটা আমার।'

'নির্বোধ,' নিচু গলায় বলল মার্ক। 'যাও গিয়ে একটা ড্রিঙ্ক নাওগে যাও। এই যে...'

পকেট থেকে একটা রুপোর কয়েন বের করল মার্ক। আপনাআপনি আর্টির হাত এগিয়ে এলো ওটা নিতে। মুদ্রাটা রাস্তায় ছুঁড়ে দিল মার্ক। হাঁটু মুড়ে বসে কয়েনটা খুঁজতে লাগল আর্টি। খুঁজে পাচ্ছে না, তাই রেগে যাচ্ছে নিজের ওপর। ও যখন কয়েন খোঁজায় ব্যস্ত, লংহর্ন সেলুনে ঢুকল জেরাল্ড। বারটেন্ডারকে বলল, 'রাস্তার মাঝখানে এক বয়স্ক লোক হামাগুড়ি দিচ্ছে।'

'বুড়ো পাফপ্যাফ,' বারটেন্ডার। 'এক ঘণ্টা আগে এখান থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমি।'

'ওকে এক বোতল হুইস্কি দিয়ো,' বলল জেরাল্ড। একটা বোতল আঙুল দিয়ে দেখাল ও। 'ওটা ওকে দিয়ে এসো।'

দ্বিধান্বিত চেহারায় ভ্রূ কুঁচকে তাকাল বারটেন্ডার। 'মদের টাকাটা দেবে কে?'

'এই সেলুনের মালিক কে?' শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল জেরাল্ড।

'মিস্টার টিমো...' ভ্রূ উঁচাল বারটেন্ডার, 'যতদূর জানি তুমি আর

মিস্টার টিমোথি।'

'তাহলে হুইস্কির বোতলটা পাফপ্যাফকে দিয়ে এসো।'

কিন্তু ইতিমধ্যেই পাফপ্যাফ লংহর্ন সেলুনে এসে ঢুকেছে। হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে আছে কয়েনটা। একটু খুঁজতেই রাস্তায় পেয়ে গেছে ওটা। মুদ্রাটা কাউন্টারের ওপর রাখল সে।

'টাকা আছে আমার কাছে,' বলল গর্ব করে। 'টাকাওয়ালা খদ্দেরকে তুমি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারবে না।' এতক্ষণে জেরাল্ডকে দেখল সে। 'মিস্টার কীল, এখানে আমার ড্রিঙ্ক করা কি ঠিক হবে?'

'অবশ্যই, আর্টি,' বলল জেরি। 'বাকিও খেতে পারবে তুমি–সে ব্যবস্থাও আছে। নির্দিষ্ট টাকার মদ তুমি বাকিতে খেতে পারবে। নির্দিষ্ট টাকার।' বারটেন্ডারকে হাতের ইশারা করে পাফপ্যাফকে পাশ কাটিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো জেরাল্ড।

সাইডওয়াকে কিছুক্ষণ দাঁড়াল, তারপর ডানদিকে, স্টোরের দিকে এগোল। স্টোরের মাথায় সাইন বোর্ড: টিমোথি অ্যান্ড কীল, রিয়াল এস্টেট। মালপত্র উপচে পড়া একটা ওয়্যাগন রিয়াল এস্টেটের সামনে দাঁড়ানো। কি নেই, বাক্স, আসবাবপত্র, ব্যারেল ইত্যাদির ছড়াছড়ি।

স্টোরের ভেতরে সোনালী চুলের এক দানবের দেখা পেল জেরি। তার সঙ্গে দশাসই বউ আর চোদ্দ-পনেরো বছরের দুটো ছেলেও আছে।

স্টোরের দায়িত্বে নিয়োজিত ক্লার্ক জেরাল্ডকে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। 'ওহ্, মিস্টার কীল, আমি এই ভদ্রলোককে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। ইনি ফার্ম করার জমি চাইছেন। আমরা যে ফার্ম করার জমি বেচছি না এটা বোঝানো যাচ্ছে না কিছুতেই।'

'বেচব না কেন?' জানতে চাইল জেরাল্ড। তাকাল দানবের দিকে। 'কত বড় ফার্মের কথা চিন্তা করেছ তুমি?'

'ধরো, আশি একর।' কথার সুরে বোঝা গেল লোকটা ইংরেজ নয়, সুইডিশ। 'দামে যদি বনে তো একশো যাট একরও নিতে পারি।'

'তোমার কাছে টাকা আছে কত?'

'উইস্কনসিনে বাজে একটা ফার্ম বেচে দিয়ে চলে এসেছি আমি।

হাজার পাঁচেক ডলার আছে খরচ করার মতো।'

'সত্যি কথা বলতে কি, মিস্টার...'

'টার্নবুম। অ্যালেক্স টার্নবুম।'

'মিস্টার টার্নবুম, এই এলাকা ফার্মের জন্যে উপযোগী কিনা আমার জানা নেই। বসন্তে প্রচুর বৃষ্টি হয়, শীতেও; কিন্তু গ্রীষ্মে পড়ে কাঠ ফাটা রোদ। তাছাড়া মার্চ আর এপ্রিলের পরে এখানে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। জমিও তেমন উর্বর নয়।'

মাথা দোলাল টার্নবুম। 'কঠোর পরিশ্রম করতে আপত্তি নেই আমার। ছেলেরাও সাহায্য করার মতো বড় হয়ে গেছে। ফার্মটা আমি সত্যিই করতে চাই।'

'বেশ,' বলল জেরাল্ড। 'তোমার কাছে একশো ষাট একর জমি বেচব আমি।' একটু দ্বিধা করল ও। 'বীজ কেনার জন্যে টাকা লাগবে তোমার। তাছাড়া দু'একটা কুয়োও খুঁড়তে হতে পারে গ্রীষ্মের শুষ্কতার কথা ভেবে। ধরো প্রতি একর আমি দশ ডলার করে ধরলাম।'

বিস্মিত হয়ে গেল ফার্মার। 'একর প্রতি মাত্র দশ ডলার?'

'হ্যাঁ। আমাদের চারপাশে ভাল লোক চাই আমরা। আমার ধারণা বেশিরভাগ স্টোরই তোমাকে বাকিতে রসদ দেবে। যদি না দেয় তাহলে ব্যাঙ্কে চলে এসো, টাকার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।'

দেয়ালে ঝুলছে দুটো ম্যাপ। একটা শহরের, আরেকটা শহরের বাইরের জমির। শহরের লট যেগুলো বিক্রি হয়ে গেছে সেগুলো কালো কালি দিয়ে বোঝানো হয়েছে। লাল কালি যেগুলোতে ওগুলো মার্ক অ্যান্ড জেরাল্ডের লট। শহরের বাইরে দুই বন্ধুর জমি আঁকা আছে অন্য মানচিত্রটাতে। কিছু জমি রেইলরোডের কাছ থেকে চুক্তি অনুযায়ী পাওয়া, বাকি জমি পাফপ্যাফের কাছ থেকে কেনা।

পকেট থেকে একটা পেন্সিল বের করে চৌকোনা একটা জায়গার চারভাগের একভাগ জায়গায় দাগ দিল জেরাল্ড। ক্লার্ককে বলল, 'এই জমিটা মিস্টার টার্নবুমকে দেখিয়ে আনো।'

মানচিত্রটা একবার দেখে নিয়েই টার্নবুম বলল, 'দেখাতে হবে না। আমি এই জমিই নিলাম।'

'বেশ,' হাসল জেরাল্ড। 'পওনি সিটিতে তোমাকে স্বাগতম।'

কাগজপত্রের ঝামেলা সেরে কয়েক মিনিট পর রিয়াল এস্টেট অফিস থেকে বেরিয়ে এলো জেরাল্ড। হিচরেইলের পাশে ঘোড়ায় আয়েসী ভঙ্গিতে বসে আছে এক লোক। জেরাল্ডের সঙ্গে তার চোখাচোখি হতেই একটা হাফ সেল্যুট করল সে।

'হ্যালো, কীল।'

লোকটা জর্জ নেসেকা।

'বাড়ির একটু বেশি কাছে চলে এসেছ তুমি, তাই না?' বলল জেরি।

স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়াটা হিচরেইলে বাঁধল নেসেকা। 'ক্যানসাসে কোন ঝামেলা নেই। ...আমার ধারণা।'

'আমি যতদূর বুঝি, তোমাকে আগেও বলেছি, আমার কাছে যুদ্ধ এখন অতীত।'

'তোমার কথা বিশ্বাস না করার কোন কারণ নেই আমার।' চারপাশে তাকাল নেসেকা। 'বড় একটা শহর গড়ে তুলেছ তোমরা। ভাবতে পারিনি এত বড় একটা শহর গড়তে পারবে তোমরা মাত্র পঁচিশ হাজার ডলারে।'

'কি বললে? পঁচিশ হাজার ডলার? তুমি জানলে কি করে?'

চিন্তিত চেহারায় জেরাল্ডকে দেখল নেসেকা। 'যতদূর মনে পড়ে কারও মুখে শুনেছি তোমরা পঁচিশ হাজার ডলার দিয়ে কাজ শুরু করেছিলে।'

'শেষ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে পঁচাত্তর হাজার ডলার,' বলল জেরি। ব্যয় কথাটার ওপর ইচ্ছে করেই জোর দিল ও। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করল, 'গরুর পালের সঙ্গে এসেছ তুমি?'

'সাড়ে তিন হাজার হাড় জিজ্জিরে লংহর্ন। কালকে পৌঁছেছি। আজকেই মজুরি পেলাম। যাবে নাকি আমার সঙ্গে একটা ড্রিঙ্ক করতে?'

'এখন নয়। এখন একটু ব্যস্ত। পরে একসময় বসা যাবে তোমার সঙ্গে।'

পেছন থেকে এক দৃষ্টিতে জেরাল্ডকে চলে যেতে দেখল জর্জ নেসেকা, তারপর দৃঢ় পায়ে গিয়ে ঢুকল লংহর্ন সেলুনে।

চোদ্দ

মাথা ঝুঁকিয়ে হোটেলের দিকে হেঁটে চলেছে জেরাল্ড। পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু ফিরে তাকানোর ইচ্ছে নেই। এমন অনেক ঘোড়াই ইদানীং পওনি সিটিতে আসছে যাচ্ছে। পিস্তলের গুলির আওয়াজেও চমকানোর কিছু নেই। মাতাল কাউবয়রা প্রায়ই আকাশে গুলি ছোঁড়ে।

ফিরে তাকাত না ও, কিন্তু পেছন থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেল। 'এই যে, ইয়াঙ্কি!'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল জেরাল্ড। ঘোড়াটা একেবারে ওর গায়ের কাছে এসে আচমকা থামল। আকস্মিক ভাবে থামায় ওপরে উঠে গেল ওটার সামনের পা। আরোহী হাসছে। সামান্থা কালভিন। এখনও পরে আছে তালিপট্টি মারা লিভাই আর পুরুষের শার্ট। আগেরবার জেরাল্ড যখন দেখেছিল সেই তুলনায় লম্বা হয়েছে চুল। লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল সামান্থা।

হাসল জেরাল্ড। 'হাই, রেব! (রেবেল)'

'রেব?' খেপে গেল সামান্থা। 'কী বললে, শয়তান ইয়াঙ্কি!'

হাত বাড়িয়ে দিল জেরাল্ড। এক সেকেন্ডের জন্যে দ্বিধা করল স্যাম, তারপর হাতটা ধরল। ছোট হাত সামান্থার। কিন্তু মেয়েলি নয়, র‍্যাঞ্চের যাবতীয় কাজ করায় যথেষ্ট শক্ত। শক্ত হাতে আন্তরিকতার সঙ্গে হাত মেলাল সামান্থা।

'তাহলে শেষ পর্যন্ত এলে তুমি,' বলল জেরি। 'কেমন লাগছে ক্যানসাস?'

জবাব দেয়ার আগে চট করে একবার চারধারে তাকিয়ে নিল সামান্থা। তারপর বলল, 'বেশি কিছু এখনও দেখিনি। মাত্র এসেছি

তো!...বাবা আর ছেলেরা এখনও নদী পার হচ্ছে। আমি...আমি আগেই চলে এলাম।' নাক কুঁচকাল সামান্থা। 'এটাকে শহর বলো তোমরা? আমাদের টেক্সাসে এর চেয়ে অনেক ভাল শহর আছে।'

'অবশ্যই,' সম্মতি জানাল জেরাল্ড। 'এসো, আমার সঙ্গে হোটেলে এসো তুমি, তোমার সঙ্গে আমার ফিয়াঁসের পরিচয় করিয়ে দিই।'

'তোমার ফিয়াঁ-তোমার কি?'

'ফিয়াঁসে। যাকে আমি ক'দিন পরই বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

জেরাল্ডের কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল সামান্থা। 'তুমি আমাকে আগে বলোনি তোমার একজন ইয়াঙ্কি প্রেমিকা আছে।'

'গত শরতেও ছিল না,' জানাল জেরাল্ড। 'ও আমার পার্টনারের বোন। টেক্সাসে যাওয়ার আগে ওর সঙ্গে মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল আমার। এখন ও এই শহরেই আছে। কয়েক দিন পরেই আমাদের বিয়ে।'

হঠাৎ হেসে উঠল সামান্থা। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু যেন তীক্ষ্ণ শোনাল গলা। 'তোমার জন্যে ভাল...ইয়াঙ্কি! কিছুদিনের মধ্যেই আমিও বিয়ে করব ভাবছি।'

'নিশ্চয়ই করবে। আর বেশিদিন তোমাকে মুক্ত রাখতে চাইবে না টেক্সাসের লোকরা। ওদের কেউ না কেউ ঠিকই তোমার গায়ে নিজের ব্র্যান্ড বসিয়ে দেবে।' হাসল জেরি।

'টেক্সাসের পুরুষের সমস্যা হলো,' ফ্যাকাসে হয়ে গেল স্যামের চেহারা, 'ওরা খুব গরীব।' শক্ত হাতে জেরাল্ডের বাহু ধরল সামান্থা। 'কথাটা কি আসলেই সত্যি-নগদ টাকায় আমরা গরু বেচতে পারব?'

'যতগুলো পাল এসেছিল সব কয়টা সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে গেছে।'

'কততে? আমরা...আমরা পনেরোশো গরু এনেছি। তবে ওগুলো খুব রুগ্ন এত পথ পাড়ি দিতে গিয়ে অনেক ওজন হারিয়েছে।'

'বাছুরের অবস্থার ওপর দাম নির্ভর করছে। তোমার বাবা হয়তো চাইবে বিক্রির আগে কিছুদিন ঘাস খাইয়ে ওগুলোকে মোটাতাজা করে নিতে।'

'না, আমি জানি বাবা তা চাইবে না। আমাকে বলেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গরু বেচে বাড়ি ফিরে যাব আমরা। আসার পথে

আরও র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। ওরা বলেছে একেকটা গরুর জন্যে পঁচিশ ডলার করে পেয়েছে। আমি বিশ্বাস করিনি। মানুষ সবকিছুই একটু বাড়িয়ে বলে।'

'ওরা মিথ্যে বলেনি, স্যাম। কিছু বাছুর তিরিশ ডলারেও বিক্রি হয়েছে। তবে তোমার কথা অনুযায়ী যদি তোমাদের বাছুরদের অবস্থা বিশেষ সুবিধের না হয় তাহলে হয়তো আঠারো-বিশ ডলার করে পাবে।'

'একেকটা বাছুরের জন্যে? ঈশ্বর! আঠারো গুণন পনেরো, তারমানে···তারমানে কমপক্ষে তিরিশ হাজার ডলার!' চোখ বড় বড় করায় মেয়েটার কপালে ভাঁজ পড়ল। 'সারা দুনিয়াতেও অত টাকা আছে বলে বিশ্বাস হয় না আমার।'

'আছে, স্যাম,' মৃদু গলায় বলল জেরাল্ড। মেয়েটার হাত ধরল। 'চলো, তোমাকে হোটেলে নিয়ে যাব আমি।'

পা বাড়িয়েও থেমে গেল সামান্থা 'ঈশ্বর! তোমার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমার পোশাক তো দেখেছ, তালি মারা লিভাই আর ছেলেদের শার্ট···

'ও কিছু মনে করবে না।'

'আমি করব। গরু বিক্রির পর সেই টাকায় পোশাক–ভাল পোশাক পরে, তারপর তোমার সঙ্গে গেলে ভাল হয় না?'

'কত দিন হলো সত্যিকারের কোন ভাল ড্রেস তুমি পরোনি?'

'যখন বাচ্চা ছিলাম তারপর থেকে আর পরা হয়নি। আমি···আমি চেষ্টা করেছিলাম, মায়ের পোশাক পরার। ওগুলো আমাকে মানায়নি। বেশি বড়। কিন্তু আমি···'

'রবার্টা হয়তো···' পোশাক ধার দেবে বলতে গিয়েও থেমে গেল জেরাল্ড।

'রবার্টা? ওটাই তোমার প্রেমিকার নাম?'

'রবার্টা টিমোথি।'

'খুবই সুন্দরী নিশ্চয়ই?'

'দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে ও,' বলল জেরাল্ড। গলায় ফুটে উঠল সত্যি কথা বলার আন্তরিকতা।

ব্যাপারটা লক্ষ করেছে সামান্থা, বোঝা গেল হোটেলে যাওয়ার ওর উৎসাহে হঠাৎ ভাটা পড়ায়। বলল, 'বাবা আর ছেলেদের কাছে ফিরে যাচ্ছি আমি।'

হাত ছাড়িয়ে সরে যেতে চাইল ও, কিন্তু জেরাল্ড যেতে দিল না। শক্ত করে হাত ধরে কপট রাগের সঙ্গে বলল, 'আমার সঙ্গে আসছ তুমি!'

প্রায় টেনে হিঁচড়ে হোটেলে সামান্থাকে নিয়ে এলো জেরাল্ড। লবিতে পৌঁছে আবার নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল সামান্থা। সুযোগ দিল না জেরাল্ড। টানতে টানতে পেছনের অফিসে নিয়ে এলো ওকে। জানে, এখানে ডেস্কের পেছনে বসে কাজ করছে রবার্টা।

দরজা খোলার আওয়াজে মুখ তুলে তাকাল রবার্টা। 'জেরি!' চেয়ার ছেড়ে উঠল রবার্টা। তীক্ষ্ণ চোখে সামান্থার দিকে তাকাল তারপর। বলল, 'আরে, ও দেখছি মেয়ে!'

'সামান্থা কালভিন,' বলল জেরাল্ড। 'স্যাম না বললে রেগে যায়। জেনারেল কালভিনের মেয়ে।...স্যাম,' রবার্টাকে চোখের ইশারায় দেখাল জেরি, 'এ হচ্ছে আমার ফিয়াঁসে।'

'জেনারেল কালভিন?' বিব্রত হয়ে জানতে চাইল রবার্টা।

'কনফেডারেট আর্মির জেনারেল। এখন র‍্যাঞ্চার। পনেরোশো গরুর একটা পাল নিয়ে আমাদের শহরে আসছে। স্যাম আগেই চলে এসেছে। গত শরতে ওদের বাসায়, টেক্সাসে গিয়েছিলাম আমি।'

'আচ্ছা!' এতক্ষণে বুঝল রবার্টা। হঠাৎ হাসল সামান্থার দিকে তাকিয়ে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁলো, স্যাম। ক্যানসাসে তোমাকে স্বাগতম।'

'ঈশ্বর! মিস...মিস টিমোথি!' চোখ বড় বড় করে বলল সামান্থা। 'তুমি খুবই সুন্দরী!' জেরাল্ডের দিকে চট করে একবার তাকাল ও। 'তুমি আমাকে বলোনি ও এতটা সুন্দরী।'

'আমাকে নিয়ে তোমাদের মধ্যে আলাপ হয়েছে?' জানতে চাইল রবার্টা।

'মাত্র কয়েক মিনিট আগে।' হাসল জেরাল্ড। 'এই একটু আগে তোমার কাছে ওকে নিয়ে আসার সময় আলাপটা হলো।'

'হোটেলে চেক-ইন করেছ?' কাজের কথায় এলো রবার্টা।

'চেক–চেক-ইন?'

'রেজিস্ট্রেশন,' বুঝিয়ে বলল জেরাল্ড। 'না, ওরা এখনও রেজিস্ট্রেশন করেনি। স্যাম আগে চলে এসেছে। গরু এখনও নদী পার হচ্ছে। আশা করছি বিকেলের আগেই শহরে পৌঁছে যাবে জেনারেল।...ভাল কথা, স্যাম চাইছে কিছু নতুন পোশাক কিনতে।'

'আমি কিনতে পারব না,' মাথা নাড়ল সামান্থা। 'খরচ করার মতো কোন টাকাই আমাদের কাছে নেই। অন্তত এখনও নেই।'

'তোমার বাবা গরু বেচার পর অনেক টাকা হবে। বেশিক্ষণ লাগবে না আর টাকা হতে। ততক্ষণ তোমাকে বাকি দিতে আপত্তি করবে না কোন স্টোর কীপার।'

আবার মাথা নাড়ল সামান্থা। 'হাতে টাকা আসার আগে খরচ করতে পারব না আমি।'

ওকে বুঝতে পারল রবার্টা। বলল, 'তাই বলে ইতিমধ্যে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিতে কোন আপত্তি নিশ্চয়ই নেই তোমার, তাই না?' ডেস্কের পেছন ঘুরে এসে সামান্থার হাত ধরল রবার্টা। 'আমার সঙ্গে ঘরে চলো, একটা পোশাক ধার দেব। আমার ধারণা ওটাতে তোমাকে দারুণ মানাবে।'

সাহায্য চেয়ে জেরাল্ডের দিকে নীরবে তাকাল সামান্থা। সাহায্য করবে না, মাথা নাড়ল জেরাল্ড। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রবার্টার সঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল সামান্থা।

একঘণ্টা পর হোটেলের লবিতে জেরি দাঁড়িয়ে আছে, প্রবেশ করল জেনারেল কালভিন। তার সঙ্গে মার্ক টিমোথিও এসেছে।

'জেরি,' বলল মার্ক, 'জেনারেল কালভিনের কথা মনে আছে তোমার? জেনারেল বলছে গত শরতে তুমি তার ওখানে গিয়েছিলে।'

'মনে থাকবে না কেন!' জেনারেলের দিকে তাকাল জেরাল্ড। 'কেমন আছ, জেনারেল? খুশি হয়েছি তুমি এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছ বলে।'

'আমিও খুশি–অবশ্য এখানে আসার পথে যা শুনেছি তা সত্যি হয়ে

থাকলে।'

'সত্যি তো বটেই।' হাসল মার্ক। 'স্টক ইয়ার্ড আছে আমাদের। রেইলরোড সাইডিংও আছে। তারচেয়ে বড় কথা, গরুর ক্রেতার কোন অভাব নেই।'

'ভাল। দাম ঠিক পেলে এখনই গরু বেচতে আমার কোন আপত্তি নেই।' ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জেনারেল। 'বহুদিন হলো আমাদের কাছে কোন টাকা নেই। দক্ষিণের বেশিরভাগ মানুষের মতোই, যুদ্ধের সময় সবই হারিয়েছি আমরা।'

'ক্ষতি পূরণ হয়ে বেশি হয়ে যাবে তোমার এবার,' বলল টিমোথি। 'যতদূর বুঝতে পারছি, তোমার এখন হোটেলে একটা ঘর দরকার।'

'দুটো ঘর,' বলল জেনারেল। 'সঙ্গে আমার মেয়েও আছে, মিস্টার কীল। আমার আগেই শহরে চলে এসেছে ও। তোমার সঙ্গে বোধহয় ওর দেখা হয়নি…নাকি হয়েছে, মিস্টার কীল?'

'হয়েছে দেখা,' জেনারেলকে ছাড়িয়ে ওর দৃষ্টি চলে গেল হোটেলের সিঁড়ির দিকে।

সামান্থা কালভিন নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। হ্যাঁ, এই মেয়ে নিশ্চয়ই সামান্থা কালভিন! খাবি খেল জেরাল্ড।

সবুজ-সাদা কাপড়ের একটা সত্যিকারের মহিলাদের পোশাক পরেছে সামান্থা। বুকের কাছটা অপূর্ব সুন্দর ভাবে ফুলে আছে। কোমরের ভাঁজেও অজানা আকর্ষণ। মুখটা দেখে মনে হচ্ছে সদ্য ফোটা রজনীগন্ধা। বোধহয় মেকআপ করে দিয়েছে রবার্টা। চুলগুলো রেশমের মতো ঝলমল করছে।

'বাবা!' ডাক দিল সামান্থা।

ঘুরে দাঁড়াল জেনারেল। বাউ করতে গিয়েও থমকে গেল। ঢোক গিলল পরপর কয়েকটা। তারপর জবান ফিরে পেল। 'স্যাম!'

দৌড়ে হোটেল লবি পার হয়ে বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামান্থা। বলল, 'মিস টিমোথির আয়নায় দেখে আমি নিজেও নিজেকে চিনতে পারিনি!'

মেয়েকে দু'হাতে শক্ত করে ধরে একটু পিছিয়ে ভাল করে দেখল জেনারেল। ভ্রূ কপালে তুলে বলল, 'মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হয়েছিল

বিশ বছর আগে ফিরে গেছি, দেখছি তোমার মাকে।'

লবি পার হয়ে এগিয়ে এলো রবার্টা। হাসছে ও। 'আপনার মেয়ে খুবই সুন্দরী, জেনারেল।'

'রবার্টা,' পরিচয় করিয়ে দিল জেরাল্ড, 'জেনারেল কালভিন।'

আস্তে ধীরে দক্ষিণের ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বাউ করল জেনারেল। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কৃতার্থ হলাম, ম্যাম।' টিমোথির দিকে তাকাল। 'তোমার...'

'আমার বোন, জেনারেল,' বলল মার্ক। 'ওর সঙ্গে জেরাল্ডের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে আছে।'

'খুবই ভাল কথা, স্যার,' বিড়বিড় করল জেনারেল। তারপর স্বাভাবিক জোরাল গলায় রবার্টাকে বলল, 'আপনাদের বিয়েতে আমার শুভেচ্ছা থাকল।' আবার মেয়ের দিকে তাকাল সে। ঘন ঘন মাথা নেড়ে চলল, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সামনে দাঁড়ানো এই মহিলাটি তারই মেয়ে।

হোটেল ডেস্কের পেছনে রবার্টাকে খুঁজে পেল জেরাল্ড। এখন ডেস্কে একজন ক্লার্ক ফুল টাইম ডিউটি করছে, রবার্টা মনোযোগ দিয়েছে অফিসের কাজে।

'মেয়েটা সত্যি খুবই সুন্দরী, জেরি,' ওকে দেখে বলল রবার্টা।

'স্যাম? প্রথম যখন ওকে দেখি, শূটিং প্র্যাকটিস করছিল ও। আমি ভেবেছিলাম ছেলে। চোদ্দ-পনেরো বছরের একটা ছেলে।'

'আমার ড্রেসটা পরার পর ওকে আর ছেলে মনে হচ্ছিল না।'

'তা হচ্ছিল না,' স্বীকার করল জেরাল্ড। 'তুমি ওকে পোশাকটা ধার দিয়ে সত্যিকার ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছ।'

'দিতে আমার ভাল লেগেছে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে জেরাল্ডকে জড়িয়ে ধরল রবার্টা, চুমু খেল গাঢ় করে। 'তোমার দেখা খুব কমই পাই আমি, জেরি। দিনে দু'একবার দেখা হয় কিনা তা নিয়েও আমার মনে সন্দেহ আছে।'

'আশেপাশেই থাকি আমি,' বলল জেরি, 'কিন্তু তুমি থাকো সব সময়ে ব্যস্ত হয়ে।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচু করল রবার্টা। 'চারপাশে এত কাজ জমে থাকে! কাউকে না কাউকে তো কোথায় কি হচ্ছে, টাকা আসছে না যাচ্ছে, এসবের খোঁজ রাখতেই হবে।'

'তো? টাকা আসছে না যাচ্ছে?'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল রবার্টা, লাল ঠোঁট দুটো চেপে বসল পরস্পরের ওপর। 'লংহর্ন সেলুন ভাল ব্যবসা করছে, হোটেলের আয়ও খারাপ নয়; ব্যাঙ্ক সামান্য লস দিচ্ছে। আর জমির ব্যাপারে...'

'আজকে একটা ফার্ম বেচেছি আমি।'

'ফার্ম? এই রকম জায়গায় কে কিনবে ফার্ম?'

'ফার্মার,' হাসল জেরাল্ড। 'আমি ওকে বলেছি এখানে বৃষ্টি বেশি হয় না, জমিও উর্বর নয়; কিন্তু জোরাজুরি করল লোকটা।'

ভ্রূ কুঁচকাল রবার্টা। 'কতটা জমি তুমি বেচেছ ওর কাছে?'

'একশো ষাট একর।'

'বেচার মতো আরও অনেক জমি রয়ে গেল তাহলে।...কততে বেচেছ?'

'একর প্রতি দশ ডলার।'

'দাম যথেষ্ট হয়েছে বলে মনে করো?'

'জমিটা আমরা এমনিতে পেয়েছি বললেই চলে। যা পাই তাই লাভ।'

'তোমার চিন্তাধারাটা ঠিক নয়, জেরি। জমি যদি বেচতে হয় একর প্রতি অন্তত পঞ্চাশ ডলারে বেচব আমরা। খুব কমে বেচে দিয়েছ তুমি।'

'এক হাজার পার্সেন্ট লাভ কি খুব কম হলো?'

'এক হাজার পার্সেন্ট লাভ হচ্ছে তা নয়। কর্মচারীদের কথা ভুলে যেয়ো না। ওদেরকে পুষতে হচ্ছে আমাদের। তাছাড়া কিছু একটা আমরা কম দামে পেয়েছি মানেই এই নয় যে সেটা কম দামেই বেচতে হবে। মনে রেখো বিশাল অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করতে হয়েছে আমাদের।'

'সে-টাকা আমরা ফেরতও পেয়ে গিয়েছি।'

'সেটাই যথেষ্ট নয়। ঝুঁকি নিয়েছি আমরা। সেই ঝুঁকির বদলে লাভ

করার অধিকার আছে আমাদের। হ্যাঁ, আমরা সব কিছুর দাম বেশি ধরছি, কিন্তু এটা কেন আমরা মনে রাখব না যে পওনি সিটি একটা বুম টাউন। এরকম বাড়ন্ত শহরে দাম সব সময় বেশিই হয়। মিস্টার ফসেট যেমন ব্যবসার শুরুতে নীল আকাশ বেচেছে, তেমন নয়, মূল্যবান সম্পত্তি বেচছি আমরা। ফসেট কাগজ বেচে ব্যবসা করেছে–রেইলরোড শেয়ার। অথচ কোন রেইলরোড ছিল না তখন, যা কিছু কেনা হয়েছে, কেনা হয়েছে শেয়ার হোল্ডারদের টাকায়। তফাৎটা বোঝো? শুরু থেকেই দাম আছে এমন জিনিস বেচছি আমরা। জমি, প্রপার্টি, শহরের…'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'তোমার ছোট্ট সুন্দর মাথাটায় এত চিন্তা নিয়ে ঘুমাও কি করে তুমি?'

জবাবে ঝকমকে হাসি উপহার দিল রবার্টা। 'আমি ভাল ব্যবসায়ী।'

একটু দ্বিধা করল জেরাল্ড। '…তা ঠিক।'

রবার্টার মুখে মেঘ ঘনাল। 'তুমি এখনও মনে করো যে পুরুষের তুলনায় নারী অনেক কম কাজ পারে?'

'অত কথা জানি না, এই ব্যবসা সম্বন্ধে এটুকু বলতে পারি, মার্ক আর আমার চেয়ে ব্যবসাটা অনেক ভাল ভাবে চালাচ্ছ তুমি।' একটু থামল জেরাল্ড। তারপর বলল, 'তবে কোন ব্যবসায়ীকে নয়, আমি একজন নারীকে ভালবাসি।'

জেরাল্ডকে জড়িয়ে ধরে চট করে চুমু খেলো রবার্টা। 'আমি যখন তোমার সঙ্গে থাকি, জেরি, আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে। তবে এখন অনেক কাজ পড়ে আছে।' হাসি মুখে দরজা দেখাল রবার্টা। 'এবার যাও দেখি এখান থেকে!'

অফিসে রবার্টাকে ছেড়ে বেরোনোর পর অদ্ভুত একটা অস্বস্তিবোধ ঘিরে রাখল জেরাল্ডকে। লবিতে চলে এলো ও। এখন আর চেনা যায় না লবি। ধুলো-কাদায় নষ্ট হবে সেই ভয়ে যদিও মেঝেতে এখনও কার্পেট বিছানো হয়নি, তবে নতুন চেয়ার-টেবিল-সোফায় ঘরের চেহারা একেবারেই পাল্টে গেছে।

বারান্দায় বেরিয়ে এলো ও, রাস্তায় নামতে যাবে, এমন সময় মার্ক টিমোথিকে বেরিয়ে আসতে দেখল লংহর্ন সেলন থেকে। হন্তদন্ত ভঙ্গি।

আসছে হোটেলেরই দিকে। চারপাশে একবার তাকাল জেরাল্ড। বারান্দার এক কোণে চেয়ারে আরাম করে বসে আছে একজন গেস্ট। তাকে দেখে নিয়ে রাস্তায় নামল ও। মার্কের মুখোমুখি হতেই বলল, 'একটা কথা বলার জন্যে তোমাকে খুঁজছিলাম।...জর্জ নেসেকা পওনি সিটিতে এসেছে।'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল মার্ক। 'লংহর্ন সেলুনে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। গায়ে পড়ে ও-ই পরিচয় করেছে।'

'পরিচয়ে প্রচলিত কথা ছাড়া আর কিছু বলেছে ও তোমাকে?'

'ঠিক কি বলতে চাইছ তুমি?'

'ও জানে কনফেডারেটদের সোনা আমরা খুঁজে পেয়েছি।'

'ও তোমাকে বলেছে এই কথা?' তীক্ষ্ণ শোনাল মার্কের কণ্ঠ।

'সরাসরি বলেনি। কথার কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে বলেছে। বলার ভঙ্গি এমন ছিল যে মনে হয় সবাই খবরটা জানে।'

'ও যদি জেনেও থাকে, তাতে কি আসে যায় আমাদের? এতদিন পর কিছুই আর ও প্রমাণ করতে পারবে না।'

'প্রমাণ করার কথা হচ্ছে না,' একটু দ্বিধা করে বলল জেরাল্ড। 'সমস্যাটা তুমি বুঝতে পারছ না। নিশ্চিত হয়েই এই শহরে পা রেখেছে নেসেকা।'

বিস্মিত হয়ে জেরাল্ডের চোখে তাকাল মার্ক। 'আমি যদি তোমাকে ভাল মতো না চিনতাম, জেরি, আমি মনে করতাম তুমি ভয় পেয়েছ। বিব্রত হচ্ছ কেন তা আমি বুঝতে পারছি না।'

'তোমাকে ও বিব্রত করে তোলেনি?'

'বিব্রত হবার কোন কারণ তো ঘটেনি!'

'মিসৌরিতে কোয়ান্ট্রিলের সঙ্গে ছিল এই নেসেকা। সেই সময়ের কথা তোমার মনে পড়ে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মার্ক। 'হ্যাঁ, তখন নাম শুনেছি ওর। কোয়ান্ট্রিলের ডানহাত ছিল ও। পদমর্যাদায় ছিল লিউটেন্যান্ট বা ক্যাপ্টেন, একটা কিছু।'

'ব্লাডি বিল বা জর্জ টডের সঙ্গে অনেক অমিল ছিল ওর। ওদের সেরা ছিল ও, অথচ নীচ কোন কাজে ওকে দেখা যায়নি। এমনকি

গেরিলারা পর্যন্ত বলত পিস্তলবাজিতে নেসেকা ছিল সেরাদের সেরা।'

'তুমি নিজেও কিন্তু সিক্সগানে খুবই ভাল, জেরি।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'কিন্তু আমি খুনী নই।'

মার্কের চোখের দৃষ্টি পাল্টে গেল। 'তার মানে? কি বলতে চাও?'

ভ্রূ কুঁচকাল জেরাল্ড। 'তুমি যা ভাবছ সেটা আমি বোঝাতে চাইনি।'

'চাওনি?' অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল মার্ক। 'একটা ঘোড়া যখন পা ভেঙে ফেলে, ওটাকে কষ্ট থেকে রেহাই দেয়ার জন্যে মেরে ফেলতে হয়। ওই রেব মারা যাচ্ছিল, ব্যথা পাচ্ছিল লোকটা। তুমি তো ওর কথা ভেবেই খুনের কথা বলেছ, তাই না, জেরাল্ড?'

'আমি তোমার সঙ্গে এব্যাপারে ঝগড়া করতে চাই না।'

'আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি!'

'জবাবটা আমি দিয়েছি...সেই টেক্সাসে থাকতেই।...যা হওয়ার হয়েছে, মার্ক, এখন আর পানি ঘোলা করার কোন মানে হয় না।'

'তুমিই নেসেকার কথা তুলেছ।'

'সে এখন পওনি সিটিতে এসেছে, মার্ক। আমার ধারণা হয়েছিল ওর ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কথা হওয়া প্রয়োজন। শেলবির সঙ্গে মেক্সিকোতে গিয়েছিল ও।'

'কারণ মিসৌরিতে ফিরে যেতে ও ভয় পাচ্ছিল।'

মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'আমি যতটুকু জানি এবং চিনেছি, কোন কিছুতে ভয় পাবার লোক নেসেকা নয়। কোয়ান্ট্রিলের লোক ও। ওর কাছে মিসৌরি যেমন বিপজ্জনক, ক্যানসাসও তেমন। তবুও পওনি সিটিতে এসেছে সে।'

ভ্রূ কুঁচকে শ্রাগ করল মার্ক টিমোথি। 'টেক্সাসে যা ঘটেছে সেটা তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না, জেরি। কোন সাক্ষী ছিল না। আমি ওই ব্যাপারে মোটেই চিন্তিত নই। জর্জ নেসেকার ব্যাপারে চিন্তিত হবার তো কোন কারণই থাকতে পারে না।' একটু থামল সে। 'ও আমাদের সোনা পাবার খবরটা জানে তোমার এমন ধারণা হবার কারণ কি?'

'ও বলেছে পঁচিশ হাজার ডলার দিয়ে নাকি বেশ ভাল একটা

শহরই আমরা গড়ে তুলেছি।'

'তাতে আমি তো কোন অসুবিধে দেখি না। আমাদের পাওনাদাররা জানে শহর শুরু করেছি আমরা ওই পঁচিশ হাজার ডলার দিয়েই। ও তাদের কারও কাছ থেকেও জেনে থাকতে পারে।'

'আসলে ওর বলার ভঙ্গিটা আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে। গত বছর টেক্সাসেও এই একই ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল ওর। বলেছিল শেলবির সোনা ষোলোতম ইলিয়নয় ক্যাভাল্‌রির লোকরা দখল করে নিয়েছে।'

'যা খুশি বলুক, তাতে কি যায় আসে! সবাই জানে ষোলোতম ইলিয়নয় ক্যাভাল্‌রি শেলবি-বাহিনীর লেজে আক্রমণ করেছিল। বেশি চিন্তা করো তুমি, জেরি।' হঠাৎ হাসল মার্ক। 'রবার্টা আর তোমার বিয়ের কি হলো, কবে বেড়াতে যাচ্ছ তোমরা?'

'ও খুবই ব্যস্ত।'

'আমরা সবাই ব্যস্ত।' মাথা দোলাল মার্ক। 'আমি বুঝে পাই না এত ঝক্কি রবার্টা সামলাচ্ছে কেমন করে। আমি যখন যুদ্ধে যাই একেবারেই বাচ্চা ছিল ও। আর এখন দেখো, একেবারে যেন পাকা ব্যবসায়ী!'

'ঠিকই বলেছ,' বলল জেরাল্ড। 'রবার্টা পাকা ব্যবসায়ী।'

'বিয়ের ব্যাপারে কথা বলেছ তোমরা দু'জন?'

'না।'

'ওই টেক্সাসের মেয়েটা কিন্তু সত্যি সুন্দরী, তোমার কি মনে হয়?' একটু দ্বিধা করে জানতে চাইল মার্ক।

হাসল জেরাল্ড। 'এটুকু বলতে পারি রবার্টার পোশাকে ওকে দেখে বোকা বনে গিয়েছিলাম আমি। টেক্সাসে যখন ওকে দেখি আমি, আমি ভেবেছিলাম...' হঠাৎ মার্কের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল জেরি। 'ব্যাপারটা কী, মার্ক? তুমি নিশ্চয়ই ওর কথা ভাবছ না?'

'কেন নয়?'

'ও তো একেবারেই বাচ্চা!'

'উনিশ-বিশ বছরের বাচ্চা।' হাসল মার্ক।

'ভেবে দেখিনি,' বিড়বিড় করে বলল জেরাল্ড।

মার্ক বলল, 'তোমার জায়গায় আমি হলে রবার্টাকে বলতাম কাজ ফেলে যাতে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। ওকে নিয়ে সোজা গিয়ে ট্রেইনে চাপতাম। ক্যানসাস সিটিতে পৌঁছে একজন পাদ্রিকে খুঁজে বের করতাম।' জেরাল্ডের হাতটা শক্ত করে ধরল মার্ক। বলল, 'আর কিছুতে আমি তত খুশি হব না যতটা হব তোমাকে ভগ্নিপতি হিসেবে পেলে।'

পনেরো

হিসেবের বইপত্র রবার্টা মাত্র সরিয়ে রাখছে, এমন সময়ে অফিস ঘরে ঢুকল ওর ভাই। কিছুক্ষণ বোনকে এক নজরে দেখল মার্ক। তারপর বলল, 'তোমাকে দেখে ক্লান্ত মনে হচ্ছে, সিস।'

'কাজের কোন শেষ নেই এখানে।'

'একজন হিসেবরক্ষক রাখার সময় হয়ে গেছে আমাদের। আমার মনে হয় ক্যানসাস সিটিতে গেলে একজনকে পেয়ে যাবে তুমি।'

'আমি নিজেই কাজটা করতে পছন্দ করি, মার্ক। ক্লান্ত হতেও আমার ভাল লাগে, যখন জানি যা করছি তার মূল্য আছে।'

'আমার ধারণা তোমার একটু বিশ্রাম দরকার। ক্যানসাস সিটিতে চলে যাও না কেন! একজন হিসাবরক্ষক খুঁজে তাকে পাঠিয়ে দিয়ো এখানে।'

'*পাঠিয়ে দেব?*'

'নয় কেন, আমি মনে করি জেরাল্ডের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া উচিত তোমার।'

'বেড়াতে যাওয়ার ভাবনাটা কি জেরাল্ডের?'

'না। আমিই ভাবছিলাম। এটা স্বাভাবিক নয় যে দু'জন দু'জনকে ভালবাসবে, অথচ এতই ব্যস্ত থাকবে যে বিয়ে করার সময়ও বের

করতে পারবে না। অস্বাভাবিকতা আরও বাড়ে যখন মহিলার ব্যস্ততার কারণে বিয়ে পিছায়।'

ভাইয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল রবার্টা। 'এব্যাপারে জেরাল্ড তোমাকে কিছু বলেছে?'

'তোমার ব্যাপারে? না। কিন্তু জেরাল্ডকে আমি চিনি, অন্তত মনে করি যে চিনি। একটু পুরনো ধাঁচের মানুষ ও। ওর পছন্দের মেয়ে বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকবে এটা ও চাইবে না।'

'ও বলেছে একথা তোমাকে?' একটু চড়ে গেল রবার্টার গলা। 'টেক্সাসের ওই আধা মেয়েমানুষটা কাজ করে। ওর হাত পুরুষদের মতোই শক্ত। ঘোড়ায় চড়ে ও, ছেলেদের মতো গুলিও ছোঁড়ে।'

'জেরাল্ড সামান্থা কালভিনের প্রেমে পড়েনি, পড়েছে তোমার প্রেমে।' থমথমে চেহারা হলো মার্কের। 'আমি শুধু আমার ধারণার কথা বলেছি। জেরি তোমার ব্যাপারে কোন কথা বলে না, এমনকি আমার সঙ্গেও না।'

ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ নীরবে ভাবল রবার্টা। তারপর বলল, 'আমি মনে করি জেরাল্ডকে চিনাতে তোমার ভুল হয়েছে। ও বোঝে এখানে কত কাজ পড়ে আছে।'

মার্ক বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রবার্টার ভ্রূর কুঞ্চন স্বাভাবিক হলো না।

এক মাস আগে হোটেলের ডাইনিং রূম চালু করা হয়েছে। গরু বেচতে আসা র‍্যাঞ্চার, ক্যাটল বায়ার, ড্রামার–যারা হোটেলে থাকে, তারাই ঘরটা জমিয়ে রেখেছে।

সন্ধে ছয়টার একটু পরেই হোটেলে ফিরল জেরাল্ড। ডেস্কের পেছনের অফিস-ঘরে গিয়ে দেখল কেউ নেই। রবার্টা খেতে গেছে কিনা দেখতে ডাইনিং রূমের দরজায় দাঁড়াল ও। সেখানেও সে নেই। অবাক হলো ও সামান্থা কালভিনকে দেখে। একা একটা টেবিলে বসে আছে মেয়েটা। পরনে এখনও রবার্টার সেই পোশাক।

মেয়েটার দিকে পা বাড়াল জেরাল্ড। ওকে আসতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সামান্থা। 'মিস্টার কীল!'

'মিস্টার কীল নয়। জেরি।' হাসল জেরাল্ড। 'শয়তান ইয়াঙ্কি বললেও জবাব দিই আমি।'

দুঃখিত চেহারা হলো সামান্থার। 'বাবা বলেছে যতদিন উত্তরে আছি আমরা ততদিন শয়তান ইয়াঙ্কি বলতে পারব না আমি।'

'সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমিও তোমাকে রেব বলতে পারব না।' কাঁধের ওপর দিয়ে দরজার দিকে তাকাল জেরাল্ড। 'তোমার বাবা কি সাপার সারতে নামবে?'

'বাবা হোটেলে নেই। ছেলেদের সঙ্গে প্রেয়ারিতে আছে। বলেছে ছেলেরা বাইরে থাকলে বাবা হোটেলের নরম বিছানায় ঘুমাতে পারবে না। আমিও যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে যেতে দেয়নি।' দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল সামান্থার মুখে। 'ভয় লাগছে আমার।'

'কিসের?'

'এখানে খেতে হবে...একা...ভাল পোশাক পরে আছি...ভদ্রমহিলাদের মতো...'

'তুমিও ভদ্রমহিলা, সামান্থা।'

'কিন্তু...কিন্তু এতসব চামচ, কাঁটা চামচ আর ছুরি দিয়ে কিভাবে খেতে হয় সেটা আমি জানি না। আমাদের বাসা থেকে সবই ডাকাতি হয়ে গিয়েছিল...জঘন্য ওই...যুদ্ধের সময়ে। আমার কোন অভ্যাস নেই এভাবে খাওয়ার।' মুহূর্তের জন্যে চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে দেবে সামান্থা। কিন্তু দ্রুতই নিজেকে সামলে নিতে পারল ও। 'খুব খিদে লেগেছে, নইলে আমি এত লোকের মধ্যে নিচে নামতাম না।'

'তাহলে চলো, খিদে যখন লেগেইছে, খেয়ে নেয়া যাক!'

একটু সরে দাঁড়াল জেরাল্ড। চেয়ার টেনে সামান্থাকে বসার সুবিধে করে দিল। অবাক হয়ে ওকে এক পলক দেখল সামান্থা, তারপর বসে পড়ল চেয়ারে।

মেয়েটার উল্টোদিকের চেয়ারে বসল জেরাল্ড। ওয়েইটারকে হাতের ইশারায় ডাক দিল।

ওরা খাওয়ার মাঝামাঝি পর্যায়ে চলে এসেছে এমন সময় দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল রবার্টা। চারপাশে তাকাল। ওর চোখ আটকে গেল জেরাল্ড আর সামান্থার ওপর। মুহূর্তের জন্যে ছায়া ঘনাল ওর চেহারায়।

কিন্তু সহজেই অনুভূতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলো ও। পা বাড়াল জেরাল্ডদের টেবিলের দিকে।

'তাহলে এখানে তুমি,' মিষ্টি করে সামান্থাকে বলল রবার্টা। 'সাপার খেয়েছ কিনা জিজ্ঞেস করতে তোমার ঘরে গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু...'

নিজের চেয়ার ছেড়ে একটা চেয়ার টেনে সরিয়ে রবার্টার বসার সুবিধে করে দিল জেরাল্ড। 'বসো, রবার্টা।'

মাথা নাড়ল রবার্টা। 'না, এখন একটু ব্যস্ত। মার্ক চাইছে ওর সঙ্গে হিসেব নিকেশ নিয়ে বসি।' ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও থেমে গেল রবার্টা। সরাসরি সামান্থার চোখে তাকাল। 'সত্যি পোশাকটাতে তোমাকে মানিয়েছে, সামান্থা!'

'ধ-ধন্যবাদ,' গলাটা যেন বুজে গেছে এমন ভাবে বলল সামান্থা।

ওকে চমৎকার একটা হাসি উপহার দিয়ে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে গেল রবার্টা। ওর যাওয়াটা গভীর মনোযোগে দেখল জেরাল্ড।

'ও রেগে গেছে,' ওর চটকা ভাঙাল সামান্থা।

'রবার্টা? হঠাৎ একথা তোমার মনে হলো কেন?'

'আমি জানি। অনুভব করেছি। আমার সঙ্গে বসে তোমার খাওয়াটা পছন্দ করেনি ও।'

'তুমি ওকে ভুল বুঝেছ, স্যাম। আসলে রবার্টা অত্যন্ত ব্যস্ত।'

'কি করে ও?'

'আমাদের ব্যবসাটা আসলে ও-ই দেখে। বুককীপিং, বিল দেয়া-নেয়া, রিসিটের ব্যাপার-স্যাপার—অনেক কিছু। মার্ক বা আমার তুলনায় অনেক বেশি কাজ করে রবার্টা।'

'ও আমাকে পছন্দ করে না।'

বিস্মিত চোখে সামান্থাকে দেখল জেরাল্ড। 'কেন তোমাকে ও অপছন্দ করবে?'

চোখ নামিয়ে প্লেটের দিকে তাকাল সামান্থা। কয়েক সেকেন্ড ওকে দেখল জেরাল্ড। তারপর বলল, 'তুমি খুব সুন্দরী, স্যাম।'

চোখ তুলল সামান্থা। 'তুমি আমাকে ছেলে মনে করেছিলে। চোদ্দ বছরের একটা ছেলে!'

হেসে ফেলল জেরাল্ড। ওর হাসি দেখে লাজুক না হেসে পারল না সামান্থা।

লংহর্ন সেলুন থেকে বেরিয়ে এসে কাঠের বোর্ডওয়াকে দাঁড়াল জেরাল্ড। রাস্তার দু'ধারে হিচরেইলে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ঘোড়া। বোর্ডওয়াকে হাঁটছে মানুষ। যার যার নিজের কাজে ব্যস্ত। অনেকে হাঁটছে রাস্তা দিয়ে, এক রাশ ধুলো উড়িয়ে। যদিও মাঝরাত পেরিয়ে গেছে, তবু রাস্তাটা এখনও ব্যস্ত।

হঠাৎ রাতের নীরবতা ভেঙে গুলির আওয়াজ হলো। তারপরই ভেসে এলো এক কাউবয়ের চিৎকার। 'ইপ-ইপ-ইয়াপ্পি!'

ডান দিকে ফিরে সাইডওয়াক ধরে হাঁটতে শুরু করল জেরাল্ড। কয়েকটা বন্ধ দোকান পার হয়ে চলে এলো বাফিংটন হার্ডওয়্যার অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট স্টোরের সামনে। দেখতে পেল পেছনে জ্বলছে অনুজ্জ্বল একটা বাতি।

উল্টোপাশের কোনায় আছে পিল্‌স্‌বারির টেক্সাস সেলুন। তাঁবুতে মদ বেচা ছেড়ে কিছুদিন আগে জাতে উঠেছে লোকটা। লংহর্ন সেলুনের পরে বানিয়েছে, কাজেই বানানোর সময় যত্ন নেয়ার সুযোগ পেয়েছে বেশি। ভাল রকমের প্রতিযোগিতা চলছে ওর এখন লংহর্ন সেলুনের সঙ্গে।

রাস্তার কোনায় থামল জেরাল্ড। ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো এক মহিলা। পা বাড়িয়ে বলল, 'হ্যালো, ভদ্রলোক! হবে নাকি আজ রাতে?'

জেরাল্ড ঘুরে তাকাতেই ওকে চিনতে পারল মেয়েটা। ফ্যাকাসে মুখে বলল, 'দুঃখিত, মিস্টার কীল।'

'এত রাতে এখানে কি করছ তুমি?' একটু কড়া শোনাল জেরাল্ডের গলা।

'দম ফেলতে একটু বেরিয়ে এসেছি, তার বেশি কিছু নয়, মিস্টার কীল। একেবারে সত্যি কথা বলছি আমি।' দ্রুত পায়ে রাস্তা পেরল মেয়েটা, ঢুকল গিয়ে টেক্সাস সেলুনে।

আপন মনে মাথা দোলাল জেরাল্ড। পওনি সিটি সত্যি সত্যি বড় শহর হয়ে উঠছে।

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও বুটের শব্দে থামল ও। বেঁটে, মোটা এক স্যুট পরা লোক ওর সামনে এসে দাঁড়াল। হারলো টাবক্স। সেন্ট লুইস স্টোরের মালিক।

'গরম, তাই না?' জেরিকে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।' আকাশের দিকে তাকাল জেরি। 'আমাদের এখন বৃষ্টি দরকার।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল স্টোর মালিক। 'মাঝে মধ্যে ভাল রকম একটা বৃষ্টি না হলে চলে না। তবে শুনলাম নভেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত নাকি এদিকে বৃষ্টি হয় না। ভাল হয়েছে যে পওনি সিটির আশেপাশে কোন ফার্মার নেই। শহরের লোকদের তুলনায় বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ওদের কাছে অনেক বেশি।'

'আজই একজনের কাছে ফার্ম বেচেছি আমি,' বলল জেরি। 'ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে এখানে যথেষ্ট বৃষ্টি হয় না, কিন্তু আমার কথা শুনে সে বলল ঠিকই ফার্ম দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারবে।' একটু ভেবে নিয়ে বলল জেরাল্ড, 'কথা শুনে আমার মনে হলো লোকটা নিজের কাজ ভাল বোঝে।'

ষোলো

বিছার মতো ভ্রূওয়ালা রুগ্ন এক লোক উইদার্স। এসেছে পুব টেক্সাস থেকে। ওখানে আবার ফেরার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার। টেক্সাসে সে একজন নিগ্রো বালককে খুন করেছিল, সেই থেকে টেক্সাস তার জন্যে নিষিদ্ধ।

লোকটা ঝগড়াটে কিসিমের। জর্জ নেসেকার সঙ্গে তার যে লেগে গেছে এটা অস্বাভাবিক ছিল না। এক সঙ্গে টেক্সাস থেকে গরু নিয়ে এসেছে তারা। পথে মদের পরিমাণ কম থাকায় ঝগড়াটা গুরুতর হয়ে

ওঠেনি, কিন্তু পওনি সিটিতে মদের অভাব নেই।

ডিলার একবার তাস বাটার ফাঁকে তিন পেগ করে হুইস্কি খাচ্ছে সে এখন। দাঁড়িয়ে আছে জর্জ নেসেকার পাশে। টেবিল ঘিরে অনেকের ভিড়। চাপাচাপি হচ্ছে। এক জন ঠেলা দিল উইদার্সকে। উইদার্স বিরক্ত হয়ে তাকাল ডান পাশে দাঁড়ানো নেসেকার দিকে।

'তুমি ঠেলা দিচ্ছ আমাকে!'

উইদার্সকে একবার দেখে নিয়ে ডান পাশের লোকটাকে একটু ঠেলে নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করে নিল নেসেকা। এখন উইদার্সের সঙ্গে এক ইঞ্চির তফাৎ হলো ওর। বাক্সে তাস রাখল ডিলার। উপস্থিত সবার ওপর ঘুরে এলো তার দৃষ্টি। 'খেলা শুরু হচ্ছে, যে যার বাজি ধরে ফেলো সময় থাকতে থাকতে।'

ডায়মন্ডের জ্যাকের ওপর নিজের ডলার রাখল নেসেকা। খেলায় কুইন হেরে গেল, জিতল জ্যাক।

'শালার কপাল!' বিড়বিড় করে বলল উইদার্স। পকেট থেকে মোচড়ানো ডলার বের করল, সেই সঙ্গে খুচরো কয়েন। নেসেকা বাজি ধরেছে হার্টের কুইনের ওপর। নেসেকার টাকাগুলো হাতের ঝাপটায় সরিয়ে দিয়ে নিজেরগুলো রাখল উইদার্স।

'আমার টাকা কুইনের ওপর রেখে দাও,' শান্ত কণ্ঠে উইদার্সকে বলল নেসেকা।

'কুইনে আমি খেলছি,' জবাবে বলল উইদার্স। 'তোমার টাকা আমারগুলোর ধারেকাছে যাতে না থাকে।'

ডিলারের দিকে তাকাল নেসেকা। 'কুইনে আমি খেলছি।'

উইদার্সের অবস্থা দেখে একটু ইতস্তত করল ডিলার। তারপর মাথা দোলাল। সামনে বেড়ে হাতে নিল নেসেকার দুই ডলার, নামিয়ে রাখল কুইনের ঘরের পাশে। এমন ভাবে রাখল যাতে উইদার্সের টাকার সঙ্গে ওগুলোর ছোঁয়া না লাগে। তবে বুঝিয়েও দিল যে নেসেকাও কুইনেই খেলছে।

হাতের ঝাপটায় নেসেকার টাকাগুলো টেবিলের আরেক প্রান্তে পাঠিয়ে দিল উইদার্স। একটা ডলার গড়িয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

'তোমার ওই দুই ডলার নিয়ে আমার সঙ্গে লাগতে এসো না তুমি,'

অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বেঁকে গেল উইদার্সের ঠোঁটের দু'কোণ। স্পষ্টতই ঝগড়া বাধানোর তালে আছে সে।

'মিস্টার,' বলল নেসেকা, 'তোমাকে মেঝে থেকে ডলারটা তুলে ভদ্রভাবে ফেরত দিতে হবে।'

ঝটকা দিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে তাকাল উইদার্স। 'কী বললে?'

'আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধানোর সুযোগ খুঁজছ তুমি,' সমান কড়া গলায় বলল নেসেকা। 'তোমাকে জীবনের শেষ গোলমালে জড়াতে হবে, যদি ডলারটা মেঝে থেকে তুলে আমাকে ফেরত না দাও।'

'কী বললে, তোমার মতো একটা ঘৃণ্য, নোংরা অ্যাম্বুশার...' মুখ ছোটাল উইদার্স। কিন্তু কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই হাতের তালুর উল্টো পিঠ দিয়ে গায়ের জোরে এক চড় বসিয়ে দিল নেসেকা ওর গালে।

মারে প্রচণ্ড জোর ছিল। তাল হারিয়ে ঘুরে গিয়ে পেছনে পোকার টেবিলে বসা এক লোকের গায়ে পড়ল উইদার্স। সেখান থেকে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিল, সামলে নিল শেষ মুহূর্তে। সোজা হয়ে দাঁড়াল যখন, নেসেকার সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে আট ফুট। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল উইদার্স। চেঁচিয়ে উঠল, 'সাহস থাকলে তোমার অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াও, গুপ্তঘাতক নীচ লোভী শয়তান কোথাকার...' দাঁত কিড়মিড় করল সে। 'সারাটা পথ তোমার কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। এতই নাকি ভাল তুমি সিক্সগানে! বের করো, দেখা যাক কতটা লোকে বানিয়ে বলে।'

'কি হয়েছে ভুলে যাও,' শান্ত স্বরে বলল নেসেকা। 'আমি মানুষ খুন করে মজা পাই না।'

'ড্র করো!' খেঁকিয়ে উঠল উইদার্স।

বোঝানোর ভঙ্গিতে ডান হাতটা সামনে বাড়াল নেসেকা। হাতের তালু উইদার্সের দিকে। কিছু করতে বারণ করার ইঙ্গিতটা একেবারেই স্পষ্ট।

সচেতন থাকলে হয়তো উইদার্স এসব খেয়াল করত, কিন্তু এখন সে মাতাল। উরুতে ফিতে দিয়ে বাঁধা সিক্সগানের দিকে অভ্যেসবশে

হাত নামতে লাগল তার। আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। আগেও মানুষ মেরেছে সে। জানে, গতি তার খারাপ নয়। কিন্তু সমস্যা হলো, মাতাল সে। গতি কমে যাবে। কিন্তু মস্ত একটা সুযোগ নেসেকা করে দিয়েছে হাত বুকের কাছে তুলে। সুযোগটা চিনতে ভুল হয়নি উইদার্সের।

উইদার্সকে পুরো সুযোগ দিল নেসেকা। লোকটা অস্ত্রের বাঁট হাতে ছোঁয়ার আগে পর্যন্ত হাত বাড়াল না সে নিজের অস্ত্রের দিকে। তারপর নড়ে উঠে ঝাঁকি খেলো নেসেকার হাত। এতই দ্রুত যে সিক্সগানটাকে ঝাপসা দেখাল।

একটাই গুলি হলো। গুলিটা করেছে জর্জ নেসেকা।

উইদার্সের অস্ত্র হোলস্টার থেকে বেরিয়ে এসেছিল, গুলি পরবর্তী নিথর নীরব পরিবেশে বিকট জোরাল শোনাল ওটার মেঝেতে পড়ার ধাতব শব্দ।

'তুমি একটা নোংরা...' আরও কিছু হয়তো বলতে চেয়েছিল উইদার্স, কিন্তু মুখে রক্ত উঠে এলো, জড়িয়ে গেল কথা। বুক চেপে ধরে মেঝেতে পড়ে গেল লোকটা। পায়ের আগে মাথা আঘাত করল মেঝেতে। কয়েকটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল শরীর।

আলগা করে সিক্সগান হাতে ধরে চারপাশে তাকাল নেসেকা। সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'লড়াইটা ন্যায্য ছিল?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল ও

জবাব দিল না কেউ। অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এলো পিল্‌স্‌বারি, ভিড় ঠেলে চলে এলো মৃতদেহের কাছে।

মৃতদেহ, নেসেকা আর ডিলারের ওপর থেকে ঘুরে এলো তার দৃষ্টি। ডিলারকে সে জিজ্ঞেস করল না কিছু, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে কি জানতে চায় বুঝিয়ে দিল।

'সমান সুযোগ ছিল দু'জনের,' মতামত জানাল ডিলার।

সতেরো

পওনি সিটির বয়স যেদিন দুই মাস তিন দিন হলো, সেদিনই নেসেকার হাতে মারা গেল উইদার্স। কোয়ান্ট্রিলের সঙ্গে লড়েছে নেসেকা, অর্থাৎ কনফেডারেটদের পক্ষে, কাজেই তার হাতে কোন টেক্সান মরলে সেটা নিয়ে হৈ-চৈ হওয়ার কথা নয়, কিন্তু এতদিন যেন এমন একটা ঘটনা ঘটার অপেক্ষাতেই ছিল ঝামেলাবাজ কাউবয়দের দল। এবার সুযোগটা পেয়ে গেল তারা উইদার্সের মৃত্যুতে। এতদিনের চাপা ক্ষোভ এবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

টেক্সাসের অপমান।

টেক্সাসের গর্বে আঘাত।

টেক্সানদের আক্রোশ!

গোলাগুলির পরের দিন দুপুরে ঘোড়া দাবড়ে শহরে ঢুকল একদল টেক্সান কাউবয়। মোটমাট বারোজন ওরা। নীরব প্রত্যেকে। চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। লংহর্ন সেলুনে থামল ওরা। সবাই তিন-চারটা করে ড্রিঙ্ক নিল। কথা বলল শুধু নিজেদের মাঝে, তাও নিচু স্বরে।

এক সঙ্গে সেলুন থেকে বেরিয়ে এবার টেক্সাস সেলুনে এলো ওরা। আগেই কাজ শুরু করে দিয়েছিল হুইস্কি। আরও খেয়ে নেশাটা জমিয়ে নিল ওরা।

তারপর ওদের মাঝে যে লোকটার মাথা নারকেলের মতো, সে বারটেন্ডারকে বলল, 'এই সেলুনের ইয়াঙ্কি মালিক সেই গাধাটা কোথায় যে এটাকে বলে টেক্সাস সেলুন?'

পিল্স্‌বারি মাত্র তখন অফিস থেকে বেরিয়েছে। মাতালদের দেখেই বুঝে ফেলল পরিস্থিতি। ঠোঁট প্রসারিত করে বিরাট এক হাসি মুখে নিয়ে লোকগুলোর দিকে এগোল সে। মাথা নাড়ছে। 'না, বন্ধুরা,

ভুল হচ্ছে তোমাদের, আমি ইয়াঙ্কি নই। আমি মিসিসিপির ছেলে, বড় হয়েছি নাজেয সিটিতে।'

'যেখান থেকেই আসো, জাহান্নামে যাও তুমি,' জবাব দিল নারকেল-মাথা।

'মিসিসিপিয়ানরা আমাদের লোক,' বলল আরেকজন কাউবয়। 'তুমি মিসিসিপির সেটা প্রমাণ করে দেখাও।'

পিল্‌স্‌বারি জানে কিভাবে প্রমাণ দিতে হয়। বারের সামনে দাঁড়ানো কর্মচারীকে ইশারা করল সে। 'আমার পক্ষ থেকে ওদের একটা করে ড্রিঙ্ক দাও, এব…ওই লাল লেবেল দেয়া বোতল থেকে।' নারকেল-মাথার দিকে তাকাল পিল্‌স্‌বারি। 'আমার সেরাটা দিচ্ছি, বন্ধু।'

নতুন একটা বোতল কাউন্টারের ওপর রাখল এব। নারকেল-মাথা সেটা প্রায় ছিনিয়ে নিল। কর্ক খুলে লম্বা চুমুক দিল বোতলে। দু'ঢোক খেয়ে চোখের সামনে বোতলটা তুলে দেখল ভ্রূ কুঁচকে। 'খারাপও নয়, আবার ভালও একে বলা যাবে না।' আরেক কাউবয়ের দিকে বোতলটা বাড়িয়ে দিল সে। 'স্বাদ নিয়ে দেখো তো, পেশ, এই ব্যাটা আমাদের ঠকাচ্ছে কিনা।'

মুখে যতটুকু আঁটে ততটা নিয়ে মস্ত একটা ঢোক গিলল পেশ। দ্বিতীয়বার খেয়ে মন্তব্য করল, 'শুয়োরের মুত।' বারটেন্ডারের দিকে তাকাল সে। 'দেখি, আরেকটা বোতল দেখি!'

পিল্‌স্‌বারির দিকে তাকাল বারটেন্ডার। ততক্ষণে মুখের হাসি জমে গেছে পিল্‌স্‌বারির। তবুও মাথা দোলাল সে। ঢক ঢক করে খেলো পেশ। দ্বিতীয় বোতলটা দিল নারকেল-মাথাকে। সেটা পরখ করে দেখল নারকেল-মাথা। বলল, 'আমাদের বন্ধু হয়তো সত্যিই মিসিসিপি থেকে এসেছে, কিন্তু যা আমরা খাচ্ছি এগুলো ইয়াঙ্কি হুইস্কি। স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আমি দক্ষিণের হুইস্কি খুঁজে দেখছি,' বলল আরেকজন কাউবয়। বারের পেছনে চলে এলো সে, কোন বাছাই ছাড়া একটা বোতল নিয়ে ঠেলে দিল কাউন্টারের ওপর দিয়ে। আরেকটা বোতল নিল সে, বাড়িয়ে দিল সামনের কাউবয়ের দিকে।

'কার চাকরি করছ তোমরা?' সাবধানে জানতে চাইল পিল্‌স্‌বারি।

পরে দামটা তার কাছ থেকে আদায় করবে। 'ড্যান হ্যাস্টিংসের সঙ্গে এসেছ?'

টিটকারির হাসি হাসল নারকেল-মাথা। 'ড্যান হ্যাস্টিংস? কে সে?'

'তাহলে মসম্যান?' আশা ছাড়ল না পিল্‌স্‌বারি। 'ও গত পরশুদিন এসেছে গরুর পাল নিয়ে।'

'নামও শুনিনি ওর,' চাপা গলায় বলল নারকেল-মাথা। কাউন্টারের ওপর তা রেখে বারের সামনে দাঁড়ানো কাউবয়কে বলল, 'দাও দেখি...ওই তিন কোনা বোতলটা।'

'একশো বার ব্রগ,' খুশি মনে পরের হুইস্কি খয়রাত করে চলেছে কাউবয়। 'আর কিছু লাগবে?'

এখন একটু পরপরই বোতল খোলা হচ্ছে। বোতলে মুখ লাগিয়ে স্বাদ নেয়া মাত্র পুরনো হয়ে যাচ্ছে সেই বোতল, কেউ আর ওটার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। বিনে পয়সায় মদ খাওয়ার সুযোগ দেখে আরও অনেকে ভিড়ে গেছে কাউবয়দের দলে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে পিল্‌স্‌বারি, মনে মনে হিসেব করছে কত টাকার হুইস্কি এপর্যন্ত গিলে ফেলেছে কাউবয়রা।

এবার মোট অঙ্কের সঙ্গে বার কাউন্টারের পেছনের আয়নার দামটাও যোগ করল ও। এই মাত্র জঘন্য স্বাদের হুইস্কি খেয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে হাতের বোতল ছুঁড়ে আয়নাটা ভেঙে ফেলেছে এক কাউবয়। ওর সঙ্গের লোকদের হজম ক্ষমতা বেশি। নেশা যদি পালায় তাই বোতল বাগিয়ে বাইরে এসে ঘোড়ায় চাপল তারা।

ইপ্‌! ইপ! ইয়াহুহু! রাস্তা দিয়ে বারোটা ঘোড়া ছুটল উন্মত্তের মতো রিভলভার বের করে কাউবয়রা গুলি ছুঁড়ছে আকাশে। মাঝে মাঝে বোতল মুখে তুলে চুমুক দিচ্ছে।

একটু পরেই গুলির ধারা পাল্টে গেল। যেদিকে খুশি গুলি করতে লাগল তারা। ওপর, নিচ, ডান বা বাম, কোন দিকে বাদ রাখল না। স্টোরের কাঁচ ঝনঝন করে ভেঙে গেল। পথচারীরা যে যেভাবে পারে যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গেল। হিচরেইল থেকে ছুটে গেল একটা ঘোড়া। দিশে হারিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে শহরের বাইরে চলে গেল ওটা। তার আগেই ওটাকে কয়েকটা গুলি করেছে কাউবয়রা। বাঁচবে না

প্রাণীটা।

আরেকটা ঘোড়াকে গুলি করল ওরা। ঘোড়াটা আতঙ্কে হিচরেইলের বাঁধন ছিঁড়ে একটা স্টোরের কাঁচ ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেল। মারা গেছে। দেহের অর্ধেকটা থাকল স্টোরের ভেতরে, বাকিটা থাকল বোর্ডওয়াকে পড়ে।

রেইলের ট্র্যাক পর্যন্ত গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে গেল কাউবয়রা। রিভলভার রিলোড করল, তারপর আবার ছুটে আসতে লাগল রাস্তা ধরে শহরের ভেতরে। হোটেল পার হবার সময় ভেতরে এক পশলা গুলি করল নির্দ্বিধায়। রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে গতি বাড়িয়ে আবার ফিরতি পথ ধরল ওরা।

গোলাগুলি যখন শুরু হলো, সেন্ট লুইস স্টোরে কাপড় বাছাই করছে সামান্থা। গুলির শব্দে ওর চেহারায় কোন পরিবর্তন এলো না। একবার শুধু তাকাল কাঁধের ওপর দিয়ে। জানালা দিয়ে যতটুকু দেখা যায় দেখে আবার নিজের কাজে মন দিল ও।

স্টোরের মালিকের চেহারায় দেখার মতো হলো। হারলো টারবক্স পারলে এখন বড় কোন বক্সের মধ্যে লুকিয়ে থাকত। 'ওই মাতাল টেক্সানদের দল,' অভিযোগের সুরে বিড়বিড় করে বলল সে।

'আমিও টেক্সান,' বলল সামান্থা। টেক্সাসের বদনাম সইতে পারবে না ও মরে গেলেও।

জানালা দিয়ে শিস কেটে ভেতরের দেয়ালে গাঁথল একটা বুলেট। 'মানুষ মেরে ফেলবে ওরা, কাঁদো কাঁদো চেহারা হলো টারবক্সের। কাউন্টারের পেছনে চলে গেল তড়িঘড়ি করে। সামান্থাকে বলল,'শিগ্‌গির নিচু হও, নাহলে…'

কাপড়ের বোল্টের ওপর থেকে চোখ সরল না সামান্থার। জানালা পথে আরেকটা গুলি ঢুকল। কাপড়ের বোল্টে লাগল গুলিটা। সামান্থার হাত থেকে ছুটে গেল কাপড়। 'কী শুরু করেছে ছাগলগুলো!' এইবার রেগে গেল সামান্থা। 'বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছে!'

দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

'মিস!' কাউন্টারের পেছন থেকে ডাকল টারবক্স। 'যেয়ো না! মেঝেতে শুয়ে পড়ো!'

'কার ভয়ে?' ফুঁসে উঠল সামান্থা। 'যে লোকের তাক ঠিক নেই তার ভয়ে?' দরজা খুলে বাইরে পা রাখল ও। ততক্ষণে টেক্সানরা দোকান পার হয়ে গেছে, হোটেলের দিকে যাচ্ছে। দরজা বন্ধ করে আবার দোকান মালিকের সামনে এসে দাঁড়াল সামান্থা।

'তোমার কাছে পিস্তল আছে? শূটিং কাকে বলে সেটা ওদের বুঝিয়ে দেয়া দরকার মনে হচ্ছে।'

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে নীরবে সামান্থার দিকে তাকিয়ে থাকল টারবক্স। অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল সামান্থা। 'একটা অস্ত্র, মিস্টার! কোন আগ্নেয়াস্ত্র আছে তোমার কাছে?'

'না, আমি পিস্তল ঝোলাই না। হার্ডওয়্যার স্টোরে গেলে...'

'পোশাকটা জ্বালাল!' রবার্টার দেয়া ড্রেসটার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে বলল সামান্থা। 'এসব পরলে সঙ্গে কিছু রাখা যায় না।' চোখের ইশারা করল ও। 'ওই যে, ছেলেরা আবার আসছে।'

দোকানের মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে সামান্থা। কাউন্টারের পেছনে শুয়ে আছে টারবক্স, কাজেই কেউ আসছে না যাচ্ছে তা বোঝার কোন উপায় নেই তার। সামান্থার কথা শুনে গলা শুকিয়ে গেল টারবক্সের। দোকানের আরও কত ক্ষয়-ক্ষতি হবে কে জানে! তাছাড়া পৈত্রিক প্রাণটাও বাঁচে কিনা তার নিশ্চয়তা কোথায়!

ঘোড়ার খুরের শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে। সামান্থার মাথার এক ফুট ওপরে জানালার কাঁচ ফুটো হয়ে গেল বুলেটের আঘাতে।

'ধূর!' বিরক্তি প্রকাশ করল সামান্থা।

লংহর্ন সেলুনে বার কাউন্টারের পেছনে গা ঢাকা দিয়েছে দশ-বারোজন কাস্টোমার। একজনই শুধু ব্যতিক্রম। জেরাল্ড কীল। ভাঙা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখছে ও। বাইরে তাণ্ডব করছে মাতাল কাউবয়রা। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আসছে আর গুলি ছুঁড়ছে। দেখল ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে লংহর্নের দিকে দৌড় দিল মার্ক।

সেলুনের ব্যাটউইং দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ও হুড়মুড় করে। জেরাল্ডকে সামনে দেখে দম নিতে নিতে বলল, 'পাগল হয়ে গেছে ওরা। শহরের কোথাও গুলি করতে বাকি রাখছে না।'

ব্লেক, সেলুনের ম্যানেজার, বারের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো।

বলল, 'দশ-বারোজন ওরা। এই আধ ঘণ্টা আগে আমার এখান থেকে মদ খেয়ে গেছে। যে পরিমাণ গিলেছে তাতে এতক্ষণে কারও হুঁশ থাকার কথা না।'

মার্কের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল জেরাল্ড। 'তো?'

জেরাল্ডের স্থির দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল মার্ক। 'কিছু করার নেই। ওদের নেশা কমা পর্যন্ত রেঞ্জের বাইরে থাকাই উচিত হবে। আবার এমনও হতে পারে যে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওদের বিরক্তি লেগে যাবে।'

'আর ততক্ষণে পওনি সিটি যদি একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়?'

'তা ওরা পারবে না।' বারটেন্ডারের দিকে তাকাল মার্ক। 'চিনেছ ওদের কাউকে?'

মাথা দোলাল ব্লেক। 'ওরা পিট মসম্যানের লোক।'

'কাউকে পাঠাতে হবে মসম্যানকে খুঁজে আনার জন্যে।'

'কে যাবে?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

সেলুনের ভেতরে চোখ বুলিয়ে সাদা অ্যাপ্রন পরা একজনকে বাছাই করল মার্ক। লোকটা লংহর্নের ওয়েইটার। 'এই যে তুমি, হোসে না কি যেন নাম, একটা ঘোড়া নিয়ে শহরের দক্ষিণ দিক দিয়ে বেরবে তুমি, মসম্যানকে খুঁজে বের করে বলবে তার ছেলেরা এখানে বাড়াবাড়ি করছে।'

কোমর থেকে অ্যাপ্রন খুলতে শুরু করল লোকটা। 'মিস্টার টিমোথি, চাকরি ছেড়ে দিলাম আমি।'

সামনে বেড়ে লোকটার কলার চেপে ধরল মার্ক। বাম হাতে চড় কষাল মুখে। দাঁত খিচিয়ে বলল, 'চাকরি কখন ছাড়তে পারবে তুমি সেটা আমি বলে দেব!'

হাতে মুখ মুছে চামড়ায় রক্ত দেখতে পেল লোকটা। গোঁয়ারের মতো মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। 'ইচ্ছে করলে আরও চড় মারতে পারেন, মিস্টার টিমোথি। বুলেট খাওয়ার চেয়ে চড় খাওয়া ভাল। পী রিজে গুলি খেয়েছিলাম আমি। আমি জানি।'

আবার মারতে হাত ওঠাল মার্ক। কিন্তু সামনে বেড়ে ওর হাতটা ধরে ফেলল জেরাল্ড। ধমকের সুরে বলল, 'থামো, মার্ক! কোন কর্মচারীকে তুমি এভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারো না। কাজটা

তোমার আর আমার, মার্ক, ঝুঁকি নিতে হলে সেটা নিতে হবে আমাদেরই। ভুলে গেছ, শহরটা আমাদের?'

'ষোলোতম ইলিয়নয়ের বারোজন ট্রুপার দাও আমাকে,' চোখ সরু করে বলল মার্ক, 'বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেব আমি ওদের।'

'এখন ষোলোতম ইলিয়নয়ের শুধু দু'জন আছি এখানে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল জেরি। 'তুমি আর আমি।' ম্যানেজার ব্লেকের দিকে তাকাল ও। 'অস্ত্র আছে তোমার, মিস্টার ব্লেক?'

মাথা দোলাল ব্লেক। 'একটা নেভি গান আছে।'

'দাও ওটা আমাকে।'

ব্লেক অস্ত্র দিতে রাজি, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। শহরের দক্ষিণে, রাস্তার শেষ সীমানা ঘুরে আবার ফিরে আসছে মাতাল কাউবয়ের দল। চিৎকার করছে ওরা। গুলি করছে। লংহর্নে আটকা পড়া কাস্টোমাররা আবার আশ্রয় নিল বারের পেছনে। কাউন্টারের সামনে গিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ানো জেরাল্ডের দিকে তাকাল মার্ক। 'জেরি, শীঘ্রি মাথা নামিয়ে নাও।'

জানালার এক পাশে, গুলির লাইন থেকে সরে এলো জেরাল্ড। বাইরের গোলমাল তুঙ্গে উঠেছে। জানালার কাঁচ আর একটাও আস্ত নেই, ভ্রমরের মতো গুঞ্জন তুলে ভেতরে ঢুকছে অজস্র বুলেট। ঠকঠক শব্দে জানালার উল্টোপাশের দেয়ালে গাঁথছে ওগুলো। একটা গিয়ে লাগল বার কাউন্টারের গায়ে। পেছনের এক লোক ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল।

ঝড়ের বেগে সেলুনটাকে পাশ কাটিয়ে গেল কাউবয়রা। আর সামান্য এগোতে হবে ওদেরকে, হোটেল পর্যন্ত। ওখানে রাস্তার শেষ। তারপর আবার ফিরে আসবে গুলি করতে করতে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল জেরি। দ্রুত পায়ে কাউন্টারের সামনে এসে ব্লেকের কাছে অস্ত্রটা চাইল।

বারের ওপরে সাবধানে মাথা তুলল ব্লেক। জেরির হাতে কোল্টটা দিয়েই আবার মাথা নামিয়ে নিল কাউন্টারের ওপাশে।

'জেরি, বোকার মতো কাজ কোরো না।' শোনা গেল মার্কের গলা। 'ওদের বিরুদ্ধে একা কিছুই করতে পারবে না তুমি।'

মার্কের কথা কোন কাজে এলো না। ততক্ষণে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেছে জেরাল্ড। বোর্ডওয়াকে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়াল ও। একশো ফুট দূরে আবার জড় হয়েছে কাউবয়রা। এবার ধেয়ে আসবে পঞ্চম বারের মতো।

অস্ত্র হাতে বোর্ডওয়াকের কিনারায় অপেক্ষায় থাকল জেরাল্ড। পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল। লংহর্ন সেলুনের পাশেই নাপিতের দোকান। ওখান থেকে জর্জ নেসেকা বেরিয়েছে। এদিকেই আসছে।

জেরাল্ডের সামনে থামল সে। 'ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে, কীল।'

'তার আগে ওদের দু'তিনজন মরবে,' গম্ভীর গলায় বলল জেরি।

'তাতে তোমার কোন লাভ হবে? তুমি মারতে পেরেছ কি পারোনি সে-কথা মৃত্যুর পর জেনে তোমার কী লাভ, তুমি তো মরে যাচ্ছ!'

অযাচিত উপদেশে বিরক্ত হলো জেরাল্ড। 'লড়াইটা তোমার নয়, নেসেকা। আমারটা আমি ভাল বুঝি। এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন, আমার সঙ্গী হতে চাও?'

মাথা নাড়ল নেসেকা। 'এটা আমার লড়াই নয়। সিক্সগানটা হোলস্টারে আছে, হোলস্টারেই থাকবে। তাছাড়া...আমিও ওদেরই একজন—কনফেডারেট।'

'তুমি কালকে লোকটাকে মারাতেই আজকের এই বিপত্তি।'

'অমনটা ঘটতই।' শ্রাগ করল নেসেকা। 'হয়তো সেজন্যেই এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছি।' চট করে রাস্তার ওমাথা থেকে ঘুরে এলো নেসেকার চোখ। সাবধান করার ভঙ্গিতে বলল, 'ওরা আসছে!'

হোটেলের সামনে পাশাপাশি সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে বারোটা ঘোড়া। কাউবয়রা ছুটে আসার জন্যে প্রস্তুত। ব্রগের ইশারায় ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল ওরা।

রাস্তার উল্টোদিকের ব্যাঙ্ক থেকে বেরল রবার্টা টিমোথি। রাস্তা পার হবে। চট করে একবার হোটেলের দিকে তাকাল। ততক্ষণে রাস্তার মাঝামাঝি চলে এসেছে ও। এতগুলো ঘোড়া ওর দিকে ধেয়ে আসতে দেখে আতঙ্কে স্থির হয়ে গেল। ভুলেই গেল যে রাস্তার এপার বা

ওপারের বোর্ডওয়াকে গিয়ে উঠতে পারলেই ওর বিপদ কেটে যা।

ওকে রাস্তার মাঝে দেখে হুঙ্কার ছাড়ল টেক্সানরা। দ ভাগ হয়ে গেল। রবার্টাকে কোন দিকে যেতে দেবে না।

চিৎকার করে উঠল ব্রগ। 'ঘোড়ায় ওকে প্রথম যে টেনে ে, ও তারই!'

'ইয়াঙ্কি ডার্লিং!'

'আমি ওকে প্রথমে দেখেছি!'

রবার্টার এক ফুট সামনে স্কিড করে ঘোড়া থামাল ব্রগ। বাম পাশে থামল আরেকটা ঘোড়া। এতই আচমকা যে সামনের পা দুটো উঠে গেল শূন্যে। ডান পাশের ঘোড়াটা রবার্টার গায়ে ঘষা দিয়ে গেল। থামল একটু দূরে গিয়ে। ওটার ধাক্কায় মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রবার্টা।

ও ওঠার আগেই ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামল ব্রগ। হাত বাড়াল রবার্টার দিকে। সব কয়টা দাঁত বের হয়ে গেল খুশির হাসিতে। বলল, 'আরেহ্, শালা, তুমি হচ্ছ ইয়াঙ্কিদের দেশে আমার দেখা সেরা জিনিস!' এক টানে রবার্টাকে গায়ের ওপর টেনে আনল সে। ঠোঁট সামনে বাড়াল। 'দাও দেখি একটা চুমু!'

গুলিটা পেছন থেকে হলো। নারকেল-মাথার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট।

রবার্টাকে ছেড়ে ঝট করে ঘুরল ব্রগ কি ঘটেছে বোঝার জন্যে আপনাআপনি হাত চলে গেল হোলস্টারের কাছে। তারপরই মাঝপথে জমে গেল তার হাত।

দৃঢ় পায়ে হেঁটে আসছে জেবাল্ড কীল। উদ্যত অস্ত্রটা হাতে আলগা ভাবে ধরা, ইচ্ছে করলেই সময় নষ্ট না করে যে কাউকে গুলি করতে পারবে। তবে সবচেয়ে সহজে পারবে ব্রগের বুকে।

টেক্সানদের সম্পূর্ণ মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে রবার্টা। লোকগুলোর কয়েকজনের হাতে এখনও খাপমুক্ত সিক্সগান আছে। তবে ওরা কেউই প্রস্তুত নয়। অপ্রত্যাশিত বাধা আসতে পারে এটা কেউই ভাবেনি।

অবশ্যই অস্ত্র বের করে একটা সুযোগ নেয়ার উপায় তাদের আছে…যদি কেউ চায়। স্বাভাবিক মস্তিষ্কের কেউ ভুলেও চাইবে না।

ওদের মুখোমুখি দাঁড়ানো এই লোক হয় মারাত্মক সাহসী, নয়তো বদ্ধ উন্মাদ ... ল এভাবে বারোজনের বিরুদ্ধে একটা সিক্সগান নিয়ে রুখে দাঁড়াত।

'ঘো... ায় উঠে সোজা শহর থেকে বেরিয়ে যাও তুমি,' নারকেল-মাথাকে আদেশের সুরে বলল জেরাল্ড।

'মিস্টার,' দাঁতের ফাঁকে বলল ব্রগ, 'আর ঠিক পাঁচ সেকেন্ড বাঁচবে তুমি।'

'তুমি আরও কম সময় বাঁচবে!' গম গম করে উঠল জেরাল্ডের কণ্ঠ।

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল টেক্সান কাউবয়রা। কোন সন্দেহ নেই যে নারকেল-মাথা ওদের সবার নেতা। সে-ই সবাইকে শহরে নিয়ে এসেছে, পিল্‌স্‌বারির সেলুনে মস্তানি করেছে, শহরের রাস্তার দখলও তারই পরিকল্পনা। সে-ই ইয়াঙ্কি মেয়েটাকে রাস্তার মাঝে দেখে অপ্রস্তুত করতে চেয়েছে–অপমান করার ইচ্ছেটাও তারই

সব কয়জন টেক্সানের নজর এখন নারকেল-মাথার ওপর। এব্যাপারে নারকেল-মাথাও নিশ্চিত যে সবাই তাকে দেখছে। কিন্তু চোখ সরায়নি সে, সরানোর সাহস পায়নি গম্ভীর চেহারার লম্বা লোকটার ওপর থেকে।

নিজেকে সাহস দেয়ার চেষ্টা করল ব্রগ। 'আজ পর্যন্ত এমন কোন ইয়াঙ্কি আমি দেখিনি যাকে আমি পেটাতে, পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো করতে পারব না।'

'আমাকে পেটানোর সুযোগ তোমার হবে না,' শান্ত স্বরে বলল জেরাল্ড, 'তুমি বা তোমার সঙ্গীদের কেউ যদি একচুলও নড়ে, খুন হয়ে যাবে তুমি আমার হাতে।'

হঠাৎ ব্রগ বুঝতে পারল মদের নেশা আর নেই ওর। গত আধ ঘণ্টার নেশা ভয়ের চোটে ছুটে গেছে এক পলকে। অনেক দিন পর একটা জিনি... ও দেখেছে জেরাল্ড কীলের চোখে, যেটা সহজে দেখা যায় না। মৃত্যু! হঠাৎ মৃত্যু।

এটা ঠিক যে ইয়াঙ্কি লোকটা কোন সুযোগ পাবে না। জিততে পারবে না কোনদিন বারোজনের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতে ওর কোন লাভ

নেই। কে হারল কে জিতল দেখার জন্যে ও তখন বেঁচে থাকবে না, এতে সন্দেহ নেই কোন। বিরাট একটা ঢোক গিলল নারকেল-মাথা। জেরাল্ডের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকাল। তার অনুগত ডানহাতের ওপর স্থির হলো ব্রগের দৃষ্টি। সম্মান বাঁচাতে হড়বড় করে বলে উঠল, 'পেশ, তুমি তো জানো কোনদিন কোন লড়াইতে পিছাইনি আমি।' সায় পাবার জন্যে অপেক্ষা করল সে। কোন জবাব দিল না পেশ। লজ্জায় মুখটা কালো হয়ে গেল ব্রগের বলে উঠল, 'একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি আমরা। কেউ আমাকে কোন দিন কাপুরু...'

'মনস্থির করে নাও,' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল জেরাল্ড। 'হয় অস্ত্র বের করো, নয় পিছিয়ে যাও।'

শিউরে উঠল নারকেল-মাথা। জেরাল্ড বুঝে গেল, জিতে গেছে ও। লোকটা লড়বে না। কি ঘটছে, কতটুকু সম্মান অবশিষ্ট আছে, মদ খাওয়ায় সে সম্বন্ধে সে অসচেতন, আবার এত মদ গেলেনি যে মৃত্যুভীতি থাকবে না।

টলতে টলতে ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল ব্রগ।

সিক্সগান তাক করল জেরাল্ড। নেতার পরাজয় ঘটেছে, কাজেই নেতা পরিবর্তন হতে পারে, নতুন কোন বিপদ যাতে দেখা না দেয় সেজন্যে জেরাল্ড সতর্ক।

'বেরোও শহর থেকে, ধমক দিল জেরাল্ড। অস্ত্রের নলটা ঘুরে এলো টেক্সানদের ওপর থেকে। 'উল্টোপাল্টা কিছু করতে যেয়ো না, খুপড়ি উড়িয়ে দেব।'

স্যাডলে উঠে বসল নারকেল-মাথা। জেরাল্ডের দিকে একবারও না তাকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। একটু ইতস্তত ভাব দেখা গেল টেক্সানদের মধ্যে। তারপর দ্বিতীয় একজন নারকেল-মাথাকে অনুসরণ করল। আর দ্বিধা থাকল না কাউবয়দের মনে, ব্রগের পেছন পেছন ঘোড়া ছুটিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। কেউই ভাবছে না যে ব্যক্তিগত ভাবে সে পরাজিত হয়েছে। তাই বলে আগের মতো ইপ্ ইপ ইয়াহুহু করছে না ওরা ঘোড়া ছোটানোর সময়।

'জেরি!'

রবার্টার ফুঁপিয়ে ওঠার আওয়াজে সংবিৎ ফিরে আসায় তাকাল

জেরাল্ড। চোখ বড় বড় করে ওকে দেখছে রবার্টা কেমন যেন দিশে হারিয়ে। তারপর কি মনে হতে ঘুরে রওয়ানা হলো ব্যাঙ্কের দিকে।

একশো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে টেক্সানদের সঙ্গে জেরাল্ডের বিরোধ, রবার্টার অপ্রস্তুত হওয়া, গোটা ব্যাপারটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখল সামান্থা। চোখ চক চক করছে ওর। একবারের জন্যেও জেরাল্ডের ওপর থেকে নজর সরল না। বিড়বিড় করে বলল, 'শয়তান এক ইয়াঙ্কি হিসেবে কাপুরুষ বলা যাচ্ছে না লোকটাকে!'

রাস্তার দু'ধারের বাড়ি-ঘরের কাঁচ-ভাঙা জানালা দিয়ে উঁকি মারতে লাগল লোকজন। একটা দুটো করে খুলে গেল দরজা। এক ব্যবসায়ী অতি সাবধানে বেরিয়ে এসে বোর্ডওয়াকে দাঁড়াল।

লংহর্ন সেলুনের দিকে পা বাড়িয়ে জর্জ নেসেকাকে দেখল জেরি, ফলস্‌ফ্রন্টের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে আয়েসী ভঙ্গিতে জেরির দিকে তাকিয়ে আছে নেসেকা। ওকে পাশ কাটাতে দেখে বলল, 'মনে হয় বেশিদিন বাঁচার কোন ইচ্ছে তোমার নেই।'

কড়া চোখে তাকে একবার দেখে নিয়ে ব্যাটউইঙের কাছে চলে এলো জেরাল্ড। দেখা হয়ে গেল মার্ক টিমোথির সঙ্গে। সেলুন থেকে বেরিয়ে আসছে সে। জেরিকে দেখে বলল, 'মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছ তুমি!'

মার্কের চোখের দিকে তাকাল জেরি। 'তোমার কী ধারণা, শখে কাজটা করেছি আমি?'

'ওরা মাতাল ছিল। যেকোন সময়ে যেকোন কিছু হয়ে যেতে পারত। মারা যেতে পারতে। রবার্টার হয়তো কোন ক্ষতি হয়ে যেত।'

মোটাসোটা বেঁটে ইয়া পুরু গোঁফওয়ালা এক লোক দৌড়ে এলো ওদের কাছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'মিস্টার কীল, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

'অন্য সময়।' ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল জেরাল্ড।

ওর কনুই ধরে ফেলল লোকটা। নাছোড়বান্দা। 'এক মিনিট। আমি চার্লস্ ফেস্‌লার, পওনি সিটি ল্যান্সের প্রকাশক।'

'তো আমি কি করব?'

'না, মানে বলছিলাম তোমার অনুভূতি যদি বলতে। কালকের

কাগজে এটা লীড নিউজ করতে চাই আমি। আমিই সব করে ফেলতাম, কিন্তু অফিসে ব্যস্ত থাকায় পুরোটা দেখিনি।'

'যতটা দেখেছ ততটাই লিখো।'

হাত ছাড়ল না প্রকাশক।

মার্ককে দেখাল জেরি। 'ওকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো। ও সব দেখেছে।' কনুই ছাড়িয়ে নিয়ে হোটেলের দিকে চলল জেরাল্ড। পেছন থেকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ফেস্‌লার আর মার্ক।

মার্ক জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি, ঠিক বুঝলাম না।'

'প্রতিক্রিয়া,' বলল ফেসলার। 'এতজনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ফল। মনের মধ্যে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। টেক্সানদের একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে ও।'

'ওর? অসম্ভব!' ফেসলারের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিল মার্ক। 'কী বললে? মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে? টেক্সানদের?' কড়া চোখে ফেসলারকে দেখল মার্ক। 'এসব কথা তোমার কাগজে যেন না দেখি। ওরা ব্যবসার সুযোগ দিচ্ছে আমাদের। হ্যাঁ, একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল ছেলেগুলো, কিন্তু আমি জানি, মদের নেশা কেটে গেলেই ওরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইবে।'

'আমার ভাঙা জানালার দাম দেবে ওরা?' জানতে চাইল ফেসলার।

'ওরা না দিলে আমি দেব,' ধমকের সুরে বলল মার্ক।

'আর ধরো কেউ যদি আহত হতো? ডাক্তারের খরচটাও ওরা দিত? কিংবা জীবন গেলে কারও? সেই দাম?'

খবরের কাগজ মালিককে ঠাণ্ডা চোখে দেখল মার্ক। 'মিস্টার ফেসলার, যে বাড়িতে তুমি ব্যবসা শুরু করেছ সেটা কে বেচেছে তোমার কাছে?'

'তুমি।'

'ঠিক। তুমি পওনি সিটিতে এসেছ এক সপ্তাহ হবে বোধহয় নিশ্চয়ই এতদিনে জেনে গেছ যে সবাই আমার কাছ থেকেই তাদের জায়গা কিনেছে? এই শহরটা আমিই গড়েছি, মিস্টার ফেসলার।'

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল ফেসলার। 'তুমি—আর…মিস্টার কীল।'

আঠারো

হোটেলে জেরাল্ড কীনের ঘরটা প্রায় আর সবার ঘরের মতোই, নয় ফুট বাই বারো ফুট। আসবাবপত্র বলতে একটা কট, একটা পিঠ-সোজা চেয়ার আর একটা ওয়াশস্ট্যান্ড। ওয়াশস্ট্যান্ডের ওপর একটা গামলা আর মগ। ব্যস, আর কিছু নেই। কাপড় ঝোলানোর জন্যে দেয়ালের গায়ে পেরেক ঠোকা আছে। এগুলোকেও আসবাবপত্র বলা যেতে পারে।

জেরির ঘরটা হোটেলের সেরা ঘরের একটা। বাড়ির সামনের দিকে, তাই রাস্তাটা দেখা যায়। তবে প্রায়ই টেক্সাসের ছেলেরা শহরে তাণ্ডব করলে এটা অসুবিধেজনকও হতে পারে। জেরির কপাল ভাল, ওর ঘরের জানালার কাঁচ মসম্যানের কাউবয়দের গুলিতে ভেঙে যায়নি।

মাথার তলায় দু'হাতের আঙুল গুঁজে বিছানায় শুয়ে আছে জেরি, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছাদের কড়ি বরগার দিকে। আগুয়ান পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল না ও।

দরজায় আঙুলের গিঁঠের আওয়াজ উঠল।

বাস্তবে ফিরে এলো জেরি। 'দরজা খোলা।'

ঘরে ঢুকল মার্ক। 'তোমাকে খুঁজছিলাম।'

'বসো।'

পিঠ-সোজা চেয়ারটা ঘুরিয়ে উল্টো করে বসল মার্ক, থুতনি রাখল চেয়ারের পিঠে।

'কয়েক দিন হলো তোমার আমার মধ্যে কথা হচ্ছে না,' গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করল মার্ক।

'কথা হওয়ার মতো তেমন কিছু ঘটেনি।'

'কী যেন হয়েছে তোমার, জেরি!' কপালের দিকে আঙুল তাক করল মার্ক। চোখ টিপল। 'কি?'

'কিছু না।'

চেহারা থেকে আস্তে আস্তে ঠাট্টার ছাপ দূর হয়ে গেল মার্কের, গম্ভীর হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। 'তুমি কিছু একটা লুকাচ্ছ, জেরি!'

'তা নয়, মার্ক।'

'বন্ধুর জন্যে তুমি একটু উঠে বসেও কথা বলবে না?'

বিছানার এক পাশে বসল জেরি মেঝেতে পা ঠেকিয়ে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে মার্কের দিকে তাকাল। 'কিছু কি বলতে এসেছ?'

'আমি এখনও বলব খুব বেশি ঝুঁকি নিয়েছ তুমি। ওই ব্রগ লোকটা শুনেছি দু'জন লোককে মেরেছে। ওকে যদি তুমি চমকে দিতে না পারতে তাহলে খুন হয়ে যেতে ওর হাতে।'

'ও অস্ত্রের দিকে হাত বাড়ায়নি, বাড়ালে খুন হয়ে যেত।'

ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা লাথি মেরে মেঝেতে ফেলে দিল মার্ক। চেহারায় বিরক্তি। অধৈর্য কণ্ঠে বলল, 'আমি আর তোমাকে বুঝতে পারছি না, জেরি! অন্য কেউ মনে হচ্ছে তোমাকে। কারণটা কী; রবার্টা?'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে?' হাসল জেরাল্ড। 'না, তা নয়। এর সঙ্গে রবার্টার কোন সম্পর্ক নেই।'

'নেই? কে বলল নেই?' দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল রবার্টা। 'আমাকে বলো, আমি দেখছি সম্পর্ক আছে কি নেই।' দরজা বন্ধ করে পাল্লায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও। জেরাল্ডের দিকে মায়াবী চোখে তাকাল। 'ধন্যবাদ, জেরি। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ওরা যেভাবে ধেয়ে এলো...'

'আমি জেরাল্ডের সঙ্গে একা কথা বলতে চাই,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল মার্ক।

'একা কথা বলার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছ তুমি,' মিষ্টি সুরে বলল রবার্টা। 'এবং চেয়ারটা ভেঙেছ।'

'বলার মতো কিছু মার্কের আছে?' রবার্টার দিকে তাকিয়ে হাসল জেরাল্ড। 'আমার তো মনে হয় নেই। কয়েকজন কাউবয় মাতাল হয়ে গোলাগুলি করেছে, ব্যস। আমাদের শুধু দেখতে হবে ভবিষ্যতে যেন এমনটা না ঘটে।'

'ব্যাপারটা অত সহজে মিটে যাবার নয়,' বলল মার্ক। 'মনে হচ্ছে শহরে খবরের কাগজ চালু হতে যাচ্ছে। নাক গলানোর স্বভাব আছে ফেসলার লোকটার। যেভাবে কথা বলল, আমার মনে হয় ভাল ব্যবসা করবে বলে সে আশা করছে।' বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মার্ক। 'দু'একটা কথা বলেছি আমি ওর সঙ্গে। কথাগুলো যখন বিচার করে দেখবে, বুঝে যাবে রুটির কোন্ দিকে মাখন দেয়া আছে।'

'কি বলেছ তুমি ওকে?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

'আমি শুধু ওকে মনে করিয়ে দিয়েছি কে এই শহরের মালিক।'

'মার্ক,' হঠাৎ গলায় জরুরী সুর বাজল রবার্টার, 'জেরির সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই আমি। মনে হচ্ছে যেন সময় করেই উঠতে পারছি না। তুমি কিছু মনে করবে?'

'না। কিন্তু…' দ্বিধায় ভুগল মার্ক তারপর হাতের ঝাপটায় বিরক্তি প্রকাশ করল। 'আমারও দুয়েকটা কথা বলার ছিল যেগুলো না বললেই নয়।'

'পরে, মার্ক!'

বোনের দিকে তাকাল মার্ক, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। খোলাই রইল দরজা। রবার্টা বন্ধ করে দিল পাল্লা দুটো।

'একটা কথা বলো আমাকে,' জেরাল্ডের দিকে ফিরল রবার্টা।

'বলো কি জানতে চাও?'

'আমাকে ভালবাসো তুমি?'

আলতো করে হাত ধরে রবার্টাকে পাশে নিয়ে এলো জেরাল্ড, তারপর জড়িয়ে ধরল ছাড়ল অনেকক্ষণ পর। 'জবাবটা পেয়ে গেছ নিশ্চয়ই?'

'জবাব। একটা প্রশ্নের। হ্যাঁ।' জেরি আবার ওকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছিল, বাউলি কেটে সুকৌশলে সরে গেল রবার্টা। হাসতে হাসতে বলল, 'এখন আমি জানি হোটেলে ব্যাচেলরের ঘরে একা কথা বলতে আসা কোন ভদ্রমহিলার উচিত নয়।'

হাতের ইশারায় জেরাল্ডকে আর কাছে আসতে নিষেধ করল রবার্টা। মুচকি হেসে বলল, 'মার্কের কথা মতো আমাদের বোধহয়

ক্যানসাস সিটি থেকে একবার ঘুরে আসা উচিত। একসঙ্গে কাটাবার মতো সময়ই আমরা বের করতে পারছি না। চলো না আজকে অ্যামোস চ্যাডম্যানের একটা বাকবোর্ড ভাড়া করে সাপারের পর কোথাও থেকে ঘুরে আসি।'

'তাহলে এক্ষুণি আমি বাকবোর্ড বুক করে রাখব।'

'ক্লান্তি লাগছে খুব।' জেরাল্ডের বিছানার কিনারায় বসল রবার্টা

'খুব বেশি কাজ করছ তুমি।'

'জানি। তবে কাজের জন্যে আমি ক্লান্ত নই। আমার দুশ্চিন্তা হয়, জেরি গত কয়েকদিন হলো মার্ক আর তোমার সম্পর্ক কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।'

রবার্টার পাশেই বসে আছে জেরাল্ড, কিন্তু মেয়েটাকে ছুঁলো না। সামনে ঝুঁকে দু'হাতের আঙুল দেখল। বলল শান্ত গম্ভীর গলায়, 'মার্ক যখন টেক্সাসে আমাকে ওর পরিকল্পনা জানায় তখন ও বলেছিল খুব দ্রুত কোটিপতি হতে চায় ও।'

'আর তুমি, জেরি? তুমি কোটিপতি হতে চাও না?'

'চাই না বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু মার্কের মতো অত তাড়া নেই আমার।' পাশ থেকে মেয়েটার চোখে তাকাল ও 'আর তুমি, রবার্টা? তোমার কি ইচ্ছে?'

'অনেক টাকা চাই আমার। তবে তারচেয়েও আর বেশি কিছু দরকার আমার।'

'টাকা যা কিনতে পারে তাই তুমি চাও···ক্ষমতা?'

অবুঝকে বোঝাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবার্টা। 'তুমি ক্ষমতা শব্দটা এমন ভাবে উচ্চারণ করেছ যে শুনে মনে হচ্ছে ক্ষমতা একটা নোংরা ব্যাপার। আমি হাজার জন লোকের ভিড়ে আলাদা হতে চাই।' অজান্তেই রবার্টার গলা চড়ে গেল 'আমরা গরীব ছিলাম, জেরি। খুবই গরীব ছিলাম। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ময়দার বস্তা দিয়ে তৈরি প্যান্টি পরতে হয়েছে আমাকে।'

'বাজি ধরতে পারি ময়দার বস্তা তোমার গায়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল।'

'আমি ঠাট্টা করছি না, জেরাল্ড। নাথান ফসকে তো দেখেছ তুমি। তোমার কি মনে হয়, ওর বউ কেমন?'

'মোটা?'

'মোটা এবং কুৎসিত। কিন্তু সে অনেকগুলো হিরে পরে বেড়ায়। অফিসে যখন আসে, ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন কোথাকার কোন্ মহারানী। আমি জানতাম, মাঝে মাঝে আমার বেতন দিতেও কষ্ট হত ফসের, অথচ মহিলার কী দাপট! বোঝা যায় টাকা আছে। টাকা ওকে কি যেন একটা দিয়েছে, যেটা মুখে বলে ঠিক প্রকাশ করা যাবে না।'

'তবুও মহিলা মোটা এবং কুৎসিত। হিরে তার রূপ ফিরিয়ে দেয়নি।'

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রবার্টা। 'জেরি, আমি মোটা বা কুৎসিত নই। আমি জানি পুরুষদের চোখে আমাকে কেমন দেখায়। আমার জানা আছে হিরেতে আমাকে দারুণ মানাবে। আমার স্বপ্ন—একদিন আমি সেন্ট লুইস, শিকাগো বা নিউ ইয়র্কের অপেরাতে যাব। এত হিরে থাকবে আমার সারা গায়ে যে মহিলারা ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরবে। তবে এই স্বপ্ন আমার বুড়ো বয়সে সত্যি হবে সে অপেক্ষায় আমি বসে থাকব না।'

'বসে থাকতে হবে না,' ধীরে ধীরে বলল জেরাল্ড। 'পওনি সিটিতে যে হারে টাকা কামাচ্ছি আমরা তাতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না তোমাকে।'

'আমি তা জানি, জেরি। সেজন্যেই এত পরিশ্রম করছি রাতদিন। সেজন্যেই মার্ককে পরিচালনা…উৎসাহিত করছি। মানুষ সারা জীবনে পায় না তেমন একটা সুযোগ পেয়েছি আমরা। যদি সব ঠিক মতো চলে তাহলে খুব দ্রুত বড়লোক আর ক্ষমতাশালী হওয়া অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়। একমাত্র আমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তবেই সব পণ্ড হতে পারে। তোমাকে আর মার্ককে বন্ধু থাকতে হবে, জেরি।' ঝুঁকে জেরাল্ডের মাথা তুলে ধরল রবার্টা। ঠোঁটে চুমু দিয়ে বলল, 'বুঝেছ আমার কথা, ডারলিং? প্লিজ! আমাকে ছুঁয়ে কথা দাও তোমরা দু'জন দু'জনকে মানিয়ে চলবে।'

'বেশ, চলব, একটু দ্বিধা করে বলল জেরাল্ড।

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।' জেরাল্ডের ঠোঁটে আরেকবার চুমু দিয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়তা খুঁজল রবার্টা, তারপর ঘর থেকে

বেরিয়ে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে, তখনও বিছানায় শুয়ে আছে জেরাল্ড, দরজায় মৃদু টোকার শব্দ হলো।

'ভেতরে এসো,' দুর্বল স্বরে ডাকল জেরাল্ড।

পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকল সামান্থা কালভিন। ভাব দেখে মনে হলো ঘরে ঢোকা উচিত কিনা এই নিয়ে চিন্তায় পড়েছে। মেয়েটার পরনে লিভাই আর ছেলেদের শার্ট।

'আরেহ্, স্যাম, তুমি!' উঠে বসল জেরাল্ড।

'পুরুষদের ঘরে মেয়েদের আসা কি বারণ?' ভ্রূ কুঁচকে দ্বিধান্বিত কণ্ঠে জানতে চাইল সামান্থা।

'হ্যাঁ, বারণ,' হাসল জেরাল্ড। 'তবে তুমি আসতে পারো আমার ঘরে।'

'আমি আসতাম না,' বলল সামান্থা, 'এসেছি মেয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে।'

'মেয়ের, স্যাম? রবার্টার?'

মাথা দোলাল সামান্থা। 'ঘরের দরজা বেশি পাতলা। ইচ্ছে না থাকলেও তোমাদের···তোমার, মার্ক টিমোথি আর রবার্টার কথাবার্তা শুনে ফেলেছি আমি।'

'আমি দুঃখিত। নিশ্চয়ই বেশি জোরে কথা বলে ফেলেছি আমরা। সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে আসলে···ব্যবসায়িক সমস্যা।' হঠাৎ তীক্ষ্ণ চোখে সামান্থার দিকে তাকাল জেরাল্ড। 'তোমার পোশাকের কি হলো?'

'ওটা একটু পরেই যার তাকে ফিরিয়ে দেব। কাল সকালেই বাড়ির পথে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি আমরা।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'আজকে গরু বিক্রি করতে পেরেছে বাবা। আর এখানে থাকতে চাইছে না।'

'আশা করি ভাল দাম পেয়েছে?'

'ঊনত্রিশ হাজার ডলার, মিস্টার জেরাল্ড!' হাসল সামান্থা। 'বড়লোক হয়ে গেছি আমরা! সারা টেক্সাসেও এত টাকা নেই। অনেক

কিছু কিনেছি। আরও অনেক কিছু কিনব বাবা বলেছে এখন ট্যাক্স দেয়ার টাকা আছে আমাদের। শয়তান ইয়াঙ্কি কার্পেট ব্যাগারদের এবার পেছন থেকে খসানো যাবে। আমাদের লোকদের পারিশ্রমিক দিতে পারব এমনকি ম্যামিকেও ফেরত আনা যাবে!'

'তাহলে তো তোমার আর কোন দুঃখই থাকল না,' বলল জেরাল্ড 'কালকেই তাহলে চলে যাচ্ছ? আমরা তোমাকে মিস করব।'

'আমাকে মিস করবে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সামান্থা তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল, 'তুমি *আমাকে* মিস করবে?'

'করবই তো।'

চোখের দিকে তাকিয়েও দৃষ্টি নামিয়ে নিল সামান্থা। বলল, 'পরেরবার যখন আসব দেখব তোমার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'বোধহয়,' সায় দিল জেরাল্ড। তারপর বলল, 'পরেরবারও আসবে তুমি?'

'আসব যত বেচা হয়েছে তার দশগুণ বেচার মতো গরু আছে আমাদের। বাবা বলে আরও বেশি।' হাত বাড়িয়ে দিল সামান্থা। 'বিদায়, মিস্টার কীল!'

'আমি বলেছি আমাকে শুধু জেরি বলে ডাকলেই হবে।' সামান্থার হাতটা শক্ত করে ধরল জেরাল্ড। 'বিদায়, স্যাম, রেব!'

'শয়তান ইয়াঙ্কি!' হাসি মুখে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে চলে গেল সামান্থা।

উনিশ

পরদিন সকালে নারকেল-মাথা ফোরম্যানকে সঙ্গে নিয়ে শহরে এলো পিট মসম্যান। কয়েক জায়গায় খুঁজে শেষ পর্যন্ত হোটেলে মার্ক টিমোথির দেখা পেল সে।

'মিস্টার টিমোথি,' বলল মসম্যান, 'শুনলাম আমার ছেলেরা কালকে মদ খেয়ে দুয়েকটা জানালার কাঁচ ভেঙেছে।' পাশে দাঁড়ানো কাউবয়ের দিকে তাকাল সে। 'বলো কি বলার আছে তোমার, ব্রগ।'

'আমরা মাতাল ছিলাম,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানাল কাউবয়।

'তুমি যেভাবে ব্যাপারটা বললে আদতে ঘটনা সেরকম ঘটেনি,' মসম্যানকে বলল মার্ক। 'পওনি সিটি দেয়ার পর একদিনে এত অভিযোগ আমার কাছে কখনও আগে আসেনি।'

'আমি বলেছি আমরা দুঃখিত, ঘাড় তেড়ামির সুরে জানাল ব্রগ। 'দুঃখিত বলছি তার কারণ হলো পিট একথা আমাকে বলতে বলেছে।'

'যা নষ্ট করেছ তার সবকিছুর দাম দিতে হবে তোমাকে,' ধমকের সুরে বলল মসম্যান। তাকাল মার্কের দিকে। 'কত হলে ক্ষতিপূরণ হবে বলে মনে হয়, বিশ ডলারে হবে?'

'শুধু পিলসবারির সেলুনেই ওরা বাষট্টি ডলারের হুইস্কি সাবড়েছে,' জানাল মার্ক। 'এছাড়া পিলসবারির কাঁচ ভেঙেছে তিরানব্বই ডলারের।'

'ব্যাপারটাকে তাহলে আর হালকা ভাবে নেয়া যাচ্ছে না,' গম্ভীর সুরে জানাল র‍্যাঞ্চার।

'এছাড়াও ওরা শহরের তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা জানালার কাঁচ ভেঙেছে।'

ব্রগের দিকে কড়া চোখে তাকাল মসম্যান। 'তুমি আমাকে বলেছিলে বেশি হলে দুটো তিনটে হবে।'

'ওই কটাই ভাঙতে দেখেছি আমি,' দৃঢ় স্বরে জানাল ব্রগ। 'আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, আমি বলব বাড়িয়ে বলছে এই লোক। এক কাট্টা হয়েছে ইয়াঙ্কির বাচ্চারা, ওরা আমাদের ঠকিয়ে...'

'বাজে কথা রাখো, ব্রগ,' লোকটাকে থামিয়ে দিল মার্ক। 'ক্ষতিগ্রস্তদের সবার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। যে যার ক্ষতিপূরণ পেয়ে গেছে। ওরা কেউ তোমাদের দোষী ভাবছে না।'

'ভাবলেও আমার কিছু যেত আসত না।'

'ব্রগ, বলল মসম্যান, 'ভাল কিছু বলার না থাকলে চুপচাপ শোনো। মিস্টার টিমোথি যুক্তিপূর্ণ লোক, সে চায় গরু নিয়ে আমরা পওনি সিটিতে আসি। আমাদের মাধ্যমে টাকা রোজগার করছে সে।'

তীক্ষ্ণ চোখে টেক্সান র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল মার্ক। 'কথাটা ঠিক,

মিস্টার মসম্যান। তবে আমি যদি এই শহরটা গড়ে না তুলতাম তাহলে গরুর চামড়া ছাড়িয়ে জুতোর দোকানে যোগান দিতে তোমরা।...কত টাকায় গরুর পাল বেচেছ তুমি, মসম্যান?'

'যা ওগুলোর আসল দাম তার চেয়ে কমে। তবে অভিযোগ করছি না আমি।'

'বোধহয় আবার গরু নিয়ে আসবে তুমি?'

'এখনও ভেবে দেখিনি। হয়তো আসব, হয়তো আসব না। কথা সেখানে নয়, আমি একজন সৎ লোক। ছেলেরা কিছু সম্পত্তি নষ্ট করেছে, আমি চাই তার ক্ষতিপূরণ ওরা দিক।'

'বেশ,' বলল মার্ক, 'নিজের পকেট থেকে অর্ধেকটা আমি দিয়ে দেব।' ব্রগের দিকে তাকাল মার্ক। 'একশো ডলার হলেই চলবে।'

'জাহান্নামে যেতে পারো তুমি...' কথা শুরু করেও মসম্যানের কারণে থেমে যেতে হলো ব্রগকে।

মসম্যান বলে উঠল, 'আমার ধারণা ন্যায্য দামই বলেছে মিস্টার কীল।' কড়া চোখে ব্রগকে দেখল। 'তোমরা আমোদ ফুর্তি করেছ, এবার তার দামটা দিতে হবে। মাথা পিছু দশ ডলার খুব বেশি কিছু নয়।'

মার্কের সঙ্গে যখন মসম্যানের কথা হচ্ছে, রিয়েল এস্টেট অফিসে বসে তখন ম্যাপে চোখ বুলাচ্ছে জেরাল্ড কীল। বাফিংটনের এক বেঁটে মতো ক্লার্ক ঢুকল অফিস ঘরে। জেরাল্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'মিস্টার বাফিংটন বলেছেন তুমি যদি তার অফিসে একবার যাও তাহলে তিনি খুব খুশি হবেন।'

'এখনই?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

'পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে। আরও কয়েকজনকে ডাকতে যেতে হবে আমাকে।'

কয়েক মিনিট পরে বাফিংটনের স্টোরে প্রবেশ করল জেরাল্ড। ও নিজে স্টোরের জমিটা বেচেছে বাফিংটনের কাছে। এখন আর চেনা যায় না এটাই সেই জায়গা। খুব সুন্দর করে দোকান সাজিয়ে বসেছে লোকটা। প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া যায় এখানে। জেরাল্ড লক্ষ করল, প্রচুর ফার্ম টুলস রেখেছে লোকটা।

দোকানের ভেতরদিকে বাফিংটনের দেখা পেল জেরাল্ড, দাঁড়িয়ে

আছে সেন্ট লুইস স্টোরের মালিক হারলো টারবক্সের সঙ্গে।

'কালকে একটা কাজের কাজই করেছ, মিস্টার কীল,' বলল টারবক্স।

কথাটা উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল জেরাল্ড। 'যা করতে হতো তাই শুধু করেছি।'

'আমিও সবাইকে একথাই বলেছি,' বলল বাফিংটন। 'গতরাতে আমরা কয়েকজন মীটিং করেছি।'

পওনি সিটি ল্যান্সের মালিক ফেসলার ঢুকল ঘরে। হাতে একটা খবরের কাগজ। ওটা সামনে বাড়িয়ে ধরল। 'এই যে, এটা আমার কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা। এক ঘণ্টা পর প্রেসে দেব।'

কাগজটা বাফিংটনকে দিতে গিয়েও মত বদলে জেরাল্ডের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'পড়ে দেখো, কি মনে হয়।'

চোখ বোলাল জেরাল্ড। কাগজের ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা:

"মাতাল কাউবয়রা শহরে গোলাগুলি করেছে"

দ্রুত একবার প্রেস মালিককে দেখে নিয়ে পড়তে লাগল জেরাল্ড।

এক দল মাতাল কাউবয় গতকাল রাস্তা দখল করে নেয়। মানুষের জীবন মৃত্যুর ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। শহর হয়ে পড়ে অচল। বড় রাস্তা ধরে তারা বারবার ঘোড়া ছোটায় এবং যত্রতত্র গোলাগুলি করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল, এমন সময় এক মহান কীর্তি দেখতে পাই আমরা। শহরের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, মিস্টার জেরাল্ড কীল অসম সাহসিকতার সঙ্গে...

কাগজটা নাকের সামনে থেকে নামাল জেরাল্ড। 'কথাগুলো একটু কড়া হয়ে গেল না?'

'মোটেও না,' জোরের সঙ্গে বলল ফেসলার। 'আর সব ফ্রন্টিয়ার টাউনের মতোই পওনি সিটিতেও শুরুর দিকে গোলমাল হচ্ছে। শহরের বৃদ্ধির খাতিরে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে বিশৃঙ্খলা যাতে আর না

বাড়ে।'

'গোলমাল থামাবে কিভাবে?' জানতে চাইল বাফিংটন। 'কালকে দু'দুটো জানালার কাঁচ ভেঙেছে আমার। বুলেটে ক্ষতি হয়েছে দোকানের। এক বোল্ট কাপড়ে ঢুকেছে একটা বুলেট। পুরো বোল্টটাই নষ্ট হয়ে গেছে। আরেকটু হলে কাস্টোমার আহত হতো।'

হার্ডওয়্যার স্টোরের মালিক মিস্টার বাফিংটন বলল, 'গতকাল রাতে এই নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হয়েছে। মীটিঙে জন টম্পসন আর অলিভার ওয়্যাকম্যানও ছিল। মীটিঙে সবাই আমরা একমত হয়েছি যে পওনি সিটিতে আইনের শাসন কায়েম করতে হবে।'

একটু দ্বিধা করে মাথা দোলাল জেরাল্ড। 'তারমানে শহরে এখন টাউন গভর্নমেন্ট লাগবে।'

'ঠিক!' সায় দিল ফেসলার। 'সেজন্যেই তোমাকে আর তোমার পার্টনারকে এখানে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে।'

'মার্ককে খবর পাঠিয়েছ?'

'হ্যাঁ,' বলল বাফিংটন। 'আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, এসে পড়েছে সে।'

দরজার দিকে তাকাল সবাই। ঘরে ঢুকল বাফিংটনের ক্লার্ক। দরজাটা খুলে রাখল লোকটা। দু'সেকেন্ড পর ঘরে ঢুকল মার্ক টিমোথি। উপস্থিত লোকগুলোকে দেখে ভ্রূর কুঞ্চন একটুও কমল না ওর।

'কি এটা?' জানতে চাইল কর্তৃত্বপূর্ণ গলায়। 'টাউন মীটিং?'

'তা বলতে পারো,' জানাল ফেসলার।

'হুম' ভ্রূর কুঞ্চন আরও গভীর হলো মার্কের। তাকাল জেরাল্ডের দিকে। 'একটু আগে পিট মসম্যানের সঙ্গে কথা হলো। ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিয়েছে সে।' পকেট থেকে এক তোড়া নোট বের করল সে। 'দুইশো ডলার। এর অর্ধেক পাবে পিল্‌স্‌বারি, ওর হুইস্কি আর কাঁচ বাবদ।'

'আমার যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাতে একশো ডলারে চলবে না,' বলল হারলো টারবক্স।

'একশো ডলার পাবে না তুমি,' তাকে শান্ত গলায় জানিয়ে দিল মার্ক 'মসম্যান যে কিছু দিচ্ছে সেটাকে আমি ওর মহত্ত্ব বলব। কালকে

যা ঘটেছে তেমন প্রায়ই ঘটতে পারে এই প্রস্তুতি তোমরা নিয়ে রেখো।'

'কেন এমন ঘটবে, মিস্টার টিমোথি?' জানতে চাইল ফেসলার।

কড়া চোখে নিউজ পেপার ম্যানকে দেখল মার্ক। ধমকে উঠল, 'আবার তুমি! আমার ধারণা তোমার সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে আমার

'কথা হয়েছে, আলোচনা হয়নি,' চড়া গলায় পাল্টা বলল ফেসলার। 'তোমার মতামত তুমি আমাকে জানিয়েছ, কিন্তু আমারটা শোনোনি।' খবরের কাগজের প্রথম পাতাটা হঠাৎ মার্কের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'পড়ে দেখো এটা আমার পেপারের লীড স্টোরি

কাগজে চোখ বুলিয়েই গম্ভীর হয়ে উঠল মার্কের চেহারা। দুই তিন প্যারাগ্রাফ পড়ে চোখ তুলল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'এটা নিশ্চয়ই তুমি ছাপবে না?'

'এক ঘণ্টা পর প্রেসে যাবে এটা।'

কাগজটা মুচড়ে ফেসলারের হাতে ধরিয়ে দিল মার্ক। 'ঠিক আছে, কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা এখানে আমাকে ডেকেছ। বলে ফেলো কি সেই উদ্দেশ্য।'

টারবক্স তাকাল বাফিংটনের দিকে কিন্তু বাফিংটনের চোখ স্থির হয়ে আছে ফেসলারের ওপর। গলা খাঁকারি দিল ফেসলার। 'ব্যবসায়ী মহল ঠিক করেছে যে পওনি সিটিতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে

'তোমরা তিনজন ছাড়া আর কে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে?' কড়া গলায় জানতে চাইল মার্ক।

'জন টম্পসন, অলিভার ওয়্যাকম্যান আর অন্যরা।'

'অ্যান্ডি পিল্‌স্‌বারি? ওর সঙ্গে কথা বলেছ?'

'পিল্‌স্‌বারি একটা সেলুন চালায়,' ফেসলারকে বেকায়াদা অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্যে বলল টারবক্স।

'আমিও একটা সেলুনের মালিক,' বলল মার্ক। হঠাৎ জেরাল্ডের দিকে আঙুল তুলল সে। 'তুমি এপর্যন্ত একটা কথাও বলোনি, জেরি।'

'তুমি আসার মাত্র কয়েক মিনিট আগে এসেছি আমি,' বলল

জেরাল্ড। 'তুমি যখন এলে তখন মাত্র শহরে সরকার থাকা দরকার সেই বিষয়ে ওরা আলাপ শুরু করেছে।'

'আর?'

'আর কি?'

'তুমি কি বলেছ ওদের?'

'কিছু বলার সময় পাইনি।'

'ভাল,' ব্যবসায়ীদের দিকে ফিরল মার্ক। 'আমিই তাহলে তোমার হয়ে কথা বলছি।' বড় করে দম নিল সে। তারপর হিসহিস করে বলল, 'নিজেদের কাজ করে যাও, অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না, তাহলেই বিপদে পড়বে না।'

'এটা আমাদের নিজেদের ব্যাপার,' জোর দিয়ে বলল ফেসলার।

ঠাণ্ডা চোখে নিউজ পেপার ম্যানকে দেখল মার্ক। 'এক সপ্তাহ হলো এই শহরে তুমি এসেছ, ফেসলার। তুমি এখানে আছ তার কারণ তোমাকে আমি এখানে থাকতে দিয়েছি। যে জমিতে কাগজের দোকান খুলেছ সেটাও আমিই বেচেছি। তোমার ঋণের কাগজপত্রও ব্যাঙ্কে আমার কাছেই আছে।'

'ছয়মাসের মধ্যে ঋণ শোধ করে দেয়ার কথা। তার আগেই আমি শোধ করে দেব।'

'হয়তো দিতে পারবে। তবে মুখ যদি সামলে না চলো তাহলে এখানে তুমি ছয় মাস টিকতে পারবে না। এই শহর আমি দিয়েছি। যদি শহরে কোন ধরনের কোন সরকার দরকার হয়, আমিই সেই সরকার দেয়ার ব্যবস্থা করব।'

'না, মিস্টার টিমোথি,' আপত্তি জানাল ফেসলার। 'তা তুমি করতে পারো না।'

'কেন পারি না? আমি এই শহরের মালিক।'

'সত্যি কি তাই?' মাথা নাড়ল ফেসলার। 'আমি তো জানি যারা শহরে বাস করছে তারাই এই শহরের মালিক। হ্যাঁ, সবাই তোমার কাছ থেকে জমি কিনেছে। কিন্তু সেই জমির মালিক এখন তারাই।'

ফেসলারের কথায় মাথা দোলাল বাফিংটন আর টারবক্স। 'জমির দাম যা দাবি করেছিলে সেটা আমরা পরিশোধ করেছি, কম দেইনি যে

তোমার কোন অধিকার থাকবে।'

'ভাল ব্যবসা করছ তোমরা।'

'হ্যাঁ, ভাল ব্যবসা করছি। কিন্তু ভাল ব্যবসার কি দাম যখন প্রতি পদে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়? যেকোন সময় জানালা দিয়ে বুলেট ঢুকছে, রাস্তায় বেরতে গেলে মাতাল কাউবয়দের ঘোড়ার নিচে চাপা পড়ার ভয়। এভাবে চলা যায় না।'

'ওরকমটা একবারই ঘটেছে। আর ঘটবে না।'

'তুমি কি তার নিশ্চয়তা দিতে পারো?'

কাঁধ ঝাঁকাল টিমোথি। 'না, তা দিতে পারি না। ছয় থেকে আট সপ্তাহ ট্রেইলে কাটায় কাউবয়রা। খায় শুধু বীন আর কফি। নদী সাঁতরে ধুলোময় প্রান্তর পার হয়ে আসে ওরা। কঠিন পরিশ্রমের কাজ। কাজ শেষে একটু মৌজ তো করতে চাইবেই ওরা। হ্যাঁ, কিছু ক্ষয় ক্ষতি করে ওরা। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এই শহরে ওরা টাকা খরচ করে। সেই টাকায় তোমরা চলো।'

'টাকা যা পায় সেলুনগুলোই পায়,' বলল টারবক্স। 'আমাদের কোন সেলুন নেই।'

'সেক্ষেত্রে,' গম্ভীর চেহারায় বলল মার্ক, 'বলতে হয় এখানে সেলুন ছাড়া অন্য ব্যবসা করতে দেয়াই আমার উচিত হয়নি।'

'তুমি নিশ্চয়ই একথা বোঝাতে চাইছ না?' জানতে চাইল ফেসলার।

'যদি বোঝাতে চাই তাহলে কি তোমার পেপারে একথা ছাপবে তুমি?'

'হয়তো ছাপব।'

'তোমাদের সঙ্গে কথা বলার কোন অর্থ নেই। শুধু শুধু সময়ের অপব্যয় করছি আমি।' জেরাল্ডের দিকে তাকাল মার্ক। দরজার দিকে ইশারা করল। 'যাবে, জেরি?'

'আর কিছুক্ষণ থেকে দেখি।'

'থাকো তাহলে!' দরজার দিকে পা বাড়াল মার্ক। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল ওর পেছনে।

'তোমার অনুভূতিও নিশ্চয়ই ওরই মতো?' জেরাল্ডের কাছে জানতে

চাইল ফেসলার।

'কিছুটা।'

'স্বাভাবিক। তুমি ওর পার্টনার।'

'হ্যাঁ, ওর বিজনেস পার্টনার।'

'তাহলে ধরে নিতে পারি আমাদের স্বার্থ তোমার স্বার্থের পরিপন্থী।'

'এটা বলা যায় না,' ভ্রূ কুঁচকে বলল বাফিংটন।

'কেন বলা যায় না? মিস্টার টিমোথি যেমন তার শহর তার মতামত নিয়ে চেঁচাচ্ছে ঠিক তেমনি তার লাভের অংশ যাচ্ছে জেরাল্ড কীলের পকেটে।'

'তাহলে আমি বরং যাই,' বলল জেরাল্ড, 'তোমরা তোমাদের আলোচনা সেরে নাও

'না,' বলল টারবক্স। তাকাল ফেসলারের দিকে। 'তোমার হাতের ওই কাগজটার দিকে তাকিয়ে দেখো। নিজের চোখে তুমি দেখেছ কিভাবে কালকে উন্মাদ লোকগুলোকে একা ঠেকিয়েছে মিস্টার কীল। তুমি ছিলে না তখন রাস্তায়। আমি ছিলাম না। কেউ ছিল না। কারও সাহসই হয়নি ওদের ঠেকানোর।'

'তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছ,' সায় দিতে বাধ্য হলো ফেসলার। 'ঠিক আছে, মিস্টার কীল, থাকতে পারো তুমি। তবে এখানে যা কথা হবে আশা করি গোপন রাখবে তুমি তা।'

মাথা নাড়ল জেরাল্ড 'একথা আমি দিতে পারি না। আমার বরং চলে যাওয়াই উচিত। পরবর্তীতে আমাকে কিছু বলার থাকলে বলতে পারবে। কিন্তু কোন কিছু গোপন রাখার কথা আমি দিতে পারি না।'

দরজার দিকে পা বাড়াল জেরাল্ড। পেছন থেকে অনিচ্ছা নিয়ে তাকিয়ে থাকল বাফিংটন আর টারবক্স। ফেসলারের ভ্রূ কুঁচকে আছে।

বিশ

ড্রোভার হোটেলে নিজের ঘরে বসে আছে মার্ক টিমোথি। একটা চুরুট না ধরিয়ে চিবুচ্ছে, এমন সময় ঘরে প্রবেশ করল জেরাল্ড।

'কি?'

'আমি থাকিনি আর ওখানে।'

'কি বলতে চাও তুমি ওখানে থাকোনি?' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল মার্ক। 'আমি যখন চলে আসি তখনও তুমি ওখানে ছিলে

'ওরা বলছিল গোপন কথা কাউকে বলা যাবে না। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় তাই চলে এসেছি।'

'গোপন কথা। হাহ্!' কাঠি জ্বেলে চুরুটটা ধরাল মার্ক। 'সাহস বেড়েছে ওদের।'

'ওরা সম্ভবত টাউন গভর্নমেন্ট গড়তে যাচ্ছে।'

'অত সাহস হবে না ওদের।'

'অত নিশ্চিত হয়ো না। ওরা এক হয়েছে কথাও বলেছে এ নিয়ে।'

'শহর থেকে বের করে দেব ওদের আমি। একদল কাপুরুষ ওরা নিজেদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে বুঝলেই পিছিয়ে যাবে।'

'একজন হলে হয়তো যেত। কিন্তু এখন ওরা সংখ্যায় অনেক। পিছানোর মানসিকতা নেই ওদের কারও।'

'কিন্তু ওরা গভর্নমেন্ট দিতে পারে না, জেরি। তুমি আর আমি দু'জন মিলে দিয়েছি এই শহরটা। এখন কে মেয়র হবে আর কে মার্শাল হবে সেসব ওদের নির্ধারণ করতে দেয়া আমাদের বোকামি হবে।'

'টাউন গভর্নমেন্ট কি তা আমি জানি না, মার্ক। তবে দেখেছি

আগেও অন্য জায়গায় এটা হয়েছে কোন একজন বা দু'জন সংখ্যাগরিষ্ঠদের ঠেকাতে পারেনি কোথাও।'

'সংখ্যাগরিষ্ঠ না কচু। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমরা এই শহরের মালিক।'

'তুমি ভুল করছ, মার্ক। শহরটা আমাদের ছিল। হ্যাঁ। ছিল। কিন্তু অনেক জায়গা আমরা বেচে দিয়েছি। ব্যবসায়ীরা এসেছে, সঙ্গে নিয়ে এসেছে কর্মচারী। ব্যাপারটা যদি ভোটাভোটিতে গড়ায় আমাদের কোন আশাই নেই।'

'ভোটের কথা কে ভাবছে?'

'ভোটাভোটি করেই না লোকে পাবলিক অফিসে বসে?'

'আমি কি করে জানব। আমি কি উকিল নাকি।' বিরক্ত একটা ভঙ্গি করল মার্ক। 'তুমি উকিল হতে চেয়েছিলে। উকিল হলে হয়তো ভালই হতো। কোনদিন কোন উকিলের প্রয়োজন আমার পড়েনি। আর আমি চাই না এই শহরে কোন উকিল থাকুক।' দরজার দিকে তাকাল মার্ক। 'দেখা যাক রবার্টা কি বলে এসব শুনে।'

অফিসে বসে ওদের গলার আওয়াজ পেয়েছে রবার্টা। ওদের ঘরের দিকেই আসছিল। নিজের নাম শুনে চলার গতি বাড়িয়ে দিল। সে ঘরে প্রবেশ করতেই মার্ক বলল, 'জেরি আর আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম। কয়েকজন ব্যবসায়ী ঠিক করেছে টাউন গভর্নমেন্ট দেবে।'

'কারণটা কি?' জানতে চাইল রবার্টা।

'কালকে যা ঘটেছে সেটা কারও পছন্দ হয়নি,' বলল জেরি। 'অবশ্য ভাব দেখে মনে হলো টাউন গভর্নমেন্ট নিয়ে ওরা আগেই আলাপ আলোচনা করেছে। আইনের শাসন চায় ওরা প্ওনি সিটিতে।'

'গতকাল আহত হয়নি কেউ,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল মার্ক। 'কেউ আহত হবেও না।'

'গতকালের আগের দিন জর্জ নেসেকা একজনকে খুন করেছে,' মনে করিয়ে দিল জেরি।

'ওটা ডুয়েল ছিল। ন্যায্য লড়াই। কারও নাক গলানোর ব্যাপার ছিল না ওটা।'

'শহরে যেদিন প্রথম গরুর পাল এলো সেদিন মারা গেছে দু'জন,'

বলল জেরি। 'তাদের একজন মারা গেছে উন্মত্ত জনতার হাতে।'

'জেরাল্ড!' রেগে গেল মার্ক। 'কার পক্ষে তুমি?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল জেরাল্ড। 'এই একই প্রশ্ন তুমি আগেও আমাকে করেছ। আমি ন্যায়ের পক্ষে। এই শহরটা আর তোমার একার নেই, মার্ক।'

'আমার শহর?' ধমকে উঠল মার্ক। 'আমাদের শহর!'

'তুমি এতকাল বলে এসেছ তোমার শহর।'

'এই কথাই তোমাকে জ্বালাচ্ছে। ঠিক আছে, ভুল বলেছি আমি। মুখ ফস্কে অনেক কথাই বলতে পারে মানুষ।'

'বহুবার কথাটা বলেছ তুমি।'

'জেরি ঠিকই বলেছে, মার্ক,' মাঝখান থেকে বলল রবার্টা। 'আমিও কথাটা তোমাকে অনেকবার বলতে শুনেছি। সব সময় তুমি। জেরাল্ড আর তুমি নও।'

'সবসময় অত সতর্ক হয়ে কি বলছে তা কারও পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়,' রাগী গলায় বলল মার্ক। 'ঠিক আছে, পওনি সিটির পরিকল্পনাটা আমার মাথা থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপর থেকেই আমরা পার্টনার। কিছুই আমি তোমার কাছে গোপন করিনি। টাকা যত রোজগার হয়েছে সবই তোমার জানা আছে। সব কিছুই অর্ধেক ভাগাভাগি করা হয়েছে। ব্যাঙ্কে যাও না, গিয়ে দেখো, সব কিছুর অর্ধেক তো তোমারই।'

'তা ঠিক নয়, মার্ক। আমি উকিল নই, কিন্তু এটুকু জানি, ব্যাঙ্কের টাকা আমাদের নয়।'

'কেন নয়? ব্যাঙ্কটা আমাদের।'

'টাকা যারা জমা রেখেছে টাকা তাদের। ব্যাঙ্ক শুরু করার জন্যে যে টাকা আমরা রেখেছি সেটাই শুধু আমাদের। দশ হাজার ডলার।' হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে উঠল মার্কের। তীক্ষ্ণ চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল জেরাল্ড। 'টাকাটা আছে তো, তাই না, মার্ক?'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!' একটু তড়িঘড়ি করেই উত্তরটা দিল মার্ক।

'আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা চমৎকার,' রবার্টা বলল। 'শিগ্গিরই আমাদের সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে।'

‘কিসের ঋণ?’

‘গতবছর পঞ্চাশ হাজার ডলার ধার নিয়ে আমরা শহরের কাজে লাগিয়েছিলাম,’ বলল মার্ক। ‘আমি তোমাকে বলেছিলাম ঋণে ডুবে গেছি আমরা।’

‘আমার ধারণা ছিল ওই ঋণ শোধ হয়ে গেছে।’

‘প্রতি সপ্তাহে দু’তিন হাজার ডলার করে শোধ দিচ্ছি আমরা। আর তিরিশ হাজার মতো আছে।’

মার্কের ওপর থেকে রবার্টার ওপর ঘুরে এলো জেরির দৃষ্টি। ‘আসলেই কেমন এখন আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা?’

‘হিসেবের বই তুমি দেখতে পারো যখন ইচ্ছে,’ একটু উষ্মার সঙ্গেই বলল রবার্টা। ‘কোনখানে খটকা লাগলে আমি দেখিয়ে দিতে পারব।’

‘টাকা নিয়ে কথা বলছিলাম না আমরা,’ রুক্ষ স্বরে বলল মার্ক। ‘আসল কথায় আসো। টাউন গভর্নমেন্ট সম্বন্ধে তোমার মনোভাব আমার মোটেও পছন্দ হয়নি।’

‘তোমার মনোভাবও আমার পছন্দ হয়নি,’ একটু কড়া করেই বলল জেরি। ‘তোমার শহর তোমার হোটেল তোমার ব্যাঙ্ক তোমার এটা আর তোমার ওটা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছি আমি।’

‘এসব কি বলছ, জেরি,’ আতঙ্ক ফুটে উঠল রবার্টার কণ্ঠে।

হাতের ঝাপটায় ওকে থামিয়ে দিল মার্ক। ‘তোমার যা বলার ছিল বলেছ। যথেষ্ট শুনেছি আমি। এবার আমারটা শোনো।’

‘থামো, মার্ক, থামো!’ আর্তি জানাল রবার্টা। ‘ঝগড়া কোরো না তোমরা। তোমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে।’

‘ঝগড়া জেরাল্ড পাকিয়ে তুলছে,’ উত্তপ্ত গলায় বলল মার্ক। জেরির দিকে কড়া চোখে তাকাল সে। ‘কয়েকটা মাতালের ওপর ছড়ি ঘোরাতে পেরেছ দেখেই মনে কোরো না আমাকে তুমি ভয় পাইয়ে দিতে পারবে। বেশি বাড় বেড়ে গেছে তোমার।’

‘থামো, মার্ক,’ শান্ত স্বরে নির্দেশের সুরে বলল জেরি।

জেরাল্ডের হাত ধরে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল

রবার্টা। ফোঁপাচ্ছে। 'জেরি এমন কিছু কোরো না যাতে আমাদের সবাইকে পরে পস্তাতে হয়।' হাতের টান বাড়াল রবার্টা। 'আমার দোহাই লাগে, জেরি! চলো, চলে এসো। আমার জন্যে।'

রবার্টার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো জেরাল্ড।

বাইরে এসে বলল, 'ঠিক আছে, রবার্টা, আর কোন ভয় নেই।'

ভাইকে দরজার দিকে আসতে দেখে জেরাল্ডকে জোরে ঠেলে নিয়ে চলল রবার্টা। জোর করে লবি থেকে বের করে দেয়ার সময় বলল, 'তোমার সঙ্গে পরে আমি কথা বলব।' কথা শেষেই ভাইকে ঠেকানোর জন্যে দরজার দিকে দৌড় দিল রবার্টা।

বেরিয়ে যাবার সময় ঘাড়ের ওপর দিয়ে জেরাল্ড দেখল ভাইকে ঠেকানোর জন্যে জোরাজুরি করছে রবার্টা।

রিয়েল এস্টেট অফিস দেখাশোনা করে যে লোক সে আজকে ছুটিতে গেছে। ডেস্কের পেছনে একা বসে আছে জেরাল্ড। উদাস চোখে তাকিয়ে আছে ভাঙা জানালার দিকে। জানালাটা আপাতত মেরামত করা হয়েছে কার্ডবোর্ড দিয়ে। বাইরে একটা বাকবোর্ড থামল। তেমন মনোযোগ দিল না জেরাল্ড। তারপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রবার্টা টিমোথি।

'আমাকে কে যেন বলেছিল বাগিতে করে ঘুরতে নিয়ে যাবে,' বলল ও। 'ঘোড়া আর বাগি আমি নিয়ে এসেছি। আমার এখন দরকার একজন ড্রাইভার।'

'আমি দুঃখিত, রবার্টা,' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল জেরি।

'তুমি আরও বেশি দুঃখিত হবে যদি এখন আমার সঙ্গে বাকবোর্ডে উঠে বেড়াতে না যাও। প্রতি ঘণ্টায় বাগির ভাড়া পঞ্চাশ সেন্ট।'

কাছে গিয়ে রবার্টাকে জড়িয়ে ধরতে চাইল জেরি কিন্তু বাউলি কেটে সরে গেল রবার্টা। 'এখানে নয়,' বলল আদুরে গলায়। 'বাগিতে করে যখন দূরে যাব তখনও নয়। আমি অমন মেয়ে নই।'

রবার্টাকে বাগিতে উঠতে সাহায্য করে রাশে ঝাঁকি দিল জেরাল্ড। দুই মাইল দূরে নদীর দিকে চলেছে।

খুব কাছাকাছি বসেছে রবার্টা আর জেরাল্ড। কিন্তু সেদিন সকালে হোটেলে যা ঘটেছে সেটা কেউ ভোলেনি। কাজেই শহরের গোটা পথ

নীরবে কাটল ওদের। শহর ছাড়িয়ে এসে রবার্টা বলল, 'জানো, নদীটা না আমি আগে কখনও দেখিনি।'

'এখন ওটাকে দেখে নদী বলে মনে হবে না,' বলল জেরাল্ড। 'কিন্তু গত বসন্তে টেক্সানরা আসছে কিনা দেখতে আমি যখন এলাম, নদী ছিল না এটা। বিরাট একটা লেক ছিল। দশ মাইল চওড়া।'

চাবুক দিয়ে ঘোড়ার পেছনে স্পর্শ করল জেরাল্ড। গতি বেড়ে গেল ঘোড়ার। বগির দুলুনির পরিমাণ বাড়ল। জেরাল্ডের গায়ে এসে পড়ল রবার্টা। ওকে শক্ত করে এক হাতে ধরে থাকল জেরাল্ড। একটু পরে ঘোড়ার গতি কমলেও পরস্পরকে ধরেই থাকল ওরা।

'তোমার হাত খুব শক্তিশালী,' কিছুক্ষণ পরে বলল রবার্টা।

'মনটা বুঝি দুর্বল?'

'না।' আবছা আলোয় জেরাল্ডের দিকে তাকাল রবার্টা। 'ঝগড়া করতে এখানে আমরা আসিনি, জেরি। এখানে এসেছি পরস্পরের মন বুঝতে।'

'তা ঠিক।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জেরাল্ড। তারপর বলল, 'ঝগড়া করাটা আমারও উদ্দেশ্য ছিল না, রবার্টা।'

'খুব খারাপ লেগেছে আমার।'

পাশ ফিরে রবার্টাকে জড়িয়ে ধরল জেরাল্ড। ওর ঠোঁট ঘষা খেল রবার্টার ঠোঁটে। দু'জন দু'জনকে ধরে থাকল ওরা। তারপর জেরাল্ড যখন চুমু খেল, মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আওয়াজ করল রবার্টা।

ওদের অজান্তেই ঘোড়াগুলো বাগি টেনে নিয়ে গেছে একদল টেক্সান কাউবয়দের ক্যাম্পের কাছে। ওদের দেখে দাঁড়িয়ে গেছে সব কয়জন। গভীর মনোযোগে দেখছে।

'ওহ্!' সংবিৎ ফিরে পেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রবার্টা।

বাগি ঘুরিয়ে নদীর দিকে রওনা হলো জেরাল্ড। পেছন থেকে শিস দিয়ে ওদেরকে লজ্জিত করে তুলল কাউবয়রা।

নদী পর্যন্ত যেতে যেতে দু'তিনটে লংহর্নের পাল দেখল ওরা। ঘাস খাচ্ছে চার-পাঁচ হাজার লংহর্ন। জেরাল্ড খেয়াল করে দেখল গত বসন্তের মতো বাফেলো ঘাস আর সবুজ নেই, কেমন যেন হলদে সোনালী রং ধরেছে। শেষ হয়ে আসছে এবারের মৌসুম।

নদীর কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধে হয়ে এলো। ফ্যাকাসে একটা চাঁদ উঠল পুবের আকাশে। জেরাল্ডের গায়ের কাছে সরে এলো রবার্টা। কয়েক মিনিট কেউই কোন কথা বলল না। তারপর জেরাল্ড জিজ্ঞেস করল, 'কবে আমরা ক্যানসাস সিটিতে যাচ্ছি, রবার্টা?'

'সারাদিন একথাই আমি ভাবছিলাম,' বলল রবার্টা। 'শনিবার।'

'কালকে গেলে অসুবিধে কি?'

'কালকে সম্ভব নয়। মার্ক হিসেবের বই দেখতে চায়।'

'হিসেবের বইতে কি দেখতে চায় মার্ক?'

'জেরি,' বলল রবার্টা, 'এসো, আজ আমরা মার্ককে নিয়ে কোন কথা বলব না।' জেরাল্ডকে চুমু খেল রবার্টা। আন্তরিকতার চেয়ে চুমু দিয়ে প্রসঙ্গ ধামাচাপা দেবার ইচ্ছেই বেশি, খেয়াল করল জেরাল্ড। ব্যাপারটা রবার্টাও বুঝতে পারল। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'সময়টা ভাল কাটছে না। তাই না, জেরি?'

'ভাল হতো যদি মার্ক তোমার ভাই না হতো,' বলল জেরাল্ড।

'কিন্তু ও আমার ভাই।'

'আমি জানি।'

'জেরি,' বোঝানোর স্বরে বলল রবার্টা, 'আমরা শিশু নই। মার্কের সঙ্গে তোমার একটু ঝগড়া হয়েছে। তার মানে কি এই যে আমরাও ঝগড়া করব?'

'আমাকে শুধু একটা কথা বলো,' বলল জেরি। 'মার্ক কি তোমাকে এখানে আসতে বলে দিয়েছে?'

শক্ত হয়ে গেল রবার্টা। 'তাই মনে করেছ তুমি?'

'তা আমি মনে করিনি, রবার্টা। আসলে প্রশ্নটা করাই আমার উচিত হয়নি।'

'এখানে আসার ইচ্ছেটা আমার, জেরি!'

রবার্টাকে কাছে টানতে চাইল জেরি। কিন্তু শক্ত হয়ে আছে রবার্টার শরীর। তিক্ত স্বরে বলল মেয়েটা, 'আমাদের মধ্যে টেক্সাসের সেই মেয়েটা এসে গেছে, জেরি।'

'কি যা-তা বলছ!'

'তাই কি? তাহলে তুমি কখনও ওর কথা বলো না কেন?'

'বলার মতো কিছু নেই তো। আমার তো মনে পড়ে না জর্জ নেসেকার কথাও তোমাকে আমি বলেছি। টেক্সাসে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে সামান্থার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমার বা মার্কের কাছে।'

'জর্জ নেসেকা? এই লোকই না কদিন আগে একজন লোককে খুন করেছে? সে কেন তোমার আর মার্কের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে যাবে?'

এই প্রসঙ্গে আর কথা বলতে রাজি নয় জেরাল্ড। নিজের জিভ কামড়াতে ইচ্ছে হলো ওর। কিছু একটা বলা দরকার তাই বলল, 'লোকটা কনফেডারেট ছিল।'

'টেক্সাস থেকে আসা আর সবাইও তাই।'

'জর্জ মিসৌরির লোক। কোয়ান্ট্রিলের লোক।'

'গেরিলা?'

'ওদের সেরা। ওকে বলা হয় কোয়ান্ট্রিল দলের সেরা মার্কসম্যান।'

'তাতে ওর গুরুত্ব তোমার আর মার্কের কাছে এতখানি হবে কেন?'

'যুদ্ধের শেষ খণ্ডযুদ্ধে আমি আর মার্ক লড়েছিলাম। শেলবির দলের লেজে আমরা ষোলোতম ইলিয়নয় আক্রমণ করি। ওরা বেশিরভাগই ছিল মিসৌরির লোক।'

'জর্জ নেসেকা ছিল ওদের সঙ্গে?'

জবাব দেয়ার আগে একটু দ্বিধা করল জেরি। তারপর বলল, 'আমার ধারণা ছিল। যদিও এই প্রসঙ্গে ওর সঙ্গে আমার কোন আলাপ হয়নি। কথা কম বলে ও।'

'তোমার আর মার্কের জন্যে লোকটা বিপজ্জনক?'

'না, আমার তা মনে হয় না।'

'জর্জ নেসেকার মতো লোক আমরা আমাদের শহরে চাই না। ওকে তোমরা চলে যেতে বলতে পারো না?'

'কিভাবে? তুমি তো জানো পওনি সিটিতে আইনের কোন প্রতিনিধি নেই। আমাদের যদি কোন মার্শাল, শেরিফ বা পীস অফিসার থাকত তাহলে হয়তো...'

গুঙিয়ে উঠল রবার্টা। 'আবার আমরা আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেছি!

জেরি, কি হয়েছে তোমার? নাকি আমি অস্বাভাবিক আচরণ করছি? এখানে বেড়াতে এলাম আমরা…চাঁদ দেখতে এলাম…এসে কি আলাপ করছি এসব? দু'জন দু'জনের পেছনে লেগে আছি।'

'অনেক কথা বলে ফেলেছি আমরা,' বলল জেরি। আস্তে করে টেনে নিল রবার্টাকে কাছে।

পরে, যখন রাত নামল, পওনি সিটির বাতিগুলো দূর আকাশের তারার মতো মিটমিট করে জ্বলতে লাগল, ফিরতি পথ ধরল ওরা। পুরনো সেই বিপজ্জনক প্রসঙ্গে ফিরে এলো রবার্টা।

'মার্কের সঙ্গে মিটমাট করে নেবে তুমি, জেরি। নেবে না?'

'নেব,' বলল জেরি। 'ভাল হোক আর মন্দ হোক, এক সঙ্গে আছি আমরা।' হাসল জেরাল্ড। 'এই কথাটাই আগামী শনিবার চার্চে যাজকের সামনে আমাকে বলবে তুমি।'

একুশ

ট্রেইনটা একদিন পরপর পওনি সিটিতে আসে। আজকের ট্রেইনে তিনজন প্যাসেঞ্জার নামল। মার্ক টিমোথি আর জেরাল্ড কীলের জীবনে তিনজনই গুরুত্বপূর্ণ। পওনি সিটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই তিনজন লোকের ওপর।

তাদের একজন নাথান ফস, ক্যানসাস অ্যান্ড কলোরাডো রেইলরোডের প্রেসিডেন্ট।

দ্বিতীয়জন এই তিনজনের মধ্যে সব চেয়ে নাম করা। লম্বা লোক সে। হালকা পাতলা দেহ। চোখ দুটো শীতল আর নীল। হলুদ চুলগুলো কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। গোঁফও লম্বা। শেষ প্রান্ত ঝুলে আছে থুতনির দু'পাশ থেকে। হাসে যখন হাসিটা হয় শীতল। বড় বড় সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে ঠোঁট প্রসারিত হলে। নাম তার জ্যাক ম্যাসন। কিন্তু লোকে

তাকে এক নামে চেনে ওয়াইল্ড জ্যাক বলে।

স্ট্রিপ ট্রাউজার্স পরে আছে সে। গায়ে প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট। ভেস্টটা বেশ চটকদার। দেখলে মনে হয় লোকটা জুয়াড়ী। বেশিরভাগ সময় জুয়া খেলেই কাটে তার। কিন্তু নামডাক হয়েছে অন্য কারণে। দেশের সেরা পিস্তলবাজ আখ্যা দেয়া হয়েছে তাকে। মিসৌরি নদীর পশ্চিমে তার দক্ষতা সর্বজন বিদিত।

ইউনিয়ন আর্মির হয়ে যুদ্ধ করেছে সে। যদিও তার কার্যক্রম অনেকটা অস্পষ্ট। কারণ ক্যানসাস মিলিশিয়া নামের একটা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল সে।

ট্রেইন থেকে নামা তৃতীয় লোকটা হচ্ছে জাডসন ড্রেক। তাকে চেনে শুধু পওনি সিটির একজন লোক। চার্লস ফেসলার। সে-ই চিঠি লিখে ড্রেককে পওনি সিটিতে নিয়ে এসেছে।

ট্রেইনের কন্ডাক্টরের জিম্মায় লাগেজ রেখে ড্রোভার হোটেলের দিকে চলল নাথান ফস। হোটেলের লবিতে মার্ক টিমোথির দেখা পেল সে।

'মিস্টার ফস।' রেইলরোড প্রেসিডেন্টকে দেখে চেয়ার ছাড়ল মার্ক। 'আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল ফস। 'এটাকে আপনি শহর বলেন? কয়েকটা কার্ডবোর্ডের বাড়িঘর ছাড়া এ তো আর কিছুই নয়!'

'তবু তো আপনাকে এর টানেই আসতে হলো।' হাসল মার্ক। 'নাকি এপ্রিল থেকে যে দুই হাজার বগি গরু আমি পাঠিয়েছি সেই টানে এসেছেন?'

আবার ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল ফস। 'সেটা একটা কারণ। ওই শিপমেন্টগুলোতে আমার টাকা লোকসান হয়েছে।'

'কী?'

'গরু পাঠানো ঝামেলা। বগির ক্ষতি করে দেয় ওগুলো। প্রতি বগিতে কয়েক ডলার করে লোকসান দিয়েছি আমরা।'

'কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার।'

'তারপরও কথাটা সত্যি। এভাবে চলতে পারে না। ভাড়া বাড়াতে হবে।'

'ভাড়া বাড়াতে হবে? কমিশন হাউজ আর মীট প্যাকাররা ব্যাপারটা পছন্দ করবে না।'

'আমি জানি ওরা পছন্দ করবে না। আহ্...আসলে আমি ওদের দাম বাড়িয়ে দিতে পারব না। ওদের সঙ্গে চুক্তি আছে আমাদের।' ফস থেমে যেতেই ভ্রূ কুঁচকে উঠল মার্কের। 'টাকার ব্যবস্থা অন্য জায়গা থেকে করতে হবে, মিস্টার টিমোথি। আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কী বলছেন এসব!' এক হাত তুলে থামানোর ভঙ্গি করল মার্ক। 'আপনার সঙ্গে আমারও চুক্তি আছে। প্রতি বগি গরুর জন্যে পাঁচ ডলার করে ভাড়া। লিখিত চুক্তি। আপনার সই করা।'

'রেইলরোড ওই চুক্তি বাতিল করছে।'

'রেইলরোড? আপনিই তো রেইলরোড!'

'না। আমি প্রেসিডেন্ট। বোর্ড অভ ডিরেক্টর্সের কাছে জবাবদিহি করতে হয় আমাকে। আর ওরা আমাকে উপদেশ দিয়েছে চুক্তি বাতিল করার।'

'আপনি এটা করতে পারেন না!' গলা চড়ে গেল মার্কের। 'আমি আপনার বিরুদ্ধে কেস করব।'

'সেটা আপনার খুশি।' মিটিমিটি হাসল ফস। 'তবে যেই আপনি কেস করবেন, রেইলগাড়ি এখানে আসা বন্ধ হয়ে যাবে।'

'মিথ্যে হুমকি দিচ্ছেন আপনি আমাকে,' বলল মার্ক। 'বন্ধ করে দেয়ার তুলনায় রেইলরোড অনেক বেশি লাভ করছে এখানে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসা করে।'

'ও, তাদের কোন অসুবিধে হবে না। আমরা শহরের পাঁচ মাইল পুবে একটা ডিপো দেব। সেখান থেকে তারা তাদের মালামাল পাঠাতে পারবে।...অবশ্য পশ্চিমেও একটা ডিপো দেয়ার কথা আমরা ভাবছি।' চতুর নেকড়ের মতো হাসল ফস। 'আপনি বোধহয় জানেন, আগামী সপ্তাহ থেকে আবার ট্র্যাক বসানো শুরু হচ্ছে?'

'আমি জানতাম না,' কষ্ট করে নিজের গলার আওয়াজ নিয়ন্ত্রণ করল মার্ক।

'আগামী দু'একদিনের মধ্যেই কন্সট্রাকশন ক্রুরা আসতে শুরু করবে। টাই, রেইল, সাপ্লাই ইত্যাদির জন্যে বেশিরভাগ বগিই

আমাদের নিজেদের কাজে লেগে যাবে।'

'মিস্টার ফস,' ভারী গলায় বলল মার্ক, 'বগি প্রতি পাঁচ ডলার রেট যদি আমি আপনাকে দিই তাহলে কি ঘটবে?'

ঠোঁট প্রসারিত করল ফস। 'এ তো আপনার বদান্যতা, মিস্টার টিমোথি! আমি নিশ্চিত আমার বোর্ড অভ ডিরেক্টররা খুব খুশি হবে।' দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'আপনি জানেন না রেইলরোড গড়তে কি পরিমাণ খরচ। আর চালাতেও। মাঝে মাঝে এমন হয় কোথায় টাকা পাব ভেবে আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়ে যায়। আমি নিশ্চিত আমার কলিগরা আপনার অফারটা খুব খুশির সঙ্গে গ্রহণ করবে।...ম্, আরেকটা কথা, আমার ধারণা র‍্যাঞ্চারদের আপনি স্টকইয়ার্ড ব্যবহার করতে দেয়ার জন্যে গরু প্রতি এক ডলার করে নিচ্ছেন। আমার মনে হয় না ভাড়া বাড়ালেও কেউ দিতে আপত্তি করবে। আপনার কি মনে হয়, গরু প্রতি দেড় ডলার করে দিতে আপত্তি করবে কেউ?'

'আপত্তি করবে মানে! দিতে হবে ওদের।'

'ঠিক বলেছেন। আর আপনি যদি...ওই পঞ্চাশ সেন্ট আমাকে দিয়ে দেন তাহলে...'

গুঙিয়ে উঠল মার্ক। 'আপনাকে নাকি রেইলরোডকে?'

হাসল ফস। 'একটু আগেই না বলেছেন আমিই রেইলরোড?'

সরাসরি কাজের কথায় এলো মার্ক। 'নগদে চান নিশ্চয়ই? নাকি চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট হলেও চলবে?'

'হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক। আপনার যে একটা ব্যাঙ্ক আছে সেটা আমি ভুলেই গেছিলাম। আপনারা কপাল নিয়ে জন্মেছেন, মিস্টার টিমোথি। নিজের ব্যাঙ্ক, এই চমৎকার হোটেল, শহরে অজস্র জমি...'

'বগি প্রতি ভাড়া আমি বাড়িয়েছি, মিস্টার ফস,' কড়া গলায় বলল মার্ক। 'স্টক ইয়ার্ড দিয়ে যত গরু যাবে তার প্রতিটার জন্যেও আপনি পঞ্চাশ সেন্ট করে পাবেন। ব্যস, এর বেশি আমার পক্ষে কিছু করা আর সম্ভব নয়।'

'সবই ঠিক আছে। দু'পক্ষের জন্যেই চমৎকার চুক্তি হয়েছে। শুধু আরেকটা ব্যাপার...'

'না,' গর্জে উঠল মার্ক। 'আর এক সেন্টও নয়।'

'আহা আগে শুনুন তো!' হাত উঁচাল ফস। 'জমির ব্যাপারে কথা বলছিলাম। প্রচুর জমি আছে আমাদের। আমার বোর্ড অভ ডিরেক্টর আপত্তি জানাচ্ছে। বলছে এত জমি রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। অথচ কি করব বলুন, বেচতে পারছি না আমি জমি। কয়েক সেকশন জমি যদি আপনি কিনতেন...'

'কয় সেকশন?'

'ধরুন পাঁচ হাজার একর?'

'একর প্রতি দাম কত?'

'দশ ডলার।'

'দশ সেন্টও দাম উঠবে না এই জমির।'

'উঠবে, মিস্টার টিমোথি, উঠবে। হ্যাঁ, যখন এই জায়গাটা শুধু প্রেয়ারি ছিল তখনকার কথা আলাদা। কিন্তু দাম হুহু করে বেড়েছে এখন। চিন্তা করে দেখুন। এই জমি আপনি কত দিয়ে কিনেছিলেন? দুই বোতল হুইস্কি, তাই না? কার কাছে যেন শুনলাম বিশ ফুট জমি আপনারা ইদানীং বেচছেন দুই হাজার ডলারে।'

'মিস্টার ফস,' হাল ছেড়ে দেয়া ভঙ্গিতে বলল মার্ক। 'আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার ডলার নেই।'

'কি যে বলেন! আপনার হোটেল, ব্যাঙ্ক, সেলুন, শিপিং ইয়ার্ড–প্রতিদিন কত টাকা যে আয় হচ্ছে সে হিসেব বোধহয় আপনি নিজেও রাখেন না। পঞ্চাশ হাজার তো আপনার কাছে কিছুই নয়।'

'সম্ভব নয়, মিস্টার ফস। এই টাকা আমি কখনোই পরিশোধ করতে পারব না।'

'শুনে খুব দুঃখিত হলাম, মিস্টার টিমোথি। আপনাকে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত মানুষ বলেই জেনেছি। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন আমি আপনাকে সাহায্য করব তেমন একটা অফার এটা। আমি ভাবতেই পারি না আপনি এই সুযোগ হেলায় হারাবেন।' দুঃখিত চেহারায় মাথা দোলাল ফস। 'আর আমি আমার বউকে কথা দিয়েছি ওর কাছ থেকে যে টাকা ধার নিয়েছিলাম তার কিছুটা শোধ করে দেব। খুবই হতাশ হবে ও।' হঠাৎ কড়া হয়ে গেল ফসের গলা। 'আমিও খুব হতাশ হব,

মিস্টার টিমোথি!'

নাথান ফস যখন মার্ক টিমোথিকে ছিবড়ে বানাচ্ছে, নিউজপেপার পাবলিশার চার্লস ফেসলার তখন সেন্ট লুইস স্টোরের মালিক হারলো টারবক্সের সঙ্গে জাডসন ড্রেকের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে।

'ইনি হচ্ছেন ক্যানসাস সিটির জাডসন ড্রেক, মিস্টার টারবক্স,' গর্বিত ভঙ্গিতে বলল ফেসলার। 'জাজ বলেও তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয়া যেতে পারে।'

'না, চার্লি,' আপত্তি জানাল ড্রেক। 'এখন আমি শুধু উকিল জাডসন ড্রেক। এক বছর হলো বিচার বিভাগে নেই আমি।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম,' বলল টারবক্স। 'ফেসলার নিশ্চয়ই আমাদের সমস্যা সম্বন্ধে আপনাকে জানিয়েছে?'

'কিছুটা। আপনারা একটা টাউন গভর্নমেন্ট গড়তে চাইছেন। সেজন্যে আমার উপদেশ দরকার।...আসলে ব্যাপারটা খুব সোজা। লেযিস্লেচারে একটা পিটিশন করতে হবে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি নিয়ে আপনারা একটা নতুন কাউন্টি তৈরি করতে যাচ্ছেন। নতুন কাউন্টির সীটের নাম দেবেন পওনি সিটি তারপর নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত হবে শেরিফ, সুপারভাইজারদের বোর্ড...'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' হাত সামনে বাড়িয়ে বলে উঠল টারবক্স। 'আপনি অনেক পরের কথা বলছেন আমরা তো এখনও টাউন গভর্নমেন্টই তৈরি করিনি! ওটাই তো আগে, তাই না?'

'এটা কোন সমস্যাই নয়। আপনাদের শুধু লোকাল অফিশিয়াল নির্বাচন করতে হবে।'

'কিভাবে? কিভাবে করব আমরা তা?'

ফেসলার বলল, 'আমরা কিছুই জানি না, জাজ। আপনাকেই সব করতে হবে। একেবারে শুরু থেকে। প্রথম কথা হলো এখানে কোন আইন নেই। দু'জন লোক মনে করে তারাই এই শহরের মালিক। তাদের আচরণে মনে হয় সব কিছুই তাদের। তারাই তাদের অলিখিত আইনে শহর চালায়।'

'এযুগেও, চার্লস!' বিস্ময়াহত কণ্ঠে বলল ড্রেক। 'এতক্ষণে বুঝলাম

কিভাবে আমাদের এগোতে হবে।'

'আপনি তাহলে আমাদের হয়ে কাজটা করে দেবেন, জাজ?' জানতে চাইল টারবক্স। 'সবকিছু ঠিক হওয়া পর্যন্ত থাকবেন আপনি?'

'আসলে,' বলল ড্রেক, 'শহরের জীবনে বিরক্ত হয়ে গেছি আমি। বন্ধু চার্লসের চিঠি যখন পেলাম, আমার মনে হলো যে এই ধরনের একটা কাজের জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম। নতুন গড়ে ওঠা সমাজ, নতুন শহর—চমৎকার। আমি অবশ্য অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব। কিন্তু সেটা আমি ততটা গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছি না। বলা যায় না, হয়তো এখানেই থেকে যাব আমি শেষ পর্যন্ত। হয়তো এখানেই অফিস খুলব।'

'উকিলের অফিসে বেশিদিন তোমাকে বসতে হবে না, জাজ,' বলল ফেসলার। 'তুমি আমাদের একটা কাউন্টি গড়ে দাও, তুমিই হবে জাজ। লেযিস্লেচারের দায়িত্বও নিতে পারো তুমি ইচ্ছে করলে।'

ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসন ডিপো থেকে হোটেলে যাওয়ার ঝামেলায় গেল না, সোজা গিয়ে ঢুকল লংহর্ন সেলুনে। একটা ড্রিঙ্ক সেরেই চলে এলো জুয়া খেলা দেখতে। একটু পরেই মগ্ন হয়ে গেল ফারো খেলায়।

পাঁচ মিনিট খেলার পর ডিলারকে বলল, 'মিস্টার, তোমার কার্ডের বক্সটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

বিস্মিত চোখে নতুন খেলোয়াড়টিকে দেখল ডিলার। 'কে হে তুমি?'

'আমার নাম,' ধীরেসুস্থে বলল ম্যাসন, 'জ্যাক ম্যাসন।'

'ওয়াইল্ড জ্যাক!' চোখ কপালে উঠল ডিলারের।

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল জ্যাক। বলল, 'আমার জীবনে কম খেলিনি আমি। যে কার্ড বক্সের কার্ড এত খারাপ ওঠে সেসব কার্ড বক্স আমি কখনোই পছন্দ করতে পারিনি। নতুন খোলা কার্ড আমার পছন্দ।' শীতল হাসল ওয়াইল্ড জ্যাক। 'আমি বলছি না তুমি অসৎ। কিন্তু নতুন কার্ড আমাকে স্বস্তি দেয়।'

জর্জ নেসেকা বারে একটা ড্রিঙ্ক সেরে ডিলারকে দেখল তার ব্যবহৃত কার্ড বদলাতে। ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকল ওয়াইল্ড জ্যাকের ওপর।

হঠাৎ ঘুরে তাকাল জ্যাক। 'তুমি আমার দিকে তাকিয়ে আছ, মিস্টার!'

'পয়সা খরচ করতে হচ্ছে আমাকে?' হালকা গলায় জানতে চাইল নেসেকা। 'বিখ্যাত লোক তুমি। তোমার নাম আমি অনেক শুনেছি।'

'শুনে খুশি হলাম, স্যার। আর তোমার নাম?'

কাঁধ ঝাঁকাল জর্জ। 'নেসেকা।'

'নিশ্চয়ই...জর্জ নেসেকা নয়?'

'হ্যাঁ।'

'ও,' কি বলবে কিছুক্ষণ ভেবে পেল না জ্যাক। তারপর বলল, 'আমাকে বলতেই হচ্ছে যে তোমার নামও আমি অনেক শুনেছি।...বিপক্ষে ছিলাম আমরা।'

'দুয়েকবার তোমাদের বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম আমরা,' বলল জর্জ।

'ন্যায্য লড়াইতে নয়,' কড়া গলায় বলল জ্যাক ম্যাসন। 'আমরা সামনাসামনি লড়েছি। কিন্তু, স্যার, বলতেই হয়, তুমি ছিলে এক দল অ্যাম্বুশারের সঙ্গে।'

হাসল নেসেকা। কিন্তু সেই হাসিতে কোন উষ্ণতা থাকল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'দিনটা তোমার ভাল কাটুক, স্যার।'

গটগট করে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ওর দিকে পেছন থেকে তাকিয়ে থাকল জ্যাক ম্যাসন। বিড়বিড় করে বলল, 'অ্যাম্বুশার!'

বাইশ

পরদিন পওনি সিটি ছেড়ে চলে গেল নাথান ফস। তার চামড়ার ভ্যালিসে বয়ে নিয়ে গেল পঞ্চাশ হাজার ডলার।

'একথা তুমি জেরাল্ডকে বলতে পারবে না,' বোনকে বলল মার্ক। 'ও শুনলে ঝামেলা বাধাবে।'

'আমি বুঝতে পারছি না টাকা দেয়ার কথা তুমি ওর কাছ থেকে গোপন করবে কি করে,' চিন্তিত স্বরে বলল রবার্টা। 'হিসেবের খাতায় ও যদি চোখ বুলায়?'

'যাতে না বুলাতে পারে সেদিকে তোমার লক্ষ রাখতে হবে।'

'জঘন্য লোক!' বলে উঠল রবার্টা। 'আমি নাথান ফসের কথা বলছি। ও ওর মোটা বউকে আরও কিছু হিরে কিনে দেবে।'

'সময় হোক, তুমিও কিনতে পারবে, রবার্টা,' সান্ত্বনা দিল মার্ক। 'আঘাতটা শক্ত, কিন্তু ঠিকই আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব। খানিকটা সময় দরকার আমাদের। তাহলেই হবে। টাকা তো নিয়মিত আসছেই। আরও কিছু জমি বেচতে হবে আমাদের। একর প্রতি একশো ডলারে বেচব। আমাদের কিনতে হয়েছে একর প্রতি দশ ডলার করে। ভালই লাভ হবে।'

হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল রবার্টা। 'শনিবারদিন জেরাল্ডের সঙ্গে আমি ক্যানসাস সিটিতে যাব কথা দিয়েছি।'

'বিয়ে করতে?' ভ্রূ কুঁচকে উঠল মার্কের। 'আমিও চাই তোমরা বিয়ে করো...কিন্তু,' দ্বিধা করল মার্ক। তারপর বলল, 'হিসেবের খাতা ঠিক থাকলে আমি একটু নিশ্চিন্ত বোধ করতাম।...তোমরা নিশ্চয়ই দু'এক সপ্তাহ হানিমুন করতে চাইবে? করা উচিত। কিন্তু তুমি যখন থাকবে না তখন হিসেবের কি হবে?'

'আমিও একই কথা ভাবছি, বলল চিন্তিত রবার্টা। 'কয়েক সপ্তাহের জন্যে বিয়েটা পিছিয়ে দিতে হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। অবশ্য জানি জেরাল্ড এটা পছন্দ করবে না।'

'পছন্দ ওকে করাতে হবে,' বলল মার্ক।

শ্রাগ করল রবার্টা।

ওপর ওপর দিয়ে জেরাল্ড আর মার্কের সম্পর্ক স্বাভাবিকই থাকল। প্রতিদিনই ওদের দেখা হলো। সহজ আচরণ করল জেরাল্ড। মার্কের আচরণে একটু বাড়াবাড়ি লক্ষ করা গেল। বন্ধুত্বের বাড়তি প্রকাশ

দেখাল সে কয়েকটা ঘটনায়।

নাথান ফস আর মার্কের মধ্যে কি ঘটেছে সে সম্বন্ধে জেরাল্ড কিছু জানল না। ফসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওর, কথাও হয়েছিল, কিন্তু তারপর মার্কের জিম্মায় তাকে রেখে সরে গিয়েছিল ও।

জাডসন ড্রেকের পওনি সিটিতে আগমন সম্বন্ধেও কিছু জানে না জেরাল্ড। প্রতিদিনই অসংখ্য আগন্তুক আসছে পওনি সিটিতে। তাদের কিছু থাকছে হোটেলে, বাকিরা ক্যাম্প করছে প্রেয়ারিতে।

ফেসলারের খবরের কাগজের কল্যাণে বিখ্যাত হয়ে গেছে জেরাল্ড। কিভাবে সে একাই টেক্সান কাউবয়দের ঠেকিয়েছিল তার কাহিনী সবাই জানে। সবার জানা হয়ে গেছে যে শহরের আংশিক মালিক এই লোকটি সহজ লোক নয়, একে সমঝে চলতে হবে।

তলে তলে অনেক কিছু ঘটছে পওনি সিটিতে। সে সম্বন্ধে জেরাল্ড অসচেতন নয়। সেন্ট লুইস স্টোরে ঢুকে ও দেখেছে টারবক্স বাফিংটন, ফেসলার, ওয়্যাকম্যানদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন। ওকে দেখলেই থেমে যায় ওদের আলোচনা, অস্বস্তিকর একটা বিরতির পর অন্য প্রসঙ্গে কথা চালু হয় আবার।

জেরাল্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই আর ব্যবসায়ীদের কাছে। তবে সবই প্রকাশ হলো পওনি সিটি ল্যান্সের দ্বিতীয় সংখ্যা যখন বেরল। হেডলাইনে লেখা থাকল:

পওনি সিটিতে টাউন গভর্নমেন্ট গঠন করা হচ্ছে।

তিন কলামের লেখায় সবই থাকল। ক্যানসাস সিটির প্রাক্তন জাজ ড্রেকের অধীনে খসড়া তৈরি করা হয়েছে। পওনি সিটি সত্যিকার সিটিতে পরিণত হবে। ব্যবসায়ীরা কর দেবে আইনের শাসনের খরচ হিসেবে। পাঁচজন সুপারভাইজার নির্ধারণ করা হয়েছে। তারা নির্বাচন তদারক করবে। নির্বাচন হবে আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ পরে।

সাতটা নাম ছাপা হলো খবরের কাগজে।

মেয়র পদে দাঁড়াচ্ছে চার্লস ফেসলার।

জাস্টিস অভ দ্য পীস পদে দাঁড়াচ্ছে জাডসন ড্রেক।

সুপারভাইজাররা হলো:
আলফ্রেড বাফিংটন।
হারলো টারবক্স।
জন টম্পসন।
অলিভার ওয়্যাকম্যান।
জেরাল্ড কীল।

আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, কাজেই উপরে উল্লিখিত লোকগুলো যে স্ব স্ব পদে নির্বাচিত হবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ফেসলার নিজে তার খবরের কাগজ ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিলি করল। রিয়েল এস্টেট অফিসে বসে খবরটা যখন জেরাল্ড জানল, অপেক্ষা করতে লাগল সে মার্কের প্রতিক্রিয়ার জন্যে।

দশ মিনিটের মধ্যে ওর প্রতীক্ষা শেষ হলো। হোটেলে খবরের কাগজটা পেয়েই ছুটে এলো মার্ক। বিস্ফোরিত হলো রিয়েল এস্টেট অফিসের দরজাটা। ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল মার্ক। হাতে মোচড়ানো খবরের কাগজ।

'জাহান্নামে যাও তুমি, জেরাল্ড!' মুখ দিয়ে থুতু বেরল মার্কের কথার তোড়ে।

চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল জেরাল্ড। মারমুখি মার্কের উদ্দেশে বলল, 'শান্ত হও, মার্ক। খোদার কসম, আমি নিজেও জানতাম না এসব কিছু। দশ মিনিট আগে হঠাৎ দেখি...'

'মিথ্যুক!' গর্জে উঠল মার্ক। 'আমার পেছনে ওই হারামজাদাদের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ ছিল তোর। সুপারভাইজারদের মধ্যে তোর নামও আছে।'

'নামটা ওরা আমাকে জিজ্ঞেস না করেই দিয়েছে।'

মোচড়ানো খবরের কাগজটা জেরাল্ডের মুখে ছুঁড়ে মারল মার্ক। তারপরই সামনে বেড়ে ঘুসি মারল জেরাল্ডের চোয়ালে। ছিটকে চেয়ার উল্টে পেছনে গিয়ে পড়ল জেরাল্ড। সেখান থেকে মেঝেতে। এক গড়ান দিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল। মাথা ঝাঁকাল। কিছুটা পরিষ্কার হয়ে

এলো দৃষ্টি। চোখের সামনে মার্ক টিমোথিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও।

'ওঠ্!' চেঁচাল মার্ক। 'পিটিয়ে আজ তোর হাড় গুঁড়ো করে ফেলব আমি।'

রিয়েল এস্টেট অফিসে যে লোকটা চাকরি করে সে প্রবেশ করল ঘরে। অবস্থা দেখে হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তার দিকে তাকিয়েছিল মার্ক, মুখ ফিরিয়ে দেখল দু'পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে জেরাল্ড। আবার ঘুসি মারল মার্ক। এবার জেরাল্ডের ঠোঁটে। ফেটে গেল ঠোঁট। রক্তের স্বাদ পেল জেরাল্ড জিভের গোড়ায়। মার্কের তৃতীয় ঘুসিটা লাগল পেটে। দু'ভাঁজ হয়ে গেল জেরাল্ড।

কানে শোঁ শোঁ আওয়াজ পেল জেরাল্ড। এখনও পাল্টা আঘাত করেনি ও। পারবে কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শরীরে কোন শক্তি পাচ্ছে না ও। আবছা ভাবে বুঝতে পারল যে হাত ছুঁড়ছে ও। হাতে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি লাগল। অসচেতন ভাবেই ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে ও মার্কের মুখে। আক্রমণে কিছুটা বিরতি পড়ল। এই সুযোগে বুক ভরে দম নিয়ে নিল জেরি।

পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে জেরাল্ডের পেটে ঘুসি মারল মার্ক। তারপরই মুখের পাশে। দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল জেরি। সেখান থেকে পড়ে গেল মেঝেতে। মার্ক যদি থেমে যেত, মেঝে থেকে উঠে লড়াইয়ের ইচ্ছে জেরির থাকত কিনা সন্দেহ। কিন্তু রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে মার্ক। সামনে বেড়ে আক্রমণে এলো সে। মেঝেতে আধবসা হয়ে আছে জেরাল্ড। তার পেটে সবুট লাথি হাঁকাল মার্ক।

ভুশ করে দম বেরিয়ে গেল জেরির। মেঝেতে কয়েক গড়ান দিল শরীরটা। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি জড় করে ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল জেরাল্ড। শরীরটা দুলছে ওর, কিন্তু চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেছে।

মার্ককে সামনে বাড়তে দেখল ও। ডানহাতে ঘুসি ছুঁড়ল ও গায়ের জোরে। মুখে লাগল ঘুসিটা। আবার মারল জেরাল্ড। তারপর আবার। পিছিয়ে গেল মার্ক। এবার হঠাৎ করেই আক্রমণে গেল জেরাল্ড।

এখনও মার্কের শরীরে যথেষ্ট শক্তি আছে। জেরির ঘুসিগুলো জোরাল, কিন্তু দুর্বল হয়ে আসা একজন লোকের। কয়েক পা পিছাল মার্ক, চলে এলো অফিসের দরজার সামনে, তারপর রুখে দাঁড়াল হঠাৎ করে। মুখে একটা ঘুসি সহ্য করে নিল, তারপর দু'হাতে জড়িয়ে ধরল জেরাল্ডকে। চেষ্টা করল জাপটে ধরে মেঝেতে শুইয়ে ফেলতে।

জেরি জানে মার্কের সঙ্গে শক্তিতে পারবে না। অনেক বেশি মার খেয়েছে ও। বুকের চারপাশে চাপ খেয়ে দম বেরিয়ে গেল ওর। প্রচণ্ড ঝটকায় একটা হাত ছুটিয়ে নিল ও। হাতের তালু দিয়ে গায়ের জোরে মার্কের থুতনি উপরে ঠেলল।

শ্বাস নিতে অসুবিধে হয়ে গেল মার্কের। জেরাল্ডকে ছেড়ে দিল সে ফুঁপিয়ে উঠে। ধাক্কা দিল গায়ের জোরে। খেয়াল করেনি যে জাপটাজাপটির সময় ঘুরে গেছে ওরা, এখন দরজার দিকে জেরির পিঠ। ওকে জাপটে ধরল জেরি। এক সঙ্গে দরজা দিয়ে বোর্ডওয়াকে এসে পড়ল দু'জন। ক্যাঁচম্যাচ করে প্রতিবাদ জানাল কাঠের বোর্ডওয়াক।

আগে উঠে দাঁড়াল জেরাল্ড। মার্ক পুরোপুরি ওঠার আগেই ঘুসি মারল মুখে। ছিটকে গিয়ে হিচরেইলে ধাক্কা খেল মার্ক। তারপর সামলে নিয়ে মাথা নিচু করে ষাঁড়ের মতো তেড়ে এলো তৈরি জেরাল্ডের দু'হাতের মধ্যে। পরপর কয়েকটা ঘুসি হজম করতে হলো তাকে। পড়ে গেল বোর্ডওয়াকে। দু'হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে জেরাল্ডের হাঁটু দেখে দু'হাতে টান মেরে বসল। দড়াম করে পড়ে গেল জেরাল্ড। এক গড়ান দিয়ে ওর ওপর উঠে এলো মার্ক। আরেক গড়ান দিয়ে তাকে নিচে ফেলে দিল জেরি। হাঁটু দিয়ে জোর গুঁতো দিল মার্কের পেটে। মার্ক ছাড়ল না ওকে। দু'জন গড়াতে গড়াতে পড়ে গেল রাস্তার ধুলোয়।

হাত, হাঁটু, পা–সবকিছু ব্যবহার করছে ওরা এখন পরস্পরের বিরুদ্ধে।

আক্রমণ প্রতিআক্রমণ এতই তীব্র যে বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। মার্কের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে জেরাল্ড বুঝল যে এতই দুর্বল ও যে দ'পায়ে সহজে দাঁড়াতে পারবে না। হাঁটুতে ভর দিয়ে আধবসা হয়ে

মার্কের প্রতীক্ষায় থাকল ও। হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল মার্ক। শরীরের শেষ শক্তিবিন্দু দিয়ে তার মুখে একটা ঘুসি মারল জেরাল্ড।

গড়িয়ে পড়ে গেল মার্ক। একবার পা আছড়াল। তারপর পড়ে রইল স্থির।

লড়াইয়ের ফলাফল স্থির হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পর মাথা তুলতে পারল জেরাল্ড। দেখতে পেল পওনি সিটির অন্তত পঞ্চাশজন বাসিন্দা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে নীরবে লড়াইটা দেখেছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল নিউজ পেপার পাবলিশার ফেসলার। 'হাতটা দাও, মিস্টার জেরাল্ড।' জেরাল্ডকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল সে। প্রশংসা করে বলল, 'ভাল লড়েছ।'

'তোমার দোষ,' বলল জেরাল্ড। 'তুমি আমার অনুমতি ছাড়া নাম ছাপিয়েছ।'

'তোমার বন্ধু টাউন গভর্নমেন্টের ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারেনি,' মন্তব্য করল ফেসলার।

'আমিও পছন্দ করিনি,' ধমকে উঠল জেরাল্ড। 'নাম দেয়ার আগে আমার মতামত নেয়া উচিত ছিল তোমার।'

জেরাল্ডের তুলনায় আকৃতিতে অনেক ছোট ফেসলার। কিন্তু এই মুহূর্তে কারও সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা নেই জেরাল্ডের, নইলে আরেকটা লড়াই বেধে যেত।

মার্ককে নড়ে উঠতে দেখল ও। গুঙিয়ে উঠল মার্ক। ওকে চিৎ করার জন্যে ওর পাশে বসল জেরাল্ড। এমন সময়ে দৌড়ে এলো রবার্টা। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে আছে ওর। চোখগুলো জ্বলছে কোণঠাসা ববক্যাটের মতো।

'ওর কাছ থেকে সরে যাও!' হিসহিস করে বলল মেয়েটা। 'তোমার নোংরা হাত সরাও ওর ওপর থেকে!'

মুখ তুলে তাকাল জেরাল্ড। 'লড়াইটা ও-ই শুরু করেছে, রবার্টা!'

দু'চোখ ভরা ঘৃণা নিয়ে ওকে দেখল রবার্টা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আমি ঘৃণা করি তোমাকে!'

ভাইয়ের মাথার নিচে হাত দিয়ে তাকে বসতে সাহায্য করল

রবার্টা। 'মার্ক!' ফুঁপিয়ে উঠল কাতর গলায়।
এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ভিড় ঠেলে অফিসের দিকে এগোল জেরাল্ড।

তেইশ

জেরাল্ডের এক ঘণ্টা লাগল ড্রোভার হোটেলে গিয়ে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে আসার শক্তি সঞ্চয় করতে। জিনিসপত্র রিয়েল এস্টেট অফিসের পেছনে এনে মেঝেতে রাখল ও। কিছুক্ষণ পর টারবক্সের দোকানে গেল। কিনে নিয়ে এলো একটা খাট আর কয়েকটা ব্ল্যাঙ্কেট।

একজন ক্লার্ক জিনিসগুলো ওর কাছে বিক্রি করল। টারবক্স গেছে কোন্ একটা কাজে।

সন্ধে ছয়টায় রিয়েল এস্টেট অফিসে জেরাল্ড একা বসে আছে এমন সময়ে দেখা করতে এলো টারবক্স। তার ভাব দেখে মনে হলো না জেরির অর্ধনিমীলিত কালো চোখ আর আহত চেহারা তার মনে কোন ছাপ ফেলেছে। বলল, 'চার্লি ফেসলারের মুখে শুনলাম পেপারের খবরটা মার্ক টিমোথি ভাল ভাবে নেয়নি।'

'ছাপার আগে আমার কাছে আসোনি কেন তুমি?' রাগের সঙ্গে বলল জেরি। 'তোমাদের কোন অধিকার ছিল না আমার নাম এভাবে ছাপার।'

'তুমি বলতে চাও সুপারভাইজার হতে তোমার আপত্তি আছে?'

'অবশ্যই। আমার স্বার্থ তোমাদের বিপরীত।'

'সত্যি কি তাই, মিস্টার কীল?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল দোকান মালিক। 'মিস্টার টিমোথির সঙ্গে লড়াই হয়েছে তোমার।'

'লড়াইয়ের কারণটা তোমরা তৈরি করেছ।'

দ্বিধা করল টারবক্স, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। 'এ লড়াই

হতোই, মিস্টার কীল। আমি যদি তোমাকে চিনতে ভুল করে না থাকি তাহলে তুমি আর মার্ক টিমোথি ভিন্ন জাতের মানুষ।'

'অত নিশ্চিত হয়ো না। আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি, পরস্পরের জীবন বাঁচিয়েছি বহুবার।'

মাথা নাড়তেই থাকল টারবক্স। বলল, 'বিকেলে বাফিংটনের দোকানে আমরা একটা মীটিং ডেকেছি। আমরা খুশি হব তুমি এলে।'

'আর মার্ক? ওকে আসতে বলেছ?'

'না।' চিন্তিত চোখে জেরিকে দেখল টারবক্স। 'ওর সঙ্গে এখনও সমঝোতায় আসতে চাইছ তুমি?'

'মিস্টার টারবক্স,' শান্ত গলায় বলল জেরি, 'তুমি জানো মার্ক টিমোথি আর আমি পার্টনার। কিন্তু এটা কি তুমি জানো যে ওর বোনের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়ে আছে?'

'কিছু কথা আমার কানে এসেছে।'

'হয়তো ভেবেছ আমরা পার্টনার বলেই ওর বোনের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক হয়েছে,' রাগত স্বরে বলল জেরি, 'কথাটা ঠিক নয়। পরস্পরকে ভালবাসি আমরা।'

'মেয়েটা যখন এলো ভিড়ের মধ্যে আমি ছিলাম। মাফ করবে, মিস্টার কীল, কিন্তু না বলে পারছি না, ও কি বলেছে সেটা আমার কানে এসেছে। কে দোষ করেছে সেটা জানতেও চায়নি ও, সোজাসুজি ভাইয়ের পক্ষ নিয়েছে।'

'আর কি করার ছিল ওর?'

'আমি এব্যাপারে মন্তব্য করতে অপারগ।' অফিস থেকে বেরিয়ে চলে গেল টারবক্স।

গত দুই সপ্তাহ হলো এক চাইনিজ এসেছে পওনি সিটিতে। চকচকে জোড়া ঈগলে মার্ক টিমোথিকে দুই হাজার ডলার দিয়ে বিশ ফুট একটা লট কিনেছে সে। গতকাল একটা রেস্টুরেন্ট খুলেছে সে তার জায়গায়।

টারবক্স চলে যাওয়ার পর শরীর যদিও অসুস্থ লাগছে তবুও পেটে কিছু দেয়ার চিন্তা করল জেরাল্ড। চাইনিজের দোকানে গিয়ে এক বোল সুপের অর্ডার দিল ও। আধ বাটি খাওয়ার পর শরীরটা আরও অসুস্থ

লাগল। বেরিয়ে এসে বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। রাস্তা পার হতে যাবে তখন দেখতে পেল ফেসলারকে, বাফিংটনের স্টোরের দিকে যাচ্ছে।

লোকটাকে দশ-বারো ফুট পেছন থেকে অনুসরণ করল সে। দোকানের দরজায় পৌঁছে যাওয়ার পর ওকে দেখতে পেল ফেসলার।

'মিস্টার কীল!' খুশি খুশি গলায় বলল পাবলিশার। 'মীটিঙে আসছ নিশ্চয়ই?'

মাথা দোলাল জেরি। দু'জনে প্রবেশ করল দোকানে। পেছনের দিকে বাফিংটনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে টারবক্স, ওয়্যাকম্যান আর জাডসন ড্রেক। ড্রেককে চিনতে পারল না জেরাল্ড।

তড়িঘড়ি জেরাল্ডের দিকে এগোল টারবক্স। 'খুবই খুশি হয়েছি আমি যে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি, মিস্টার কীল।' ড্রেকের দিকে তাকাল সে। 'আমার বিশ্বাস তোমাদের পরিচয় হয়নি। এ হচ্ছে ক্যানসাস সিটির প্রাক্তন জাজ জাডসন ড্রেক। আর একে তো চেনোই। এ-ই হচ্ছে জেরাল্ড কীল। আজকে যার সঙ্গে মার্ক টিমোথির এক চোট হয়ে গেল।'

'জাডসন ড্রেক,' বলল জেরি। 'নতুন জাসটিস অভ দ্য পীস?'

'এখনও হইনি,' বলল ড্রেক। মোটা হাতটা জেরাল্ডের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত বোধ করছি, মিস্টার কীল।'

জন টম্পসন, লিভারি স্টেবলের মালিক প্রবেশ করল দোকানে।

'জেন্টলমেন,' শুরু করল ফেসলার, 'এবার তাহলে কাজের কথায় আসা যাক।'

'এক মিনিট,' বাধা দিল লইয়ার। 'মীটিং শুরু হওয়ার আগে পরিষ্কার জেনে নেয়া ভাল যে মিস্টার কীল আমাদের মতবাদে বিশ্বাসী। সে যে পরবর্তীতে বিরোধিতা করবে না সেটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।'

'মিস্টার কীলের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে,' বলে উৎসুক হয়ে জেরির দিকে তাকাল বাফিংটন।

জেরি বলল, 'আমি এখানে এসেছি একটা মাত্র কারণে। আমি জানতে চাই কেন তোমরা আমার অনুমতি না নিয়ে পেপারে আমার

নাম ছাপলে।' কথা শেষে সবার ওপর ঘুরে এলো ওর দৃষ্টি।

কেউ জবাব দিল না।

'আরও সহজ করে দিচ্ছি আমি প্রশ্নটা,' বলল জেরি। 'আমি প্রার্থী হতে চাই এই কথাটা কে তোমাদের বলেছে?'

গভীর করে শ্বাস নিল ফেসলার। 'সত্যি বলতে কি, আমিই তোমার নামটা দিয়েছি।'

'কেন?'

'সত্যি কথাটা জানতে চাও?'

'হ্যাঁ। প্রয়োজনে জোর খাটাতেও আমার দ্বিধা নেই।'

'বেশ, বলছি। তুমি আর তোমার পার্টনার—নাকি বলব এক্স পার্টনার, তোমাদের একটা গুরুত্ব আছে। সহজ কথায় বলতে গেলে তোমাদের মতের বিরুদ্ধে এই গভর্নমেন্টের ব্যাপারটা করলে ঝামেলা হতে পারত। তাই আমি ভেবেছিলাম তোমার নাম ইলেকশনে থাকলে টিমোথি অ্যান্ড কীল ফার্মের তরফ থেকে আপত্তি আসবে না আর এই ব্যাপারে।' তাড়াতাড়ি যোগ করল ফেসলার, 'তার মানে এই নয় যে আমরা তোমাদের ভয়ে কাজে পিছিয়ে যাব।'

'আমরা কোন ঝামেলা চাই না,' চিন্তিত স্বরে বলল বাফিংটন। 'সেজন্যেই আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি একটা গভর্নমেন্ট থাকা দরকার, যাতে শহরে গোলযোগ ঠেকানো সম্ভব হয়।'

'তোমরা মনে করেছ মার্ক টিমোথি ব্যাপারটা এত সহজে মেনে নেবে?' মেজাজ খারাপ করে জানতে চাইল জেরি। 'কি মনে হয়, কেন আজকে লড়লাম আমি আর মার্ক? ও মনে করেছে আমি ওর বিরুদ্ধে তোমাদের পক্ষ নিয়েছি।'

'জেন্টলমেন,' বলে উঠল ড্রেক, 'আমাদের উচিত হবে না ঝগড়া দিয়ে মীটিং শুরু করা। একথা মিস্টার কীলের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে যে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সমমনা নয় সে। সেজন্যে আমি তাকে অনুরোধ করছি যাতে সে চলে যায়। আমরা তাহলে নিশ্চিন্তে আমাদের কাজ শুরু করতে পারি।'

'এখন যদি আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাই,' গম্ভীর গলায় বলল জেরি, 'শেষ পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে লড়ব আমি। আর কথা দিতে পারি,

আমার লড়ার ধারা তোমাদের মোটেও পছন্দ হবে না।'

'কীল,' শক্ত গলায় বলল ফেসলার, 'এক বিন্দুও ভয় পাই না আমি তোমাকে।'

'এক মিনিট!' বলে উঠল বাফিংটন। 'আমার ধারণা তোমাদের সবার চেয়ে মিস্টার কীলকে ভাল ভাবে চিনি আমি। অন্তত এটুকু বলতে পারি যে তোমাদের চেয়ে বেশিদিন ধরে তাকে চিনি আমি। আমি জানি সৎ লোক সে। আমার ধারণা কোন একটা বক্তব্য আছে তার। এবং আমি তার বক্তব্য শুনতে আগ্রহী। মিস্টার কীল, কিছু বলার থাকলে দয়া করে বলো।'

'বেশ,' ধীরে ধীরে বলল জেরি, 'আমার ধারণা এই নির্বাচনের ব্যাপারে বেশি দ্রুত এগিয়েছ তোমরা। এভাবে কাজে হাত দেয়াটাও ঠিক হয়নি। একটু ধীরে সুস্থে এগোলে মার্ককে আমি বুঝিয়ে আনতে পারতাম। এখন তা আর সম্ভব নয়। আমার ব্যক্তিগত মতামত যদি জানতে চাও, এই শহরে একটা সরকার সত্যিই প্রয়োজন। কিন্তু একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের কেউই আজ এখানে থাকতাম না যদি মার্কের মাথায় এখানে শহর গড়ার চিন্তাটা না আসত।'

'সেজন্যে ওকে সম্মিলিত ভাবে ধন্যবাদ জানাব আমরা,' টিটকারির সুরে বলল ফেসলার।

'তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু করার আছে তোমাদের,' লোকটাকে পাত্তা দিল না জেরি। 'ওকে তোমরা মেয়র নির্বাচিত করবে।'

দলের আর সবার কথাবার্তায় ফেসলারের অসন্তুষ্টির আওয়াজ হারিয়ে গেল। চেঁচাল ফেসলার। 'মার্ক টিমোথি হবে মেয়র! তার চেয়ে একটা ঘোড়াকে ভোট দেব আমি।'

সবার মধ্যে ওর কথাটা প্রথিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জেরাল্ড। তারপর বলল, 'ফেসলার, তুমি এই শহরে সবচেয়ে নতুন...'

'তাতে কি?' খেঁকিয়ে উঠল ফেসলার। 'তুমি নিজেও এখানে পুরনো নও। এখানে আমরা সবাই নতুন।'

'আমি কোন পদ বা অফিস চাই না,' বলল জেরি। 'যা বলার ছিল বলে দিয়েছি। আমি কোন পাবলিক অফিস চাই না; তবে তোমাদের

আমি সমর্থন জানাব, একটা শর্তে…তোমরা মার্ক টিমোথিকে পওনি সিটির মেয়র নির্বাচিত করবে।'

'আমাদের ওপর নিজের মতামত চাপাতে এসো না,' বলে উঠল ফেসলার। 'তুমিও মার্ক টিমোথির মতোই স্বৈরাচারী।'

'না, চার্লস,' আপত্তি জানাল বাফিংটন। 'মিস্টার কীলের সঙ্গে আমি একমত। যাই আমাদের ব্যক্তিগত মতামত হোক না কেন, মিস্টার টিমোথিই এই শহর গড়েছে। মেয়রের অফিস একটা সম্মানসূচক অফিস। এর সঙ্গে ক্ষমতার তেমন কোন যোগাযোগ নেই বললেই চলে। আসল ক্ষমতা থাকবে সুপারভাইজারদের হাতে। কাজেই আমি বলছি, ফেসলার, তোমার উচিত মেয়র পদ থেকে সরে দাঁড়ানো। তুমি সুপারভাইজার পদে দাঁড়াতে পারো, কারও আপত্তি থাকবে না। আমি বলি কি, মিস্টার টিমোথিই হোক আমাদের প্রথম মেয়র। তোমরা কি বলো?'

সবাই মনোযোগ দিয়ে বাফিংটনের কথা শুনল। স্রোতের গতি কোন্‌দিকে বুঝে চুপ করে গেল ফেসলার। তার চোখের দৃষ্টি সেঁটে থাকল জাডসন ড্রেকের ওপর। কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাথা দোলাল ড্রেক।

'ঠিক আছে,' ঘড়ঘড়ে অতৃপ্ত গলায় বলল ফেসলার, 'যদিও আমি মনে করি এটা ভুল হচ্ছে, তবুও আমি আমার সম্মতি দিলাম।'

মীটিঙের এই পর্যায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল জেরাল্ড।

বাইরে আঁধার ঘনাচ্ছে। বাড়ি ঘরে আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। রিয়েল এস্টেট অফিসের দিকে হাঁটতে লাগল ও। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত হোটেলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর একবার মাথা নেড়ে ঢুকে গেল অফিসে।

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ওয়াল ল্যাম্পে আগুন দিল ও। দেখতে পেল কর্মচারীর টেবিলে পড়ে আছে একটা সাদা খাম। তাতে ওর নাম লেখা।

খামটা খুলল জেরাল্ড। কাগজে ছোট একটা নোট লেখা আছে: *'মিস্টার কীল, দয়া করে যথা দ্রুত সম্ভব হোটেলে আসবেন, টিমোথি অ্যান্ড কীল ফার্ম বিলুপ্তির জন্যে।'*

কোন সই নেই, কিন্তু হাতের লেখা মেয়েলি।

বিস্মিত হলো না জেরাল্ড।

চব্বিশ

লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল জেরাল্ড। নবের ওপর হাত রেখেও ঘরের পেছনে কটের কাছে চলে এলো। কার্পেটব্যাগ হাতড়ে বের করল নেভি কোল্টটা। তারপর শ্রাগ করে রেখে দিল ওটা আবার ব্যাগের মধ্যে।

বাইরে এসে দ্রুত পা বাড়াল হোটেলের উদ্দেশে।

মাত্র ডিউটিতে এসেছে রাতের ক্লার্ক। তার ডেস্কের পেছনের অফিসে জ্বলছে একটা আলো। দরজাটা খোলা। সামনে বেড়ে জেরাল্ড দেখল ঘরে মার্ক টিমোথি আর রবার্টা আছে।

'ভেতরে এসো, মিস্টার কীল,' শীতল গলায় বলল রবার্টা। 'আমার ভাই বলেছে তার হয়ে আমাকে কথা বলতে।'

দরজাটা বন্ধ করল জেরাল্ড। এবড়োখেবড়ো ডেস্কের পেছনে বসে আছে রবার্টা। তার পাশে একটা চেয়ারে মার্ক। জেরাল্ডের মতোই ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে তার চেহারা।

একবারও জেরাল্ডের দিকে তাকাল না সে। তার নজর আটকে থাকল রবার্টার সামনে রাখা একটা খাতার ওপর।

'আমার ভাই,' বলল রবার্টা, 'তোমার সঙ্গে ফার্ম বিলুপ্তি ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গে আলাপ করতে উৎসাহী নয়।'

'তোমার ভাইকে জিজ্ঞেস করো,' কথা বলার সময় নিজেকে উজবুক মনে হলো জেরির, 'কিভাবে সে ফার্ম বিলুপ্ত করতে চায়। সেকি চায় তার সব কিছু আমি কিনে নেব, নাকি সে-ই আমার শেয়ার কিনে নিতে চায়?'

'ফার্মের অর্ধেক কেনার মতো অর্থনৈতিক অবস্থায় নেই আমার ভাই,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল রবার্টা, 'আর আমি যেহেতু হিসেব দেখি,

কাজেই আমি জানি যে তুমিও আমার ভাইয়ের শেয়ার কেনার মতো অর্থনৈতিক অবস্থায় নেই।'

'আমার অর্থনৈতিক অবস্থা কিরকম?'

'সংখ্যাগুলো পড়ে শোনানো আমার কর্তব্য।' খাতায় চোখ নামাল রবার্টা। 'সম্পদ:

এক। পওনি সিটির আশেপাশের অবিক্রিত জমি। ব্যবসা কেন্দ্র এবং বসবাসের জন্যে। দাম, দুই লাখ ডলার।'

'কেনা হয়েছিল বিশ ডলার আর দুই বোতল হুইস্কি দিয়ে,' বলল জেরাল্ড।

বিরক্ত চেহারায় কি যেন বলল মার্ক। চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েও বসে পড়ল আবার।

রবার্টা বলে গেল, যেন মাঝখানে কেউ কোন কথা বলেনি।

'দুই। পওনি সিটির কাছেই এক হাজার একর প্রেয়ারি জমি। মূল্য আনুমানিক দশ হাজার ডলার।

'তিন। নতুন কেনা পাঁচ হাজার একর প্রেয়ারি জমি। মূল্য, পঞ্চাশ হাজার ডলার।'

'কী!' আশ্চর্য হয়ে গেল জেরাল্ড। 'কবে কিনেছি আমরা এই জমি?'

'মিস্টার টিমোথি ফার্মের স্বার্থে কিছুদিন আগে এই জমি কিনেছে।

'চার। ড্রোভার হোটেল। মূল্য, পঁচিশ হাজার ডলার।

'পাঁচ। লংহর্ন সেলুন। মূল্য, পঁচিশ হাজার ডলার।

'ছয়। পওনি সিটি ব্যাঙ্ক। মূল্য, পঞ্চাশ হাজার ডলার।

'সাত। স্টকইয়ার্ড আর লোডিং পেন। মূল্য, পঞ্চাশ হাজার ডলার।

'আট। ছয়টা বিজনেস বিল্ডিং, খালি এবং লীয দেয়া। মূল্য, পঞ্চাশ হাজার ডলার।'

বড় করে দম নিতে দীর্ঘ একটা সময় নিল রবার্টা। তারপর বলল, 'মোট সম্পদ চার লক্ষ যাট হাজার ডলার।' একটা কাগজ হাতে নিল

মেয়েটা। 'দায়, একত্রিশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ ডলার। বিভিন্ন ফার্ম এই টাকা টিমোথি অ্যান্ড কীল ফার্মের কাছে পায়। এছাড়া আরও কিছু বিল আছে। সর্ব মোট বারো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ ডলার বাষট্টি সেন্ট।'

জেরাল্ড বলল, 'বারো হাজার পাঁচশো ডলার আমি বিনিয়োগ করেছিলাম। পঞ্চাশ হাজার ডলার পেলেই আমি সব ছেড়ে দেব।'

'আমি আগেই বলেছি,' ধৈর্য না হারিয়ে বলল রবার্টা, 'মিস্টার টিমোথি তোমার শেয়ার কেনার অবস্থায় নেই। সম্পদ ভাগ করে নিতে হবে তোমাদের।'

'আর দায়?'

'দায় সৃষ্টির কারণ যেহেতু মিস্টার টিমোথি, তাই তার দায়দায়িত্বও সে-ই নেবে।'

'বেশ,' বলল জেরি, 'কিভাবে ভাগ হবে সম্পদ? আধাআধি। যেমন সে নেবে হোটেল আমি নেব ব্যাঙ্ক–এভাবে?'

'মিস্টার টিমোথি ব্যাঙ্কটা নেবে,' ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বলল রবার্টা। 'হোটেলটাও সে-ই নেবে।'

'শীপিং পেন আর স্টকইয়ার্ড?'

'যেহেতু এগুলো মিস্টার টিমোথি জানে কিভাবে পরিচালনা করতে হবে, তাই এগুলোও সে-ই নেবে।'

'ভাল,' হাসল জেরি। 'আমার পার্টনার এমন সম্পদগুলো নিচ্ছে যেগুলো পয়সা রোজগার করে। আমার ধারণা লংহর্ন সেলুনটাও সে-ই নেবে, তাই না?'

'রবার্টা, মিস্টার কীলকে বলো তার ফালতু কথা আমি অনেক সহ্য করেছি,' বলল মার্ক।

বড় করে দম নিল জেরাল্ড। 'মিস টিমোথি, বেশ, তুমিই বলো কিভাবে মিস্টার টিমোথি সম্পদ ভাগাভাগি করতে চায়।'

গলা খাঁকারি দিল রবার্টা। 'হোটেল, সেলুন, ব্যাঙ্ক, স্টকইয়ার্ড, লোডিং পেন আর ছয়টা বিজনেস বিল্ডিঙের মোট মূল্য দুই লাখ ডলার। মিস্টার টিমোথি এগুলো নেবে এবং দায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তার ধারণা সে তোমাকে বেশিই দিচ্ছে। তুমি পাচ্ছ পওনি সিটির এখনও না

বিক্রি হওয়া জমি এবং ছয় হাজার একর ফার্ম ল্যান্ড। সর্ব মোট মূল্য দুই লাখ ষাট হাজার ডলার।'

'মিস্টার টিমোথিকে বলো আমি তার এই ন্যায্য বিভাজন মেনে নিলাম,' তিক্ত গলায় বলল জেরি। 'তাকে কাগজ তৈরি করতে বলতে পারো।'

'বেশ, মিস্টার কীল,' বলল রবার্টা, 'ধরে নিতে পারো যে আজ এই মুহূর্ত থেকে তোমাদের পার্টনারশীপ শেষ হয়ে গেল। পওনি সিটিতে একজন উকিল এসেছে। আজই তাকে দিয়ে কাগজপত্র তৈরি করে ফেলা হবে।' খাতাটা বন্ধ করল সে। 'তুমি এবার যেতে পারো, মিস্টার কীল।'

'শুভ সন্ধ্যা,' ঠাণ্ডা গলায় বলে দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জেরাল্ড। বলল, 'তোমার ভাইকেও আমার শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে দিয়ো।' একবারও পেছনে না তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো জেরাল্ড।

পরদিন দুপুরে জাডসন ড্রেক রিয়েল এস্টেট অফিসে এসে জেরাল্ডের সঙ্গে দেখা করল। চেয়ারে বসার পর সে বলল, 'মিস্টার কীল, আমি এখানে এসেছি মিস্টার টিমোথির প্রতিনিধি হিসেবে। কয়েক মিনিট সময় নিতে পারি তো?'

'এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে আসো গিয়ে, হ্যাকেট,' কর্মচারীকে বলল জেরাল্ড।

লোকটা চলে যেতেই দুটো কাগজের শীট বের করল ড্রেক। 'তুমি তো জানো যে আমি শুধুই প্রতিনিধি। তুমি ঠকছ না জিতছ সে ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। তাছাড়া আমি শুনেছি তুমি এই চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছ। বোঝোই তো, আমার এসবে কোন হাত নেই। তবু তোমার যদি কিছু বলার...'

'কোথায় সই করতে হবে আমাকে?'

দেখিয়ে দিল ড্রেক। 'এখানে।' তাকাল জেরাল্ডের চোখে। 'সই করার আগে একবার পড়ে দেখবে না?'

সই করে দিল জেরাল্ড। 'পরে পড়ব আমি আমার কপি।'

কাগজটা নিয়ে পকেটে পুরল ড্রেক। সামনে ঝুঁকে বলল, 'কালকে

তোমার আচরণ ব্যক্তিগত ভাবে আমি অত্যন্ত প্রশংসার চোখে দেখেছি, মিস্টার কীল।'

'মার্ক রাজি হয়েছে?' হাল্কা গলায় জানতে চাইল জেরি।

'হ্যাঁ। খুবই আনন্দের সঙ্গে।'

'আমি জানতাম খুশি হবে ও,' শুকনো গলায় বলল জেরি।

পঁচিশ

বিরোধী কোন পক্ষ না থাকায় অগাস্টের প্রথম দিনে মার্ক টিমোথি আর অন্য সব প্রার্থীরা নির্বাচিত হলো। ভোট পড়ল খুবই কম, কারণ ব্যবসায়ীরা ছাড়া এই নির্বাচন সম্বন্ধে আর কারও কোন উৎসাহ নেই।

পরদিন এক টেক্সান কাউবয় রাস্তায় জোরে জোরে ঘোড়া চালনা করল, গুলি ছুঁড়ে খালি করে ফেলল রিভলভার। তার উদ্দেশ্য ছিল আকাশে গুলি ছোঁড়া। কিন্তু সে এতই মাতাল ছিল যে একটা গুলি গিয়ে লাগল হিচরেইলে বাঁধা একটা ঘোড়ার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়া হয়ে গেল ঘোড়াটা।

ঘোড়াটা ছিল নতুন কেনা। মালিক ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসন। প্রতিদিনের মতোই লংহর্ন সেলুনে ফারো খেলায় ব্যস্ত ছিল সে। কেউ একজন গিয়ে খবরটা দিল তাকে। খেলা শেষ করে বেরিয়ে এলো সে। ঘোড়ার অবস্থা পরীক্ষা করে দেখল পায়ে গুলি খেয়েছে। দেরি না করে ঘোড়াটাকে গুলি করে মারল সে। তারপর গেল টেক্সান কাউবয়ের খোঁজে।

সে তখন টেক্সাস সেলুনে গিয়ে মদ গিলছে। ওখানে গিয়ে বাজে বাজে গালাগাল করল তাকে ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসন। পরিণতি: গানফাইট। এবং কাউবয়ের মৃত্যু।

আধঘণ্টার মধ্যে মৃত কাউবয়ের বন্ধুরা খবর পেয়ে জড় হলো।

দ্রুতই একটা পাসি গঠন করল তারা। সেলুনগুলোতে খুঁজে দেখা হলো। জ্যাক ম্যাসনকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কয়েক ঘণ্টার জন্যে স্রেফ গায়েব হয়ে গেল সে। উন্মত্ত কাউবয়রা রাস্তায় হল্লা করল, ঘোড়া দাবড়াল এবং রাস্তার দু'পাশের সব কয়টা কাঁচের জানালা ভেঙে ফেলল গুলি করে। সব শেষে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল তারা বন্ধুর লাশ নিয়ে।

বিকেলে কোত্থেকে যেন আবার উদয় হলো জ্যাক ম্যাসন। দুইশো ডলার জিতে নিল লংহর্ন সেলুনে ফারো খেলে।

সারাদিনের এই ঘটনা সম্বন্ধে জেরাল্ড কীল কিছুই জানে না। দিনটা প্রেয়ারিতে কাটিয়েছে সে। ফিরেছে শেষ বিকেলে। অবশ্য ফেরার পথে ওর চোখ এড়ায়নি, শহরের একটা জানালাও আস্ত নেই। রিয়েল এস্টেট অফিসের কর্মচারী হ্যাকেট ওকে জানাল আজকে কি ঘটেছে।

দু'দিন পরে, একদল শ্রমিক ভারী কাঠামোর একটা দোতলা বাড়ি বানাতে কাজে নামল। ওটা হবে পওনি সিটি জেল। দুটো ঘর। পেছনের ছোট ঘরটায় থাকবে সেল। সামনের অফিসটা মার্শালের। ওপরের অফিসে বসবে জাডসন ড্রেক, জাস্টিস অভ দ্য পীস। বন্দিদের ফাইন করবে সে। মার্শাল ধরে আনবে বন্দিদের। ঠিক হলো পওনি সিটির জাজের বেতন দেয়া হবে বন্দিদের দেয়া ফাইন থেকে।

আইন করে ঠিক হয়েছে মার্শাল নিয়োগ দেবে মেয়র। আইনটা করা হয়েছিল যখন ভাবা হচ্ছিল মেয়র হবে চার্লস ফেসলার।

পরের পওনি সিটি ল্যান্সের সংখ্যায় মার্শালের নিয়োগ সংক্রান্ত একটা খবর ছাপা হলো। খবর পড়ে জানা গেল নাম তার জ্যাক ম্যাসন। বেশি পরিচিত সে ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসন নামে।

খবরে বলা হলো মেয়র টিমোথি আগুন দিয়ে আগুনের মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পওনি সিটির আইনগত পরিস্থিতি যেহেতু আয়ত্তের বাইর চলে গেছে তাই জ্যাক ম্যাসনের মতো পরিচিত গানম্যানের নিয়োগ নিয়ে বড় একটা কথা কেউ তুলল না।

ছাব্বিশ

দেখতে দেখতে সেপ্টেম্বর চলে এলো।

মধ্য এপ্রিল থেকে পওনি সিটির ধারেকাছে একবারও বৃষ্টিপাত হয়নি। নদীর পানি কমে উচ্চতা কয়েক ইঞ্চিতে নেমে এসেছে। কাদা পানি। হাজার হাজার টেক্সান লংহর্ন এই পানি মাড়িয়েছে। ওদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে নদীর দু'পাশের বাফেলো ঘাস ছোট হয়ে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে।

টেক্সাস থেকে এখনও গরুর পাল আসছে। কখনও দিনে একটা, কখনও দিনে কয়েকটা করে-শেষ নেই যেন। অজস্র গরু স্টকইয়ার্ডে জমা হচ্ছে, সেখান থেকে তুলে দেয়া হচ্ছে ট্রেইনের বগিতে-প্রতি বগিতে যাচ্ছে আশি থেকে একশোটা করে গরু।

পওনি সিটিতে গরুর প্রথম পাল নিয়ে এসেছিল ড্যান হ্যাস্টিংস। বছরের দ্বিতীয়বারের মতো এলো সে। এবার তার সঙ্গে তিন হাজার রুগ্ন গরু। বারোজন কাউবয় আছে তার গরুর পাল দেখাশোনার জন্যে।

জেরাল্ড কীল পওনি সিটির দক্ষিণে গিয়েছিল প্রেয়ারি দেখতে। ফেরার পথে হ্যাস্টিংসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার।

ওকে দেখে মাথা দোলাল হ্যাস্টিংস, কিন্তু হাত যখন মেলাল উষ্ণতা থাকল না তাতে। 'ট্রেইলে আসতে আসতে কিছু বাজে খবর কানে এলো, মিস্টার কীল,' বলল সে। 'জানি না বিশ্বাস করা উচিত হবে কিনা। শুনলাম তুমি আর মিস্টার টিমোথি নাকি আর অংশীদার নও?'

'হ্যাঁ। মতের মিল হয়নি আমাদের।'

'শুনে খারাপ লাগল,' বলল হ্যাস্টিংস। 'আমার ধারণা হয়েছিল

তোমরা ভাল বন্ধু। আচ্ছা, আরও শুনলাম শহরে নাকি নতুন মার্শাল রাখা হয়েছে? সেই মার্শাল নাকি ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসন?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাজ পরার পর থেকে এপর্যন্ত সে নাকি ছয়জন লোককে খুন করেছে?'

ভ্রূ কুঁচকাল জেরি। 'আধঘণ্টা আগে যখন শহর ছেড়ে আসি তখন থেকে এখন পর্যন্ত হয়তো সে চারজনকে খুন করেছে। আমি অবশ্য দু'জনের কথা জানি। তবে বলা যায় না, অস্ত্রে ম্যাসনের হাত খুবই ভাল।' হাসল জেরাল্ড, হাসিতে সজীবতা থাকল না। 'তবে যাদের আহত করেছে সে, তাদের ধরলে হয়তো ছয়জন হবে।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়নি, মিস্টার কীল,' মাথা নেড়ে জানাল হ্যাস্টিংস। 'সবাই জানে টেক্সানদের জ্যাক ম্যাসন দু'চোখে দেখতে পারে না। হ্যাঁ, গরু বেচা আমাদের দরকার বটে, মিস্টার কীল, কিন্তু আমরা টেক্সানরা গর্বিত জাতি; আমরা চাই না বিনা কারণে কেউ আমাদের ওপর অত্যাচার করুক। সে আইনের লোক হোক বা না হোক।'

'এই ব্যাপারে তুমি মিস্টার টিমোথির সঙ্গে আলাপ করে দেখতে পারো।'

'তাই করব আমি।'

ড্যান হ্যাস্টিংসকে ছেড়ে নদীর উত্তর পাড় ধরে এগিয়ে চলল জেরাল্ড। থামল একটা ফ্রেম ফার্মহাউজের সামনে। ফার্মহাউজের ছাদটা কাদা লেপে তৈরি। এটা অ্যালেক্স টার্নবুমের ফার্ম। এর কাছেই প্রথম ফার্ম ল্যান্ড বেচেছিল জেরি। এখন অ্যালেক্সের এক ভাই এখান থেকে পশ্চিমে ফার্ম করছে। এছাড়া তার আত্মীয়স্বজনরা ফার্ম করছে আশেপাশের জমিতে।

অ্যালেক্সকে জেরি পেল খেতে, কাজ করছে লোকটা এক জোড়া ঘোড়ায় লাঙল জুড়ে। জেরিকে দেখে খুশি হলো লোকটা।

'জমিটা ভাল জমি,' হাতের উল্টোপিঠে কপালের ঘাম মুখে বলল টার্নবুম।

'তবে খুবই শুকনো,' জানাল জেরি। 'এখানে তুমি আসার পর একবারও বৃষ্টি হয়নি।' চারপাশে তাকাল ও। 'এবছর ফসল বোনোনি তুমি।'

'বুনিনি,' সায় জানাল টার্নবুম। 'শুধু শাকসজির বাগান করেছি এবার। একটা কুয়ো খুঁড়েছি। ওটা থেকে সামান্য পানি পাচ্ছি। তাতে সজির কাজ চলে যাবে। এবার চাষ দিচ্ছি, আশা করি আগামী মাসে গম বুনতে পারব।'

'গম?' আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইল জেরি। 'বছরের এই সময়ে?'

'শীতের গম,' জবাব দিল টার্নবুম। 'সুইডেনেও এই সময়েই বুনি আমরা।'

'বুঝলাম না আমি,' বলল জেরি, 'আমার তো ধারণা ছিল সুইডেনে প্রচণ্ড শীত।'

'তা ঠিক। কিন্তু গমের কোন ক্ষতি করে না ঠাণ্ডা। তুষার বরং জমি গরম আর ভেজা রাখে। জুনে যখন তুষার গলে, সুন্দর গাছ ওঠে গমের। বসন্তে যদি বুনি, তাহলে বৃষ্টি না হলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। এখানের জমি ভাল, কাজেই আশা করা যায় যে একর প্রতি চল্লিশ বুশেল করে গম হবে।'

'আশ্চর্য কথা শোনালে,' বলল জেরি। 'আর এতদিন আমার মনে মনে দুঃখ হতো তোমার কাছে জমিটা বেচেছি বলে। আমার ধারণা ছিল পানির অভাবে এখানে কিছুই করতে পারবে না তুমি।'

'আগামী বছর দেখবে কেমন চমৎকার ফসল তুলি আমি,' তৃপ্তির সঙ্গে বলল ফার্মার। 'হয়তো আগামী বছর আরও জমি কিনব আমি আরও গম চাষ করার জন্যে।'

পওনি সিটিতে ফেরার পথে একটা বাকবোর্ডকে আসতে দেখল জেরাল্ড। ওটা একশো ফুটের মধ্যে আসার পর বুঝতে পারল যে চালাচ্ছে একটা মেয়ে।

রবার্টা টিমোথি।

সরে যাওয়ার আর কোন উপায় নেই জেরির সামনে। পাশ দিয়েই যাবে বাগিটা। ঘোড়ার গতি বাড়তে কমতে দিল না ও। পাশ যখন কাটাল, আলতো করে একবার ছুঁলো হ্যাটের কানা।

রবার্টার দৃষ্টি ওকে ভেদ করে দূরে কোথায় যেন। দেখেও না দেখার ভান। একবার ভদ্রতা করে মাথাও নোয়াল না।

পওনি সিটিতে ফিরে এলো জেরাল্ড কীল।

পওনি সিটিতে কাউবয়রা ঘোড়া কখনও আস্তে ছোটায় না, শহরে আসার সময় বা বেরিয়ে যাবার সময় অত্যন্ত জোরে ছুটিয়ে ফুর্তির প্রকাশ ঘটায়। এমনকি এক সেলুন থেকে আরেক সেলুনের সামান্য দূরত্বও একই গতিতে পেরোয় ওরা।

জেরাল্ড কীল তাদের মতো নয়, ঘোড়া হাঁটিয়ে শহরে যাতায়াত করে সে। দোকানের সামনে অলিভার ওয়্যাকম্যান দাঁড়িয়ে আছে, একটা ওয়্যাগন থেকে দোকানে মালপত্র তুলছে। জেরাল্ডকে দেখে ডাক দিল সে।

'আফটারনূন, মিস্টার কীল।'

জবাবে হাফ সেল্যুট দিল জেরাল্ড। ওয়্যাকম্যানের দোকানের সামান্য পেছনে বোর্ডওয়াকে দাঁড়ানো এক চালচুলো সুন্দরী জেরাল্ডকে দেখে আকর্ষণীয় চোখের পাপড়ি বার কয়েক ওঠা নামা করে হাসল। বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যালো, মিস্টার কীল।'

তার উদ্দেশে মাথা নোয়াল জেরাল্ড। এগিয়ে চলল। সামনে দেখা যাচ্ছে আলফ্রেড বাফিংটনকে, ফার্মের নানা সরঞ্জাম দোকানের সম্মুখভাগে সাজিয়ে রাখছে সে। জেরাল্ড পার হওয়ার সময় কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল বাফিংটন, বোর্ডওয়াকের কিনারায় দাঁড়িয়ে বলল, 'একটু আগে একজনকে গুলি করেছে ওয়াইল্ড জ্যাক।'

'মারা গেছে?'

'জানি না। লোকটাকে সবাই ধরাধরি করে ডাক্তার শাইক্সের ওখানে নিয়ে গেল দেখলাম।'

'লোকটা বোধহয়,' ধীরে ধীরে বলল জেরি, 'কোন গোলমাল করছিল।'

মাথা দোলাল বাফিংটন। 'মাতাল ছিল সে। লংহর্ন সেলুনে মার্শাল যখন ফারো খেলছিল তখন কি সব যেন বলেছিল।'

'শহরে এমন কোন আইন আছে যে মার্শাল ফারো খেলতে পারবে

না?'

বিরক্তি গোপন না করে জেরির দিকে তাকাল বাফিংটন। 'আমাদের মার্শাল শহরে শান্তি বজায় রাখছে বটে, কিন্তু সেটা অস্ত্রের জোরে।'

'তোমরা তো বোর্ড অভ সুপারভাইজারের সদস্য। তোমরা কিছু করতে পারছ না ওয়াইল্ড জ্যাকের ব্যাপারে?'

'জাজ ড্রেক বলেছে আমাদের কিছু করার নেই। মার্শালের নিয়োগ আর বরখাস্তের ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতা মেয়রের একার। ড্রেকের অফিস তো ফী অফিস। বন্দিদের ফাইন থেকে অর্ধেক পায় সে। ওয়াইল্ড জ্যাক অজস্র লোককে গ্রেফতার করছে। তাদের একজনকেও নিরপরাধী পাওয়া যায়নি, প্রত্যেকেই ফাইন দিয়েছে।'

'পওনি সিটি ল্যান্সের প্রকাশক ফেসলার না জাজ ড্রেককে পওনি সিটিতে নিয়ে এসেছে?'

'তা এনেছে, কিন্তু এখন আর তাদের মধ্যে আগের সেই বন্ধুত্বের ছিটেফোঁটাও নেই।'

'কখনও কখনও,' বলল জেরি, 'বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায়।'

রিয়েল এস্টেট অফিসের সামনে হিচরেইলে ঘোড়া বেঁধে নামল জেরাল্ড। অফিসে হ্যাকেট নেই, তবে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে টেবিলে। নতুন এক ক্রেতাকে জমি দেখাতে গেছে সে।

বিকেলের নরম রোদে রিয়েল এস্টেট অফিসের বাইরে বোর্ডওয়াকে দাঁড়াল জেরাল্ড। ঠোঁটে সরু একটা সিগার। জ্বালতে ভুলে গেছে।

রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করছে পথচারী। একজোড়া কাউবয় এলো চিৎকার করে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে। আশ্চর্য যে ফ্যাকাসে চাঁদের দিকে তাক করে সিক্সগান ছুঁড়ল না তারা একবারও।

হোটেলের দিকে তাকাল জেরাল্ড। অজস্র জানালায় জ্বলছে অসংখ্য আলো। লবির আলোটা সবচেয়ে উজ্জ্বল। হোটেল থেকে বেরচ্ছে অনেকে। কেউ কেউ ঢুকছে ভেতরে।

মেয়র মার্ক টিমোথি বোধহয় এখন তার অফিসে, দিনের রিসিটগুলো হিসেব করছে। ব্যাঙ্ক, হোটেল, স্টকইয়ার্ড, শীপিং পেন আর সেলুন থেকে তার রোজগার কম হবার কথা নয়। মাথা নাড়ল জেরি।

না, সেলুনের রিসিট এখনও মার্কের হাতে আসবে না। রাতে সেগুলোর হিসেব করবে রবার্টা।

না ধরানো সিগারটা ফেলে দিয়ে রাস্তা ধরে সামনে বাড়ল জেরি।

ড্রোভার হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে রবার্টা টিমোথি, সন্ধের সুশীতল বাতাস উপভোগ করছে। সিল্কের একটা ড্রেস তার পরনে। ফিন ফিন করে উড়ছে প্রান্তগুলো ঝিরঝিরে বাতাসে। কাঁধে একটা সুন্দর সবুজ শাল জড়িয়েছে। বাতাসে উড়ছে এলো চুল। এক গোছা এসে পড়ল কপালের ওপর। হাত দিয়ে ওগুলো পেছনে সরিয়ে দিল রবার্টা।

পেছনে পায়ের শব্দ পেল মেয়েটা, কিন্তু ফিরে তাকাল না। নাকে এলো চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধ। তারপর শুনতে পেল ভাইয়ের গলা। 'এখনও ওর কথা ভাবছ, না?'

চমকে উঠল রবার্টা। তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'আমি ভাবছিলাম নতুন যে ব্যাঙ্কটা খুলেছে সেটার কথা। চিন্তা করছিলাম আমাদের নিজেদের ব্যাঙ্ক ওটার কারণে ব্যবসায়িক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা।'

'লংহর্ন সেলুনের ফারো ব্যাঙ্ক পওনি সিটি সেভিংস ব্যাঙ্কের চেয়ে বেশি লাভ করে,' বলল মার্ক। 'আজকে শুনলাম জেরাল্ড কীল নাকি নতুন ব্যাঙ্কে তার টাকা রেখেছে।'

'ক্যানসাসে এভাবে চিঠির মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা সফল হবে বলে মনে হয় না।'

'ব্যাঙ্কে ও টাকা জমা রাখতে পারবে এটাই আশ্চর্য,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল মার্ক। 'পওনি সিটির জমি বেচে প্রায় কিছুই তো ওর পাবার কথা নয়।'

'অনেক জমি বেচেছে নিশ্চয়ই,' বলল রবার্টা। 'গত কদিন দেখছি ছুতোরদের ব্যস্ততা আগের চেয়ে বেড়েছে।'

'পওনি সিটি বাড়ছে। এপর্যন্ত দুই লাখ লংহর্ন আমার হাত দিয়ে উত্তরে গেছে। মৌশুম শেষ হওয়ার আগে আশা করি দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার ছাড়াবে সংখ্যাটা।' আরাম করে হাভানা সিগারে টান দিল মার্ক। 'কাজ কমে আসছে। যাও না, কদিনের জন্যে ঘুরে আসো না ক্যানসাস

সিটি থেকে? সেন্ট লুইসেও যেতে পারো। ওখানে তো তোমার বেশ কয়েকজন বন্ধুও আছে।'

'মার্ক,' বলল রবার্টা, 'বিশ্বাস করো, জেরাল্ডের কথা ভেবে দিনগুলো আমি পার করছি না।'

'কে বলছে যে তুমি ওর কথা ভাবো?'

'সেজন্যেই কি বেড়ানোর কথা উঠছে না?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মার্ক। তারপর হাসল। 'তুমি ওর অভাব খুব বেশি বোধ করো না। করো, সিস?'

'হ্যাঁ, করি,' হঠাৎ রেগে উঠে বলল মেয়েটা। 'সত্যি যদি জানতে চাও–হ্যাঁ, আমি ওর অভাব খুব বেশি অনুভব করি।'

কথা শেষ করে দাঁড়াল না, বিস্মিত মার্ককে হতভম্ব করে রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে হোটেলের লবিতে ঢুকে গেল রবার্টা।

চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল মার্ক। তারপর গলা দিয়ে অসন্তুষ্টির একটা আওয়াজ করে সিগারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। গট গট করে নেমে গেল বোর্ডওয়াকে। হাঁটতে লাগল সামনে, উদ্দেশ্যবিহীন।

সাতাশ

অক্টোবর চলে এলো। মাসের প্রথম কিছুদিন গরুর পাল আসা বন্ধ হলো না। তারপর শেষ পাল এলো ষোলো তারিখে। তার পরদিন থেকে সেলুনগুলো ফারোর বদলে সলিটেয়ার খেলতে লাগল হুইস্কির স্রোত থেমে গেল, সেলুনে লোক সমাগম থাকল না বললেই চলে।

শহরে লোক নেই যে হাঙ্গামা হবে। বেতনটা খামোকা বসেই নিল ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসন। পুরো এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল, জাজ ড্রেক পকেটে এক ডলারও ফাইন পুরতে পারল না। এবছরের মতো ক্যাটল

সীজন শেষ হয়েছে। দুটো সেলুন তাদের জানালায় শাটার লাগিয়ে বন্ধ করে দিল ব্যবসা। ব্যবসায়ীরা তাদের স্টকের হিসেব নিতে লাগল, লাভ নির্ধারণ করল এবং বুঝতে পারল যে খুবই ভাল লাভ করেছে। তবে সামনের পাঁচ মাস তাদের ব্যবসা হবে না এটা প্রায় ধরে নেয়া যায়। প্রেয়ারিতে শীত পড়বে প্রচণ্ড, থাকবেও দীর্ঘদিন।

তবে তাতে ব্যবসায়ীরা দমে যাবার পাত্র নয়। একদল ব্যবসায়ী আলোচনায় বসল। ফলে পরদিন ফেসলার তার কাগজে একটা খবর ছাপল।

বন্ধুরা—প্রতিবেশীরা

এবছরের অভূতপূর্ব গরু ব্যবসার ফলশ্রুতিতে পওনি সিটির কারবারী আর ব্যবসায়ীরা নভেম্বরের এক তারিখ, আগামী শনিবার বিকেলে এক নাচের আসরের আয়োজন করেছে।

সবাই আমন্ত্রিত। আপ্যায়িত করা হবে।

টিকেট—এক ডলার।

নভেম্বরের এক তারিখে প্রচণ্ড শীত পড়ল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আশঙ্কা করা হলো যে বছরের প্রথম তুষার বোধহয় আজ থেকেই পড়তে শুরু করবে। দুপুরের পর পর উত্তর থেকে ছাড়ল কনকনে ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া। তুষার পড়ল না, কিন্তু থার্মোমিটার নেমে এলো শূন্যের কাছাকাছি। ক্যানসাসে শীতের শুরুতে সাধারণত এত ঠাণ্ডা কখনও পড়ে না।

বিকেলে সপ্তাহের রসদ কিনতে এসে এক ফার্মার জানাল যে শহরের দক্ষিণে সে এক পাল টেক্সান গরু দেখেছে, নদী পার হচ্ছে।

কেউ খবরটায় পাত্তা দিল না। শেষ গরুর পাল এসেছে দুই সপ্তাহ আগে। আর আসবে সেই সম্ভাবনা নেই এটা ধরেই নেয়া হয়েছে।

জেরাল্ড কীল রিয়েল এস্টেট অফিসের পেছনে একটা পার্টিশন দাঁড় করিয়েছে। অফিসটা এতে ছোট হয়ে গেছে বটে, তবে নিজের জন্যে পেছনে একটা ব্যক্তিগত কোয়ার্টার পেয়েছে জেরি। ঘরটা বিশফুট চওড়া আর দশফুট লম্বা। কটটা এখনও ও ব্যবহার করছে। তবে

চেয়ারও কিনেছে গোটা দুয়েক। একটা টেবিলের দু'পাশে রাখা আছে ও দুটো। ঘরের এক কোণে একটা ওয়াশস্ট্যান্ডও বসিয়েছে। তাতে রাখা আছে একটা পীচার আর একটা বোল। সামনের দেয়ালে আয়না। মোট কথা, একজন থাকার মতো করে ঘরটা সাজিয়ে নিয়েছে জেরি।

সন্ধে সাতটার সময় খালি গায়ে আয়নাটার সামনে দাঁড়াল ও। দাড়ি চাঁছতে শুরু করল। এখনও ঠিক করেনি নাচের আসরে যাবে কিনা। এক মনে কাজ করে যাচ্ছে এমন সময়ে রাস্তার দরজায় টোকার আওয়াজ হলো। একটা চিকন গলা শোনা গেল: 'এই যে, শয়তান ইয়াঙ্কি, আমি আবার এসে গেছি!'

জেরির গলা দিয়ে সন্তুষ্টির আওয়াজ বেরল। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল ও। ভুলেই গেল যে গায়ে ওর শার্ট নেই, গালে লেগে আছে শেভিং ক্রীম। হাতের রেজরটা পর্যন্ত ওয়াশস্ট্যান্ডের ওপর রেখে আসেনি ও।

'বিদ্রোহী!' আদর করে ডাকল জেরি।

'এই যে আমি!' দরজা খুলতেই না দেখে জেরির বুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সামান্থা।

পরনে ওর লিভাই, বুট, উলের শার্ট আর গরম একটা জ্যাকেট। গাল বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আছে ওর, কিন্তু শরীরটা উত্তাপ ছড়াচ্ছে। শক্ত করে জেরাল্ডকে আলিঙ্গন করল মেয়েটা।

'বাজি ধরতে পারি তুমি ভাবতেও পারোনি আসব আমরা,' বলল সামান্থা। 'দেরিতে যাত্রা শুরু করেছি আমরা। তবে কি বলো, না আসার চেয়ে দেরিতে আসা ভাল নয়? বাবাকে আমি এটাই বুঝিয়েছি। বলেছি তোমার সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হবে।'

হঠাৎ সামান্থার হাত জেরির কোমর থেকে উঠে গলা পেঁচিয়ে ধরল। চট করে চুমু খেল মেয়েটা ওর ঠোঁটে। তারপরই পিছিয়ে গেল সামান্থা, এতক্ষণে সচেতন হয়ে উঠল যে জেরির পরনে শার্ট নেই।

'ভেতরে এসে বসো, রেব,' ডাকল জেরি। 'একটু অপেক্ষা করো, আমি পোশাকটা পরে নিই।'

'তুমি আমাকে নাচের আসরে নিয়ে যাবে?' উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল সামান্থা। 'সারা শহর দেখলাম পোস্টারে ছেয়ে গেছে।

চিন্তা কোরো না–এবার আমরা সঙ্গে একটা চাক ওয়্যাগন এনেছি। ওটাতে আমার ড্রেস আছে। সত্যিকারের একটা ড্রেস। আসলে এখন আমার দুটো ড্রেস, শয়তান ইয়াঙ্কি!'

'পচা রেবেল,' জবাবে বলল জেরি, 'তোমাকে নাচের আসরে নিয়ে যেতে পারলে নিজেকে আমি গর্বিত মনে করব।'

'আমি তাহলে যাই,' সামান্থার আচরণে তাড়াহুড়ো প্রকাশ পেল, 'পরিষ্কার হয়ে পোশাক পরতে হবে আমাকে। সারা গায়ে গোবর লেগে আছে আমার। শীত হোক আর না হোক, হোটেলে যদি কোন বাথটাব থাকে তাহলে গোসল আমি করবই। এসে আমাকে নিয়ে যেয়ো, ইয়াঙ্কি। আটটার সময়!'

কথা শেষ করেই দৌড়ে চলে গেল সামান্থা। থম মেরে গেল জেরাল্ড। কোথায় ওকে যেতে হবে মেয়েটাকে আনতে হলে তা বোঝার আগেই চলে গেছে সামান্থা।

টিমোথি অ্যান্ড কীল ফার্ম বিলুপ্তির পর আজ পর্যন্ত আর ড্রোভার হোটেলে পা রাখেনি জেরাল্ড।

শেভিং সেরে পোশাক পরে গলায় টাই বেঁধে ঘড়ি দেখল জেরি। এখনও অনেক দেরি। মাত্র সাতটা বিশ বাজে।

সামান্থার তৈরি হতে অন্তত ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই। বেশিও লাগতে পারে, যদি মেয়েটা গোসলের ব্যবস্থা করতে পারে।

অফিস থেকে বের হয়ে বোর্ডওয়াকে দাঁড়াল জেরি। লংহর্ন সেলুনের দরজাটা কাছেই। সেদিকে তাকাল। কেঁপে উঠল হঠাৎ বয়ে আসা ঠাণ্ডা এক ঝলক বাতাসে। কোটের বোতাম লাগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল লংহর্ন সেলুনের দরজায়।

ফারো ডীলার মাত্র দু'জন খেলোয়াড়কে তাস বেঁটে দিচ্ছে, কিন্তু বারটা ভাল ব্যবসা করছে। বার কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে জেনারেল রয় কালভিন। পরনে যুদ্ধের সময়কার ধূসর একটা ওভারকোট। ওটা থেকে সোনার ব্রেইড খুলে ফেলা হয়েছে। জেনারেলের সঙ্গে বেশ কয়েকজন কাউবয়ও দাঁড়িয়ে আছে।

'জেনারেল,' সামনে বেড়ে ডাক দিল জেরাল্ড। 'আবার দেখা

হওয়াতে ভাল লাগছে।'

'আরেহ্, মিস্টার কীল! তোমার কথাই ভাবছিলাম, দেখা হয়ে যেতে পারে। ড্রিঙ্ক চলবে আমার সঙ্গে?'

'নিশ্চয়ই।'

'ধন্যবাদ।' এক কাউবয়ের দিকে ফিরল জেনারেল। 'এ জোসেফ কনরাড, আমার ফোরম্যান আর ট্রেইল বস্।'

রোদে পোড়া চেহারার লোকটা হাত মেলাল জেরাল্ডের সঙ্গে। 'প্রায় এক বছর হলো তুমি আমাদের র‍্যাঞ্চে এসেছিলে। মনে পড়ে তুমি যখন এলে তখন টার্গেট শূটিং করছিলাম আমরা।'

'তুমি বলতে চাইছ,' হাসল জেরি, 'তুমি শেখাচ্ছিলে আর গুলি করছিল মিস কালভিন। তাক করছিল না ও, লক্ষ্যের দিকে নল ফিরিয়েই গুলি করছিল।'

এক গাল হাসল জোসেফ কনরাড। 'এখন ইচ্ছে করলে আমাকে হারিয়ে দিতে পারবে ও।'

'হ্যাঁ, সামান্থা ভাল মার্কসম্যান,' সায় দিল জেনারেল। 'ঘোড়া পোষ মানানো আর গরু ড্রাইভেও ওর জুড়ি নেই। তবে মেয়েদের যা জানা উচিত, সংসারের কাজ, সেটা ওর খুব কমই জানা আছে। আর সেজন্যেই, স্যার, এবার আমার সঙ্গে টেক্সাসে ফিরছে না ও।'

'বুঝলাম না।'

'কালকের ট্রেইনে আমি সেন্ট লুইসে পাঠাচ্ছি ওকে। ওখানে মেয়েদের একটা বিখ্যাত উইন্টার স্কুলে শীতটা কাটাবে ও। আর্মিতে আমার এক বন্ধুর দুই মেয়ে ওই স্কুলে পড়ে। সে-ই আমাকে বলেছে স্কুলটার সুনামের কথা।'

একথা সামান্থা বোধহয় লজ্জায় জেরিকে বলেনি।

জেরির হুইস্কির গ্লাস শেষ হয়ে এসেছে এমন সময়ে এক লোক প্রবেশ করল সেলুনে। ওর সামনে এসে দাঁড়াল সে। লোকটা জর্জ নেসেকা। পরনে ভালুকের চামড়ার তৈরি ওভারকোট। হাত দুটো পকেটে, জেরাল্ডের সঙ্গে হাত মেলানোর কোন ইচ্ছে নেই তা স্পষ্ট।

'কি খবর, মিস্টার কীল?'

'কেমন আছ তুমি?' শান্ত স্বরে পাল্টা জানতে চাইল জেরি।

'চলছে। টেক্সাসে গিয়ে নিজে গরুর একটা ছোট পাল নিয়ে এবার এসেছি। পাঁচশো গরু। এখানে আসতে আসতে তিনশোর চেয়েও কমে গেছে সংখ্যায়।'

'প্যানহ্যান্ডেলে কোমাঞ্চিরা আমাদের ওপর হামলা করেছিল,' জানাল জেনারেল। 'ইন্ডিয়ানদের অঞ্চলে পানি প্রায় ছিল না বললেই চলে। তার ওপর দুইবার আমাদের গরু স্ট্যাম্পিড করিয়েছে ইন্ডিয়ানরা। র‍্যাঞ্চ থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম পাঁচ হাজার বাছুর নিয়ে, এখানে যখন পৌঁছাই নেসেকারগুলো বাদ দিলে আছে মাত্র পঁয়ত্রিশশো।'

'এক সঙ্গে এসেছ তোমরা?'

'কোমাঞ্চিরা হামলা করার পর আমরা এক হই,' বলল জেনারেল কালভিন। 'এবারে এসে একটা জিনিস শিখেছি। বছরের এই সময়ে ক্যাটল ড্রাইভ করা কোনমতেই উচিত নয়। আমাদের গরুগুলোর অবস্থা ভাল নয়। শুধু চামড়া আর হাড় আছে গায়ে। পথে ভাল ঘাস ছিল না।'

পকেট থেকে ঘড়িটা বের করল জেরাল্ড। 'জেনারেল, এক সুন্দরী তরুণীকে আমি নিয়ে যাচ্ছি নাচের আসরে আজ। ওকে হোটেল থেকে তুলে নিতে হবে। ওর নাম সামান্থা কাল...'

প্রফুল্ল দেখাল জেনারেলকে। 'খুব ভাল কথা, মিস্টার কীল। আমিও হয়তো যেতে পারি ওখানে...দেখার জন্যে।'

'সবাই যেতে পারবে ওই নাচের আসরে?' জানতে চাইল নেসেকা।

'হ্যাঁ। এক ডলার পকেটে থাকলে সবাই,' জবাবে জানাল জেরাল্ড।

সিঁড়ি বেয়ে ড্রোভার হোটেলের বারান্দায় উঠল জেরি। কেউ নেই বারান্দায়। তবে লবিতে এক ড্রামার আলাপ জুড়েছে হোটেলের ক্লার্কের সঙ্গে।

ডেস্কের পেছনের অফিসের দরজা খোলা। কিন্তু ভেতরটা অন্ধকার। স্বাভাবিক হয়ে এলো জেরাল্ডের শ্বাস-প্রশ্বাস। আরেকবার ঘড়ির দিকে তাকাল। আটটা বেজে পাঁচ মিনিট।

হোটেলের কার্পেটহীন সিঁড়িতে জুতোর হীলের আওয়াজ উঠল। তাকিয়ে দেখল জেরি, রাজকীয় ভঙ্গিতে নেমে আসছে সামান্থা

কালভিন।

মুখটা এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে অবাক হয়ে তাকাল জেরাল্ড। চুলগুলো নরম, ফিনফিনে, উড়ছে হালকা পালকের মতো। সবুজ ভেলভেটের পোশাকে দেখতে মেয়েটাকে লাগছে পরীর মতো। কাঁধ বেরিয়ে আছে। সোনালী। দেখলে ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে। বুকের কাছে ভরাট হয়ে আছে পোশাকটা।

সামান্থা যুবতী হয়ে উঠেছে, অজান্তেই ভাল লাগল জেরাল্ডের।

ওকে দেখে সিঁড়ির শেষ ধাপে থামল মেয়েটা। হাসল মিষ্টি করে। বলল, 'জেনারেল আমাকে অস্টিনে নিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকেই পোশাক কেনা। এবছর শীতটা আমি একটা উইন্টার স্কুলে কাটাব। বাবার ধারণা ওখানে থাকলে আমি সত্যিকারের ভদ্রমহিলারা যেমন সভ্য সমাজে মেশে তেমনটা শিখতে পারব।'

'তুমি দেখতে খুব সুন্দর, স্যাম।'

'মোটেও না,' আপত্তি জানাল সামান্থা জোরাল গলায়। পা বাড়াল ওর দিকে। 'আমি হচ্ছি টেক্সাসের এক চিকনচাকন কাউবয়।'

'নাচের আসরে তুমি হবে সেরা সুন্দরী মেয়ে,' সাফ জানিয়ে দিল জেরাল্ড।

সামান্থার হাতের ওপর একটা ক্যাপ। ওটা নিয়ে নিজের কাছে রাখল ও। কনুই ধরে হাঁটতে সাহায্য করল। বারকয়েক লাজুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সামান্থা।

'আমি নাচতে পারি,' নিচু গলায় বলল ও, 'কম। তবে পারি। ম্যামি আমাকে শিখিয়েছিল। ও...'

'ম্যামি নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে তোমাদের কাছে? তোমাদের তো এখন অনেক টাকা।'

'না।' হতাশার ছাপ পড়ল সামান্থার সুন্দর মুখে। 'অস্টিনে ওকে খুঁজেছিলাম আমরা। পাইনি। একজনের মুখে শোনা গেল নিউ অর্লিন্সে চলে গেছে ও। বাবা জেনারেল বিউরগার্ডকে ওখানে চিঠি লিখল, কিন্তু জেনারেল বিউরগার্ড তাকে খুঁজে পায়নি ওখানে। ও এখন কোথায় জানি না আমরা।'

আটাশ

ক্যানসাস সিটি থেকে আসা এক লোকের কাছে ছয় সপ্তাহ আগে দুটো সংলগ্ন জমি বেচেছে জেরাল্ড কীল। সে-লোক ছুতোরদের কাজে লাগিয়ে ক্যানসাস সিটিতে ফিরে গেছে কি যেন কাজ সেরে ফিরতে। এরইমধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে তার বাড়িটা। প্রকাণ্ড এক ব্যবসা কেন্দ্র। মালিক ঠিক করেছে বসন্তে ওখানে সস্তা কাঠের আসবাবপত্রের দোকান দেবে। পঞ্চাশ ফুট লম্বা আর চল্লিশ ফুট চওড়া দোতলা একটা কাঠের বাড়ি। খালিই পড়ে আছে এখন। মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে ওখানেই, একতলায় বিরাট হল ঘরে নাচের আসরের আয়োজন করা হয়েছে।

ক্যানসাস সিটি থেকে এসেছে চার সদস্যের ব্যান্ড পার্টি। জেরাল্ড আর সামান্থা যখন হল ঘরে ঢুকল, জোরেসোরে একটা খুশির বাজনা বাজাচ্ছিল ওরা।

এরইমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে প্রায় তিরিশ জন অতিথি। তাদের দুই-তৃতীয়াংশই পুরুষ। পওনি সিটিতে এখনও পুরুষ নারীর অনুপাত চার এবং এক।

অর্কেস্ট্রা নাচের একটা বাজনা বাজানো শেষ করেছে। যারা নাচছিল তারা এখনও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গল্পে নিমগ্ন। ঘরের ধারে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরুষরা, আলাপ করছে।

ঘরে ঢুকেই জেরি দেখল ফেসলার, খবরের কাগজের প্রকাশক, বসে আছে একটা টেবিলে। টেবিলটা দরজার ঠিক পাশেই। প্রকাশকের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসন।

'দুই ডলার, মিস্টার কীল,' খুশি খুশি গলায় জানাল ফেসলার।

জেরাল্ডের যতক্ষণ লাগল টাকা মেটাতে, পুরোটা সময় সামান্থা কালভিনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত লোভির মতো চাটল ম্যাসন তার

চোখ দিয়ে।

জেরাল্ড সোজা হয়ে দাঁড়াতে চোখ কুঁচকে তাকাল সে। 'তোমার কাছে কোন অস্ত্র নেই তো, মিস্টার কীল?'

'না।' প্রায় ধমকে উঠল জেরাল্ড।

'এমনি প্রশ্ন করছিলাম, মিস্টার কীল, অত রেগে ওঠার কোন কারণ নেই। আমি চাই না এখানে কোন ঝামেলা বাধুক। তাই ঠিক করেছি ঢোকার মুখেই সবার অস্ত্র নিয়ে নেব।' চোখ পিট পিট করল ম্যাসন। 'কয়েক জন বুদ্ধি করে একটা ককটেল তৈরি করেছে, খেলে খবর হয়ে যায়। বেশি খেয়ো না, মিস্টার কীল।'

সামান্থার কনুই ধরে সামনে বাড়ল জেরাল্ড। দেয়ালের গায়ে একটা টেবিল রাখা আছে। ওতে রাখা হচ্ছে সবার হ্যাট আর কোট। ক্যাপটা টেবিলের ওপর রাখল সামান্থা। ফিসফিস করে ভয় মেশানো গলায় জেরাল্ডকে বলল, 'হঠাৎ ভয় লাগছে আমার। আসলে বোধহয় নাচ জানি না আমি।'

'তাহলে এক সঙ্গে শিখব আমরা,' বলল জেরি। 'আমিও ছয়-সাত বছর হলো নাচি না।'

ঘরের আরেক প্রান্তে চোখ যেতেই রবার্টা টিমোথিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। জাজ ড্রেক আর ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করছে।

জেরি যে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে সে-ব্যাপারে সচেতন হতেই ঘুরে তাকাতে যাচ্ছিল সামান্থা; এমন সময়ে অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল। নাচতে শুরু করল জেরাল্ড।

আসলেই অনেক দিন হলো ও নাচে না। কিন্তু এখন নাচতে গিয়ে দেখল নাচের পদক্ষেপগুলো ও একেবারে ভুলে যায়নি। অবাক হলো যখন দেখল চমৎকার নাচে সামান্থা।

নাচের ফাঁকে রবার্টার সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর। রবার্টা তখন মাত্র ছয় ফুট দূরে, নাচছে জাজ ড্রেকের সঙ্গে।

ওয়াইন রঙের একটা ভেলভেট ইভনিং গাউন পরেছে ও। সুন্দর মানিয়েছে ওই পোশাকে। চুলে কিছু একটা করেছে, জ্বলজ্বলে সোনার মতো ঝলমল করছে ওগুলো। জেরাল্ডের জীবনে দেখা সেরা সুন্দরী রবার্টা, এতে ওর মনে কোন সন্দেহ থাকল না আর।

হঠাৎ চোখ তুলে জেরির দিকে তাকাল সামান্থা। 'আমি…আমি কি ঠিক মতো নাচতে পারছি?'

'চমৎকার!' বিড়বিড় করে বলল জেরাল্ড।

আরেকটু হলে রবার্টার সঙ্গে সামান্থার ধাক্কা লেগে যেত। জাজ ড্রেকের সঙ্গে নাচতে নাচতে কাছে চলে এসেছে রবার্টা।

নাচ থামতেই সামান্থার কাঁধে একটা হাত রাখল মেয়েটা। উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, 'সামান্থা! খুব ভাল লাগছে তোমাকে এতদিন পরে দেখে!'

প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল সামান্থা হঠাৎ পরিচিত গলার আওয়াজ পেয়ে। সামলে নিয়ে বলল, 'মিস টিমোথি! কেমন আছ?' এক মুহূর্তের জন্যে থমকাল ও, তারপর বলল, '…মাত্র টেক্সাস থেকে এসেছি আমরা জানো…আর আমি…আমি…আমি না…নাচতে জানি না!'

'খুব সুন্দর নাচছিলে তুমি,' বলল রবার্টা। ওর চোখ হঠাৎ জেরির চোখে স্থির হলো। 'গুড ইভনিং, জেরাল্ড!'

মাথা দোলাল জেরি। 'তোমাকে দেখতে ভাল লাগছে, রবার্টা।'

'ইভনিং, মিস্টার কীল,' বলল জাজ। রবার্টার দিকে তাকাল। 'আমার ধারণা তোমার সুন্দরী বন্ধুটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি।'

'দুঃখিত,' বলল রবার্টা। 'সামান্থা, এ হচ্ছে জাজ ড্রেক। আর, জাজ, ও সামান্থা কালভিন। টেক্সাস থেকে এসেছে। জেনারেল রয় কালভিনের মেয়ে।'

'পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হলাম, ম্যাম,' জানাল জাজ। 'মাঝবয়সী এক কুৎসিত চেহারার লোকের জন্যে, যে মোটেও নাচতে জানে না, নাচবে তুমি? খুবই খুশি হবে সে তাহলে।'

'নিশ্চয়ই, ইয়োর অনার।' হাসল সামান্থা।

রবার্টাও হাসল। দুই জোড়া কপোতি আলাদা হয়ে গেল পরবর্তী নাচের সুর বেজে উঠতেই।

'ও খুব সুন্দর!' ফিসফিস করে জেরিকে বলল সামান্থা। হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল ওর চোখে। 'আমি…আমি জানি তুমি আর মিস্টার টিমোথি ঝগড়া করেছ। শুনেছি সেজন্যে নাকি তোমার এনগেজমেন্ট ভেঙে…'

গম্ভীর হয়ে গেল জেরাল্ডের চেহারা। 'শহরে আসার পর এত দ্রুত এত খবর পেয়ে গেছ তুমি?'

'নাহ্! টেক্সাসে থাকতেই শুনেছি। সব কথাই টেক্সাসে যায়। জানি কিভাবে তুমি মারামারিতে মিস্টার টিমোথিকে ফাটিয়ে ফেলেছিলে।'

'আমিও আস্ত ছিলাম না।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল সামান্থা। 'ওই যে বাবা!'

দরজার দিকে তাকিয়ে চার্লস ফেসলারের টেবিলের সামনে জেনারেলকে দেখতে পেল জেরাল্ড। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেইল বস্ জোসেফ কনরাড আর দুর্ধর্ষ জর্জ নেসেকা। এখনও তার পরনে ভালুকের চামড়ার তৈরি সেই ওভারকোট।

নিজের, নেসেকা আর জোসেফের টাকা পরিশোধ করছে জেনারেল ফেসলারের কাছে। ওরা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করবে এমন সময়ে বাদামী চেহারার কনরাডের কাঁধে পেছন থেকে টোকা মারল ওয়াইল্ড জ্যাক। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'তোমার হার্ডওয়্যার, কাউবয়। ওটা আমার কাছে রেখে যেতে হবে তোমাকে।'

বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকাল কনরাড। 'আমার অস্ত্র তোমাকে দিতে যাব কেন আমি?'

'কারণ আমি তোমাকে দিতে বলছি।' দেয়ালে এক সারিতে অনেকগুলো পেরেক ঠোকা আছে। ওগুলো থেকে ঝুলছে পিস্তল-রিভলভার। সেগুলো দেখাল ওয়াইল্ড জ্যাক।

আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল কনরাড, কিন্তু জেনারেল আদেশ দিল, 'মার্শালকে তোমার রিভলভার দিয়ে দাও, জোসেফ।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আদেশ পালন করল কনরাড। জর্জ নেসেকার দিকে তাকাল মার্শাল। 'তোমার ওই কোটের তলায় অস্ত্র বহন করছ তুমি?'

'না,' প্রায় ধমকে উঠল নেসেকা। এখনও কোটের পকেটে ওর হাত। সেই হাত ছুঁয়ে আছে রিভলভারের বাঁট।

'কোট খুলে দেখাতে আপত্তি আছে তোমার?' নাছোড়বান্দার মতো জানতে চাইল ম্যাসন।

বিরক্তির সঙ্গে কোট খুলে নেসেকা দেখাল যে কোন গানবেল্ট পরে

নেই সে। তারপর ম্যাসনের দিকে একবারও না তাকিয়ে অনুসরণ করল জেনারেল আর কনরাডকে।

নৃত্যরত লোকগুলোর ওপর ঘুরে এলো নেসেকার দৃষ্টি। জেরাল্ড কীলের সঙ্গে নাচছে সামান্থা কালভিন। ঘরের আরেক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে মার্ক টিমোথি।

জেনারেলও মেয়েকে দেখতে পেয়েছে। প্রায় আপন মনেই বলল, 'বাচ্চাটাকে ভাল লাগছে দেখতে!'

বাজনা থেমে গেল। বাবাকে কাছেই দেখে জেরাল্ডকে ছেড়ে দৌড়ে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সামান্থা। আদুরে গলায় বলল, 'বাবা, এরপরের বার তোমার সঙ্গে নাচব আমি!'

'কিন্তু, স্যাম,' আপত্তির সুরে বলল জেনারেল, 'অনেক দিন হলো আমি নাচিনি।'

'এই একই কথা বলেছিল জেনি…মিস্টার কীল।' মুহূর্তের জন্যে মুখ থেকে রক্ত সরে গেল সামান্থার। 'আর কী সুন্দরই না নেচেছে তারপর!'

হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো জেরাল্ড। 'পরেরবারের জন্যে ওকে তোমার হাতেই সমর্পণ করছি আমি, জেনারেল কালভিন। তবে তারপরের বারের জন্যে আবার জোর দাবিও জানিয়ে রাখছি। বলা যায় না, নাচের সবটা সময় হয়তো ওকে আমি আটকে রাখতে চেষ্টা করব।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল সামান্থা। তারপর মেয়েটার দৃষ্টি আটকে গেল জর্জ নেসেকার ওপর। 'জর্জ!' ডাকল সামান্থা। 'তোমার ওই ভয়াবহ ওভারকোট খুলবে না তুমি?'

'কেন?' বাউ করল নেসেকো। 'আমি তো নাচব না।'

'কেন?'

'আমি নাচি না,' ক্ষণিক বিরতির পর বলল নেসেকা। ওর চোখ জেরির দিকে। 'কখনোই আমি নাচা শিখে উঠতে পারিনি।'

একটু আগেও নিজের দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল সামান্থা। এখন বলল, 'আমি তোমাকে শিখিয়ে নেব। যেয়ো না কোথাও, জেনারেলের সঙ্গে নেচেই তোমার সঙ্গে নাচব আমি

মাথা নাড়তে শুরু করেছিল নেসেকা, কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে দিল মার্ক টিমোথি। এই মাত্র ঘরের ওপ্রান্ত থেকে সামান্থার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

'জেনারেল কালভিন! কি খবর! অনেক দিন পরে!' রয় কালভিনের হাতটা ধরে জোরে জোরে নেড়ে দিল মার্ক। 'শুনেছি তুমি শহরে এসেছ। তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেও ছিল।...কিন্তু আগের কাজ আগে।' সামান্থার দিকে তাকাল সে। 'মিস কালভিন, এবার তোমার সঙ্গে নাচার সুযোগ পেতে পারি আমি?'

'কিন্তু আমি মাত্র জেনারেলকে বলছিলাম। তারপর আমার নাচার কথা...'

'না-না,' তাড়াহুড়ো করে বলল জেনারেল কালভিন। 'নাচতে না হলে আমি খুশি। তুমি বরং মিস্টার টিমোথির সঙ্গে নাচো।'

বাজনা বেজে উঠতে স্বস্তির ছাপ পড়ল জেনারেলের চেহারায়। সামান্থার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বাউ করল মার্ক। মরিয়া হয়ে জেরির দিকে তাকাল একবার সামান্থা, তারপর খানিকটা বাধ্য হয়েই চলে গেল মার্কের সঙ্গে নাচতে।

আগের নাচের তুলনায় এবারের নাচে জোড়ের সংখ্যা অনেক বেশি। আলফ্রেড বাফিংটনকে নাচতে দেখল জেরি মিসেস বাফিংটনের সঙ্গে। চুল ধূসর, মোটাসোটা সুখী চেহারার ভদ্রমহিলা মিসেস বাফিংটন।

হারলো টারবক্স বউয়ের সঙ্গে নাচছে। তবে চোখ কেড়ে নেয় পওনি সিটির নাপিত, পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি লম্বা সে, মাথায় চকচকে টাক; নাচছে পুরো ছয় ফুটি এক মহিলার সঙ্গে। নাচছেও চমৎকার ছন্দে।

নাচের আসর থেকে চোখ সরাল জেরাল্ড। ঘরের আরেক প্রান্তে চার্লস ফেসলারের বউয়ের সঙ্গে কথা বলছে রবার্টা। দরজা খোলার দায়িত্বে আছে ফেসলারের বউ, তাই নাচতে পারছে না।

একটা গলা জেরির কানের কাছে বলল, 'আমি যদি নাচতে পারতাম, তাহলে আমি ওর সঙ্গে নাচতাম।'

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল জেরি। দেখল জর্জ নেসেকা এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। তাকিয়ে আছে লোকটা মিস টিমোথির দিকে।

'তুমি আসলেই নাচতে জানো না, নেসেকা?' হালকা রসিকতার সুরে জানতে চাইল জেরি।

পাল্টা হাসল জর্জ নেসেকা তার শীতল হাসি। 'আমাকে তুমি মিথ্যুক বলতে চাইছ?'

'তুমি মিসৌরি থেকে এসেছ। আমি শুনিনি মিসৌরির কেউ নাচতে জানে না।'

'কথাটা হয়তো ঠিক, কিন্তু আমি এসেছি ব্রাশ কান্ট্রি থেকে।' ঠোঁটের কোণ বাঁকা হলো নেসেকার হাসিতে। 'তোমার কি ধারণা, মিস্টার কীল, যুদ্ধে আমি বুশওয়্যাকারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইয়াঙ্কিদের বারোটা বাজানোর আগে কি কাজ করতাম?'

'আমার কোন ধারণা নেই,' বলল জেরি। 'তবে এটুকু বলতে পারি নিজেকে তুমি যতটা রুক্ষ বলে চালাবার চেষ্টা করছ ততটা তুমি নও। বাজি ধরতে পারি আসলে তুমি নাচতে জানো।'

'বেশ, ধরে নেয়া যাক নাচার ইচ্ছে নেই আমার,' প্রকারান্তরে কথার সত্যতা স্বীকার করে নিল নেসেকা, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা গলায় বলল, 'নাচতে পারত আমার ভাই। পরিবারের সেরা ছিল ও এ ব্যাপারে।' চট করে জেরির দিকে তাকাল নেসেকা। দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। 'আমার কোন ভাই আছে জানতে না বোধহয় তুমি, মিস্টার কীল। জানতে?'

'নেসেকা,' চোখ না সরিয়ে বলল জেরি, 'বলতে গেলে তোমার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না আমি। এটুকু জানি, বেশি কথা বলার মানুষ নও তুমি।'

'বলার মতো কিই বা আছে? গৃহযুদ্ধের সময় আমার নামে কয়েকটা পোস্টার বেরিয়েছে। তাতে যা লেখা আছে তার অর্ধেক আমি নিজেও জানতাম না আমার সম্বন্ধে।' মুহূর্তের জন্যে থমকাল নেসেকা। তারপর বলল, 'আমার ভাই যুদ্ধের সময় ধূসর ইউনিফর্ম পরেছিল, মিস্টার কীল। স্টেট গার্ড ছিল ও। যুদ্ধের শেষে…পঁয়ষট্টিতে মারা

গেছে।'

'শুনে খারাপ লাগল, নেসেকা। কোথায় মারা গেছে ও, মেক্সিকোতে?'

'কাছেই। টেক্সাসে। শেলবির রিয়ারগার্ড ছিল ও। ষোলোতম ইলিয়নয় ওদের কচুকাটা করে দেয়।' কাঁধ ঝাঁকাল নেসেকা। 'ও আইন পড়ছিল, মিস্টার কীল, তারপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যোগ দেয়।'

এখন জেরাল্ড বুঝতে পারছে হঠাৎ কেন আলাপী হয়ে উঠেছে নেসেকা। বলল ও, 'আর তুমি? তুমি কি করতে যুদ্ধের আগে?'

'আমি লইয়ার ছিলাম,' অস্ফুট স্বরে বলল নেসেকা। 'অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। কোয়ান্ট্রিল ছিল স্কুলমাস্টার। আমাদের সঙ্গে একজন যাজকও ছিল।...যতদূর মনে পড়ে স্ক্যাগ্‌স্‌ ছিল ওর নাম। লরেন্সে ওকে হারিয়েছিলাম আমরা। ও-ই একমাত্র মারা গিয়েছিল। শুনেছি রাস্তায় নাকি প্রচুর টানা হ্যাঁচড়া করা হয় তাকে। শেষে গায়ে কেরোসিনের তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়।'

'সেটা,' ঠাণ্ডা গলায় বলল জেরি, 'তোমরা ওই শহরের একশো উনআশিজনকে খুন করার পরের ঘটনা।'

শীতল হাসল নেসেকা। 'বুঝতে পারছি এখনও সেই সময় আসেনি যে উইনিয়ন আর্মির লোক আর জনি রেবরা একসঙ্গে যুদ্ধের আলাপ করবে।' মাথা নেড়ে গলা নিচু করে বলল ও, 'এই যে তোমার যুদ্ধ এগিয়ে আসছে।'

নিঃশব্দে চলে গেল নেসেকা। চোখ তুলে জেরি দেখল লাস্যময়ী রবার্টা টিমোথি এগিয়ে আসছে ওর দিকে। চোখের দৃষ্টি শিকারীর মতো জ্বলজ্বল করছে।

'আমরা কখনও নাচিনি, জেরি,' কাছে এসে বলল রবার্টা। 'তোমার সঙ্গে নাচলে কেমন লাগত ভেবে বুড়ো বয়সটা আমি ধাঁধায় কাটাতে চাই না।'

'আমি দুঃখিত, কিন্তু...'

হাত বাড়িয়ে দিল রবার্টা। হাতটা ধরে বাধ্য হয়েই পা বাড়াল জেরি

নাচের আসরের দিকে। ওর কথা শেষ হলো না। অনুভব করল শিরা-উপশিরায় রক্তের বান ডেকেছে। গরম লাগছে দু'কানে। মানা করতে চাইল ও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানা করা হয়ে উঠল না।

রবার্টা যদিও নিজেই নাচতে এসেছে তবুও অস্বস্তির কারণে পুরো এক মিনিট কথা বলতে পারল না। তারপর কাছেই ভাই আর সামান্থাকে নাচতে দেখে বলল, 'দ্রুত বড় হয়ে উঠছে ও।'

রবার্টার দৃষ্টি অনুসরণ করল জেরাল্ড। 'উনিশ ওর বয়স। তবে উনিশ বোধহয় মেয়েদের বড় হয়ে ওঠার জন্যে যথেষ্ট।'

'পুরো যুবতী ও,' বলল রবার্টা। একটু পরে জেরিকে বাজিয়ে দেখার জন্যে বলল, 'অনেক দূরে, সেই টেক্সাসে বাস করে মেয়েটা।'

বাজনার আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল দরজার কাছে দাঁড়ানো ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসনের গলা: 'জাহান্নামে যা ব্যাটা কাউবয়ের বাচ্চা! আমি বললে শুনতে হবে তোকে!'

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠ। রাগের একটা গর্জন শোনা গেল। বাজনা থেমে যাওয়ায় নাচও থেমে গেল। থ্যাচ্ করে শব্দ হলো হাড়-মাংসে ধাতুর বাড়ি পড়ায়। রবার্টাকে ছেড়ে দরজার দিকে ফিরে তাকাল জেরাল্ড, দরজার দিকে পা বাড়াল। ওকে ঝড়ের বেগে পাশ কাটাল জর্জ নেসেকা। উন্মত্তের মতো ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসনের দিকে ছুটছে সে।

মেঝেতে পড়ে আছে এক কাউবয়। মাথা ফেটে গেছে। ফাটা মাথা থেকে কুলকুল করে রক্ত নামছে মেঝের ধুলোয়। তার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে উদ্যত সিক্সগান হাতে হিংস্র চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে ম্যাসন। তার পাশে ফেসলার, মুখ থেকে রক্ত সরে যাওয়ায় ফ্যাকাসে লাগছে দেখতে। ম্যাসনের অস্ত্রের নল কয়েক ফুট দূরে দাঁড়ানো আরেক কাউবয়ের দিকে।

আস্তে আস্তে মাথার ওপর হাত তুলল কাউবয়।

জেরি আর নেসেকা গিয়ে পৌঁছুতেই কুকুরের মতো মাড়ি বের করে দাঁত খিঁচিয়ে তাকাল সন্ত্রস্ত ম্যাসন। রিভলভার নেড়ে বলল, 'নাচে ফিরে যাও তোমরা! মার্শালের কাজ হচ্ছে এখানে!' অজুহাতের সুরে

বলল, '…কাউবয়দের আমি ভদ্রলোকদের মধ্যে মাতবরী করতে দিতে পারি না।'

দ্রুত পায়ে কাছে চলে এলো জোসেফ কনরাড। বলে উঠল, 'আরেহ্, এ তো আমাদের বিলি কার!' দেয়ালে ঝোলানো নিজের অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল সে। 'আমার সিক্সগান ফিরিয়ে দাও।'

বাম হাত সামনে বাড়িয়ে তাকে ঠেকাল ওয়াইল্ড জ্যাক। ঠোঁটের কোণে হিসহিস করে বলল, 'একবার পিস্তল ছুঁয়ে দেখো, খোদার কসম তোমার মাথায় বাড়ি মারব না আমি। একটা সীসে ব্যবহার করব শুধু।'

'সিক্সগান নামাও, ম্যাসন!' ধমকের সুরে বলল জেরাল্ড। 'এটা পিস্তলবাজির জায়গা নয়।'

'তাই নাকি, মিস্টার কীল?' টিটকারির হাসি হাসল ম্যাসন। 'এই শহরে আইন যারা চেয়েছিল তুমিও তাদের অন্যতম। এখানে আইন বজায় রাখতেই রুক্ষ হতে হচ্ছে আমাকে।'

জেরির পেছনে একটা ভিড় জমে উঠছে। ওর পাশে এসে দাঁড়াল জেনারেল কালভিন। কড়া গলায় বলল, 'মার্শাল, এদের সমস্ত দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি। এরা আমার লোক।'

'তাহলে কালকে ওদের জরিমানা দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যেয়ো।' হাতের ঝাপটায় জেনারেল যে কিছুই নয় সেটা বোঝাবার চেষ্টা করল ম্যাসন। 'বাকি যারা আছে তাদের শহরের বাইরে থাকতে বলে দাও। আমার শহরে কোন ঝামেলা চাই না আমি।'

জর্জ নেসেকা খুব ধীরে, খুবই ধীর এবং নিচু গলায় বলল, 'তোমার যন্ত্রটা এবার খাপে ঢোকাও, ম্যাসন।'

'আমাকে বলছ?' রক্তলাল চোখে তার দিকে তাকাল ম্যাসন।

'বাইরে এসো,' একই সমান নরম গলায় বলল নেসেকা। 'অনেকদিন ধরে অনেক কথা শুনেছি আমি তোমার নামে। তুমি এই…তুমি ওই–বহুকিছু। মিস্টার ওয়াইল্ড জ্যাক, হয়তো ওরা যতটা বলে ততটাই শক্ত লোক তুমি…আবার এমনও হতে পারে যে আসলে তুমি একটা ফালতু ধোঁকাবাজ ছাড়া আর কিছুই নও।'

নেসেকার উপস্থিতিতে এতটাই সচেতন হয়ে উঠল ম্যাসন যে তার ভাব দেখে মনে হলো আর কেউ তার সামনেই নেই। 'প্রথমে তোমাকে আমি চিনতে পারিনি,' অবশেষে ধীরে ধীরে বলল সে। 'এখন চিনতে পারছি। তুমি জর্জ নেসেকা।'

'অ্যাম্বুশারও বলতে পারো,' টিটকারির হাসি দিল নেসেকা। 'তোমার তো ধারণা আসলে আমি ঝোপের আড়াল থেকে শত্রুর মোকাবিলা করি। এবার হয়তো তোমার ধারণা পাল্টাবে।' একটু থামল নেসেকা। শীতল হাসল। তারপর বলল, 'তোমাকে একটা ব্যতিক্রমী সুযোগ দিচ্ছি। রাস্তায় চলো, ওখানে খোলা জায়গায় আমার মুখোমুখি হতে সুযোগ পাবে তুমি। সেরকমই তো তোমার পছন্দ, তাই না?'

'এটা তোমার ঝামেলা না,' এড়াবার চেষ্টা করল ওয়াইল্ড জ্যাক। এমুহূর্তে তাকে হতদ্যম দেখাচ্ছে।

'এটাকে যদি আমি আমার ঝামেলা বানিয়ে নিই, তাহলে কি?' নেসেকার হাত বেরিয়ে এলো ওভারকোটের পকেট থেকে। সেই হাতে শোভা পাচ্ছে একটা নেভি রিভলভার। 'কি, ম্যাসন?' ওটা নাচাল নেসেকা। 'আমার হাতে এটা দেখতে পাচ্ছ না? কি করবে করো তো দেখি!'

দ্রুত সামনে বেড়ে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল জেনারেল কালভিন। একই সময়ে আগে বাড়ল জেরি, ওয়াইল্ড জ্যাকের রিভলভার ধরা হাতটা চেপে ধরে পেছনে নিয়ে গেল। শান্ত গলায় বলল, 'অস্ত্রটা নামাও।'

'ও, তুমি, কীল,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল মার্শাল, 'পছন্দ করি না আমি তোমার বাহাদুরি দেখানোর...' কথা শেষ না করেই থেমে গেল সে।

হাতের চাপ বাড়াল জেরি, ম্যাসনের হাতটা মুচড়ে পেছনে ঠেলে দিল। একটা সময় পর্যন্ত বাধা দেয়ার চেষ্টা করল ম্যাসন, তারপর ব্যথা পেয়ে মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আওয়াজ করল, হাত নামিয়ে নিল দেহের পাশে।

এতক্ষণে সামনে বাড়ল মার্ক টিমোথি। মেয়র সে। পরিবেশ

পারিপার্শ্বিকতা বুঝে পক্ষ নিতে ভুল করল না। বলল, 'এসব বন্ধ করো, মার্শাল। এখানে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে নাচের আসর হচ্ছে, এখানে কোন গোলমাল চাই না আমরা।'

'তোমার যেমন ইচ্ছে, মেয়র,' রাগের সঙ্গে বলল ম্যাসন, 'আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করছিলাম।'

'দায়িত্ব তুমি ঠিকই পালন করেছ। কাউবয়দের নিয়ে যাও ডাক্তার শাইক্‌সের কাছে। না, দাঁড়াও, ডাক্তার এখানেই আছে।'

ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ডাক্তার, ঝুঁকে পড়ল মেঝেতে শোওয়া কাউবয়ের ওপর। শরীর মোচড়াচ্ছে কাউবয়। গলা দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এলো গোঙানি। তারপরই কাউবয়দের বিশেষ কয়েকটা বাছা বাছা গালাগাল।

জোসেফ কনরাড উবু হলো। 'আস্তে, বিলি! মহিলারা আছে!'

সঙ্গে সঙ্গে গোঙানি বন্ধ করে চোখ পিটপিট করে তাকাল মাথা ফাটা বিলি। মুখ একদম বন্ধ। কনরাড আর আরেকজন কাউবয় মিলে তাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে গেল ডাক্তার শাইক্‌স্। নাচের আসরের সবার ওপর রাগান্বিত দৃষ্টি বুলিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসনও।

তাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল জর্জ নেসেকা, কিন্তু জেনারেল কালভিন তার হাত ধরে গল্প জুড়ে দিল। ঝামেলা হবার সম্ভাবনা কেটে গেছে নিশ্চিত হয়ে নাচের সঙ্গিনীর খোঁজে চারপাশে তাকাল জেরি।

কোথাও মেয়েটাকে দেখা গেল না। একটু পরে কোত্থেকে যেন সে নিজেই এসে জেরির সামনে দাঁড়াল।

'বাসায়...মানে হোটেলে ফিরতে চাই আমি।'

'অবশ্যই, সামান্থা, এখনই তোমাকে পৌঁছে দেব আমি।'

মেয়েটাকে নিয়ে যে টেবিলে শীতের কাপড়ের স্তূপ, সেখানে গেল জেরি। সামান্থার ক্যাপ খুঁজে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে কানের কাছে বলল, 'দুঃখিত, তোমার সন্ধেটা একেবারে মাটি হয়ে গেল।'

'মোটেও না,' দৃঢ় গলায় আপত্তি জানাল সামান্থা। 'তবে...তবে আমি খুবই ক্লান্ত।' দুর্বল চেহারায় জেরির দিকে তাকিয়ে হাসল

মেয়েটা। 'সারাদিন ঘোড়ায় ছিলাম তো।'

'চলো তাহলে।' সামান্থাকে নিয়ে দরজার দিকে এগোতে গিয়ে জেরাল্ড দেখল রবার্টাকে পাশ কাটাতে হবে। দেয়ালে ঝোলানো অস্ত্রের কাছে দাঁড়িয়ে আছে রবার্টা।

ওরা কাছাকাছি হতেই হাসল রবার্টা। 'চলে যাচ্ছ এখনই?'

'সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে আমাকে,' বলল সামান্থা। 'সকালের ট্রেইনে আমি সেন্ট লুইসে যাব।'

'এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ? আমি ভেবেছিলাম আরও কয়েক দিন থাকবে।'

'পারতাম। কিন্তু এখানে আসতে গিয়ে বেশি দেরি করে ফেলেছি আমরা। আগামী পরশুর মধ্যে সেন্ট লুইসে পৌঁছুতেই হবে।'

'তাহলে বিদায়, সামান্থা। আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে।' সামান্থার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রবার্টা আচরণে ভদ্রতার বাড়াবাড়ি লক্ষ করে একটু বিস্মিতই হলো জেরি। তাহলে কি এখনও মেয়েটা ওর প্রতি দুর্বলতা পোষণ করে?

ড্রোভার হোটেলের বারান্দায় উঠে থামল সামান্থা। নিচু স্বরে বলল, 'জেরি, আমি দুঃখিত যে তোমাকে সঙ্গ দিতে পারলাম না।'

হাসল জেরাল্ড। 'দুঃখিত হওয়াব কোন কারণ দেখি না। সারাদিন আজ খুব পরিশ্রম গেছে তোমার। আমি যদি তোমার বদলে ঘোড়ায় চড়ে সারাদিন পথ চলতাম তাহলে আমিও বিশ্রাম নিতে চাইতাম।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল সামান্থা। বলতে কষ্ট হচ্ছে এমন ভাবে বলল, 'আসলে আমি মিথ্যে বলেছি। ক্লান্ত নই আমি। আজকে সারা রাত সারা দিন আমি নাচতে পারতাম। শুধু যদি...' থেমে গেল ও। নিষ্পলক চোখে জেরাল্ডের চোখে তাকিয়ে থাকল নিশ্চুপ হয়ে।

'বলো?' একটু পরে জানতে চাইল জেরি।

'বিদায়,' ভাঙা গলায় বলল সামান্থা। জেরি বুঝে ওঠার আগেই ওর কোটের বুকে গুঁজে দিল মাথা।

আস্তে করে মেয়েটার কাঁধ জড়িয়ে রাখল জেরাল্ড। একটু পরে

বলল, 'সকালে আমি তোমাকে ডিপোতে বিদায় জানাতে আসব।'

'না,' দ্রুত বলে উঠল সামান্থা। 'আমি...আমি চাই না তুমি আসো। বাবা ওখানে থাকবে, তাছাড়া চলে যাবার সময়ে তোমাকে দেখতে চাই না আমি। আমি চাই না বাবা জানুক...'

'কি জানুক?'

'এটা,' মৃদু গলায় বলল মেয়েটা। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে জেরাল্ডের ঠোঁটে চুমু খেল। তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝড়ের বেগে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

ঊনত্রিশ

পরদিন তুষার পড়ল। এবার সত্যিই শীত এলো পওনি সিটিতে। সারা বছরের সব চেয়ে কম দামে বিক্রি হলো জেনারেল কালভিনের গরু। প্রতিটার মূল্য এগারো ডলার। গরুগুলো ছিল খুবই রুগ্ন, ক্যানসাস সিটি বা শিকাগোর স্টক-ইয়ার্ডে নিয়ে ঘাস খাইয়ে ওগুলোকে মোটাতাজা করে নিতে হবে জবাই করার আগে।

জেনারেল কালভিনের বাছুরের সঙ্গেই বিক্রি হয়ে গেল জর্জ নেসেকার গরু। ক্রিসম ট্রেইল ধরে টেক্সাসের দিকে জেনারেল রওয়ানা হয়ে যাবার পরও কয়েক দিন পওনি সিটিতেই থাকল সে, তারপর সে-ও নিখোঁজ হয়ে গেল কোন ঠিকানা না রেখে। কেউ তাকে শহর ছেড়ে যেতে দেখেনি।

টেক্সাস সেলুন আর লংহর্ন ছাড়া আর সব সেলুন তো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবার বন্ধ হয়ে গেল আরও কয়েকটা দোকান জানালাগুলোয় তক্তা মেরে দেয়া হলো। ঘোড়ার খুরের ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত রাস্তাটা পড়ে থাকল শক্ত হয়ে।

ড্রোভার হোটেলের বেশিরভাগ ঘর খালি পড়ে রইল।

কাজ নেই বললেই চলে, হোটেলের অফিসে ঢুকে মার্ক টিমোথি দেখতে পেল রবার্টা দাঁড়িয়ে আছে জানালার সামনে। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা।

'মার্ক, মনে হচ্ছে এবার আমার সেই বেড়াতে যাওয়ার সময় হয়েছে।'

'বাহ্, ভাল! সেন্ট লুইসে যাও, দু'হাতে টাকা খরচ করো, কেনো যা মনে চায়।'

'হিরে?'

'কেন নয়? এখন তোমার হিরে কেনার সাধ্য আছে। হীরা কিনে তুমি যদি সুখী হও তো...'

'একটা সময়,' বলল রবার্টা, 'দুনিয়ার যেকোন কিছুর চাইতে বেশি চাইতাম আমি হীরা। হীরা দামী শুধু সেজন্যে নয়, হীরা ছিল আমি যা চাই তার প্রতীক। সম্মান, বিত্ত...ক্ষমতা। কিন্তু এখন...' দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল মেয়েটা।

তীক্ষ্ণ চোখে বোনের দিকে চাইল মার্ক। 'তুমি সেরাতে জেরাল্ড কীলের সঙ্গে নেচেছিলে, সেটাই তোমাকে ভাবাচ্ছে! ওকে তুমি কখনোই ভুলতে পারোনি!'

'আমি পছন্দ করতাম ওকে,' বলল রবার্টা। 'প্রথম দেখাতেই, নাথান ফসের অফিসে তুমি যখন ওকে নিয়ে এলে, তখনই ওকে আমি পছন্দ করে ফেলেছিলাম। সেই ভাল লাগার বোধ আরও গাঢ় হয়েছিল যখন ও আমাকে সেন্ট লুইসে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে গেল। আর সেই ভাল লাগাটা ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল আমি পওনি সিটিতে আসার পর। গভীর ভাবে তখনও আমি ভাবিনি। তখনও বুঝিনি ওকে আমি ভালবাসি। শুধু নিজেকে নিয়ে ছিলাম আমি। আর এখন...এখন যখন বুঝতে পারছি নিজেকে...বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে।'

'দেরি হয়ে গেছে?' হাসল মার্ক। 'তুমি যদি আঙুলের ইশারা করো ছুটে আসবে ও তোমার কাছে।'

হাসল রবার্টা করুণ হাসি। 'ওখানেই বুঝতে তোমার ভুল হয়েছে,

মার্ক।'

'ওই লোক তোমার কড়ে আঙুলের যোগ্যতাও রাখে না।'

'আসলে উল্টোটা সত্যি, মার্ক। আমিই ওর কড়ে আঙুলের যোগ্য নই। আমার মধ্যে গভীরতা নেই, হৃদয়ের বদলে আছে শুধু বড়সড় একটা ঠাণ্ডা হিরে।'

'এসব উল্টোপাল্টা ভাবনা ছাড়ো, রবার্টা! তুমি তাকিয়েছ সেজন্যেই জেরাল্ড কীলের কৃতার্থ হয়ে যাওয়া উচিত।' নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল মার্ক। 'ওকে যদি তোমার এতই প্রয়োজন হয় তাহলে ওর সঙ্গে মিটমাট করে নেব নাহয় আমি। ওকে আবার নিয়ে নেব পার্টনারশিপে।'

'ও রাজি হবে না।'

'না হলে বোকামি করবে।' হঠাৎ একটা চিন্তা আসায় ঘাড় কাত করে বোনের দিকে তাকাল মার্ক। 'আরে দাঁড়াও একমিনিট! সেই টেক্সান মেয়েটা...কি যেন নাম...ওর প্রেমে পড়েনি তো জেরাল্ড কীল?' মাথা নাড়ল নিজেই। 'তা কি করে হয়, ওই মেয়ে তো একেবারে বাচ্চা!'

'যথেষ্ট বয়স হয়েছে ওর।'

'কিন্তু ও তো এখনও প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়ায়। কোন্ ভদ্রলোক ওকে বিয়ে করতে চাইবে?'

'নাচের আসরে ওর পরনে প্যান্ট ছিল না। ছিল না গত বসন্তেও, যখন আমি ওকে আমার পোশাক ধার দিয়েছিলাম। তখনই সামান্থাকে মহিলা হিসেবে দেখেছে জেরাল্ড। আর দুঃখের কথা কি জানো,' হাসার চেষ্টা করল রবার্টা, 'আমিই ব্যাপারটা সম্ভব করে তুলেছি।'

কয়েক দিন পরে সেন্ট লুইসে গেল রবার্টা টিমোথি। সেখানে ভাল না লাগায় পাড়ি জমাল শিকাগোতে। ওখান থেকে নিউ ইয়র্ক যাবার রেইল টিকেট কিনল একটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল যাবে না। পওনি সিটি, ক্যানসাসে ফিরে এলো আবার সে। শীতের পুরো মৌসুম এখানেই কাটাল।

জানুয়ারির বিষণ্ন এক সকালে ঘোড়ায় চড়ে শহর থেকে বেরিয়ে এলো

জেরাল্ড। গলা পর্যন্ত টেনে দিয়েছে ভেড়ার চামড়ার তৈরি ওভারকোট, তারপরও কাঁপ ধরে যাচ্ছে শরীরে; নদীর পাড় ধরে সোজা অ্যালেক্স টার্নবুমের ফার্মের দিকে চলল সে। ফার্মে পৌঁছে টার্নবুমকে পেল বার্নে, এক মনে হার্নেস মেরামত করছে লোকটা।

'তোমার সেই শীতের গমের কি অবস্থা?' শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর জানতে চাইল জেরি।

'ভাল, ভাল।'

'বুঝতে কোন ভুল হচ্ছে না তো তোমার? জমি তো বরফ জমে পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। সকালে এই কথাটা মনে আসতেই ভাবলাম যাই একবার দেখে আসি গমের কি অবস্থা।'

'এখন কিছু দেখতে পাবে না,' বলল টার্নবুম, 'তবে গমের জন্যে কোন চিন্তা কোরো না, বসন্তে দেখবে গমের চারার বাড় বাড়ন্ত।'

'কিন্তু ক্রিসমাসের আগে যে তুষার পড়ল এতে কোন ক্ষতি হবে না? জমি পাথরের মতো শক্ত ছিল। তাছাড়া কাদামাটির ফাঁকেও বরফ জমে গিয়েছিল। পুরো দুই সপ্তাহ ছিল ওরকম।'

'তা ছিল। কিন্তু এসবে শীতের গমের কোন ক্ষতি হয় না। মাটির গভীরে ভাল মতো পুঁতে দিয়েছি বীজ।'

'মাটির কতটা গভীরে?'

'এই ধরো পাঁচ-ছয় ইঞ্চি। যত খুশি ঝড়-তুফান-তুষার-বৃষ্টি বা বন্যা আসুক, শীতের গমের কোন ক্ষতি হয় না।'

বন্ধ সদর দরজার কাছে, লবিতে কাঁধে একটা শাল জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবার্টা টিমোথি। জানালার কাঁচে তুষার জমেছে। তবে মাঝখানটায় তুষার পাতলা, দেখা যাচ্ছে পওর্নি সিটির রাস্তা। হোটেলের সামনে দু'ফুট উঁচু হয়ে তুষার জমেছে। রাস্তায় এখানে ওখানে পড়ে আছে শ্বেতশুভ্র কণা।

লংহর্ন সেলুনের সামনের হিচরেইলে একটা একাকী ঘোড়া বাঁধা। আরও দূরে, সেন্ট লুইস স্টোরের সামনে একটা বাকবোর্ড। ওটার সামনে মাথা নিচু করে দুটো ঘোড়া। এই ঘোড়া তিনটে ছাড়া পওনি

সিটির প্রধান সড়কে জীবিত আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে একটা বিজনেস লট বিক্রি করল জেরাল্ড কীল। ফেব্রুয়ারির বারো তারিখে বিক্রি করল ষাট ফুটি একটা বসত ভিটে। যে-লোক ওটা কিনল সে প্রধান সড়কের ধারে দুটো বিশ ফুটি বিজনেস লটও কিনল।

পরবর্তী এক সপ্তাহে নতুন আগত অভিবাসীদের কাছে আরও চারটে জমি বেচতে পারল ও।

পওনি সিটিতে যারা আছে তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে গত বছরের মতো এবছরও ভাল ব্যবসা হবে।

ক্যাটল সীজন শুরু হবে সেই আশায় তীর্থের কাকের মতো প্রতীক্ষায় থাকল মার্ক টিমোথি। অফ সীজনে যাদের ও কাজে রেখেছে তাদের কাউকেই শীতকালে বেতন পরিশোধ করেনি ব্যাঙ্ক। লংহর্ন সেলুন যা ব্যবসা করল খরচ করল তার চেয়ে বেশি মার্শাল জ্যাক ম্যাসন অবশ্য সারাদিন জুয়া খেলত। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। তার নিজের রোজগারই কমে গেছে সাংঘাতিক ভাবে। এমনও হলো যে একটানা ষাট দিন পার হয়ে গেল একজনকেও গ্রেফতার করতে পারল না সে।

হোটেল মেরামতির পেছনে বেরিয়ে গেল মার্ক টিমোথির মোটা অঙ্কের অর্থ।

নভেম্বরের দুই তারিখের পর থেকে এক পয়সাও আয় হয়নি স্টকইয়ার্ড আর শিপিং পেন থেকে। তবে মার্কের সৌভাগ্য যে স্টকইয়ার্ড আর শিপিং পেন রক্ষণাবেক্ষণে কোন লোক নেই যে বেতন দিতে হবে।

মার্চের এক সকালে রিয়েল এস্টেট অফিসের সামনে ছাউনির তলায় দাঁড়াল জেরাল্ড কীল, রাস্তায় বৃষ্টির ফোঁটার অবিরাম পতন দেখল বিরস বদনে। গত তিন দিন ধরে একটানা বৃষ্টিপাত হচ্ছে, থামার কোন নামগন্ধ নেই।

রাস্তায় এত কাদা জমেছে যে কাউকে জমি দেখাতে নিয়ে যাওয়া

যায় না। ড্রোভার হোটেলে ক্রেতারা উপস্থিত আছে; কিন্তু কেউই এক ফুট কাদা মাড়িয়ে বিশ ফুট চওড়া কাদা আর পানি দেখতে উৎসাহী নয়।

হোটেলের দিকে তাকাল জেরাল্ড। কর্মচারীরা হোটেল বাসোপযোগী করে তুলছে। আশা করা হচ্ছে শীঘ্রি চলে আসবে গরুর প্রথম পাল।

সামনে একটা নতুন বছর। একটা নতুন মৌসুম।

আবার অফিসে বসবে রবার্টা টিমোথি, দূর-দূরান্তের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রিসিটের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ডলারের টিলার মাথায় আরও ডলার রাখবে মার্ক, পাহাড় বানানোর জন্যে। সেলুনের ফারো ব্যাঙ্ক আবার চড়া সুদে ধার দেয়া শুরু করবে পুরো দমে। রাস্তার অপর পাড়ে যে ব্যাঙ্কটা আছে তার লাভ নিয়ে এক বিন্দু মাথা ঘামাবে না আর মার্ক টিমোথি।

প্রতিটা বাছুর ট্রেইনে ওঠানোর আগে স্টকইয়ার্ড পার হবার সময় এক ডলার করে মার্ককে দিতে হবে র‍্যাঞ্চারদের। নাকি এখন দিতে হয় এক ডলার পঞ্চাশ সেন্ট করে? ঠিক জানা নেই। প্রতিটা বগি ভর্তি বাছুরের জন্যে দিতে হবে পাঁচ ডলার করে। সপ্তাহে এক হাজার ডলারের বেশি আসবে হোটেল থেকে। তারচেয়েও বেশি আয় করবে লংহর্ন সেলুন।

রবার্টা এটাই চেয়েছিল; বিত্ত-বৈভব, ক্ষমতা। মার্ক টিমোথির এগুলো সবই আছে।

তিরিশ

এপ্রিলের দুই তারিখে থকথকে বাদামী কাদার সমুদ্র মাড়িয়ে টেক্সাস থেকে এসে পৌঁছুল গরুর প্রথম পাল। নদী ফুলে ফেঁপে উঠেছে, ফলে

পার হতে খুব ঝামেলা হলো। তবে গরুর পাল স্টকইয়ার্ডের এক মাইলের মধ্যে আসার আগেই বিক্রি হয়ে গেল চড়া দামে। কয়েক জন ক্যাটল বায়ার প্রতিযোগিতা করল, প্রত্যেকেই চায় বছরের প্রথম চালান যোগান দিতে। ছোটখাট একটা নিলাম মতো হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত প্রতিটি গরু বিক্রি হলো গড়ে চৌত্রিশ ডলার দামে।

প্রথম দিনই মার্শাল জ্যাক ম্যাসনের হাতে খুন হয়ে গেল মাতাল এক কাউবয়। এর কিছুক্ষণ পর খুঁজে দেখা হলো, কোথাও পাওয়া গেল না মার্শালকে; গোপন কোন আস্তানায় গা ঢাকা দিয়েছে সে।

সঙ্গীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে প্রধান সড়কের কাদা মাড়িয়ে বার বার ঘোড়া দাবড়াল ক্ষিপ্ত টেক্সান কাউবয়রা, মার্শালকে খুঁজল গোটা শহরে। তাকে না পেয়ে কাউবয়দের রাগ গিয়ে পড়ল শহরবাসীদের ওপর। গুলি করে দোকান, সেলুন আর হোটেলের জানালার কাঁচ ভাঙতে লাগল তারা, বাধা দেবার জন্যে কেউ বেরল না। শহরে ছিল না জেরাল্ড, গিয়েছিল টার্নবুমের ফার্মে; ফিরে এসে দেখল অবিশ্বাস্য ভাবে বেঁচে গেছে ওর রিয়েল এস্টেট অফিসের জানালা।

এবছরের তুলনায় ব্যবসায়িক ব্যস্ততার দিক থেকে গত বছর ছিল একটা পিকনিক। টেক্সাস রাজ্যে খবর ছড়িয়ে গেছে যে ক্রিসম ট্রেইল ধরে ক্যানসাসের পওনি সিটিতে গরু নিয়ে যেতে পারলেই নগদ টাকা পাওয়া যায়। হুড়মুড় করে আসতে লাগল র‍্যাঞ্চারের দল।

সবাই এটাও জানে যে পওনি সিটির মার্শাল মিসিসিপির পশ্চিমে দ্রুততম পিস্তলবাজ। লোকটা যে ইয়াঙ্কি, টেক্সানদের ঘৃণা করে অন্তর থেকে, এটাও গোপন রইল না।

বেশ, তাতে কি যায় আসে? ইয়াঙ্কিদের ডরায় ওরা? ইয়াঙ্কি কার্পেটব্যাগারদের অত্যাচারে নিজেদের দেশেও টেক্সানরা অতিষ্ঠ হয়ে আছে। ওরাও ঘৃণা করে রেড রিভারের উত্তরের সবকিছু – ইন্ডিয়ান রাজ্যে বসবাসরত ইন্ডিয়ান, বেশি দামে বাজে হুইস্কি বেচতে চাওয়া সেলুনকীপার, বাটপার ফারো ডীলার আর খুনী সিটি মার্শাল; সবাই ওদের ঘৃণার পাত্র। অন্তর থেকে ঘৃণা করে ওরা ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসনকে।

সুদূর টেক্সাস থেকে উত্তরের ক্যানসাস পর্যন্ত গরুর পাল তাড়িয়ে এনেছে ওরা; রাতেও বিশ্রাম নেয়নি, সারারাত রক্ত পানি করেছে ঘোড়া ছুটিয়ে; সাঁতরে পেরিয়েছে বর্ষণস্ফীত খরস্রোতা নদী, এক জায়গায় জড় করেছে ইন্ডিয়ানদের স্ট্যাম্পিড করা গরু, শীতে কেঁপেছে বৃষ্টি হলে, আবার ঘামতে ঘামতে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে ওদের, যখন সূর্য আগুন ঢেলেছে মাথার ওপর।

ওরা যখন পওনি সিটিতে আসে, ঝামেলা খুঁজতেই আসে ওরা। ঝামেলা খুঁজে নেয় এবং খুঁজে নিতে পারলে খুশি হয়। সেলুনে আসবাবপত্র ভাঙে ওরা, সুযোগ পেলেই আয়না আর বোতল-গ্লাস চূর্ণবিচূর্ণ করে। পওনি সিটিতে কাঁচের অভাব নেই। ওদের হাত থেকে রক্ষা পায় না দোকানগুলোর জানালার কাঁচ। কখনও কখনও একটানা কয়েক ঘণ্টা পওনি সিটি থাকে মাতাল কাউবয়দের দখলে। তারপর শহর ত্যাগ করে ফিরতি ট্রেইল ধরে ওরা, পকেটে থাকে অতি সামান্য টাকা। কয়েক সপ্তাহের হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে সাধারণত ওদের আর কিছুই থাকে না, অতিরিক্ত মদ্যপানের মাথা-ব্যথা আর এক টুকরো তিক্ত স্মৃতি ছাড়া।

চার্লস ফেসলারের পওনি সিটি ল্যান্সের প্রথম পাতায় বড় করে ছাপা হলো, 'পওনি সিটি গতকাল কয়েক ঘণ্টা টেক্সান কাউবয়দের দখলে ছিল।'

কলাম লিখতে গিয়ে হাত খুলে গেল ক্ষিপ্ত সম্পাদকের, কাউকে ছেড়ে কথা বলল না। অভিযোগ আনল সে পওনি সিটির মার্শালের বিরুদ্ধে। জোর দাবি জানাল যাতে মেয়র টিমোথি মার্শাল জ্যাক ম্যাসনকে বরখাস্ত করে। একথাও লিখতে ছাড়ল না যে মেয়র টিমোথি তার বিভিন্ন ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত যে তার পক্ষে যথার্থ ভাবে দায়িত্ব পালন সম্ভব হচ্ছে কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। ভোটারদের ফেসলার আহ্বান করল নতুন করে মেয়র নির্বাচন করার জন্যে। লিখল এতে করে শহরে শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। এই নির্বাচন কত গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে গিয়ে সে লিখল, 'আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে ড্রেক কাউন্টি এখন সত্যিই অস্তিত্ব লাভ করেছে। পঞ্চাশ মাইল চওড়া এবং

সত্তর মাইল দীর্ঘ এই নতুন কাউন্টির জন্যে গণ নির্বাচিত প্রতিনিধি অতি আবশ্যক হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা যদি পওনি সিটি এবং ড্রেক কাউন্টির এই দুর্দিনে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ না করি…' ইত্যাদি।

অন্তর্বর্তীকালের জন্যে গভর্নর নিয়োগকৃত শেরিফ জন থম্পসন শান্তি রক্ষার্থে কোন পদক্ষেপই নিচ্ছে না কারণ সে জানে মাত্র জুলাই পর্যন্ত তার মেয়াদ এবং কিছুতেই তাকে পুনঃনির্বাচিত করা হবে না।

জুন মাসে পওনি সিটির সুপারভাইজারদের দুটো মীটিং অনুষ্ঠিত হলো। একটা গোপনে, শুধু সুপারভাইজারদের নিয়ে, বাফিংটনের দোকানের পেছনে; আরেকটা কোর্টরুমে, মার্শালের অফিসের দোতলায়। দ্বিতীয় মীটিঙে সভাপতিত্ব করল মার্ক টিমোথি।

বক্তৃতার শুরুতেই পত্রিকা প্রকাশক চার্লস ফেসলারকে আক্রমণ করল সে, রাগত গলায় বলল, 'আমি বিরক্ত হয়ে গেছি তোমার পত্রিকার একপেশে বক্তব্য পড়তে পড়তে। এটাও জেনে রাখো যে লোক হিসেবে তোমাকে আমি পছন্দ করি না।' সবার ওপর একবার চোখ বুলাল মার্ক। একটু সময় নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'সেজন্যেই আমি স্থির করেছি যে ফেসলার সুপারভাইজার বা অন্য কোন পদে থাকলে আমি নির্বাচনে নেই।'

'মিস্টার মেয়র,' বলল ফেসলার, 'তুমি একেবারে আমার মনের কথাটাই তোমার নিজের ভাষায় বলেছ। একই ব্যালটে তোমার নামের সঙ্গে আমার নামও যাবে এ আমি ভাবতেও পারি না। বাকিরা তাদের মতামত প্রকাশ করুক আর নাই করুক, আমি বলে দিতে পারি যে এখানে আমরা সময় নষ্ট করছি। পওনি সিটি তোমার শাসন আমলে আর বসবাসযোগ্য নেই।'

'মুখ সামলে কথা বলবে, ফেসলার!' ধমকে উঠল মার্ক টিমোথি। 'এই মীটিং আমার অধীনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমি তোমাকে বলে দেব কখন কথা বলতে পারবে তুমি। তোমার সময় আসবে আর সবার বক্তব্য শেষ হবার পর। তখন তোমার প্রলাপ শোনার জন্যে এই চেয়ারে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে না আমাকে; তোমার সম্বন্ধে যা জানার

তোমার কাগজ পড়েই জানা হয়ে গিয়েছে আমার।'

কথা শেষে সুপারভাইজারদের মুখের ওপর থেকে ঘুরে এলো মার্কের দৃষ্টি। আলফ্রেড বাফিংটন, জন টম্পসন, হারলো টারবক্স বা চার্লস ফেসলার–কারও চেহারাতেই সমর্থনের ছাপ নেই। শুধু জাস্টিস অভ দ্য পীস জাডসন ড্রেক মাথা দোলাল সম্মতির ভঙ্গিতে। কিন্তু যেই সে বুঝল আর সবার বিরোধিতা করে মেয়রের পক্ষ নিয়ে ফেলেছে, অমনি মাথা দোলানো বন্ধ করে অন্য দিকে চেয়ে বসে থাকল।

'বেশ,' বলল টিমোথি, 'এবার শোনা যাক বাকিদের কথা। টারবক্স, তোমার বক্তব্য শুরু করতে পারো।'

'আমার নতুন কিছু বলার নেই,' বলল টারবক্স।

'নতুন কিছু বলতে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল টিমোথি।

'আলফ্রেড বাফিংটন আমার হয়ে বক্তব্য রাখবে।'

'বাফিংটন?' মার্কের গলায় জেদ ফুটে উঠল। 'বুঝতে পারছি তুমি আর বাফিংটন এবিষয়ে আগেই কথা বলেছ।'

'হ্যাঁ, বলেছি,' শান্ত গলায় বলল হার্ডওয়্যার স্টোরের মালিক। 'আমরা একমত যে পওনি সিটি আর বসবাসযোগ্য নেই।'

'তাই?' অবিশ্বাস আর টিটকারির মিশেল হাসি হাসল মার্ক। 'কি ভাবছ তোমরা, এক বছর ব্যবসা করেই এত বড়লোক হয়ে গেছ যে রকিং চেয়ারে বসে দুলবে আর কাস্টোমাররা তাদের পয়সা ঢেলে দেবে তোমাদের ঝুলিতে? টেক্সাস থেকে যে র‍্যাঞ্চাররা আসছে তাদের সোনা-রূপার আওয়াজ আর কানে সইছে না বুঝি?'

'মিস্টার টিমোথি,' ধীর গলায় বলল বাফিংটন, 'টেক্সাসের সব কয়জন ক্যাটলম্যানের সঙ্গে ব্যবসা করে আমার যত লাভ হয় তার অন্তত দশগুণ লাভ করি আমি শুধু ফার্মারদের সঙ্গে ব্যবসা করে। টেক্সাসের লোকদের সঙ্গে ব্যবসা করার কোন প্রয়োজন নেই আমার এবং আমি চাই না ওরা আর এশহরে এসে গোলমাল সৃষ্টি করুক।'

'যারা ঘাস জমির বারোটা বাজাচ্ছে সেই সব দু'পয়সা দামের ফার্মারদের কাছে লাঙল বেচছ তুমি,' রেগে গিয়ে বলল মার্ক। 'কিন্তু

অন্য ব্যবসায়ীদের কি হবে? ওরা তো গরু ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল।'

'আমি তাদের মধ্যে নেই,' জানিয়ে দিল জন টম্পসন। 'আমি কাঁচ বেচি না। যদি বেচতাম, বড়লোক হয়ে যেতাম এতদিনে, তোমার কাউবয়দের ভাঙা জানালার কাঁচ সরবরাহ করতে গিয়ে।'

টম্পসনের দিকে শীতল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আলফ্রেড বাফিংটনের ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল মার্ক। 'তোমার কথা শেষ করো, বাফিংটন।'

'যা বলার বলে দিয়েছি। আমি শান্ত একটা শহর চাই, যেশহরে থাকবে সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি।'

'মিস্টার টিমোথি,' এবার মুখ খুলল জাজ ড্রেক, 'সবার আলোচনা শেষে একটা কথা আমি না বলে পারছি না, এখানে সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে অথচ তার সমাধানের দিকে কারও মনোযোগ নেই। গত বেশ কদিন হলো অনেক কথাই আমার কানে আসছে। সবাই বলছে মার্শাল ম্যাসন টেক্সান কাউবয়দের চেয়ে অনেক বেশি ঝামেলাবাজ। আমার মনে হয় তাকে বরখাস্ত করলে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হবে।' চট করে সুপারভাইজারদের ওপর থেকে ঘুরে এলো জাজের দৃষ্টি। কারও মুখে কোন উৎসাহব্যাঞ্জক অভিব্যক্তি নেই দেখে নির্জীব গলায় আবার বলল, 'ভাল একজন ডেপুটিও হয়তো সমস্যা সমাধানে সহায়ক হতে পারে।'

'এজন্যেই কি এত রকমের এত কথা?' কিছুটা হাঁপ ছেড়ে জানতে চাইল মার্ক। 'তোমরা চাও মার্শাল ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসনকে আমি বরখাস্ত করি?'

'আমরা চাই তুমি মেয়রের পদ থেকে অব্যহতি নাও,' বলে উঠল ফেসলার।

মনে মনে বিরাট একটা ধাক্কা খেল মার্ক। এই কথার জন্যে মোটেই সে প্রস্তুত ছিল না। তার চেহারা দেখে মনে হলো মুখে একটা জোরাল ঘুসি খেয়েছে।

'তোমরা কি এই সিদ্ধান্তই নিয়েছ? তোমরা চাও আমি মেয়রের পদ থেকে সরে দাঁড়াই?' কেউ একজন না-না বলে উঠবে সেই

অপেক্ষায় থাকল মার্ক। একজনও কোন কথা বলল না। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল মার্কের, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল ও, ধীর পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজার কাছে গিয়ে একটু থামল, যেন আরও কিছু বলার রয়ে গেছে তার। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও থেমে গেল। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল আর একটা কথাও না বলে।

তখনও মার্কের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে কাঠের সিঁড়িতে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জাজ ড্রেক।

'ভদ্রমহোদয়, তোমাদের আরও একটা কথা বলার ছিল। আগামী মাসে স্টেট লেজিস্লেচারে লোক পাঠাচ্ছি আমরা। আমার ধারণা সেই লোক মার্ক টিমোথি হলে ভাল হয়। ওই পদটার বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই, আছে শুধু সম্মান। তোমরা আপত্তি করবে না আশা করি। বলা যায় মেয়রকে আমরা...পশ্চাদ্দেশে পদাঘাত করে উঁচু পদে আসীন করছি।' সবার ওপর ঘুরে এলো তার দৃষ্টি। কেউ কোন মতামত দিচ্ছে না। জাজ বলল, 'কাউকে না কাউকে তো আমাদের লেজিস্লেচারে পাঠাতেই হবে!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফেসলার। 'স্টেটের কাজের জন্যে প্রার্থী নির্বাচনের আগে এসো আমরা আগে আমাদের বড় সমস্যাটার সমাধান করে নিই। কে হবে পরবর্তী মেয়র? গত বছর তোমরা আমাকে সম্মানিত করেছিলে মনোনয়ন দিয়ে।'

'না,' দৃঢ় মতামত ব্যক্ত হলো টারবক্সের কণ্ঠ থেকে, 'বড় বেশি কথা বলো তুমি।'

সেন্ট লুইস স্টোরের মালিককে কথা দিয়ে কুপোকাত করার জন্যে বড় একটা হাঁ করেছিল ফেসলার, কিন্তু তার মনে পড়ে গেল যে টারবক্স তার খবরের কাগজে সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপনদাতা। মুখটা চট করে বন্ধ করে ফেলল সে।

'নির্বাচন নিয়ে আমাদের মধ্যে কোন আলোচনা হয়নি,' বলে চলল টারবক্স। 'তবে আমরা সবাই জানি একজন লোক সত্যি মেয়র হবার যোগ্য। সে হচ্ছে জেরাল্ড কীল।'

লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল বাফিংটন। 'ঠিক বলেছ!'

'আমিও তাই বলি,' বলে উঠল অলিভার ওয়্যাকম্যান।

জন টম্পসন মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল চার্লস ফেসলার। 'বেশ, ঠিক আছে, আমিও রাজি।'

'এবার এসো লেজিস্লেচারের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনাটা হয়ে যাক,' আগের প্রসঙ্গ টানল জাজ ড্রেক।

'পদটা তোমার চাই?' জানতে চাইল বাফিংটন।

লাল হয়ে গেল জাজের চেহারা। একটু দ্বিধা করল সে, তারপর মাথা দোলাল। 'এই কাউন্টির নামের সঙ্গে আমি জড়িত, কাজেই জনগণের সেবার সুযোগ পেলে সম্মানিত বোধ করব আমি।'

হারলো টারবক্স আর আলফ্রেড বাফিংটন গেল রিয়েল এস্টেট অফিসে, জেরাল্ড কীলের সঙ্গে দেখা করতে। জেরাল্ডকে অফিসে ওরা একাই পেল। ওর কর্মচারী গেছে ক্রেতাকে জমি দেখাতে। চাষবাসের ওপরে একটা বই পড়ছিল জেরি, ওদের দেখে বইটা টেবিলে নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসল।

চেয়ার নেয়ার পর সরাসরি কাজের কথায় এলো বাফিংটন। 'মিস্টার কীল, তোমাকে আমরা আমাদের নতুন মেয়র হিসেবে চাই।'

টারবক্স আর বাফিংটনের ওপর পালা করে ঘুরে এলো জেরাল্ডের চোখ। 'কেন, মার্কের কি হয়েছে?'

'নির্বাচনে সে আর অংশগ্রহণ করবে না।'

'ওর হয়ে সিদ্ধান্তটা তোমরাই নাওনি তো?'

'আজকের মীটিঙের পরিস্থিতি তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। আমরা কেউ আপত্তি করিনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেরি। মার্কের অপমানটুকু স্পর্শ করে গেছে ওকে। তবে অনুভব করতে পারছে বাস্তবতা। বুঝতে পারছে এছাড়া ব্যবসায়ীদের আসলে আর কোন উপায়ও ছিল না।

'আমি যদি আপত্তি করি তাহলে তোমরা কি বলবে সেটা বোধহয়

আমি জানি,' অবশেষে বলল জেরি, 'কথার মালা তোমরা সাজিয়েই বসে আছ মনে মনে। বলবে মেয়র হওয়া পওনি সিটির এই দুর্দিনে আমার কর্তব্য, দায়িত্ব ইত্যাদি; তাই না?'

'আসলেই তোমার দায়িত্ব, মিস্টার কীল,' বলল বাফিংটন। 'একজন সৎ লোক হিসেবে তোমাকে চিনি আমরা। তোমার নামের একটা ওজন আছে এই শহরে। তাছাড়া এই শহরের প্রতিষ্ঠাতাদের তুমি একজন। মেয়র পদে দাঁড়ানো তোমার ন্যায্য অধিকার। আর আমরা সুপারভাইজাররা চাইছি পওনি সিটিতে গণনির্বাচিত যোগ্য একজন মেয়র আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে তার দায়িত্ব পালন করুক।'

'আর কাউকে সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নিতে পারব না আমরা, মিস্টার কীল,' জেরিকে নীরব দেখে জানাল টারবক্স।

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করল জেরি। দুই ব্যবসায়ীকে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে থাকতে দেখল। 'দায়িত্বটা আমি নেব,' বলল অবশেষে।

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার কীল,' বলে উঠল টারবক্স।

'আমি জানতাম তুমি আমাদের এড়াতে পারবে না,' বলল বাফিংটন। 'জ্যাক ম্যাসন আর টেক্সান কাউবয়দের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আছি আমরা। এখনই সময় পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসার। সেজন্যে তোমার মতো একজন কর্মঠ যোগ্য লোককে মেয়র পদে দরকার ছিল আমাদের। ধন্যবাদ, জেরাল্ড।'

'বোধহয় মেয়র হলে আমাকে কেউ কখনও আর ধন্যবাদ দেবে না,' হালকা সুরে বলল জেরি। চেয়ার ছেড়ে জানতে চাইল, 'আর জাজ? তার কি অবস্থা, সে কি আমার সময়েও জাজ থাকবে?'

'না,' একসঙ্গে বলে উঠল বাফিংটন আর টারবক্স।

'ভাল, খুবই ভাল,' অন্তর থেকে কথাটা বলল জেরি।

'লেজিস্লেচারে যাচ্ছে সে,' বলল টারবক্স। 'ভালই হলো, ক্ষমতা থাকবে না, কাজেই তোমার কাজে নাক গলাতেও পারবে না সে। তাছাড়া রাজধানীতে তার বন্ধু-বান্ধব আছে, কাউন্টির সুযোগ সুবিধে যা প্রাপ্য ঠিকই আদায় করে আনতে পারবে।'

'কারমাইকেল নামের এক উকিল কয়েকদিন আগে শহরে জমি

কিনে থাকতে এসেছে,' তথ্য যোগাল বাফিংটন। 'তাকে হয়তো জাজ করা যেতে পারে, তোমার আপত্তি না থাকলে।'

কাঁধ ঝাঁকাল জেরি। 'কোন আপত্তি নেই। জমিটা আমিই বেচেছি তার কাছে। ভাল লোক। জাজ হিসেবে ঠিক মতোই দায়িত্ব পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।'

একত্রিশ

যেদিন মীটিং হলো সেদিনই বিকেল বেলায় গরু নিয়ে শহরে এসে পৌঁছুল পিট মসম্যান। তার সঙ্গে সেই নারকেল-মাথা ট্রেইল বস ব্রগ তো আছেই, আরও আছে ঝগড়াটে চেহারার বারো জন কাউবয়। তাদের কয়েকজন গত বছর নারকেল-মাথা ব্রগের সঙ্গে শহরে তাণ্ডব চালিয়েছিল।

মসম্যান আর তার লোকরা সঙ্গে করে পাঁচ হাজার গরুর এক বিশাল পাল নিয়ে এসেছে এবার। লংহর্ন বাছুরের ডাকে শহর সরগরম হয়ে উঠল।

শহরে ঢুকে সোজা লংহর্ন সেলুনে গেল কাউবয়রা। সেখানে দু'এক পেগ হুইস্কি গিলেই শহর দেখতে বেরিয়ে পড়ল অত্যন্ত সংযমী আচরণ করল ওরা প্রত্যেকে সবাই ওরা বস পিট মসম্যানের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছে, শহরে কোন গোলমালে নিজেদের জড়ানো যাবে না।

তবে একথা মসম্যান তার গরু বেচার আগে পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। মসম্যানের পকেটে টাকা চলে এলেই প্রত্যেকে স্বাধীন ভাবে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে।

ড্রোভার হোটেলে গিয়ে মার্ক টিমোথিকে খুঁজে বের করল মার্শাল

ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসন। অফিস ঘরে টিমোথিকে দেখে তার সামনের চেয়ারে বসল সে।

'শহরে পিট ম্যাসন এসেছে।'

'আমি জানি।'

'বারো-চোদ্দোজন লোক নিয়ে এসেছে সে। শহরে কানাঘুষা শুনলাম পুরনো জেদ আছে কয়েকজন কাউবয়ের, গরু বেচা শেষ হলেই তারা নাকি শহরে তোলপাড় করবে। আমি একা। কি করা উচিত আমার? এত লোকের বিরুদ্ধে কিছু করার তো দেখছি না।'

'ম্যাসন,' ধীরে সুস্থে বলল মার্ক, 'তুমি কি করবে তাতে আমার থোড়াই পরোয়া। এশহর চালানোর ব্যাপারে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি।'

'কিন্তু তুমি শহরের মেয়র,' প্রতিবাদ করল ম্যাসন।

'এখন আর নই। আরও কয়েক সপ্তাহ আছে আমার টার্মের, কিন্তু আমি ইস্তফা দিয়েছি। তুমি যেতে পারো। যাও, গিয়ে খবরের কাগজের মালিক ওই গর্দভ ফেসলারের সঙ্গে কথা বলো গিয়ে; সে-ই পওনি সিটির দায়িত্ব নিতে চায়। তাকে বোলো আমি খুশির সঙ্গে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নিয়েছি। জানিয়ে দিয়ো আগামী মাস পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করে বসে নেই, আগেই মেয়রের পদ খালি হয়ে গেছে।'

'ফেসলার আমার সাহসকে ঘৃণার চোখে দেখে,' তিক্ত গলায় বলল ওয়াইল্ড জ্যাক। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'বেশ, তাস তাহলে এখন ওর হাতে? তুমি যখন মেয়র নেই, আমিও আর মার্শাল নই। ব্যাজটা তাহলে ফেরত দিতে হয়।'

'ফেসলারকে ফেরত দিয়ো,' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল হতাশ মার্ক।

'ভাল সময়ে চাকরিটা গেল আমার।' হঠাৎ শয়তানির হাসিতে ঠোঁট বেঁকে গেল ম্যাসনের। 'মসম্যানের লোকদের সামলাতে হবে এবার ওদের নিজেদেরই।' ঠোঁট চাটল সে। 'শুনলাম জেরাল্ড কীলকে ওরা দেখে নেবে বলে শপথ নিয়েছে। গত বছর নাকি ওদের বস্ মসম্যানকে অপমান করেছিল কীল।'

'মসম্যানকে নয়, ওর ট্রেইল বসকে বেকুব বানিয়েছিল জেরাল্ড কীল সবার সামনে অপদস্থ করে। লোকটার নাম আমার মনে পড়ছে

না।'

'ব্রগ। শুনেছি রিভলভারে লোকটার হাত ভাল।'

'মাতাল পেয়ে ওকে শহর থেকে খেদিয়ে দিয়েছিল জেরাল্ড।'

'শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। ও নাকি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব ক'জনের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল?' একটা তিক্ত স্মৃতি মনে পড়তেই ভ্রূ কুঁচকাল ম্যাসন। 'জেরাল্ড কীলের সঙ্গে আমারও একটা বোঝাপড়া ছিল।'

তীক্ষ্ণ চোখে ওয়াইল্ড জ্যাককে দেখল মার্ক। 'তোমার সঙ্গে ঝামেলা বেধেছিল জেরাল্ড কীলের?'

'গত শীতের নাচের আসরে। ওই চোরাগুপ্তা আক্রমণকারী খুনেটা, কি যেন নাম, বেসেকা, জেসেকা, ওর পক্ষ নিয়েছিল লোকটা।'

'নেসেকা। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম লোকটার কথা। ওর শেষ খবর জানো? কোথায় লোকটা?'

'কে জানে কোথায়। পালিয়ে বেড়াচ্ছে বোধহয়। পুরনো সঙ্গীদের সঙ্গে গিয়ে জুটেছে হয়তো। শুনেছি মিসৌরির পুরো দলটাই নাকি বুশওয়্যাকার হয়ে গেছে। ইয়ংগার ব্রাদাররা বলো, ফ্র্যাঙ্ক জেমস, ওর ছোট ভাই জেসি–সবাই। মিসৌরিতে ওরা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে। যাকগে, বুড়ো পিঙ্কারটন শীঘ্রিই ওদের পাকড়াও করে ফেলবে। আমি অবাক হব না যদি দেখি ওদের সঙ্গে জর্জ নেসেকাও ধরা পড়েছে।'

'যতদূর জানি টেক্সাসেই থাকে সে এখন। গত বছর জেনারেল কালভিনের সঙ্গে এখানে এসেছিল না সে?'

'আমি জানব কিভাবে? টেক্সাস?' বিরক্তিতে নাক কোঁচকাল ওয়াইল্ড জ্যাক। 'জাহান্নামে যাক লোকটা।' ঘুরে দাঁড়াল সে। 'যাচ্ছি তাহলে। টিনের তারাটা তাহলে খবরের কাগজওয়ালার কাছেই জমা দিয়ে দেব।'

ঘর থেকে বেরোনোর সময় রবার্টা টিমোথিকে আসতে দেখে দু'আঙুলে হ্যাট ছুঁয়ে সম্মান দেখিয়ে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেল জ্যাক ম্যাসন।

মার্কের সামনের চেয়ারে বসল না রবার্টা, উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল, 'খবরটা কি সত্যি, মার্ক? তোমার আর জেরির ব্যাপারে?'

'আমার আর জেরির ব্যাপারে? কি বলছ তুমি?'

'গুজব শুনলাম যে তোমাকে নাকি…শুনলাম তুমি নাকি আগামী নির্বাচনে মেয়রের পদে প্রার্থী হচ্ছ না, তোমার জায়গায় জেরাল্ড কীল মেয়র হচ্ছে?'

'জেরাল্ড কীল!' বিস্ফারিত চোখে বোনের দিকে তাকাল মার্ক। 'কে বলেছে তোমাকে?'

'মিসেস ফেসলার বলল সব নাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারছি না মহিলার কথা বিশ্বাস করব কিনা।'

'জেরাল্ড কীল,' তিক্ত গলায় ধীরে ধীরে বলল মার্ক, 'তাহলে আরেকবার ওর কাছে হেরে গেলাম আমি!'

'আমি বিশ্বাস করি না জেরি মেয়র পদে দাঁড়াবে। ওর কোন ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।'

'বোকার স্বর্গে বাস করছ তুমি, রবার্টা,' দাঁতে দাঁত চাপল মার্ক। 'গত বছর থেকেই তলে তলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে সে। সে নিজেই মেয়র হতে চেয়েছিল, কিন্তু…'

লাল হয়ে গেল রবার্টার চেহারা। 'কথাটা সত্যি নয়, মার্ক। আমি…আমি জানি যে ও-ই সুপারভাইজারদের মীটিঙে জোরাজুরি করেছিল যাতে ওরা তোমাকে মেয়র বানায়। হুমকিও দিয়েছিল, বলেছিল তোমাকে ওরা মেয়র না করলে চরম ভাবে ওদের বিরোধিতা করবে সে।'

'এসব মিথ্যে কথা নিজে বিশ্বাস করলে করো, আমাকে গেলাতে এসো না।' বোনের দিকে রাগী চোখে তাকাল মার্ক। এবার আক্রমণের বিষয়বস্তু পাল্টে ফেলল গায়ের ঝাল ঝাড়তে। 'এখনও ওর পক্ষ নিয়ে চোখ বুজে আছ, না? মতিগতি যেরকম দেখছি শীঘ্রি তুমি ওর…' বাজে কথাটা অনেক কষ্টে সামলে নিল সে।

'শীঘ্রি আমি ওর কী?'

'বাদ দাও। শুধু এটুকু বলব পুরোনো সময়ের খাতিরে, ওকে

বোলো জান বাঁচাতে চাইলে আগামী কয়েকটা দিন যাতে শহরে না থাকে। পিট মসম্যানের লোকরা ওকে খুঁজতে বেরবে। শহরে এখন কোন মার্শাল নেই যে ওকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে। ওয়াইল্ড জ্যাক চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। আমিও অব্যহতি নিয়েছি। আগামী মাসে তাকে নির্বাচিত করার আগেই, চাইলে এখনই মিস্টার জেরাল্ড কীল যত খুশি ঝামেলা সামলাতে পারে।'

জেরাল্ড জানেও না যে মসম্যান শহরে এসেছে। সে মেয়র হতে সম্মতি দেবার এক ঘণ্টা পর একজন লোক এলো তার অফিসে। ফার্মের জমি দেখতে চাইল লোকটা। তাকে নিয়ে জেরি গেল জমি দেখাতে। জায়গাটা পওনি সিটি থেকে পাঁচ মাইল দূরে। আশি একর জমি, ফার্মের জন্যে উপযুক্ত, যদি কেউ শীতের গম চাষে উৎসাহী হয়।

জমি দেখাতে প্রচুর সময় লেগে গেল। ক্রেতার মনে অসংখ্য প্রশ্ন, সেই সবের জবাব দিতে হলো জেরাল্ডকে। দশ-বারো ফুট হাঁটে তো একবার থামে ক্রেতা মাটি পরীক্ষার জন্যে। অবশেষে অনেকক্ষণ পর সে বলল জমি কেনার ব্যাপারটা সে আরও খানিক ভেবে দেখতে চায়। এতই বিরক্ত হলো জেরাল্ড যে লোকটাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে তার সঙ্গে পওনি সিটিতে ফিরে এলো না।

টার্নবূমের ফার্মে চলে এলো জেরাল্ড। দূর থেকে গমের গাছ চোখে পড়েছে ওর, কাছ থেকে দেখতে চায়। টার্নবূমকে খুঁজে পেল ও নদীর ধারে, দুই ছেলেকে নিয়ে ফার্মের শেষ প্রান্তে নদীর পাড়ে বেড়া দিচ্ছে সুইডিশ লোকটা।

'বদমাশ কাউবয়ের দল,' জেরাল্ডকে দেখে নিচু গলায় বলল টার্নবূম। 'ওরা গরুগুলোকে সামলে রাখে না। হারামজাদা গরুর পাল আমার গমের চারা মাড়িয়ে দিয়ে যায়, কাঁচা ফসলে মুখ দেয়। টেক্সাসের গরু বেশি অলস, ঘাসের বদলে গম গাছই ওদের বেশি পছন্দ।'

ফসলের মাঠের ওপর চোখ বোলাল জেরি। যত দূর চোখ যায় সবুজ শিষের মাথা বাতাসে দুলছে। সবুজের শিষ-সমুদ্রে ছোপ ছোপ

বাদামী রং ধরছে।

আপন মনে কিছুটা চিন্তাযুক্ত স্বরে বলল জেরি, 'তোমার কথাই ঠিক হলো তাহলে। শীত এই গমের কোন ক্ষতিই করতে পারেনি।'

'আমি বলেছিলাম না?' এক মুঠো শিষ ছিঁড়ে তালুর চাপে দানা বের করল টার্নবুম। 'মোটাতাজা সুস্থ দানা। জমিটা ভাল, আশা করা যায় একর প্রতি চল্লিশ বুশেল করে গম পাওয়া যাবে।'

'একর প্রতি চল্লিশ বুশেল? এক বুশেলের দাম এখন নব্বুই সেন্ট!'

'ফসল পাকলে দাম কমবে।'

'তোমার আত্মীয়রা, তাদের ফসলের কি অবস্থা?' জানতে চাইল জেরি।

'আমার মতোই। খুবই ভাল। গোলা ভরে ফসল তুলবে সবাই। আর দু'তিনটে সপ্তাহ যদি গরুদের ঠেকিয়ে রাখতে পারি তাহলেই লালে লাল। একবার ফসল কেটে ফেলার পর যত খুশি গরু আসুক, কিচ্ছু যাবে আসবে না আমাদের।'

'বেড়াটা কি গরু ঠেকাতে পারবে?'

'বেড়া পারবে কিনা জানি না, তবে বুলেট পারবে।' ভ্রূ কুঁচকে প্রেয়ারির দিকে তাকাল টার্নবুম। ওদিক থেকেই আসে গরুর পাল।

'না,' সাবধান করে দেয়ার সুরে বলল জেরি, 'অস্ত্র ব্যবহার করতে যেয়ো না। কোন সন্দেহ নেই যে ভাল চাষী তুমি, অনেক কিছু জানো গম সম্বন্ধে; কিন্তু অস্ত্রের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হচ্ছে টেক্সানরা। ওদের খেপিয়ে তুললে মস্ত বিপদে পড়ে যাবে। জীবন গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তারচেয়ে সাবধান থাকো, খেতের দিকে চোখ রাখো, যদি দেখো টেক্সানরা ইচ্ছে করে কোন ক্ষতি করে দিচ্ছে তাহলে শেরিফকে জানিয়ো। আমি এদিকে আসা র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে কথা বলে দেখব কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।' একটু দ্বিধা করল জেরি। তারপর বলল, 'আগামী মাসে আমি পওনি সিটির মেয়র পদে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছি।'

খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল ফার্মারের দু'চোখ। আন্তরিক হাসিতে ঠোঁট প্রসারিত হলো। 'তুমি? মেয়র? ভাল। খুবই ভাল! তোমাকে ভোট দেব আমি।'

হাসল জেরাল্ড। 'তোমাকে বোধহয় ভোট দিতে দেয়া হবে না। ওটা তো সিটি ইলেকশন। তবে কাউন্টি অফিসের জন্যে অবশ্যই ভোট দিতে পারবে। কাউন্টি অফিসের নির্বাচনও ওই একই সময়ে।'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল সুইডিশ টার্নবুম। দরাজ গলায় বলল, 'তোমার পক্ষে ভোট দিতে ভাল লাগবে আমার।'

বত্রিশ

পরিস্থিতি বিস্ফোরন্মুখ ছিল এমনিতেই, জমা হয়ে গিয়েছিল বারুদের স্তূপ, দরকার ছিল শুধু একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের; সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বেলে দিল হতভাগ্য পাফপ্যাফ। মসম্যানের গরু বিক্রি হয়ে গেছে, কাউবয়রা ফিরে পেয়েছে তাদের স্বাধীনতা। রাস্তার এমাথা-ওমাথা করছে ওরা ঘোড়ায় চেপে। প্রত্যেকেই মাতাল, ঝামেলা খুঁজছে ওদের ঘোলা দু'চোখ। মাঝে মাঝে ঘোড়া থামাচ্ছে ওরা, সেলুনে ঢুকে গিলে নিচ্ছে আরও কয়েক আউন্স হুইস্কি। কথা যখন বলছে, কথা বলছে নিজেদের মাঝে; তাও অত্যন্ত নিচু গলায়। একটু খেয়াল করলেই যে কেউ বুঝে ফেলবে যে গোপন কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা।

তবে এখনও উপযুক্ত সময় আসেনি। কোথাও দেখা যাচ্ছে না জেরাল্ড কীলকে।

অন্যান্য দিনের মতোই জেরাল্ডের পয়সায় মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় টেক্সাস সেলুন থেকে বোর্ডওয়াকে বেরিয়ে এলো আর্টি পাফপ্যাফ। রাস্তা পেরোনোর জন্যে হাঁটতে লাগল টলতে টলতে। ব্রগের দল রাস্তায় ঘোড়া দাবড়াচ্ছে তখন। কোথায় যাচ্ছে সেদিকে প্রায় কখনোই তাকায় না পাফপ্যাফ। আজকেও কোনদিকে খেয়াল নেই

ওর। শেষ অশ্বারোহীর সঙ্গে বাড়ি লাগতেই হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল পাফপ্যাফ, রাস্তায় বসে থাকল বোকা বোকা চেহারায়। তারপর কি ঘটেছে মাথায় ঢুকতেই চেঁচিয়ে উঠল, 'হারামজাদা নির্বোধ মাতাল, কোথায় যাচ্ছিস দেখতে পাস না?!'

পাফপ্যাফ হয়তো জানত আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না ও। হয়তো জীবনটা ওর কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল।

ওর কথা কানে গেল টেক্সান রাইডারের জায়গায় ঘোড়া ঘুরিয়ে ফেলল সে। রাগে লাল চেহারায় বলল, 'মুখ সামলে কথা বোলো, ফকিরের বাচ্চা।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল উত্তেজিত পাফপ্যাফ। 'কি বললি, কি বললি আমাকে তুই, টেক্সান কুকুর? যুদ্ধে হেরেও তোদের শিক্ষা হয়নি? দাঁড়া আজ দেখবি কার সঙ্গে লাগতে এসেছিস।' দু'হাত মুঠো করে নাড়ল সে। 'আয় শালা, সাহস থাকলে আয় দেখি তোর ঘোড়া থেকে নেমে!'

খেপে গেল টেক্সান কাউবয়। ঘোড়ার মুখ পাফপ্যাফের দিকে ফিরিয়ে লাগামে জোর এক টান লাগাল। সামনের দু'পা শূন্যে উঠে গেল ঘোড়াটার। ওই অবস্থাতেই তাগাদা পেয়ে সামনে বাড়ল ওটা। কাউবয়ের মনে গালাগাল করা ছাড়া আর কোন ইচ্ছে ছিল বলে মনে হয় না, হয়তো একটু ভয়ও পাইয়ে দিতে চেয়েছিল সে, কিন্তু মাতাল পাফপ্যাফ বোকার মতো সামনে বাড়ল, একেবারে গিয়ে দাঁড়াল ঘোড়ার সামনের পায়ের কাছে। কাউবয় কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘোড়ার পা দুটো নেমে এলো হতভাগ্য পাফপ্যাফের ওপর। একটা খুর আঘাত করল পাফপ্যাফের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে ফেটে চৌচির হয়ে গেল মাথাটা। ধড়াস্ করে মাটিতে পড়ল বেচারা, পড়ার আগেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে তার দেহপিঞ্জর থেকে।

কপালকে গাল দিয়ে উঠল কাউবয়। প্রাণপণ চেষ্টায় ঘোড়াটাকে সামলাতে চাইল। রক্তের গন্ধে ভীত হয়ে উঠেছে ঘোড়াটা, কাজেই ওটাকে শান্ত করা সহজ নয়। কাউবয় নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার আগেই অন্য কাউবয়রা চলে এলো সঙ্গীর কাছে।

'শুরুটা তুমিই করলে, ক্রুকার!' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল ব্রগ।

'ঈশ্বর, শালার ঈশ্বর আর মানুষ পেল না!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ক্রকার। উদভ্রান্তের মতো লাগছে তাকে দেখতে। এক ঝটকায় রিভলভার বের করে ফেলল সে, গুলি করল জেরাল্ডের রিয়েল এস্টেট অফিসের জানালা লক্ষ্য করে। ঝনঝন করে ভেঙে গেল জানালার কাঁচ। ক্রকার ড্র করতেই অন্য কাউবয়দের হাতেও বেরিয়ে এলো অস্ত্র। আকাশ বাদ দিয়ে আর সবদিকেই গুলি পাঠাতে লাগল ওরা। রাস্তায় যে দু'চারজন পথচারী পথ চলছিল, এক ছুটে আড়াল নিল তারা। কেউ গলিতে, কেউ দুই বাড়ির মধ্যবর্তী সরু ফাঁকে আশ্রয় গ্রহণ করল।

ভাঙতে লাগল জানালার কাঁচ, হিচর‍্যাকে বাঁধা ঘোড়াগুলো হ্রেষাধ্বনি করতে লাগল, ছুটে যাবার জন্যে চার পা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেল। সেন্ট লুইস স্টোরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একটা ফার্ম ওয়্যাগন, ওটার ঘোড়া দুটো ভীত হয়ে ছুটতে শুরু করল ওয়্যাগন নিয়ে। গতি বড় বেশি, একটু দূর গিয়েই মোড় ঘুরতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেল ওয়্যাগনটা। ঘোড়া দুটোর একটা দড়ি ছিঁড়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল শহরের বাইরে, অপরটা পড়ে থাকল রাস্তায়। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল বারকয়েক, কিন্তু পারল না। পা ভেঙে গেছে।

রাস্তা ধরে এক সঙ্গে ঘোড়া ছোটাল টেক্সান কাউবয়ের দল। তাদের বেশিরভাগেরই নেশা ছুটে গেছে। এখন তারা গুলি করছে লক্ষ্য স্থির করে। ফলে গুলি ফস্কাচ্ছে না বড় একটা। আগের যেকোন বারের তুলনায় কাউবয়দের এবারের শহর দখল অনেক সংহত এবং পরিকল্পিত। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে তারা।

রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে ফিরে আসার জন্যে আবার ঘুরল সব কয়জন।

পওনি সিটিতে ফেরার পথে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেল জেরাল্ড কীল। সঙ্গে সঙ্গেই ও আঁচ করে নিল, মাতাল কাউবয়রা শহরে তোলপাড় করছে। কিন্তু এটা ও জানল না যে লোকগুলো ওর ব্যক্তিগত শত্রু, তাদের বিরোধ মূলত শহরবাসীদের সঙ্গে নয়, বরং ওর সঙ্গে। জেরাল্ড কীলকে মারবার জন্যেই আজকে তৈরি হয়ে এসেছে ব্রগের

অনুচর কাউবয়রা।

কোন অস্ত্র নেই জেরাল্ডের কাছে। কি ঘটছে শহরে আন্দাজ করতে পারছে ও, বুঝতে পারছে যে এভাবে প্রধান সড়ক ধরে গোলাগুলিরত ক্ষিপ্ত কাউবয়দের মুখোমুখি হওয়া ঠিক হবে না। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে শহরের পশ্চিম দিকের বাড়িগুলোর পেছন দিয়ে এগোল জেরাল্ড। বাফিংটনের স্টোরের পেছনে পৌঁছে থামল। ঘোড়াটা একটা লাঙলে বেঁধে পেছন দরজা ঠেলে প্রবেশ করল ভেতরে।

কাউন্টারের পেছনে লুকিয়েছে এক ক্লার্ক। সেখান থেকে উঁকি দিল লোকটা। বাফিংটন আর দ্বিতীয় ক্লার্ক দোকানের দরজার কাছে মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে আছে, কাঁচ ভাঙা একটা জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে।

ওরা রাস্তা দেখতে এতই মশগুল যে জেরির পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল না, তাকাল পেছন থেকে জেরি কথা বলে ওঠায়।

'মার্শাল লোকটার হয়েছেটা কী?' জানতে চাইল জেরি।

ঝট করে পেছনে তাকাল বাফিংটন, জেরাল্ডকে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। কুঁচকে গেল ভ্রূ। 'ইস্তফা দিয়েছে সে। মার্ক টিমোথি মেয়রের পদ থেকে সরে দাঁড়াতেই চার্লি ফেসলারের কাছে ব্যাজটা জমা দিয়ে দিয়েছে ম্যাসন।' রাস্তার দিকে দেখাল সে। 'বাইরে ওরা পিট মসম্যানের লোক।'

'তাহলে ফিরে এসেছে ওরা।'

'ঘটনা অত সোজা নয়।' একটু দ্বিধা করল বাফিংটন, তারপর বলল, 'ওরা তোমাকে খুঁজছে।'

'তাতে আমি অবাক হইনি,' বলল গম্ভীর জেরাল্ড।

'এবার ওরা মাতাল নয়। ভেবো না গত বছরের মতো হবে ব্যাপারটা।' আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল বাফিংটন। 'পাগল হয়ে উঠেছে লোকগুলো। ওদের হাতে একটু আগেই মারা গেছে আর্টি পাফপ্যাফ।'

অবাক হলো জেরাল্ড। 'নিরীহ লোকটাকে ওরা মারতে গেল কেন?'

'কেন তা কে যাবে ওদের কাছে জিজ্ঞেস করতে!' তিক্ত গলায়

বলল বাফিংটন।

কড়াক করে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। কোথায় যেন ঝনঝন করে ভেঙে গেল একটা জানালা। একটা কর্কশ গলা চেঁচিয়ে উঠল। 'কোথায় তুমি, জেরাল্ড কীল, সাহস থাকলে বেরিয়ে এসো গর্ত ছেড়ে'

জানালায় গিয়ে দাঁড়াল জেরাল্ড, ওর চোখ রাস্তার শেষ মাথায়, আন্দাজ দুইশো গজ দূরে, টেক্সানদের দেখছে। দূরত্বটা রিভলভারের জন্যে খুব বেশি, আবার রাইফেলের জন্যে কম। দলে ওরা বারোজনের বেশিই হবে। অর্ধেক বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। বাকিরা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে।

বাফিংটনের দিকে তাকাল জেরাল্ড। 'রাইফেল আছে তোমার দোকানে?'

অবাক হয়ে তাকাল বাফিংটন। 'তুমি নিশ্চয়ই বাইরে যাওয়ার কথা ভাবছ না?'

'এবার বেরব না। গতবছর যা করা উচিত ছিল তাই করব এবার। ওই ব্রগ লোকটাকে শেষ করে দেব আমি।'

দোকানের পেছনের দরজা দড়াম করে খুলে গেল হঠাৎ। জানালার সামনে দাঁড়ানো লোকগুলো চমকে ঘুরে তাকাল, দেখল দৌড়ে আসছে চার্লস ফেসলার।

'এখানে তুমি, জেরাল্ড কীল!' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল প্রকাশক। বাফিংটনের দিকে তাকাল। 'ওকে বলেছ?'

মাথা দোলাল বাফিংটন। 'হ্যাঁ, বলেছি যে মার্ক টিমোথি আর মেয়র নেই।'

'আর মার্শালের কথাটা?'

'জানি,' শান্ত গলায় বলল জেরাল্ড। 'এমনিতেও সে এতজনের বিরুদ্ধে কিছু করতে যেত না।'

'তুমি করতে যাবে?'

'ফেসলার,' বলে উঠল বাফিংটন, 'এবার পরিস্থিতি আগের মতো নেই। বাইরের ওই লোকগুলো মাতাল নয়। এরইমধ্যে একজনকে খুন করেছে ওরা।'

'এটা ওর দায়িত্ব,' জোর দিয়ে বলল ফেসলার। 'ও নতুন মেয়র।'

'এখনও হইনি,' লোকটাকে মনে করিয়ে দিল জেরি।

'হ্যাঁ, হয়েছ। নির্বাচনের আগে পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন মেয়র হিসেবে তোমাকে মনোনয়ন দিয়েছে বোর্ড অভ সুপারভাইজার। শহরে শান্তি রক্ষা করার দায়িত্ব এখন তোমার।'

তিক্ত গলায় বলল জেরি, 'আমার ভুল হয়েছিল তোমাদের কথায় রাজি হওয়া।'

দোকানের বামদিকের একটা র‍্যাকে চোখ আটকে গেল ওর। র‍্যাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে উইনচেস্টার রাইফেল। বাফিংটন আর ফেসলারকে ছেড়ে র‍্যাকটার উদ্দেশে পা বাড়াল ও। ওর গন্তব্য কোথায় বুঝতে পেরেই পেছন পেছন এলো বাফিংটন। সতর্ক করল, 'বোকার মতো কিছু করতে যেয়ো না, মিস্টার কীল।'

'এখন এই পরিস্থিতিতে যা-ই করতে যাও না কেন বোকার মতোই কাজ হয়েছে বলে মনে হবে,' শান্ত গলায় কথাটা জানিয়ে র‍্যাক থেকে তুলে নিল জেরি একটা উইনচেস্টার রাইফেল। পাম্প লিভার নেড়েচেড়ে দেখল অস্ত্রটা ঠিকই আছে। জানতে চাইল, 'কার্তুজ কোথায় রাখো তুমি?'

'ওই যে ওখানের কাউন্টারে,' আঙুল দিয়ে দেখাল বাফিংটন। তারপর কাজটা ঠিক হলো না মনে হতেই বলল, 'আমি জানি না কোথায় কার্তুজ রাখা হয়।'

দেরি হয়ে গেছে, জেরি দেখে ফেলেছে কাউন্টারে সাজিয়ে রাখা উইনচেস্টারের কার্তুজের বাক্স। একটা বাক্স ছিঁড়ে রাইফেলে ব্যস্ত হাতে বুলেট ভরে নিল জেরি। বাকি বুলেট ঢেলে দিল শার্টের পকেটে। তারপর তাকাল ফেসলারের দিকে। 'আমি কি একা লড়ব ওদের সবার সঙ্গে?'

'একা? লড়বে?' খাবি খেল প্রকাশক। হড়বড়িয়ে বলল, 'আমি...আমি তো...গানফাইটার নই!'

'আমিও গানফাইটার নই,' কড়া গলায় বলল জেরি। 'এক পায়ে তো খাড়া হয়ে গিয়েছিলে মেয়র হবার জন্যে, জানতে ইচ্ছে করে

এরকম পরিস্থিতিতে তুমি কি করতে।'

'কি করতাম? আমি...আমি আইনের প্রতিনিধিদের হাতে পরিস্থিতি সামলাবার ভার তুলে দিতাম। মার্শালকে...'

'শহরে কোন মার্শাল নেই।'

'শেরিফ...' কথা থামিয়ে দিল ফেসলার। দু'চোখে হঠাৎ ফুটে উঠল আশার আলো। 'মার্শাল না থাকলে তার হস্তক্ষেপের কথা। জন হ্যাম্পসন আমাদের শেরিফ।' বাফিংটনের দিকে ফিরল সে। 'জন হ্যাম্পসন কোথায়?'

'লুকিয়ে আছে...আমার ধারণা। বুদ্ধি আছে এমন যে কেউই লুকিয়ে থাকবে।'

বাইরে, রাস্তায়, পরপর দুইবার গর্জে উঠল একটা রাইফেল। একটা বুলেট দোকানের সামনের দরজার কাঠ ফুটো করে গাদা করা গালভানাইজ্‌ড্‌ পেইলের স্তূপে গিয়ে ঢুকল। ছিটকে উঠল গালভানাইজ্‌ড্‌ পেইল।

'ওদের হাতে টিপ ভাল হয়ে উঠছে,' গম্ভীর গলায় বলল জেরি। লম্বা একটা দম নিয়ে দোকানের সামনের দিকে পা বাড়াল।

'দাঁড়াও!' আতঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল ফেসলার। 'তুমি এখান থেকে কিছু একটা করে বসলে ওরা এখানেই হামলা করে বসবে। একজনও প্রাণে বাঁচব না আমরা।' দোকানের পেছন-দরজার ওপর স্থির হলো তার ভীত দু'চোখ। আর দেরি না করে দৌড় দিল সে দরজা লক্ষ্য করে, ছিটকে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

'মিথ্যে বলেনি ও,' থমথমে গলায় বলল জেরি। 'বাফিংটন, তোমার লোকদের নিয়ে চলে যাও এখান থেকে।'

জবাব দিয়ে দিল বাফিংটন হাত বাড়িয়ে র‍্যাক থেকে রাইফেল নামানোর মাধ্যমে। 'তুমি আর আমি, জেরাল্ড কীল,' বলল গম্ভীর চেহারায়, 'আমরা এই শহরের প্রথম দিকের অধিবাসী। শহর গড়ে তোলায় আমাদের দু'জনেরই হাত আছে। শহরটা রক্ষা করাও আমাদেরই দায়িত্ব। একদল খুনীর ভয়ে লুকিয়ে বসে থাকলে শেষ পর্যন্ত এখানে টিকতে পারব না আমরা।'

'এসো তাহলে।' দরজার পাশের জানালার দিকে পা বাড়াল জেরাল্ড। সাবধানে বাইরে তাকিয়ে দেখল আগের মতো এক জায়গায় জড় হয়ে নেই টেক্সান কাউবয়রা। অস্থির হয়ে উঠেছে লোকগুলো। বার বার জায়গা বদল করছে। অশ্বারোহীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। একজন লোক একটু কুঁজো হয়ে রাইফেল হাতে রাস্তার এদিকেই আসছে।

তার দিকে মনোযোগ না দিয়ে নারকেল-মাথাকে খুঁজল জেরাল্ড। লোকটা দল থেকে একটু দূরে, ঘোড়ায় বসে আছে। রাইফেল তুলে সাবধানে লক্ষ্যস্থির করেই ট্রিগার টেনে দিল জেরাল্ড।

নারকেল-মাথা ব্রগ লাফিয়ে উঠল স্যাডলে। ডিগবাজি খেয়ে পেছনে ছিটকে গেল তারপর। ধুলোর মেঘ তুলে রাস্তায় পড়ল দেহটা। রাস্তায় পড়ার পর একবারও নড়ল না।

একটা দীর্ঘ মুহূর্তের জন্যে পওনি সিটির রাস্তায় নেমে এলো পিন পতন নীরবতা। তারপর সংবিৎ ফিরে পেতেই চেঁচাল টেক্সানরা। 'হার্ডওয়্যার স্টোর! ওখানেই আছে হারামজাদা! গুলি হয়েছে ওখান থেকেই!'

টেক্সানরা গুলি শুরু করার আগেই রাইফেলের চেম্বারে নতুন একটা কার্তুজ ভরে দ্বিতীয়বার ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়াল জেরাল্ড। হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেল রাইফেল হাতে সামনে এগোচ্ছিল যে লোকটা।

পাফপ্যাফের মৃত্যুর পর পওনি সিটির রাস্তায় দুটো লাশ পড়ল।

তাড়াহুড়ো শুরু হয়ে গেল টেক্সানদের মাঝে। যারা মাটিতে ছিল লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠল তারা। এক সঙ্গে হার্ডওয়্যার স্টোরের দিকে ঘোড়ায় চড়ে এগোল ওরা। গুলি করছে এক নাগাড়ে। দরজার কাঠ ফুটো করে ঢুকছে বুলেট। জানালার অবশিষ্ট কাঁচ খসে পড়ে ভেঙে যাচ্ছে ঝনঝন করে।

বাফিংটনের হাতের অস্ত্র হুঙ্কার ছাড়ল। তৃতীয়বারের মতো গর্জন করে উঠল জেরাল্ডের উইনচেস্টার। দৌড় থামিয়ে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে গেল একটা ঘোড়া। ওটার পিঠ থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল আরোহী। লোকটা উঠে দাঁড়াচ্ছিল, কিন্তু বাফিংটনের গুলি তার মাথায় লাগতে পড়ে গেল আবার। আর নড়ল না।

ধাওয়া দিয়ে প্রায় হার্ডওয়্যার স্টোরের দরজার কাছে চলে এলো কাউবয়রা। একটা ঘোড়া এমনকি কাঠের সাইডওয়াকের সামনেও পৌঁছে গেল। একেবারে শেষ মুহূর্তে থামল ওটা। পিছলে গেল চার পা। হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে গিয়েও কোনরকমে সামলে নিল জন্তুটা। আরোহীর হাতে একটা রিভলভার। তাক করেছিল জেরাল্ডের মুখ লক্ষ্য করে। দূরত্ব পাঁচ ফুটও হবে না। ট্রিগার টেনে দিল, কিন্তু লাগাতে পারল না ঘোড়াটার লাফালাফিতে।

সামনে বেড়ে লোকটার মাথায় রাইফেলের নল দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল জেরাল্ড। হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিল লোকটা। গুঙিয়ে উঠে চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে চাইল। পারল না। ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়ে পটাপট ভেঙে গেল পাঁজরের হাড়। তীক্ষ্ণ একটা মরণ চিৎকার বেরিয়ে এলো তার গলা চিরে।

সাহস না হারালেও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে কাউবয়ের দল। কোন নেতা নেই তাদের। উন্মত্তের মতো চার পাশে গুলি করতে করতে ইতিকর্তব্য বুঝতে চেষ্টা করল লোকগুলো।

ওদের দুর্ভাগ্য যে ঘোড়া ছুটিয়ে শহর ছেড়ে চলে গেল না।

দরজা জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ লড়াই দেখেছে অনেকে। দেখেছে নারকেল-মাথা মরে গেছে। দেখেছে হার্ডওয়্যার স্টোরে অবস্থান নিয়ে কারা যেন শক্ত আক্রমণ চালিয়ে বসেছে এতদিনের অত্যাচারী কাউবয়দের ওপর।

ওয়্যাকম্যান, সুপারভাইজারদের একজন, রিভলভার হাতে ছিটকে বেরিয়ে এলো তার লিভারি স্টেবল থেকে। গুলি করতে লাগল সে হতবিহ্বল কাউবয়দের লক্ষ্য করে। ন্যাড়া নাপিতও বিরাট একটা প্রাচীন ড্রাগুন পিস্তল হাতে বেরিয়ে এসেছে তার দোকান ছেড়ে। কাউবয়দের দিকে তাক করে একটা গুলি ছুঁড়ল সে।

তৃতীয় আরেক ব্যবসায়ী তার অফিস থেকে বেরিয়ে এলো একটা শটগান হাতে। ওটার গুলির শব্দে তলিয়ে গেল আর সব গুলির আওয়াজ। দেখতে দেখতে পনেরো-বিশজন সশস্ত্র ব্যবসায়ী বেরিয়ে এলো রাস্তায়, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে সেন্ট লুইস স্টোরের মালিক হারলো

টারবক্স।

জেরাল্ড আর বাফিংটন সামনের দরজা খুলে বোর্ডওয়াকে এসে দাঁড়াল। দু'জনেই ঠাণ্ডা মাথায় লক্ষ্যস্থির করে একের পর এক গুলি করল।

দশ সেকেন্ড মনে হলো পওনি সিটির রাস্তা একটা রণক্ষেত্র। তারপর থেমে গেল সমস্ত গোলাগুলি। গুলি করার মতো জীবিত একজন কাউবয়ও তখন অবশিষ্ট নেই। মারা গেছে তিনজন কাউবয়। বাকিরা পালিয়েছে। তাদের কয়েকজনও গুরুতর আহত।

পওনি সিটির ব্যবসায়ীরা অস্ত্র ব্যবহারে দক্ষ নয়, কিন্তু সংখ্যায় তারা অনেক বেশি। অস্ত্রে দক্ষ টেক্সান কাউবয়রা এতই বিচলিত আর হতভম্ব হয়েছিল পাল্টা আক্রমণ আসতে দেখে যে প্রতিরোধের কোন সুযোগ করে নিতে পারেনি।

পওনি সিটির একজন ব্যবসায়ীও আহত বা নিহত হয়নি। শুধু রাস্তায় পড়ে আছে দুর্ভাগা পাফপ্যাফের মৃতদেহ।

তেত্রিশ

অবাক চোখে জেরাল্ড কীলের দিকে তাকাল আলফ্রেড বাফিংটন 'চিন্তা করে কথা বলছ তো? একশো লাঙল?'

'আর বিশটা কোদাল।'

'ঈশ্বর, কত জমিতে চাষ করবে তুমি?'

'ছেচল্লিশশো একর জমি আছে আমার,' বলল জেরি। 'পুরো জমিতেই আমি গমের চাষ করব ভাবছি।'

'অনেক টাকা লাগবে।'

'হ্যাঁ, আমার জমানো টাকা প্রায় শেষ হয়ে যাবে। ওয়্যাকম্যানকে

বলেছি, সে আমাকে দেশের সেরা একশো লাঙল টানা ঘোড়া জোগাড় করে দেবে। ক্যানসাস সিটিতে লোক পাঠিয়েছি, সে একশো পঞ্চাশজন খেত মজুর নিয়ে আসবে। ওদের খাওয়াতে হবে আমার, থাকার জন্যে বাঙ্কহাউজের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছ শুধু গমের ভরসায়?'

'ফার্মারদের সঙ্গে তো খাতির আছে তোমার, বাফিংটন,' বলল জেরি, 'তুমি জানো এবছর কেমন চমৎকার ফসল ঘরে তুলেছে ওরা। অ্যালেক্স টার্নবুম একর প্রতি বেয়াল্লিশ বুশেল গম পেয়েছে। প্রতি বুশেল ছিয়াশি সেন্ট করে বেচেছে সে।'

'আমি জানি,' মাথা দোলাল বাফিংটন। 'অবাক হয়ে গিয়েছি শীতের গমের কেরামতি দেখে। তবুও ছেচল্লিশশো একর জমিতে...'

'ধরে নাও বড় একটা জুয়া খেলছি। জীবনের সবচেয়ে বড় জুয়া। যদি হেরে যাই, ফতুর হয়ে যাব। কিন্তু যদি জিতি...'

'কিংবদন্তী হয়ে যাবে তুমি।' ওর মুখের কথা কেড়ে নিল বাফিংটন। 'দেশের এদিকটায় অর্থনীতির ভিত্তি পাল্টে যাবে, গুরুত্ব হারাবে গরুর ব্যবসা।'

'গরুর ব্যবসা পওনি সিটির আর দরকার নেই। ওই ব্যবসা থেকে লাভ তোলে শুধু সেলুনমালিকরা।'

'আর মার্ক টিমোথি।'

ভ্রূ কুঁচকাল জেরি। 'তার ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না।'

মাথা দোলাল বাফিংটন। 'প্রতিটা পদক্ষেপে আমাদের বাধা দিয়ে এসেছে লোকটা। শুধু টাকা আর টাকা। টাকা হয় না এমন কোন ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ নেই। স্টকইয়ার্ড আর লোডিং পেন, লংহর্ন সেলুন...তার হোটেল।...এভাবে গোলাগুলি আর মৃত্যুভীতির মধ্যে কতকাল জীবন কাটাব আমরা! আমার যদি কোন উপায় থাকত, পওনি সিটিতে গরু আনা নিষিদ্ধ করে দিতাম আমি।'

চিন্তিত চেহারায় বাফিংটনকে দেখল জেরি। 'আমি যদি নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করি তাহলে তুমি আমাকে সমর্থন জানাবে?'

বাফিংটনের তীক্ষ্ণ চোখ জোড়া জেরাল্ডের চেহারায় কি যেন খুঁজল।

মাথা দোলাল ধীরে ধীরে। 'হ্যাঁ, জানাব। শুধু আমি নই, আরও অনেকেই থাকবে তোমার সঙ্গে।'

জেরাল্ড বলল, 'আজকে রাতের মীটিঙে বোর্ড অভ সুপারভাইজারের সামনে আমি একটা প্রস্তাব পেশ করব।'

পওনি সিটির ডিপোতে ট্রেইন থেকে নামল চমৎকার পোশাক পরা এক সুন্দরী যুবতী মেয়ে। কন্ডাক্টর আগেই নেমে গেছে, মেয়েটার ব্যাগ ব্যাগেজ খুশি মনে প্ল্যাটফর্মে নামাল সে। দুটো হ্যাটের বাক্স, একটা ভ্যালিস আর একটা কার্পেটব্যাগ। মনে হলো কাজটা করতে পেরে কৃতজ্ঞ বোধ করছে কন্ডাক্টর। খুশি গলায় বলল, 'আপনাকে যাত্রী পেয়ে সত্যি সময়টা ভাল কেটেছে আমার।'

'তোমাকে ধন্যবাদ,' বলল সামান্থা কালভিন। 'যাত্রাটা আমারও ভাল লেগেছে।'

সামান্থা চারপাশে তাকাচ্ছে এমন সময়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো স্টেশন এজেন্ট। সেপ্টেম্বর মাস চলছে এখন। আজ থেকে প্রায় দশ মাস আগে পওনি সিটি ছেড়ে চলে গিয়েছিল সামান্থা।

বদলে গেছে পওনি সিটি। তবে বদলটা ভালর জন্যে হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে পারল না সামান্থা। হয়তো আসলে বদলে গেছে ও নিজেই, কে জানে! সামান্থার পরনে দামী কাপড়ের স্যুট। মাথার হ্যাটে অস্ট্রিচের কোঁকড়ানো পালক। ওর হাতের তালু নরম আর মসৃণ। অনেক দিন হলো নিয়মিত যত্নে বিদায় নিয়েছে কড়াগুলো।

চুলগুলো লম্বা হয়েছে সামান্থার। খুব সুন্দর করে খোঁপা করেছে মেয়েটি। দেখে মনে হচ্ছে সামান্থা কালভিন পওনি সিটিতে নেই, আসলে আছে নিউ ইয়র্কের ফিফ্‌থ্‌ অ্যাভিন্যুয়ে, নামছে একটা ক্যারিজ থেকে, এখনই গিয়ে ঢুকবে টিফানির স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে।

অলস একটা ভাবনা খেলে গেল ওর মাথায়। কেমন লাগবে এখন একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওটাকে জোরে ছুটিয়ে দিতে? অনভ্যাসে পাগুলো নরম হয়ে গেছে ওর।

স্টেশন এজেন্টের কথায় চটকা ভাঙল ওর। স্টেশন এজেন্ট বলছে,

'ম্যাম, ব্যাগ নেয়ার জন্যে আমি লোক ডেকে দিচ্ছি। কোথায় যাবেন আপনি?'

'হোটেলে। ড্রোভার হোটেলে।'

দিনের ক্লার্ককে রবার্টা টিমোথি কাজ বুঝে নিয়ে বিদায় দিচ্ছে এমন সময়ে লবিতে ঢুকল সামান্থা কালভিন। একটা লেযারে চোখ রেখে একমনে কাজ করছিল রবার্টা, চোখ তুলে তাকাতে দেরি হতো, কিন্তু ওর নাকে গিয়ে ঢুকল দামী পারফিউমের সুবাস।

সামান্থাকে চিনতে একটু দেরি হলো রবার্টার। চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে একটু স্ফীত হলো চোখ জোড়া। মুহূর্তের জন্যে চেহারায় পড়ল শঙ্কার ছাপ।

'সামান্থা!' অবাক গলায় বলল সে। 'হঠাৎ কোত্থেকে এলে তুমি?'

'সেন্ট লুইস। মাত্র ট্রেইন থেকে নেমেছি।'

চোখের পলক না ফেলে তাকিয়েই থাকল রবার্টা। 'আমি তো প্রথমে তোমাকে চিনতেই পারিনি। তুমি আসলেই…তুমিই সামান্থা কালভিন?'

'অতটাই বদলে গেছি আমি?'

'বলে বোঝাতে পারব না।'

সামনে বেড়ে রবার্টার হাতটা নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল সামান্থা। একটু অপ্রস্তুত বোধ করছে। যদি ওর এত যত্নে শেখা ভদ্রমহিলাসুলভ আচরণে নিজে এগিয়ে করমর্দন করাটা বিরাট খুঁত বলে বিবেচিত হয়?

'আমার বাবা এসেছে?' চিন্তা ঝেড়ে জানতে চাইল সামান্থা।

'এবছর এখনও দেখিনি। মাত্র গতকালই আমরা ভাবছিলাম এখনও জেনারেল গরু নিয়ে আসছে না কেন।'

'এবছর একটাই ড্রাইভ করা হবে। খুব বড় একটা ড্রাইভ। ছয় সপ্তাহ আগে বাবা আমাকে চিঠি লিখেছে, রওয়ানা হয়ে যাবে শিগ্গিরই। লিখেছে এখানে যাতে আমি বাবার সঙ্গে দেখা করি।'

'তাহলে এসে পড়বে যেকোন দিন। ঘর দরকার নিশ্চয়ই তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার লাগেজ কই?' প্রশ্ন করার পর রবার্টা দেখল এক লোক দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকছে। তার হাত থেকে উপচে পড়ার অবস্থা মালপত্র। হ্যাট বক্স, ভ্যালিস আর কার্পেটব্যাগ নিয়ে বেসামাল অবস্থা তার। চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবার্টার। 'এতসব…ওগুলো তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে,' হাসার চেষ্টা করল রবার্টা, 'এবার তাহলে তোমার কাছ থেকে আমিই উল্টো ড্রেস ধার করব!'

'যেটা তোমার ইচ্ছে,' বলল সামান্থা। দেখল লোকটা সমস্ত লাগেজ ডেস্কের পাশে নামিয়ে রেখেছে।

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল সামান্থা লোকটাকে। পার্স খুলে একটা সুগন্ধী নোট বের করে বাড়িয়ে দিল। 'নাও, এটা তোমার।'

নেয়ার ইচ্ছে না থাকলেও আপত্তি জানালে সামান্থার অপমান হবে ভেবে টাকা নিল লোকটা। মুখে শুধু বলল, 'তোমার জন্যে কাজ করতে পেরে তৃপ্তি পেয়েছি আমি, ম্যাম।'

সামান্থার নাম লেযারে লিখে নিল রবার্টা। তারপর বলল, 'নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে তুমি যখন ছিলে না পওনি সিটিতে কি কি পরিবর্তন এসেছে?'

'অবশ্যই! এখানে পৌঁছার পর পওনি সিটিকে আমার নিজের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে।'

'একদিন হয়তো সত্যি এটাই তোমার নিজের বাড়ি হবে,' কথাটা নিচু গলায় বলেই সামান্থার দিকে তাকাল রবার্টা। লাল হয়ে গেছে সামান্থার দু'গাল। 'পওনি সিটি নতুন একজনকে মেয়র নির্বাচিত করেছে।'

ভ্রূ নাচাল সামান্থা। 'আমি জানি। বাবা চিঠিতে জানিয়েছে।' ম্লান হাসল মেয়েটা। 'আমার খবর আমি ঠিকই পাই। টেক্সাস থেকেই জানতে পারি। সপ্তাহে দু'বার চিঠি লেখে বাবা। টেক্সাসের সবাই জানে কি ঘটছে ক্যানসাসে বা পওনি সিটিতে। শুনেছি মিস্টার জেরাল্ড কীল মেয়র নির্বাচিত হয়েছে।'

'জেরাল্ড মেয়র নির্বাচিত হয়েছে সেটা শুনেছ নাকি শুনেছ যে আমার ভাইকে অফিস থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে?'

'মিস্টার টিমোথি? আমার...আমার ধারণা তাঁর আর মেয়র থাকার ইচ্ছে ছিল না।'

'তা ছিল। যথেষ্টর বেশিই ইচ্ছে ছিল। শহরের লোকরা ওকে চায়নি।' একটু থামল রবার্টা। 'তাহলে ধরে নিতে পারি যে আর সব খবরও তোমার জানা আছে। মিস্টার কীল যে কাউবয়দের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করেছিল সেটাও নিশ্চয়ই অজানা নেই?'

'না, জানি। এখন তো শহরে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছি তোমাকে বলার মতো তেমন কোন নতুন তথ্য নেই আমার কাছে।'

'আছে।' নিষ্পলক সাহসী চোখে রবার্টার দিকে তাকাল সামান্থা। গাল দুটো রক্তিম। 'কেমন আছে ও?'

'এই প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।' রবার্টাও লাল হয়ে উঠল। 'তুমি নিজেই জেনে নিতে পারবে যখন ওর সঙ্গে তোমার দেখা হবে।'

ড্যান হ্যাস্টিংস, পওনি সিটিতে আসা প্রথম টেক্সান, এবছরও গরু নিয়ে এলো। জেরাল্ডের রিয়েল এস্টেট অফিসে যখন প্রবেশ করল, অত্যন্ত রাগান্বিত দেখাচ্ছে তাকে।

'দেখো, কীল,' চেয়ারে না বসেই শুরু করল র‍্যাঞ্চার। 'নদীর ওপারে পঁয়ত্রিশশো লংহর্ন রেখে এখানে এসেছি আমি। ঘাস নেই ওখানে যে গরুগুলো কিছু খাবে। যা ছিল আগে আসা গরুগুলো সবই প্রায় খেয়ে গেছে।'

'আমি জানি,' বলল জেরি, 'এবছর অনেক বেশি গরু এসেছে পওনি সিটিতে। শহর থেকে বেশ দূরে গিয়ে গরুগুলোর ঘাসের ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে।'

অসন্তুষ্ট চেহারায় বিড়বিড় করে কি যেন বলল টেক্সান। তারপর জেরাল্ডের দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বলল, 'সবচেয়ে ভাল

ঘেসোজমিটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে। মাইলের পর মাইল শুধু ওই কাঁটাতারের বেড়া। এক লোকের মুখে শুনলাম বেড়া নাকি তুমিই দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, মিস্টার হ্যাস্টিংস। আগামী সপ্তাহ থেকে ওই জমিতে চাষ দেয়া শুরু হবে।'

'চাষ! তুমি?'

'শীতের গম বুনব আমি।'

'আমি বুঝতে পারলাম না,' বলল হতভম্ব হ্যাস্টিংস। 'তুমি তো গরু ব্যবসায়ী!'

'এখন আর নই।' মাথা নাড়ল জেরি। 'এখন আমি ফার্মার। তবে তোমার সমস্যা আমি দূর করে দিতে পারব বোধহয়।' তাকাল সে র‍্যাঞ্চারের চোখে। 'আর কয়েকদিন পরেই তো গরু বেচে দেবে তুমি, তাই না?'

'ন্যায্য দাম পেলেই ছেড়ে দেব। ভাবছিলাম তার আগের দু'একদিন ওগুলোকে না খাইয়ে রাখলে তো চলে না।'

'আমার জমিতে ঘাস খাওয়াও ওগুলোকে। বেড়া কেটে গরু ঢুকিয়ে দাও ভেতরে।'

'তোমার বদান্যতায় আমি মুগ্ধ, মিস্টার কীল,' বলল হ্যাস্টিংস। 'তবে আমার কৌতূহল এখনও দূর হয়নি। আমি জানি যে কয়েকজন ছোট ফার্মার তাদের জমি বেড়া দিয়ে ঘিরেছে, তবে তাতে আমাদের কিছু যায় আসেনি। প্রচুর ঘাস ছিল গরুগুলোকে খাওয়ানোর মতো। কিন্তু তোমার জমি বেড়া দেয়ার পর ঘাসের অভাব দেখা দিয়েছে। অনেক বড় জমি, তাই মনে প্রশ্ন জাগে, আগামী বছর কি হবে? তখনও কি তুমি চাষবাস করবে না ওই জমিতে?'

'করব।' বড় করে দম নিল জেরাল্ড, তারপর বলল, 'আসলে সত্যি কথা হচ্ছে এই যে, মিস্টার হ্যাস্টিংস, পওনি সিটি গরুর ব্যবসা করে টিকে থাকার তুলনায় অনেক শক্ত ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে গেছে। ক্যানসাস আর কলোরাডোতে নতুন বেশ কয়েকটা শহর গড়ে উঠেছে যাদের গরু ব্যবসাটা ধরা দরকার। উইচিটার এমপোরিয়ায় শিপিং পেন

বানিয়েছে ওরা। ওই জায়গাটা পওনি সিটি থেকে পাঁচ-সাতদিনের কাছের পথ। পরবর্তীতে টেক্সাস থেকে ওখানেই গরু নিয়ে যেতে পারবে তোমরা।'

'তার মানে তোমরা আর এই শহরে আমাদের চাও না?' কড়া গলায় জানতে চাইল হ্যাস্টিংস।

'ব্যক্তিগত ভাবে তোমাকে চাই। মানুষ হিসেবে তোমাকে আমি পছন্দ করি। কিন্তু পওনি সিটির মানুষের পক্ষ হয়ে যদি আমাকে কথা বলতে বলো, তাহলে বলতেই হয় যে এখানে আমরা আর গরুর ব্যবসা চাই না। এবছরই পওনি সিটিতে শেষবারের মতো ক্যাটল ট্রেড হবে।'

লাল হয়ে গেল হ্যাস্টিংসের চেহারা, কিন্তু সে কিছু বলার আগেই ড্রোভার হোটেলে ছুটকা কাজ করে যে সতেরো বছরের ছেলেটা, সে প্রবেশ করল অফিসে। সোজা জেরাল্ডের সামনে এসে দাঁড়াল সে। হাত বাড়িয়ে একটা খাম জেরাল্ডের হাতে দিয়ে বলল, 'মিস্টার কীল, হোটেল থেকে আমাকে চিঠিটা দিয়ে পাঠানো হয়েছে।'

চারকোনা সাদা খামটা খোলার সময় লাইল্যাক ফুলের হালকা সুবাস পেল জেরাল্ড। প্রাপকের ঠিকানার দিকে চোখ পড়তে দেখল সুন্দর মেয়েলি হাতের লেখায় শুধু ওর নাম লেখা আছে। *মিস্টার জেরাল্ড কীল!*

খাম খুলে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল ও।

কাগজে লেখা আছে:

'প্রিয় মিস্টার কীল,
কোন জরুরী কাজ বা ব্যস্ততা না থাকলে নিচে সই করা মহিলাটি তোমার সঙ্গে ডিনারে যেতে চায়। খুবই খুশি হবে সে তোমার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেলে। সন্ধে ছয়টায় তুমি কি ড্রোভার হোটেলে আসবে?

(মিস) সামান্থা কালভিন

এত দ্রুত জেরি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল যে আরেকটু হলেই

চেয়ারে হোঁচট খেয়ে মেঝেতে পড়ে যেত। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ড্যান হ্যাস্টিংসের দিকে তাকাল সে। 'মাফ করবে, মিস্টার হ্যাস্টিংস, আমাকে এক্ষুণি যেতে হচ্ছে। জরুরী একটা কাজ পড়ে গেছে হঠাৎ করে।'

দরজার কাছে পৌঁছে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বিস্মিত র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল জেরি। 'আমার বেড়া কাটতে পারো, মিস্টার হ্যাস্টিংস, কোন অসুবিধে নেই।'

ও যখন হোটেলে পৌঁছুল তখনও ডেস্কের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে রবার্টা টিমোথি। জেরির তাড়াহুড়ো ঠিকই বুঝতে পারল মেয়েটা। বলল, 'চার নম্বর রুম। হোটেলের সামনের দিকে ওটা।'

'আমি জানি,' জবাবে বলল জেরি। 'একসময় আমি এখানে থাকতাম।'

'তা ঠিক, মিস্টার কীল!'

লেযারে চোখ রাখল রবার্টা। চোখ আর তুলল না। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত মেয়েটাকে দেখল জেরাল্ড, তারপর এগিয়ে গেল ডেস্কের সামনে। আস্তে করে বলল, 'এখনও কাজ করে চলেছ, তাই না?'

'আমি সবসময়েই কাজ করি,' রবার্টার কণ্ঠে ক্ষীণ অভিমান, 'সেটাই তো আমার দোষ, তাই না?'

'না, রবার্টা,' ধীরে ধীরে বলল জেরাল্ড। এক মুহূর্ত বিরতি নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যদি কয়েকটা কথা বলতে চাই, শুনবে তুমি?'

'আমাদের অতিথি অপেক্ষা করছে,' বলল রবার্টা। জেরাল্ড চুপ করে আছে দেখে আবার মুখ খুলল, 'তুমি কথা বলতে চাইলে নিষেধ করার কোন অধিকার নেই আমার। আর যেহেতু আমি ডেস্ক ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না কাজেই তোমার কথাও আমাকে শুনতেই হবে।'

'যা ঘটে গেছে,' বলল জেরি, 'সেজন্যে আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। আর কিছু বলার নেই আমার।'

'যতটুকু বলেছ ভালই বলেছ,' অস্বস্তি মাখা গলায় বলল রবার্টা।

'পরের কথাগুলো তোমার ভাল লাগবে না। আমি শুধু চাই যে

তুমি জানো, যা ঘটতে যাচ্ছে তা ঘটতই, কেউ তা ঠেকাতে পারত না। আমি জানি আমাকে এজন্যে দোষ দেবে তোমরা, কিন্তু, রবার্টা, বিশ্বাস করো, আমার কিছু করার নেই। অবশ্যম্ভাবীকে ঠেকাতে পারে কেউ? আসলে...'

উদ্বিগ্ন চোখে জেরাল্ডকে দেখল রবার্টা। 'কি ব্যাপারে কথা বলছ তুমি? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'কালকে নিজেই জানতে পারবে। তারপর হয়তো এখন যতটা করো তারচেয়ে আরও অনেক বেশি ঘৃণা করবে তুমি আমাকে।'

'আমি? তোমাকে ঘৃণা করি?'

'মার্ক তো সেনাবাহিনীতে ছিল। ঈশ্বর জানেন সহস্রবার ওকে শুনতে হয়েছে যে কেউই এমন গুরুত্বপূর্ণ নয় যে তাকে ছাড়া চলবে না। কাউকে না কাউকে রিয়ার গার্ড হিসেবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যাতে অন্যরা সুবিধে পায়। ওকে আমার এই কথাটা বোলো। নিজেও একটু চিন্তা করে দেখো।'

রবার্টার বিস্ময় সন্দেহে পরিবর্তিত হলো। 'যদিও আমি জানি না কি তোমার উদ্দেশ্য, কিন্তু তোমার কথা বলার ভঙ্গি আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমি দুঃখিত,' আবারও বলল জেরাল্ড। তারপর ছোট্ট একটা বাউ করে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। কিন্তু মাঝপথে মত বদলাল ও, সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় না গিয়ে ঘুরে চলে এলো হোটেলের সদর দরজার কাছে, দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল ও। চিন্তায় বুকের কাছে ঝুঁকে আছে মাথা।

সামান্থা, জানালায় দাঁড়িয়ে জেরাল্ডকে হোটেলে ঢুকতে এবং বেরতে দেখল। জেরাল্ডের অফিসে যখন ছেলেটা চিঠি পৌঁছে দিল তখনও জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল ও। এতক্ষণ অপেক্ষা করেছে, জেরাল্ড দরজায় টোকা দেবে। এখন জেরাল্ডকে চিন্তামগ্ন পায়ে চলে যেতে দেখে ওর মুখ থেকে অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো। বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

চৌত্রিশ

যত চিন্তাই থাক ছয়টার আগেই আবার হোটেলে ফিরে এলো জেরাল্ড। এবার আর রবার্টার সঙ্গে কোন কথা হলো না ওর। একটা পওনি সিটি ল্যান্স নিয়ে তাতে চোখ বোলাল জেরাল্ড। আজকের খবর সাদামাঠা, তবে আগামী কাল বোমা ফাটাবে এই পত্রিকা।

ছয়টা বাজার ঠিক তিন মিনিট পরে লবিতে নেমে এলো সামান্থা। ডেস্কের কাছে জেরাল্ডকে অপেক্ষা করতে দেখল। তিন মিনিট দেরিটা ইচ্ছাকৃত। সেন্ট লুইসের স্কুলে ওদের শেখানো হয়েছে অন্তত পাঁচ মিনিট দেরি করে তারপর দেখা দিতে।

সামান্থাকে দেখলেই 'হাই রেবেল!' বলে অভ্যর্থনা জানাবে ভেবেছিল জেরাল্ড, কিন্তু মেয়েটাকে সামনাসামনি দেখে মুখের কথা গলার মধ্যেই আটকে গেল ওর। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো বিস্ময়ধ্বনি। 'হায় ঈশ্বর!' বলে তাড়াতাড়ি পা বাড়াল সে সামান্থার দিকে।

মেয়েটাকে চুমু খেল না ও। ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সামান্থার স্যাটিনের ইভনিং গাউনে ভাঁজ পড়বে মনে হতেই ইচ্ছেটাকে গলা টিপে মারল ও। সামান্থার হাত আঁকড়ে ধরল ও। ব্যথা পেলেও পাল্টা চাপ দিয়ে হৃদয়ের উষ্ণতা প্রকাশ করল সামান্থা

'দারুণ লাগছে এতদিন পরে তোমাকে আবার দেখতে পেয়ে,' উচ্ছ্বসিত গলায় বলল ও। 'কতদিন আমি অপেক্ষা করেছি এই দিনটার জন্যে!'

'আমারও একই অনুভূতি,' জানাল জেরাল্ড। 'কিন্তু এত গভীর ভাবে আগে বুঝতে পারিনি।' হাসল ও। 'এমন একদিনও যায়নি যেদিন তোমার কথা ভাবিনি আমি।'

'আমি ভাবতাম সপ্তাহে দু'বার, বৃহঃস্পতিবার সন্ধেয় আর রবিবার

বিকেলে,' হাসল সামান্থা, তারপর চোখ টিপে বলল, 'বাকি সময় আমাকে ওরা এত ব্যস্ত রাখত যে ভাবনার সময় পেতাম না।'

ডাইনিং রুমে এসে বসল ওরা। কেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে দরজার দিকে প্রথম কিছুক্ষণ বারে বারে তাকাল জেরাল্ড। ওর মনে হলো যে কোন সময়ে চলে আসবে রবার্টা টিমোথি। যখন মেয়েটা এলো না, ও নিশ্চিত হয়ে গেল যে রবার্টা ইচ্ছে করেই নিজেকে সরিয়ে রাখছে। আজকে বোধহয় নিজের ঘরে ডিনার সারবে রবার্টা।

কিছুক্ষণ পরে দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকল মার্ক টিমোথি। জেরাল্ডকে ঘরে দেখে ঘুরেই চলে গেল সে। যেদিন মার্ক মেয়র পদ থেকে সরে দাঁড়াল আর জেরাল্ড মেয়র পদে নির্বাচিত হয়ে বাধ্য হলো টেক্সানদের বিপক্ষে মুখোমুখি লড়াই করতে, সেদিন থেকেই দু'জনের মধ্যে আর একটা কথাও হয়নি।

একটু পরেই খাবার এলো। সামান্থা এখন জানে কোন্ চামচ, কাঁটাচামচ আর ছুরি দিয়ে কোন্ খাবার খেতে হয়। সেন্ট লুইসের স্কুলের কথা বলল মেয়েটা। জানাল জেনারেল চিঠিতে ওকে আরও একবছর স্কুলে থাকতে লিখলেও আর স্কুলে ফিরে যাবে না ও।

'বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাব আমি,' দৃঢ়তার সঙ্গে জানাল সামান্থা। 'একসঙ্গে ট্রেইল ধরে বাবা আর ছেলেদের সঙ্গে ফিরব। জীবনে আর কখনও টেক্সাসের বাইরে পা রাখতে হবে না আশা করি।'

কথা থামিয়ে খাবারে মনোনিবেশ করল সামান্থা। উপযুক্ত একটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল যখন পাণিপ্রার্থী কোন যুবক মেয়েটার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারত, কিন্তু জেরি যদি পাণিপ্রার্থী হয়েও থাকে, এখনও প্রস্তাব দেবার ব্যাপারে ও মনস্থির করতে পারেনি। সুযোগ ছিল সরাসরি প্রস্তাব না দিয়ে এভাবে বলার: হয়তো কোন এক ইয়াঙ্কি অথবা উত্তরের লোক তোমার মনোভাব পরিবর্তন করিয়ে ছাড়বে। হয়তো তোমার জন্যেই সে অপেক্ষা করছে এতকাল। তৈরি হলেই হয়তো সে নিজের মনের কথা জানাবে।

কিন্তু কিছুই বলল না জেরাল্ড। সময়টা নীরবে বয়ে গেল। অপেক্ষায় ছিল সামান্থা, কিছু একটা ঘটবে; কিন্তু কিছুই ঘটল না।

আত্মবিশ্বাসে প্রচণ্ড নাড়া খেল মেয়েটা, ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। ডেজার্ট যখন এলো, রাত আটটা বাজে তখন। জেরিকে ঘড়ি বের করে তাকাতে দেখে খানিকটা যেন স্বস্তিই পেল সামান্থা।

ঘড়ির দিক থেকে চোখ তুলে তাকাল জেরাল্ড। 'সামান্থা, এবার আমাকে উঠতে হয়। ভাল লাগছিল তোমার সঙ্গ, কিন্তু বোর্ড অভ সুপারভাইজারের জরুরী একটা মীটিং আছে রাত আটটায়। আমাকে ওখানে থাকতেই হবে।

'অবশ্যই,' অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে উঠে বলল সামান্থা। 'যাও তুমি, আমি কিছু মনে করব না। ভাবছি সকাল সকালই বিছানায় যাব, বাবা যদি শহরে না আসে অবশ্য।'

দুই ঘণ্টা একসঙ্গে কাটিয়েছে ওরা, কিন্তু এমন একটা কথাও ওদের মাঝে হয়নি যে-কথা হোটেলের লবিতে একশো জনের সামনে বলা যেত না।

সে-রাতে যে মীটিং হলো, সেটা এপর্যন্ত যত মীটিং হয়েছে পওনি সিটিতে বোর্ড অভ সুপারভাইজারের সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই মীটিঙের সিদ্ধান্ত ঘুরিয়ে দেবে পওনি সিটির ভাগ্যের চাকা। আগেই বক্তব্য রেখেছে আলফ্রেড বাফিংটন, কাজেই জেরাল্ড কি বিষয়ে বক্তৃতা দেবে সেটা সুপারভাইজারদের জানা, কাজেই পূর্ণ মনোযোগে তার কথা শুনতে লাগল সবাই।

একটা লম্বা কাগজ থেকে পড়ে গেল জেরাল্ড।

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে পওনি সিটি, ক্যানসাসের বোর্ড অভ সুপারভাইজার মেয়রের হাতে নির্দিষ্ট কিছু সার্কুলার বিতরণের দায়িত্ব অর্পণ করছে। এই সার্কুলারগুলো আগামী তিন মাস ডাক যোগে টেক্সাসের বিভিন্ন ঠিকানায় পাঠানো হবে। সার্কুলারগুলোর বক্তব্য নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

ক্যানসাসের ড্রেক কাউন্টির পওনি সিটি গরুর ব্যবসা আর উৎসাহিত করবে না। পওনি সিটিতে এবং আশেপাশে যে ঘাসজমি ছিল তা আর চারণযোগ্য নেই। এশহরের ব্যবসায়ী এবং কারবারীগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে র‍্যাঞ্চারদের আর্থিক সহযোগিতা তাদের আর

প্রয়োজন নেই। তারা চায় না টেক্সাস থেকে আরও কাছে ক্যানসাস অ্যান্ড কলোরাডো রেইলরোডের পাশে অন্য শহর থাকতে পওনি সিটিতে গরু নিয়ে আসা হোক। আগামী বছরের জানুয়ারির এক তারিখ হতে অন্য শহরে গরু নিয়ে যেতে র‍্যাঞ্চারদের অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

স্বাক্ষর: ড্রেক কাউন্টি, পওনি সিটি, ক্যানসাস।
জেরাল্ড কীল, মেয়র।
বোর্ড অভ সুপারভাইজার অনুমোদিত,
দোসরা সেপ্টেম্বর, আটষট্টি।

পড়া শেষে চোখ তুলে তাকাল জেরাল্ড, দেখল শান্ত চেহারায় ওর সামনে বসে আছে সবাই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আলফ্রেড বাফিংটন। 'আমি প্রস্তাব পেশ করছি মিস্টার কীলের বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন দেয়া হোক।'

'আমি সমর্থন জানাচ্ছি,' চেঁচাল চার্লস ফেসলার।

সবার ওপর ঘুরে এলো জেরাল্ডের দৃষ্টি। 'যারা পক্ষে সবাই হ্যাঁ বলুন।'

'হ্যাঁ!' মাত্র একটা শব্দ হলো কোর্টরুমে। একজনও আপত্তি জানায়নি।

উঠে দাঁড়াল ফেসলার। 'মার্ক টিমোথি কি আমার পওনি সিটি ল্যান্স পড়ে এই খবর জানবে নাকি তাকে আমাদের মধ্যে কেউ গিয়ে জানাবে?'

একটু দ্বিধা করল, তারপর মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'এই সিদ্ধান্তের একটা অনুলিপি তৈরি করেছি আমি। লোক মারফত ওটা পাঠিয়ে দেব ওর কাছে। তার আগে আমি চাই আপনারা সবাই যার যার নিজের নাম স্বাক্ষর করুন।'

আটটা বিশ মিনিটে শেষ হয়ে গেল বোর্ড মীটিং। নটা বাজার বিশ মিনিট আগে একটা ছেলে ড্রোভার হোটেলে এসে মার্ক টিমোথিকে খুঁজে বের করে একটা খাম ধরিয়ে দিল। দরজার কাছে বসে একটা

সরু চুরুট টানছিল মার্ক, খামটা ছিঁড়ে কাগজটা বের করে মনোনিবেশ করল সে। পড়ার সময় কুঁচকে থাকল ভ্রূ। পড়া শেষে চেহারা হয়ে গেল মড়ার মতো ফ্যাকাসে। পা দুটো কাঁপছে ওর। ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে লবিতে এসে দাঁড়াল। হাতে তখনও কাগজটা সেই আগেরই মতো ধরা। ওই কাগজে লেখা আছে ওর অর্থনৈতিক মৃত্যুসংবাদ।

পাঁচ মিনিট পর দ্বিধান্বিত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রবার্টা যখন লবিতে প্রবেশ করল, তখনও এক দৃষ্টিতে হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে আছে মার্ক টিমোথি। ডাইনিং রুমের দিকে একবার চট করে তাকিয়ে আবার ভাইয়ের দিকে তাকাল রবার্টা, দেখল গভীর মনোযোগে কাগজটা দেখছে মার্ক।

পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখ তুলল মার্ক, একটা কথাও না বলে বোনের হাতে কাগজটা দিল।

পুরোটা পড়ার আগেই রবার্টা বলে উঠল, 'তাহলে এটাই বোঝাতে চেয়েছিল ও!'

'জেরাল্ড,' নীচু ঘৃণা ঝরা গলায় বলল মার্ক, 'ও চাষী হয়ে গেছে। একশোটা লাঙল কিনে চাষ করবে আমার দেয়া জমিতে। শুনতে পাচ্ছ? আমার দেয়া জমিতে চাষ করবে ও!'

'মার্ক!' বিস্মিত চোখে ভাইকে দেখল রবার্টা। 'ওকথা বোলো না। যখন ফার্মটা আমরা বিলুপ্ত করলাম, আমরা বাধ্য করেছিলাম ওকে ওই জমি নিতে। কোন মূল্য ছিল না তখন ওই জমির, কিন্তু আমরা ছিলাম নিরুপায়, নাহলে ওকে জানাতে হতো যে মিস্টার ফসের খাঁই মেটাতে গিয়ে ব্যাঙ্ক প্রায় ফতুর হয়ে গেছে।'

বোনের কথা যেন শুনতেই পেল না মার্ক টিমোথি। আনমনে বলল, 'সেই ক্যানসাসে আসার পর থেকেই আমার সঙ্গে শত্রুতা করে চলেছে জেরাল্ড কীল। আমার ক্ষতি করার সব রকম চেষ্টাই সে করেছে। আর এখন। এখন আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে লোকটা।'

'চলো ফিরে যাই উইস্কনসিনে,' আকুতি ঝরল রবার্টার কণ্ঠে। 'ঘৃণা করি আমি এই এলাকা। তোমাকে আর আমাকে যে পরিবর্তনের শিকার হতে হয়েছে এখানে এসে, আমি ঘৃণা করি সেই পরিবর্তন।

চলো, ভাই, ফিরে যাই আমরা। এখনও ফেরার সময় আছে।'

জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল মার্ক, রবার্টাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল হোটেলের বাইরে।

লোডিং পেন আর স্টকইয়ার্ডে এসে রাতের ফোরম্যানকে দেখতে পেল সে। লোকটা স্থূলদেহী, ভ্রূগুলো গুবরে পোকার মতো ছোট ছোট। নিজের নাম বলে স্মিথ, তবে নিঃসন্দেহে পুবে তাকে আইন খুঁজছে অন্য কোন নামে।

'স্মিথ,' লোকটাকে কাছে ডাকল মার্ক। 'তোমার তো জানা থাকার কথা এখানে যারা কাজ করে তাদের কে কেমন। কথা গোপন রাখতে পারবে তেমন একজন লোক চাই আমার। ছোট্ট একটা কাজ করে দিতে হবে, বিনিময়ে অনেক টাকা দেব।'

'কি ধরনের কাজ?'

একটু থমকে গেল মার্ক, তারপর বলল, 'একটা লোকের ব্যবস্থা করতে হবে।'

শয়তানী হাসিতে কুমড়োর বিচির মতো নোংরা দাঁত বেরিয়ে গেল স্মিথের। 'বুঝেছি, আর লোক খুঁজতে হবে না তোমাকে, মিস্টার টিমোথি। লোক তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। যার ব্যবস্থা করতে হবে তার নামটা শুধু বলো, নিজেই আমি করব যা করার।'

'কত নেবে?'

'এইটুকু একটা কাজের জন্যে আবার পয়সা নেব? কি যে বলো, মিস্টার টিমোথি! এ তো আনন্দের ব্যাপার, নিজেও এই সুযোগে হাতের সুখ করে নেব। তবে হ্যাঁ, অন্য কেউ বললে পাঁচ-দশ ডলারের কমে কাজটা করে দিতাম না।'

'দশ ডলার?' মাথা নাড়ল মার্ক। 'ব্যবস্থা করতে হবে বলতে আমি পেটানোর কথা বোঝাতে চাইনি।'

নিচু করে শিস দিল স্মিথ। ঘন ঘন মাথা নাড়ল। 'আমি দুঃখিত, মিস্টার টিমোথি! দু'একটা পাঁজরের হাড় ভাঙা বা চোয়াল নড়িয়ে দেয়া—ওটা মজার ব্যাপার...কিন্তু খুন-টুন আমি পারব না।'

'পারে তেমন কাউকে চেনো? ভাল টাকা দেব আমি।'

'না, মিস্টার টিমোথি। এখানে আমরা মুটে মজুর, কাজ করে খাই, কাজ করি, খাই-দাই, ঘুমাই; বেতন পেলে মদ খাই আর মাঝে মাঝে মারামারিও করি, কিন্তু আমাদের মধ্যে তুমি যেমন চাইছ·ওই ধরনের লোক নেই।' মার্কের দিকে তাকিয়েও আবার চোখ নামিয়ে নিল স্মিথ। 'তুমি আসলে খুঁজছ কিছুদিন আগে যাকে মার্শাল করেছিলে তেমন একজন খুনে বদমাশকে। ওই লোক নিজের দাদীর গলা কাটতে পারে হাসতে হাসতে। ওই রকম একজন আইনের লোক থাকলে...'

থেমে গেল লোকটা কথা শেষ না করেই। আঁধারে হাঁটতে শুরু করেছে মার্ক টিমোথি।

পঁয়ত্রিশ

লংহর্ন সেলুনে ঢুকে ম্যানেজার ব্লেককে একধারে নিয়ে গেল মার্ক। 'আচ্ছা, ব্লেক, বলতে পারো ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসনকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে? চলে যাওয়ার আগে তোমার কাছে কোন ঠিকানা রেখে গিয়েছিল সে?'

'না, ঠিকানা রেখে যায়নি, কাউকে কিছু বলেও যায়নি। টিনের তারা জমা দেয়ার পরপরই স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে লোকটা। তবে কার কাছে যেন শুনেছিলাম তাকে ক্যানসাস সিটিতে দেখা গেছে, চীফ স্পীয়ারের ওখানে নাকি শ্যূটিং দেখাচ্ছিল।' প্রসংশার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ব্লেক। 'পিস্তলে ওর হাত ভাল। সম্ভবত দেশের সেরা।'

'তোমার কি মনে হয়, এখন ক্যানসাস সিটিতে আছে সে?'

চিন্তা করতে গিয়ে ভ্রূ কুঁচকাল ব্লেক। 'মাসখানেক আগে পেয়েছিলাম খবরটা। আমার জানা নেই এখনও সে ক্যানসাস সিটিতেই আছে কিনা। শহর ছাড়ার আগে দুই সপ্তাহ আমাদের এখানে জুয়াতে বেশ হেরেছে ম্যাসন। শহর ছাড়ার সময় ওর পকেটে তিরিশ ডলারের

বেশি ছিল না, কাজেই বেশিদিন কাজ ছাড়া চলবে না ওর।' একটু দ্বিধা করল ব্লেক। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নিশ্চয়ই ওকে এখানে ফেরত আনতে চাইছ না?'

'না, তা আনতে চাইছি না,' মিথ্যে বলল মার্ক। 'ওর একটা জিনিস রয়ে গেছে আমার কাছে, ওটা ফেরত পাঠাতে চাইছিলাম।'

ব্লেককে দায়িত্ব পালন করতে বলে লংহর্ন ছেড়ে বেরিয়ে এলো মার্ক। মাত্র দরজা দিয়ে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময়ে ওকে পার হলো দাড়ি না কামানো এক কাউবয়। কেমন যেন চেনা চেনা লাগল। লোকটা লংহর্নে ঢুকে যাবার পর চিনতে পারল মার্ক।

জর্জ নেসেকা।

আবার লংহর্নে এসে ঢুকল মার্ক, দেখল বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে নেসেকা। ওর পাশে গিয়ে থামল সে। বলল, 'বেশ অনেক দিন হলো তোমার দেখা পাওয়া যায় না।'

'টেক্সাস থেকে মাত্র এসেছি, জেনারেল কালভিনের সঙ্গে। জেনারেল গেছে হোটেলে দেখতে যে তার মেয়ে এসে উঠেছে কিনা।'

'হ্যাঁ, এসেছে।' তথ্যটা জানিয়েই চট করে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল মার্ক। 'নেসেকা, ব্যক্তিগত আলাপ ছিল তোমার সঙ্গে। হোটেলে আমার ঘরে একটু সময় করে আসতে পারবে? ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। রুম নম্বর তিন। ড্রিঙ্ক শেষ করে চলে এসো, তখন আলাপ হবে।' সেলুন থেকে বেরনোর আগে বারটেন্ডারের দিকে তাকিয়ে গলা চড়াল মার্ক, আঙুল দিয়ে নেসেকাকে দেখিয়ে বলল, 'অ্যাই, ওই ভদ্রলোকের ড্রিঙ্কের কোন দাম নেবে না।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগবে আমার,' নিচু গলায় নিজেকেই যেন বলল নেসেকা, 'বিশ্বাস করো, মার্ক টিমোথি, তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুবই ভাল লাগবে।'

হুইস্কির গ্লাসটা দীর্ঘক্ষণ চোখের সামনে তুলে ধরে দেখল সে, তারপর এক ঢোকে সবটুকু হুইস্কি গিলে নিয়ে বেরিয়ে এলো সেলুন থেকে।

জেরাল্ডের রিয়েল এস্টেট অফিসের পেছনে জ্বলছে একটা আলো,

তবে সামনেটা অন্ধকার। দরজার সামনে এক মুহূর্তের জন্যে থামল নেসেকা, একবার ইচ্ছে হলো ভেতরে ঢোকে, তারপর মাথা নাড়ল, সিদ্ধান্ত পাল্টে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল হোটেলের দিকে।

হোটেলের লবিতে রাতের ক্লার্ক ছাড়া আর কেউ নেই। লোকটাকে একবার নির্বিকার চোখে দেখে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল নেসেকা। দুই মিনিট পর তিন নম্বর রুমের দরজায় টোকা দিল সে।

দরজা খুলে দিল মার্ক টিমোথি। নেসেকা ঢুকবে তাই সরে জায়গা করে দিল, তারপর নেসেকা ঢুকতেই আবার বন্ধ করে দিল দরজা।

সরাসরি কাজের কথায় এলো মার্ক, 'ফালতু কথায় তোমার সময় নষ্ট করব না আমি, নেসেকা। নির্দিষ্ট একটা কাজের জন্যে ঠিক তোমার মতোই একজনকে আমি খুঁজছি। সরাসরি বলি, আগেও তুমি মানুষ খুন করেছ। আমিও তোমাকে সেই কাজেরই প্রস্তাব দেব। একজনকে খুন করতে বলব!'

নেসেকার চেহারা আগের মতোই নির্বিকার থাকল, একটুও পরিবর্তন নেই অভিব্যক্তিতে। ছোট ছোট নিষ্পলক চোখে সাপের ঠাণ্ডা অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মার্কের ভেতরটা দেখে নিচ্ছে যেন। তারপর জানতে চাইল নেসেকা, 'কাকে তুমি খুন করাতে চাইছ, টিমোথি?'

'বলব, তুমি আমার কথায় রাজি হলে।'

তিক্ত এক টুকরো হাসি খেলে গেল নেসেকার মুখের বাম পাশে। শান্ত গলায় বলল, 'মিস্টার টিমোথি, দারুণ এক প্রস্তাব দিয়েছ তুমি আমাকে। যেভাবে দিয়েছ সেই ভঙ্গিটাও আমার পছন্দ হয়েছে। অবশ্য আর কাউকে এভাবে কখনও বলতে পারতে না, বলতে পারতে না, "একজনকে খুন করতে বলব।" তবে বলে তুমি ভুল করোনি। আমার মতো মানুষকে এসব কথা সরাসরি বলা যায়। আমি প্রাক্তন মিসৌরি বুশওয়্যাকার, আমি খুনী, এমন এক পলাতক যে বাড়ি ফিরতে পারি না। ইউনিয়ন আর্মি আমাকে ধরার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তবে এসবই তো গতবছরের কথা। নাকি তুমি শোনোনি? ওয়াশিংটনের ইয়াঙ্কি গভর্নমেন্ট এই গ্রীষ্মে একটা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। এমনকি আমার মতো কুখ্যাত গেরিলাও এখন আর আউট-ল নই।

ইচ্ছে করলেই আমি রে কাউন্টি মিসৌরিতে ফিরে যেতে পারি, ইচ্ছে হলেই দেখাতে পারি নিজের চেহারা।'

'তবুও তুমি একজন খুনী,' ভ্রূ কুঁচকে রাখল টিমোথি। 'আর এই কাজের জন্যে তোমাকে আমি যথেষ্ট টাকা দেব।'

সায় দিয়ে মাথা দোলাল নেসেকা। 'হ্যাঁ, আমি সত্যি খুনী। আর সত্যি কথা বলতে কি, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি একজনকে খুন করব, যদিও সেজন্যে আমি একটা ফুটো পয়সাও পাব না।'

'খুন করার জন্যে আমি তোমাকে সম্মানী দিতে ইচ্ছুক।'

'হয়তো ইচ্ছুক, হয়তো নও, মিস্টার টিমোথি; যতবার আমি শহরে এসেছি একবারও হ্যালোর বেশি কিছু তুমি আমাকে বলোনি, কাজেই তুমি আমাকে চেনো না।'

'তোমার ব্যাপারে সবই আমি জানি,' কর্কশ অধৈর্য গলায় বলল মার্ক। 'জেরাল্ড, আমার প্রাক্তন অংশীদার অনেক কথাই বলেছে তোমার সম্বন্ধে।'

'তোমার সঙ্গে ওর লড়াইয়ের আগে?'

হাতের ইশারায় কথাটা উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল মার্ক, কিন্তু নিচু একঘেঁয়ে স্বরে কথা বলে চলল নেসেকা। 'আন্দাজ করো তো দেখি গত নভেম্বরের পর থেকে কোথায় ছিলাম আমি?' শীতল হাসল নেসেকা। 'এখানে সামান্য কিছু উপার্জন করেছিলাম আমি। সেই অর্থে ঘুরে বেড়িয়েছি। এমনকি ওয়াশিংটনেও গিয়েছিলাম। সেখানে এক রাজনীতিকের কাছ থেকে জরুরী একটা তথ্যও বের করতে পারি।'

বিস্মিত হয়ে গেল মার্ক টিমোথি। 'ওয়াশিংটন?'

'ওখানেই আছে ওয়ার ডিপার্টমেন্ট। তোমাদের...আমাদের ওয়ার ডিপার্টমেন্ট। সবকটা যুদ্ধ, যত ছোটই হোক আর যাই হোক, সবগুলোর নথিপত্র পাওয়া যায় ওখানে। কারা অংশ নিয়েছিল, তাদের পদমর্যাদা কি ছিল, সবই পাওয়া যায়। যেমন তুমি ষোলোতম ইলিয়নয় ক্যাভালরির সঙ্গে ছিলে। সার্জেন্ট ছিলে, তাই না?'

'সেটা জানতে তোমার ওয়াশিংটনে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না,' একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলল মার্ক। 'পওনি সিটিতে যে কাউকে জিজ্ঞেস

করলেই জেনে নিতে পারতে।'

'তুমি সার্জেন্ট ছিলে সেটা আমি ওয়াশিংটনে যাবার আগেই জানতাম। আমাদের দল যখন মেক্সিকোর দিকে পালাচ্ছে তখন তুমি আর জেরাল্ড কীল ষোলোতম ইলিয়নয় ক্যাভালরির সার্জেন্ট ছিলে। তখন টেক্সাসে আমাদের রিয়ারগার্ডের ওপর হামলা হয়। আমরা পরাজিত হই। একজনও বাঁচেনি। আমাদের সাপ্লাই তোমরা দখল করে নাও, ফলে পরবর্তীতে মেক্সিকোতে গিয়ে অনেক অসুবিধে হয়। যাই হোক, সেই সাপ্লাইয়ের সঙ্গে তোমরা পাও শেলবির শেষ আশা জেফ ডেভিসের পঁচিশ হাজার ডলারের স্বর্ণমুদ্রা।'

কথা থামিয়ে মার্ক কিছু বলবে সেই অপেক্ষায় থাকল নেসেকা। এতক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে লোকটার কথা শুনছিল মার্ক, এবার হাত তুলে হাসার ভঙ্গি করল। 'জানি তুমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি বলতে চাইছ। জেরি আমাকে বলেছে। তোমার মনে একটা ধারণা জন্মেছে যে আমি আর জেরাল্ড কীল ওই সোনা খুঁজে পেয়েছি, আর সেই টাকায় এই শহর গড়েছি।'

'একেবারে ঠিক বলেছ তুমি।'

'ধরো আমি যদি বলি সেনাবাহিনী থেকে যখন বের হই তখন আমাদের কাছে পঁচিশ হাজার ডলার ছিল? তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।'

'তা হয় না আমিও জানি। আর্মি কোন রিপোর্ট পায়নি যে টেক্সাসে কেউ ওই টাকা খুঁজে পেয়েছে। তবে মজার ব্যাপার কি জানো, পাঁচ মাস আগে কেউ একজন ঠিক ওই পঁচিশ হাজার ডলারই জেনারেল শেরিডানের কাছে ফেরত পাঠিয়েছে। সঙ্গে একটা স্বাক্ষরবিহীন চিঠিও দিয়েছে সে। তাতে লেখা আছে যে যুদ্ধের সময় সে পঁচিশ হাজার ডলার পায়, এবং পুরনো একটা হিসেবই শুধু সে চুকিয়ে দিচ্ছে।'

'আচ্ছা, তাই!' বিস্ময় সামলে নিতে একটু দেরি হলো মার্কের। তারপর তীক্ষ্ণ চোখে নেসেকার দিকে তাকাল সে। 'তুমি মিথ্যে কথা বলছ!'

'ভুলেও আমাকে মিথ্যুক বোলো না, মিস্টার টিমোথি,' নরম, শান্ত কিন্তু সাবধান করে দেয়ার সুরে বলল নেসেকা। 'আর মাত্র একটা কথা

আছে যেটা তোমাকে আমার এখনও বলা হয়ে ওঠেনি। যে-ছেলেটা ওই সোনা পাহারা দিচ্ছিল, সে আমার ভাই, কনি নেসেকা।'

ইচ্ছে করেই মার্ক টিমোথির দিকে পিঠ দিল নেসেকা, কোনাকুনি ভাবে ঘর পেরিয়ে বসল গিয়ে বিছানার ধারে। আবার যখন ফিরে তাকাল, ততক্ষণে নিজের অনুভূতির ছাপ চেহারা থেকে মুছে ফেলেছে মার্ক।

'পওনি সিটিতে আসার আগেই কনির মৃত্যুর খবর আমার জানা হয়ে গিয়েছিল,' বলে চলল নেসেকা। 'টেক্সাসে গিয়ে তদন্ত করেও দেখেছি আমি। অ্যাম্বুলেন্সটা খুঁজে পেয়েছিলাম, কাঠের সিন্দুকটাও দেখতে পাই...আর ছিল আমার ভাইয়ের দেহাবশিষ্ট। তোমরা ওর তল্লাশি নেয়ার ঝামেলায় যাওনি। তোমাদের কাছে ও ছিল শুধুই বিপক্ষের এক মৃত যোদ্ধা...যখন ওকে ছেড়ে চলে গেলে তোমরা।'

'জেরাল্ড কীল!' হঠাৎ বলে উঠল মার্ক। 'জেরাল্ড কীল তোমার ভাইকে গুলি করেছে।'

'হয় সে নাহলে তুমি। হ্যাঁ, আমি জানি আমার মতো ছিল না আমার ভাই, একটা ধূসর ইউনিফর্ম পরনে ছিল ওর। ওটা ওকে পশুদের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। তোমাদের মতোই ও-ও ছিল যোদ্ধা। যুদ্ধে মৃত্যু সে অন্য জিনিস, মিস্টার টিমোথি, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় খুন সম্পূর্ণ আরেক জিনিস।'

'খুন? আমি...আমি বুঝলাম না।'

'দু'বছর আগে আমার ভাইয়ের কঙ্কাল পাই,' বলল নেসেকা। বলার মধ্যে দুঃখের কোন ছাপ নেই, আছে শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরবর্তী একটা নিষ্ঠুরতা। 'তারপর গত শীতে আমি খোঁজখবর নিই। এবছর গ্রীষ্মে আবার যাই টেক্সাসে। আমার ভাইয়ের বুকে বুলেটের একটা গর্ত ছিল।'

'জেরাল্ড,' ধীর গলায় জোর দিয়ে বলল মার্ক। 'আমার হাতের তাক এতই খারাপ যে কাছ থেকে গুলি করে একটা বার্নে লাগানোও আমার জন্যে কষ্টসাধ্য। তবে জেরাল্ড, সে অন্য জিনিস, ষোলোতম ইলিয়নয়ে সেরা পিস্তলবাজ ছিল ও। অনেকে বলে ও নাকি পিস্তলে খুবই

ভাল…বলে তোমার সমকক্ষ।'

'ওর নাম শুনেছি আমি।'

'আমরা তোমার ভাইকে ধাওয়া করছিলাম, কিন্তু খুব দ্রুত আওতার বাইরে চলে যাচ্ছিল সে। ঘোড়া চালানোর ফাঁকেই অ্যাম্বুলেন্সের একটা ঘোড়াকে গেঁথে ফেলে জেরাল্ড। দুশো গজেরও বেশি দূরে ছিল তখন ওয়্যাগনটা, অথচ গুলি ফস্কায়নি ওর! অ্যাম্বুলেন্সটা উল্টে যেতেই আমরা এগোই তোমার ভাইয়ের দিকে। আমাদের ঠেকাতে গুলি ছোঁড়ে সে। পাল্টা গুলি করে জেরাল্ড। এক গুলিতেই মাটিতে পড়ে যায় তোমার ভাই।'

'কি দিয়ে গুলি করে ও?'

'ওর কারবাইন দিয়ে।'

'আর দ্বিতীয়বার? যে বুলেটটা ওর মাথায় ঢুকল?'

'তোমার ভাই মাটিতে পড়ে যেতেই ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে তার কাছে গেল জেরাল্ড, ও…ও রিভলভার বের করে গুলি করে বসল তোমার ভাইকে।'

'যখন মাটিতে পড়ে ছিল আমার ভাই?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত মার্কের দিকে তাকিয়ে থাকল নেসেকা। অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল মার্ক। চোখে বেশিক্ষণ আর চোখ রাখতে পারবে না বুঝে দেরি না করে এবার হাতের সেরা তাসটা তুলে ধরল সে বিপজ্জনক প্রতিপক্ষের সামনে। পকেট থেকে বের করল পওনি সিটির মেয়র হিসেবে ওর কাছে যে কাগজটা পাঠিয়েছে জেরাল্ড, সেটা। কাগজটা ধরিয়ে দিল সে নেসেকার হাতে।

নেসেকা যখন পড়ার শেষে চলে এসেছে তখন বলল মার্ক, 'তুমি জানো এটা আমার কি অবস্থা করে ছাড়বে? শেষ করে দিতে চায় ও আমাকে। এই শহরে গরু যদি না আসে, তাহলে ব্যবসা গোটাতে হবে আমাকে। লোকে টাকা তুলে নেবে, ফতুর হয়ে যাবে আমার ব্যাঙ্ক, বন্ধ হয়ে যাবে শিপিং পেন আর স্টকইয়ার্ড, কেউ ভাড়া নেবে না এই হোটেলের কামরা, তেমন লোকই আসবে না শহরে; সেলুনটা হয়তো টেকাতে পারব, কিন্তু নিজেকে কোনদিন বারটেন্ডার হিসেবে কল্পনাও

করতে পারি না আমি, অথচ ঘটবে ঠিক তাই, কারণ কাউকে বেতন দিয়ে রাখার মতো বাড়তি টাকা থাকবে না আমার হাতে। বুঝতে পারছ এখন কাকে আমি খুন করতে বলছি?'

'জেরাল্ড কীল!'

'হ্যাঁ, কীল। যেলোক আমার সর্বনাশ করছে। আর ভাগ্যের কি পরিহাস দেখো, তোমার ভাইকে মেরেছে ও, আর ঠিক সময়ে তুমি এসে হাজির হয়েছ শহরে। দশ হাজার ডলার, নেসেকা। কাজ শেষ হওয়া মাত্র নগদ দশ হাজার ডলার পেয়ে যাবে তুমি।' একটু থেমে মার্ক বলল, 'আমার দশ হাজার ডলার বেঁচে যেত, নেসেকা, যদি রিভলভার বা রাইফেল দিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারতাম আমি।'

'কাজটা আমি হাতে নিলাম, মিস্টার টিমোথি,' ধীরে ধীরে বলল নেসেকা। 'বিনা পয়সাতেই খুনটা করতাম আমি, কিন্তু এ ভালই হলো, আমার হাত এখন একেবারেই খালি; দীর্ঘ এই তদন্তে ফুরিয়ে গেছে আমার সমস্ত টাকা। হয়তো তোমার দশ হাজার নিয়ে ইউরোপে বেড়াতে যাব আমি। হয়তো মনের কোন উপকার হবে তাতে।'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নেসেকা। একটু পরে নিজেকে সামলে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল মার্ক টিমোথি।

নেসেকা যখন সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে, নিঃশব্দে খুলে গেল এক নম্বর ঘরের দরজা। রবার্টা টিমোথি তাকিয়ে থাকল নেসেকার কাটখোট্টা অবয়বের দিকে। একবারের জন্যেও চোখ সরাল না মেয়েটা, যতক্ষণ না নেসেকা দৃষ্টির আড়াল হলো।

হোটেল ঘরের দেয়াল খুবই পাতলা। কেউ যদি নিজের ঘরে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকে, তাহলে পাশের ঘরের কথাবার্তা বেশ স্পষ্টই শুনতে পায়। বিশেষ করে কেউ যদি রবার্টার মতো কান পেতে শোনে জেরাল্ডের নাম উচ্চারিত হলে।

ছত্রিশ

ঘরে আলো জ্বলছে না, তবে পুরো সজাগ হয়ে আছে জেরাল্ড। বিছানায় শুয়ে আছে ও, কিন্তু পুরোদস্তুর বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে আছে। একটু পরেই বাইরে যাবে রাতের খাওয়া সারতে। হঠাৎ সামনের দরজার নবে কার যেন মোচড় মারার আওয়াজ কানে এলো ওর।

কোন মনোযোগ দিল না সেদিকে। নিশ্চয়ই কোন মাতাল হবে। কে যেন আঙুল ঠুকল জানালার কাঁচে। তোয়াক্কা করল না জেরি। বিরক্ত হয়ে কেটে পড়বে যে এসেছে খামোকা বিরক্ত করতে। পাশ ফিরে শুলো ও, তারপরই শুনতে পেল নারীকণ্ঠের ভীত, উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। 'জেরাল্ড! জেরাল্ড! তুমি ভেতরে আছ?'

চট করে উঠে বসল জেরি, ভেতরের দরজা পার হয়ে চলে এলো অফিসে, তারপর বাইরের দরজার ওপাশে কে আছে তা কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেয়ে বিনা দ্বিধায় বল্টু খুলে দিল, হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এলো রবার্টা টিমোথিকে।

'তোমার সঙ্গে খুবই জরুরী কথা আছে, জেরি,' প্রায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল রবার্টা। ফোঁপাচ্ছে অল্প অল্প।

এখানে বাইরের আলো এসে পড়েছে, কেউ রবার্টাকে দেখে ফেললে একটা কেলেঙ্কারি হবে। কাঁধ ধরে ওকে ভেতরে, নিজের শোবার ঘরে নিয়ে এসে চেয়ারে বসিয়ে দিল জেরাল্ড। হাসল। 'অন্ধকারে ভয় পাচ্ছ না তো?'

'ভয় পাব?' হাসার চেষ্টা করল রবার্টা। 'আমি জানি কেউ যাতে না দেখে সেজন্যেই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ তুমি।'

'আলোটা জ্বেলে দেব? এখানে আলো জ্বাললে রাস্তা থেকে দেখা যাবে না।'

'না, আঁধারেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। জেরাল্ড, মার্কের কাছে যে কাগজটা তুমি পাঠিয়েছ ওটা আমি দেখেছি।'

'আমার আর কিছু করার ছিল না, রবার্টা। আমি কাজটা না করলে আর কেউ করত। যা করেছি তার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই আমার।'

জেরাল্ডের আঙুল রবার্টার বাহু স্পর্শ করল। পাশে বসেছে জেরাল্ড, বুঝতে পেরে একটু সরে বসল রবার্টা। 'জেরি,' বলল মখমলের মতো মসৃণ গলায়, 'আমাকে ছুঁয়ো না, কথা বোলো না আমার কথা শেষ হওয়ার আগে। যা বলব পরিষ্কার করে বলতে চাই আমি, কোন আবেগ যেন আমাকে বিব্রত না করে।' হাসল মেয়েটা, কেমন যেন দুঃখ মেশানো হাসি। 'এক বছর আগেও কেউ যদি বলত কখনও আমি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ব, তার মুখের ওপর হাসতে পারতাম আমি। আমি নিজেকে শক্ত মনে করতাম, ভাবতাম অনেক বেশি সহ্য ক্ষমতা আমার। কিন্তু, জেরি, আমিও সাধারণ মানুষ, তার বেশি কিছু নই। এতদিন আমি সহ্য করেছি, আর পারছি না। মার্ককে আমি চিনি, আমি জানতাম ভুল করছে ও, ভুল পথে চলছে, কিন্তু তারপরও ও তো আমার ভাই। আমরা যখন কৈশোরে, তখনই মারা যায় আমাদের বাবা-মা। যুদ্ধের আগে ও ছিল আমার কাছে বাবার মতো—বয়সে অনেক বড় আপন ভাই। আমার দিকে খুব খেয়াল ছিল ওর। বোধহয় সেজন্যেই আমার আদর্শ হয়ে ওঠে মার্ক। তারপর যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, আমি একা হয়ে গেলাম, তখন ওর স্মৃতি ছাড়া বেঁচে থাকার মতো আর কিছুই ছিল না আমার। কিন্তু এখন...'

নরম গলায় বলল জেরাল্ড, 'যুদ্ধের পুরো সময়টা আমার বন্ধু ছিল মার্ক। বহুবার ওকে বিশ্বাস করে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছি, কখনও আমাকে হতাশ করেনি ও।'

'যে পঁচিশ হাজার ডলার তোমরা চুরি করেছিলে সেই টাকাই সর্বনাশ করেছে,' বলে উঠল রবার্টা। জেরাল্ডকে নীরব দেখে বলল, 'হ্যাঁ, আমি জানি, জেরাল্ড। আমার মনে হয় অবচেতন মনে সবসময়েই আমি জানতাম, কিন্তু স্বীকার করতে চাইনি নিজের কাছে। তারপর, তারপর আজ রাতে...'

'ভুল কোন ধারণা তোমার মনে জন্মাক তা আমি চাই না, রবার্টা,' বলল জেরাল্ড, 'মার্ক আমাকে জোর করে কাজটা করায়নি। নিজের ইচ্ছেতেই ওর সঙ্গে ছিলাম আমি। ওর মতোই আমিও বড়লোক হতে চেয়েছিলাম।'

'কথাটা সত্যি নয়, জেরি। আমি জানি সত্যি নয়।' কথা থামিয়ে অন্ধকারে জেরাল্ডকে দেখার চেষ্টা করল রবার্টা। আবছা একটা আকৃতি শুধু দেখা যায়। 'ও তোমাকে খুন করবে, জেরি,' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা। 'মার্ক করবে না। ও জানে ও পারবে না। জর্জ নেসেকাকে ভাড়া করেছে ও!'

'নেসেকা!' বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এলো জেরাল্ডের মুখ চিরে। 'কিন্তু নেসেকার ভাইকে তো...'

'ওর ভাইকে খুন করেছ তোমরা টাকা নেয়ার সময়। জর্জ নেসেকা এটা জানে। আগেই অনেক কিছু জানত সে। যা জানত না সেটা মার্ক জানিয়ে দিয়েছে। ও বলে দিয়েছে যে তুমিই নেসেকার ভাইকে খুন করেছ।'

হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল জেরাল্ডের শরীর।

রবার্টা বলে চলল, 'আমি জানি জর্জ নেসেকা গানফাইটার। মার্ক ওকে দশ হাজার ডলার দেবে বলেছে তোমাকে খুন করার বিনিময়ে।' থরথর করে কেঁপে উঠল রবার্টা, দু'হাতে মুখ ঢাকল।

জেরাল্ড ওর কাঁধে হাত রাখতেই হাতটা সরিয়ে দিল মেয়েটা। ফুঁপিয়ে বলল, 'আমাকে ছুঁয়ো না, জেরি! খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। তোমাকে কথাটা জানাতেই হতো, কিন্তু বলে দিয়ে মার্কের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলাম আমি।'

ওকে সান্ত্বনা দিতে চাইল জেরাল্ড, কিন্তু ভাষা খুঁজে পেল না। কিছু একটা বলতে হয় তাই বলল, 'দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিভাবে?' অসহায়ের মতো শোনাল রবার্টার বলার ভঙ্গি। 'সবই তো শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। জেরাল্ডের ইচ্ছে হলো ওকে বুকে টেনে নেয়, কিন্তু পারল না। ওদের মাঝে যে উষ্ণতা একদিন ছিল তাতে বরফ জমেছে। সময় কখন যে অনেক

অনেক দূরে ওদের ঠেলে দিয়েছে সেটা সচেতন ভাবে নিজেরাও ওরা বোঝেনি।

'রবার্টা,' ডাকল জেরাল্ড। ওর নিজের কানেই ডাকটা বেমানান শোনাল।

চলে যাচ্ছে মেয়েটা। ওকে ফেরানো যাবে না। ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল রবার্টা। একটু পরে বাইরের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ শুনতে পেল জেরাল্ড। অন্ধকারে অনেকক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকল ও। একসময় সংবিৎ ফিরতে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলো। ফিরে এসে বিছানায় বসার পর নড়ল না বহুক্ষণ। তারপর মনস্থির করে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। একটা ম্যাচের কাঠি জ্বেলে উঠে দাঁড়াল ও। লণ্ঠনটায় আগুন দিয়ে খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে তলা থেকে টেনে বের করল ওর ভ্যালিসটা। ওটা খুলে হাতে তুলে নিল ওর নেভি কোল্ট। সিলিন্ডার ঘুরিয়ে পরীক্ষা করে দেখল, চেম্বারে গুলি ভরা আছে। এবার অস্ত্রটা পাশে রেখে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

জর্জ নেসেকা দাঁড়িয়ে আছে লংহর্ন সেলুনের সামনে। আধঘণ্টা ধরেই সে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। সে জানে কখন রিয়েল এস্টেট অফিস থেকে বেরবে জেরাল্ড কীল।

অফিসের বাইরে পা রেখেই নেসেকাকে দেখতে পেল জেরি। বোর্ডওয়াকেই দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

এটাই যদি সেই মোকাবিলার সময় হয় তাহলে...

মনে মনে দশ গুনল জেরাল্ড, তারপরও যখন নেসেকা নড়ল না, পরিচয়ের কোন চিহ্ন ফুটল না লোকটার হাবভাবে, তখন চাইনিজ রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়াল ও। জীবনের শেষ দিনও যদি হয়, ভাবল জেরি, একটা নিয়ম ধরে চলাই উচিত।

জেরাল্ড যতক্ষণ রেস্তোরাঁয় নাস্তা সারল, পুরোটা সময় লংহর্ন সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল জর্জ নেসেকা। দেখল হোটেলের দিক থেকে আসছে মার্ক টিমোথি। লোকটা যে'আড়ে আড়ে ওকে দেখছে সেটা না তাকিয়েও বুঝতে পারল ও, তাকাল না মার্কের দিকে।

ব্যাঙ্কে গিয়ে ঢুকল মার্ক। একটু পরে জানালা দিয়ে তাকে উঁকি

দিতে দেখল নেসেকা।

রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো একটা চাক ওয়্যাগন, থামল সেন্ট লুইস স্টোরের সামনে। ওটা থেকে লাফ দিয়ে নেমে দোকানে গিয়ে ঢুকল জেনারেল কালভিনের ট্রেইল বস্, জোসেফ কনরাড। তার হাতে একটা লম্বা লিস্টি ছিল। নিশ্চয়ই টেক্সাসে ফেরার পথে সদাই করতে এসেছে।

কয়েক মিনিট পর এলো জেনারেল কালভিন আর সামান্থা। সামান্থা শহুরে পোশাক বদলে আবার ট্রেইলে চলার উপযোগী রঙজ্বলা স্কার্ট, জ্যাকেট আর কাফস্কিন বুট পরে নিয়েছে।

নেসেকাকে দেখে চপল পায়ে কাছে চলে এলো সামান্থা। 'আরেহ্, তুমি এখানে?'

'কেমন আছ মিস কালভিন?' জানতে চাইল নেসেকা। কথা শুনে কারও বোঝার সাধ্য নেই একটু পরে কি করতে যাচ্ছে সে। 'শিগ্গিরই নিশ্চয়ই টেক্সাসে ফিরে যাচ্ছ?'

'কার কাছে জানলে?' একটু অবাক হলো সামান্থা। 'বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছি নাস্তার সারাটা সময়।'

'আন্দাজ করেছি। এক বছরের স্কুলই তোমার মতো মেয়ের জন্যে সহ্য করা মুশকিল।'

'তা ঠিক। সময়টা খুব ধীরে কেটেছে ওখানে।'

'তবে টেক্সাসের ভদ্রমহিলাদের অনেক কিছু শেখার আছে ওখানে,' বলল জেনারেল কালভিন। কড়া চোখে মেয়ের দিকে তাকাল। বোঝা যাচ্ছে মেয়ের সিদ্ধান্ত এখনও মন থেকে মেনে নিতে পারেনি।

'যথেষ্ট শিখেছি আমি ওখানে, আর যাচ্ছি না,' এক কথায় নিজের মনোভাব জানিয়ে দিল সামান্থা। নেসেকার দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, টেক্সাসে ফিরে যাচ্ছি আমরা। ওই যে ওয়্যাগনটা দেখছ, ওটা ভরে মালপত্র নেব। এখন আমাদের টাকার অভাব নেই। যদি দেখি এক ওয়্যাগনে সব আঁটছে না তাহলে আরেকটা ওয়্যাগন কিনব।...আশা করি টেক্সাসে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে, নেসেকা।'

'হয়তো,' নিজেকে শোনাল নেসেকা। 'হয়তো।'

মেয়েকে নিয়ে এগিয়ে গেল জেনারেল। একটু এগিয়েই রাস্তা পার

হলো, পৌঁছে গেল রেস্টুরেন্টের সামনের বোর্ডওয়াকে। সেখানে থামল না, হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল সেন্ট লুইস স্টোরের কাছে। দোকানে প্রবেশ করল বাপ-মেয়ে।

ঠোঁটের কোণে সরু একটা সিগার ঝুলিয়ে ওটাতে আগুন দিয়ে ধোঁয়া টানল নেসেকা। গভীর টান দিয়ে এক বুক ধোঁয়া ছেড়ে নিজের হাতের দিকে তাকাল। আঙুল ফাঁক করে পরীক্ষা করল। নাহ্, কাঁপছে না ওগুলো।

নেসেকা জানে কি করতে হবে তাকে।

কি করতে হবে সেটা বিপদে পড়লে জেরাল্ড কীলেরও জানা থাকার কথা। লোকটা ওয়াইল্ড জ্যাক ম্যাসনকেও এক বিন্দু পাত্তা দেয়নি, মনে আছে ওর। টেক্সানদের ঠেকানোর সময়ও একবার নয়, দুই দুই বার নিজের সাহসের প্রমাণ রেখেছে লোকটা। শেষ পর্যন্ত হত্যা করেছে ব্রগকে।

ছোট নজরে জেরাল্ড কীলকে দেখছে না জর্জ নেসেকা।

তাকিয়ে থাকল সে। একটু পরই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলো জেরাল্ড। সামনের রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, এখনই ফিরবে সে রিয়েল এস্টেট অফিসের দিকে। যেতে হবে নেসেকাকে পার হয়ে।

রাস্তার ওপারে জেরাল্ড। সরু চোখে বিদ্বেষ নিয়ে তাকে দেখছে নেসেকা। দেখছে আর সিগার ফুঁকছে। ওর মধ্যে কোন দুশ্চিন্তা নেই।

তারপর পেছনের বোর্ডওয়াকে হালকা পায়ের আওয়াজ পেল ও। দ্রুত এগিয়ে আসছে কোন মহিলা। জেরাল্ডের ওপর থেকে চোখ সরাল না নেসেকা। গলা শুনে বুঝতে পারল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রবার্টা টিমোথি।

'মিস্টার নেসেকা,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল মেয়েটা, 'প্লীজ···তোমার উচিত হবে না।'

জেরাল্ডের ওপর থেকে চোখ সরাল নেসেকা, কিন্তু রবার্টার দিকে তাকাল না। নিচু গলায় বলল, 'তুমি চলে যাও, মিস, এখানে থেকো না। এখানে যা হবে সেটা ঠেকাতে পারবে না তুমি।'

'তুমি বুঝতে পারছ না,' গলা বুজে এলো রবার্টার। 'আমার ভাই

তোমাকে মিথ্যে বলেছে। আসলে সে-ই তোমার ভাইকে খুন করে।'

'কোন মহিলার এই দৃশ্য দেখা উচিত নয়,' নিজের মতামত থেকে নড়ল না নেসেকা। 'ভেতরে যাও...' টানটান উত্তেজনায় একটা মুহূর্ত নীরব কাটল। তারপর বলল ও, 'ওই আসছে।'

ফুঁপিয়ে উঠে নেসেকার বাম হাত ধরতে চেষ্টা করল রবার্টা, কিন্তু ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল প্রাক্তন গেরিলা।

রাস্তার উল্টোপাশে এগিয়ে আসছে জেরাল্ড, দূরত্ব আর তিরিশ গজও নেই। গলা উঁচিয়ে বলল নেসেকা, 'তোমার কাছে অস্ত্র আছে, কীল?'

দাঁড়িয়ে পড়ল জেরাল্ড। আস্তে করে মাথা দোলাল। 'হ্যাঁ, আছে আমার কাছে অস্ত্র।'

'তাহলে ব্যবহার করো ওটা!'

জেরাল্ড দেখল নেসেকার কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে রবার্টা। ভয়ে ফ্যাকাসে চেহারায় বোর্ডওয়াকে জড়োসড়ো হয়ে আছে মেয়েটা। ও বুঝতে পারল নেসেকাকে অনুরোধ করতে এসেছিল রবার্টা, আজকের এই শোডাউন ঠেকাতে চেষ্টা করেছে। এটাও বুঝতে ওর দেরি হলো না যে ব্যর্থ হয়েছে মেয়েটা।

জেরাল্ডের কোটের বোতামগুলো খোলা। ট্রাউজারে গোঁজা আছে ওর অস্ত্র। এই অবস্থা থেকে সিক্সগান বের করে গুলি করা কষ্টকর, জানে ও, কিন্তু সত্যি যদি হোলস্টার থাকত আর সেখান থেকে ড্র করত ও, তাহলেও কি জর্জ নেসেকার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারত?

শান্ত স্বরে বলল জেরাল্ড, 'তুমি ভুল করছ, নেসেকা। আমি নিজে যদি মরি তুমিও বাঁচবে না। তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমিও এটা জানো, তাই না, নেসেকা?'

'ঘটনা যদি সেরকম হয় তাহলে তাই হোক,' জবাবে বলল নেসেকা।

কৌতূহল চাপতে না পেরে রাস্তার ওপারে ব্যাঙ্কের খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল মার্ক টিমোথি। জেরাল্ড তাকে দেখতে পেল না। নেসেকাও শুধু তার অস্তিত্ব টের পেল।

সাহস আছে জেরাল্ড কীলের। খারাপ লেগে উঠল নেসেকার যে

ওদের শেষ দেখাটা এভাবে হচ্ছে'।

এই ডুয়েলের কোন নিয়ম নেই। নেসেকা পেশাদার আর জেরাল্ড তার তুলনায় নবিশ। এটা লড়াই হচ্ছে না, আইনের আওতার ভেতরে থেকে একজন আরেকজনকে খুন করবে আজ এখানে।

সিক্সগানের দিকে হাত বাড়াল জেরাল্ড। ওর হাত শক্ত করে চেপে ধরল অস্ত্রের বাঁট। যত দ্রুত সম্ভব সিক্সগানটা বের করে তাক করতে চেষ্টা করল জেরাল্ড। ড্র করার সময়ই বুড়ো আঙুলে ওপরে তুলে ফেলল ও হ্যামার।

কিন্তু ওর অনেক আগেই নেসেকার হাতে বেরিয়ে এসেছে অস্ত্র।

অদৃশ্য কিছুর প্রচণ্ড একটা ধাক্কা অনুভব করল জেরাল্ড ডান বাহুতে। বিস্মিত হয়ে পায়ের কাছে পড়ে থাকা নেভি কোল্টের দিকে তাকাল ও। এই তাহলে নেসেকা? ওর হাতে গুলি লাগিয়েছে লোকটা!

উবু হতে শুরু করল ও অস্ত্রটা তুলে নেবার জন্যে। একটা গুলি অন্তত পাঠাতে হবে প্রাক্তন গেরিলার দিকে, নেসেকা তাকে শেষ করে দেয়ার আগেই।

একটা তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শুনতে পেল ও। রবার্টা টিমোথি চেঁচিয়ে ওঠেনি, আওয়াজটা এসেছে ওর পেছন থেকে।

সামান্থা কালভিন সেন্ট লুইস স্টোরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল নেসেকার গুলির আওয়াজ পেয়ে। এখন দৌড়ে আসছে মেয়েটা। চিৎকার করে উন্মাদিনীর মতো বলছে, 'না, না, পিস্তল তুলো না! জেরাল্ড!'

কিন্তু সিক্সগানটা তোলার ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগ দিল জেরাল্ড। একবার অস্ত্র ছুঁয়েছে ও, বাকি কাজটাও ওকে সম্পন্ন করতে হবে। অবচেতন মন ওকে বলে দিচ্ছে কি করতে হবে। উবু হও, অস্ত্রটা তুলে নাও, তারপর মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে লক্ষ্যস্থির করো। কয়েক গড়ান দিয়েই উঠে দাঁড়াবে...গুলি করতে করতে।

হাতের ব্যথা ভুলে গিয়ে সবগুলো কাজই ও করল একনাগাড়ে। রিভলভারটা ছোঁয়ার সময় গুলির আওয়াজ পেল। যেন বাজ ডাকল কাছেই কোথাও। এক সেকেন্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে ওর ভয় হলো এখনই বুলেটের ধাক্কা লাগবে বুকে, কিন্তু দাঁতে দাঁত

চেপে সমস্ত মনোযোগ এক করে নিজেকে গড়িয়ে দিল ও, তুলে আনল রিভলভার, তারপর তাক করেই টিপে দিল ট্রিগার। মাটিতে শুয়ে আছে ও, শুধু অস্ত্রধরা হাতটা ওপরে তোলা। আরও দুবার ট্রিগার স্পর্শ করল ওর আঙুল।

ধড়াস করে বোর্ডওয়াক থেকে রাস্তায় পড়ে গেল নেসেকা!

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না জেরাল্ড। জিতে গেছে ও! হতভম্ব জেরাল্ড হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসতেই ব্যাঙ্কের দিক থেকে দৌড়ে এলো কে যেন।

মার্ক টিমোথি! চিৎকার করছে, 'পারল না হারামজাদা! দাঁড়া, আমিই শেষ করছি তোকে! ওর ভাইকে খুন করেছি, এবার তোকে…'

হাতে একটা নেভি কোল্ট। দৌড় না থামিয়েই গুলি করল মার্ক। পর পর কয়েক বার। প্রথম গুলি জেরাল্ডের পায়ের কাছে ধুলোতে নাক গুঁজল। দ্বিতীয় গুলি বেরিয়ে গেল কানের পাশ দিয়ে।

কাছ থেকেও একটা বার্নের গায়ে গুলি লাগাতে পারে না মার্ক!

তৃতীয় গুলি করার জন্যে বুড়ো আঙুলে আবার হ্যামার ওঠাল টিমোথি। অসহ্য রাগে মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে তার।

ওই একই মুহূর্তে দৌড়ে এসে জেরাল্ডকে জড়িয়ে ধরল সামান্থা, যেন গুলি থেকে বাঁচাতে চায়।

মার্কের তৃতীয় গুলিটা ওর সেরা লক্ষ্যভেদ। তাক করে গুলি করেছিল সে। জেরাল্ডের বুকে লাগত গুলিটা, সামান্থা যদি সামনে চলে না আসত। সামান্থার শরীরে বুলেট ঢোকার থ্যাপ আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পারল জেরাল্ড। আর্তনাদটাও শুনতে পেল। অস্ত্র ফেলে সামান্থাকে ধরতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সামান্থা রাস্তার ওপর।

মাটিতে পড়ে আছে জর্জ নেসেকা। তাহলে এই ব্যাপার! শেষ একটা গুলি করল সে। ওটুকুর জন্যেই যেন বেঁচে ছিল সে। সরাসরি মার্ক টিমোথির বুকে গিয়ে গাঁথল ওর বুলেট। কাটা কলাগাছের মতো রাস্তায় পড়ে গেল মার্ক, ধুলোয় পড়ার আগেই মারা গেছে।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সত্যটা অনুভব করতে পেরেছিল জর্জ নেসেকা। বুঝতে পেরেছিল জেরাল্ড কীল ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করার মতো

মানুষ নয়। মিথ্যে বোঝানো হয়েছে ওকে। বুঝিয়েছে কাপুরুষ মার্ক টিমোথি। আসলে সে-ই ওর ভাই কনি নেসেকার খুনী।

হাঁটুতে ভর করে বসে সামান্থাকে চিৎ করল জেরাল্ড। রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে সামান্থার শার্টের বাম দিকটা। কিন্তু চোখ দুটো খোলা।

'ওকে মারার দরকারটা কি ছিল?' দুর্বল গলায় বলে উঠল সামান্থা, 'জর্জ নেসেকা তোমাকে পছন্দ করত।'

'আমিও ওকে পছন্দ করতাম,' বলল জেরি, 'কিন্তু ও-ই আমাকে খুন করতে চাইছিল।'

সাঁইত্রিশ

সোনালী গমে ছেয়ে আছে খেত, দুলছে বাতাসে, একরের পর একর, মাইলের পর মাইল; দেখতে লাগছে সাগরের মতো।

মোটা সরেস দানা হয়েছে গমের। ক্যানসাসের ভবিষ্যৎ।

গম।

কিছুদিন আগেও লংহর্ন গরু চরেছে এখানে, তাজা বাফেলো-ঘাস খেয়ে মোটাতাজা হয়েছে। তারও আগে ছিল বাফেলোরা।

বিলুপ্তির দিকে গেছে বাফেলো। চলে গেছে লংহর্ন।

এখন ক্যানসাসের জমিতে রাজত্ব করছে গম।

নদীর পাশ দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে, তারই ধারে খেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে জেরাল্ড কীল। জুন মাস চলছে। পাকা গম কাটা হচ্ছে এখন। আঁটি বেঁধে শহরে নিয়ে বেচা হবে আর কয়েক দিনের মধ্যেই।

সারাদিন মাথার ওপর আগুন ঢেলেছে তপ্ত সূর্য। ক্লান্তি লাগছে ওর। ঘর্মাক্ত চেহারায় দিন শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছে জেরাল্ড। গম খেতের কাজে ও একেবারেই নতুন। যেসব রাজ্যে গমের চাষ হয়,

সেখানে বাচ্চা আর মহিলাদের যে কাজ করতে দেয়া হয়, এখনও সেই কাজই করে সেরে উঠতে পারছে না ও। তবে ওকে কারও বলার কিছু নেই, জমিটা ওরই।

রাস্তার দিকে চোখ গেল ওর। মনটা ভাল হয়ে গেল এক অশ্বারোহীকে আসতে দেখে। কিছুক্ষণ গল্প করে সময় কাটানো যাবে।

প্রচণ্ড জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে অশ্বারোহী। আরেকটু কাছে আসতেই তাকে চিনতে পারল জেরাল্ড। সামান্থা কালভিন। পরনে ছেলেদের শার্ট আর লিভাই।

কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল মেয়েটা। জেরাল্ডের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলে উঠল, 'কী, শয়তান ইয়াঙ্কি!'

'রেব!'

'সূর্যোদয়ের পর থেকে ঘোড়া ছোটাচ্ছি, এসেছি সেই এমপোরিয়া থেকে; অন্তত পঞ্চাশ মাইল তো হবেই, কি বলো?'

'একা এসেছ তুমি?' অবাক হলো জেরাল্ড।

'এমপোরিয়া থেকে একা। বাবা আর ছেলেরা ওখানে এসেছে গরু বেচতে। আমি ভাবলাম ওরা যতক্ষণ ব্যস্ত থাকবে ততক্ষণে এখান থেকে একবার ঘুরে যাই।' একটু থেমে কৈফিয়তের সুরে বলল সামান্থা, 'কাজ আছে আমার এখানে।'

'নিশ্চয়ই আছে।' হাসল জেরাল্ড।

'সেই কাজের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই,' ধমক দিল সামান্থা, তবে জেরাল্ডের চোখের দিকে তাকাতে পারল না। গমের খেত হাতের ইশারায় দেখাল ও। 'এটাই তো গম খেত? তোমরা চাষাভুষোরা তো এই জিনিসই চাষ করো?'

'হ্যাঁ, এগুলোই গম,' শান্ত স্বরে জানাল জেরাল্ড, 'যে গম থেকে তোমরা রুটি বানাও।'

'আমরা বাসায় রুটি খাই না, বিস্কুট খাই।' নাক কুঁচকাল সামান্থা। 'এই জিনিস টেক্সাসে চাষ করা যায়?'

'বোধহয়। কেন? তোমার কি চাষী হওয়ার ইচ্ছে?'

'আমি? তুমি কি পাগল হয়েছ? আমাকে...আমাকে টেক্সাসের সবগুলো লংহর্ন দিলেও আমি চাষী হব না। যাক, আমার তাহলে এবার

যেতে হয়। এসেছিলাম তোমাকে একটা খবর জানাতে, শীঘ্রি বিয়ে হবে আমার।'

'বিয়ে হবে? কে বিয়ে করবে তোমাকে...?'

রেগে গেল সামান্থা। 'অনেক লোক আছে বিয়ে করার। ভাল মানুষ ওরা। টেক্সান। কেন, এই তো ডেনটনের কাছে বড়লোক এক র‍্যাঞ্চার আছে যে...'

'স্যাম,' বলল জেরি, 'মিথ্যে বলছ তুমি।'

'ঠিক আছে, বলছি। যদি বলেই থাকি তাতেই বা কি? তোমার কি, তুমি তো বিয়ে করে ফেলেছ, অথবা করবে...মিস টিমোথিকে।'

মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'রবার্টা টিমোথি ভাইয়ের মৃতদেহ নিয়ে দেশে ফিরে গেছে, আর এখানে আসেনি। বেচে দিয়েছে হোটেল আর সেলুন। কয়েক মাস আগে চিঠি দিয়েছিল, লিখেছে ইউরোপে চলে যাবে।'

'ইউরোপ?' নাক কুঁচকাল সামান্থা। 'ইউরোপে কেন যেতে চাইবে কেউ?'

'টেক্সাসেই বা কেন থাকতে চাইবে কেউ, যখন সে ক্যানসাসে চলে আসতে পারে?'

চোখ জ্বলে উঠল সামান্থার, হাঁ করল ও জেরাল্ডকে মুখের কথায় মাটিতে মিশিয়ে দেয়ার জন্যে, তারপর থেমে গেল জেরাল্ডকে হাসতে দেখে। সামনে বাড়ল জেরাল্ড। ওকে এগোতে দেখেই ঘোড়ার রাশ ধরে ঘুরে দাঁড়াল সামান্থা, লাফ দিয়ে স্যাডলে উঠেই ঘোড়া ছোটাবার চেষ্টা করল। কিন্তু হাত বাড়িয়ে স্যাডল থেকে সামান্থাকে তুলে নিল জেরাল্ড, জড়িয়ে ধরল শক্ত করে। দু'জনের ঠোঁট এক হয়ে গেল গভীর চুম্বনে।

তারপর হঠাৎ মাথাটা পেছনে সরিয়ে চোখ বড় বড় করে জেরাল্ডের দিকে তাকাল সামান্থা। বলে উঠল, 'আমাকে সত্যিই কি শয়তান এক ইয়াঙ্কি হয়ে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ।' ঠোঁট নামিয়ে আনল জেরাল্ড সামান্থার ঠোঁটে।

***

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা মতামত কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

কা. আ হোসেন

রাজু আহমেদ খাঁন

শোমসপুর, খোকসা।

সেবা রোমান্টিক বাদে আপনাদের আর প্রায় সব বইই পড়েছি। কোন্ বইগুলো ভাল লেগেছে বলছি:

মাসুদ রানায় *অগ্নিপুরুষ, আই লাভ ইউ, ম্যান, নীলছবি, শ্বাপদসঙ্কুল, সেই উ-সেন, আবার উ-সেন, মাফিয়া, গুডবাই, রানা, অন্ধকারে চিতা, বিদেশী গুপ্তচর।*

ওয়েস্টার্নে *বাঁধন, ডেথসিটি, আবার এরফান, ওয়ানটেড, বসতি, প্রত্যয়, বাথান, অতন্দ্র প্রহরী, সন্ধান, দখল, বিপদ, জালিয়াত, মরুসৈনিক, আউট-ল।*

কুয়াশায় *কুয়াশা ৩, ৬, ৮, ৩০, ৫৪*

তিন গোয়েন্দায় *তিন গোয়েন্দা, রূপালী মাকড়সা, কাকাতুয়া রহস্য*

নরকে হাজির, প্রজাপতির খামার, আরেক ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন, মায়াজাল।

কি. ক্লাসিক/অনুবাদে *প্রিজনার অভ জেনডা, গড ফাদার, দুই নারী, মরুশহর, রহস্যের দ্বীপ, দুঃসাহসী টমসয়্যার।*

পিশাচ কাহিনীর *ড্রাকুলা, অশুভ সঙ্কেত।*

রোমাঞ্চ উপন্যাস *হলো না, রত্না, দাঁড়াও পথিক, কলংকিনী।*

আমার সংগ্রহে সেবার অনেক বই আছে। আমি বই সংরক্ষণ করি। আমার কিছু কিছু বইয়ের অবস্থা যাচ্ছেতাই। আমি সেগুলো পাঠিয়ে দিলে কি আপনারা নিজ খরচে ভাল বই পাঠাবেন?

অবশেষে আপনাকে আরও ১৫০ বছর বেঁচে থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

* আপনার অনুরোধ রাখতে পারছি না বলে দুঃখিত। ...আর, যে-কোনও বইয়ের অবস্থা যাচ্ছে-তাই হলেই আমরা সে বই পাল্টে দিই না, আমাদের বাঁধাইয়ের দোষে যদি কোন বইয়ের ফর্মা গোলমাল হয়, কেবল তখনই আমরা নিজ খরচে সে বইটি বদলে নিখুঁত বই দিই।

রাইয়ান মাহমুদ মুন

মোহম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

এ-মাসে বের হওয়া নতুন চারটে বই পড়লাম। *লাইট হাউজ, দ্য ব্ল্যাক সোয়ান, দোষী ও রুদ্রঝড়।* এর মধ্যে প্রথমোক্তটি বাদে সবগুলোই ভাল লেগেছে। তবে রাফায়েল সাবাতিনির 'দ্য ব্ল্যাক সোয়ান' বইটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমার কিন্তু মেজর স্যান্ডসের চরিত্রটি দারুণ লেগেছে। বইটি পড়তে পড়তে মেজরের চরিত্রটি দেখে আমার পরিচিত যত বেকুব আছে সবার কথাই মনে পড়েছে।

সেবার হেড অফিস থেকে পুরনো বই ঘেঁটে মোট ২৮+৬+২=৩৬টি বই কিনেছি। এর মধ্যে পরিচিত লেখকদের পাশাপাশি হাসান উৎপল ও সাগর চৌধুরীর দুয়েকটি বই পেয়েছি। হাসান উৎপলের বইগুলো খুবই ভাল লেগেছে। তাঁর সম্পর্কে কিছু

জানতে চাই।

কয়েকটি বইয়ের রিপ্রিন্ট চাই ১. হাসান উৎপলের উল্লেখযোগ্য কিছু বই ২. কাজি মাহবুব হোসেনের 'আরিজোনায় এরফান' ও 'মৃত্যুর মুখে এরফান' ও ৩. রকিব হাসানের 'জঙ্গল', 'বিদেশ যাত্রা', 'ড্রাগস' ও 'অবসর বিনোদন।'

আমার চিঠি মনোনীত হলে দয়া করে আগামী ওয়েস্টার্নে ছাপবেন।

* হাসান উৎপল একজন বিখ্যাত ব্যক্তির ছদ্মনাম। ইনি আসলে সাপ্তাহিক বিচিত্রার প্রাক্তন সম্পাদক এবং বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা – শাহাদত চৌধুরী। রিপ্রিন্টের ব্যাপারে আমরা ভেবে দেখব।

রনি

পশ্চিম রাজাবাজার, ঢাকা-১২১৫

* আমি সেবা প্রকাশনীর একজন ওয়েস্টার্ন প্রেমিক। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি বাদে আর সব ওয়েস্টার্ন বই আমি পড়েছি। নতুন সব বই আমার কাছে আছে। কিন্তু পুরাতন ওয়েস্টার্নগুলো কোথাও পাচ্ছি না। আমার অনুরোধ, এগুলো ভলিউম আকারে রিপ্রিন্ট করুন। বিশেষ করে কাজি মাহবুব হোসেনের আর কতদূর, বাঁধন, এপিঠ-ওপিঠ, রূপান্তর, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, বেপরোয়া পশ্চিম, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান এবং রক্তরাঙা ট্রেইল। শওকত হোসেনের প্রতিপক্ষ, দখল, ঘেরাও, সংঘাত, বৈরীবলয়, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, জালিয়াত ও নিষিদ্ধ প্রান্তর।

* সময় ও সুযোগ মত নিশ্চয়ই রিপ্রিন্ট হবে।